তাফসীরে

ওসমানী

৭ম খন্ড

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা
শাববীর আহমদ ওসমানী

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

AL-QURAN ACADEMY LONDON

আল কোরআন একাডেমী লণ্ডন

তাফসীরে ওসমানী

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা

শাব্বির আহমদ ওসমানী

তাফসীরের অনুবাদ

হাফেজ মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

[৭ম খন্ড]

সপ্তম মনযিল

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

www.icsbook.info

প্রকাশক

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

কোরআনের অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯৬

আষাঢ় ১৪০৩

সফর ১৪১৭

অক্ষর বিন্যাস

সাক্‌সেস্‌ কম্পিউটার্স

৪৩৫/খ, বড় মগবাজার, ঢাকা

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

বাংলাদেশ কার্যালয়

৪৩৫/খ, ওয়ারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা

বিনিময়

অফসেট পেপারঃ দুইশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র

BENGALI TRANSLATION OF

'TAFSIR-E-OSMANI'

7TH VOLUME

TAFSIR

MAULANA SHABBIR AHMED OSMANI

TRANSLATION OF THE HOLY QURAN

HAFEZ MUNIR UDDIN AHMED

DIRECTOR, AL QURAN ACADEMY LONDON

118 HUBERT GROVE, LONDON SW9 9PD

ENGLAND

TEL: 0044 171 733 9781

FAX: 0044 171 738 3314

PUBLISHED ON

JUNE 1996

PRICE

OFFSET PAPER TK. 255.00

£ 10.50

www.icsbook.info

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে অসংখ্য শোকরগুযারী করছি, তিনি 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর মতো একটি নগন্য প্রতিষ্ঠানকে এ যুগের দুটো সেরা কোরআনের তাফসীরকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার সৌভাগ্য-ধন্য করেছেন। গত বছরের শুরুর দিকে শহীদ সাইয়েদ কুতুব-এর কালজয়ী তাফসীর গ্রন্থ 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ হাতে নেয়ার পর এক বছর শেষ না হতেই আমরা আপনাদের হাতে আমাদের দ্বিতীয় উপহার 'তাফসীরে ওসমানী'-এর বাংলা তরজমা তুলে দিতে সক্ষম হলাম, এই অস্বাভাবিক সাফল্যের জন্যে হাজার বার মালিকের দুয়ারে কৃতজ্ঞতার মাথা নোয়ালেও তার যথাযথ 'হক' আদায় হবে না।

গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা সমস্যায় পড়লাম, কোরআনের বাংলা তরজমা নিয়ে। মূল তাফসীরে শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান-এর যে তরজমা রয়েছে তার বাংলা রূপান্তর করতে গিয়ে দেখা গেলো, তা কোরআনের ভাবকে আরো জটিল করে তুলছে। তাছাড়া শাব্দিক অনুবাদ উর্দু ভাষায় চালু থাকলেও বাংলা ভাষার ব্যবহার রীতি ও ভাষা বোঝানোর জন্যে এই পদ্ধতি এখন অনেকটা সেকেলে। অবশেষে 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' -এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা কোরআনের ভিন্ন অনুবাদ ব্যবহার করলাম। এই অনুবাদের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃ আমার নিজস্ব। আল্লাহ তুমি আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করো।

এটা করতে গিয়ে আমরা পড়লাম আরেকটি সমস্যায়। মওলানা ওসমানী তার ওস্তাদ হযরত মাহমুদুল হাসান-এর তরজমাকে সামনে রেখে টিকা লিখেছেন; কিন্তু আমরা যখন কোরআনের ভিন্ন তরজমা ব্যবহার করেছি, তখন স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝে তরজমার সাথে টিকার কিছুটা অসংগতি দেখা দেয়। কারণ যে শব্দটির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সেই শব্দটি আদৌ হয়তো আমাদের ব্যবহৃত তরজমায় আসেনি। আবার এসে থাকলেও বাংলা ভাষার বাক্য রীতিতে হয়তো তা স্থানান্তর হয়ে টিকার নম্বরের আগে পরে বসে গেছে। এই সব সমস্যা যে আমরা সর্বাংশে সমাধান করতে পেরেছি সে কথা বলার সাহস আমার নেই, তবে আমরা আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি করিনি—এটুকু বলার সাহস আমার আছে। টিকার নং বসাতে গিয়েও মাঝে মাঝে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি, তরজমা এবং তাফসীরের পার্থক্য বুঝানোর জন্যে আমরা সর্বত্রই একটা স্বতন্ত্র রেখা টেনে দিয়েছি। তাছাড়া প্রথম খন্ডের ভ্রান্তির অভিজ্ঞতাগুলোকেও আমরা বহুলাংশে এই খন্ডে কাজে লাগাতে পেরেছি বলে উপস্থাপনা আগের তুলনায় কিছুটা হলেও ত্রুটিমুক্ত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

এই মূল্যবান তাফসীরটি প্রধানত অনুবাদ করেছেন, কোরআন মজীদের আলেম ও হাফেজ আমার একান্ত সুহৃদ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। তিনি এই অনুবাদের কাজটি শুরু করেছেন আজ থেকে ১৮-১৯ বছর আগে। বিগত দেড় যুগ ধরে এই তাফসীরটি প্রকাশনার জন্যে তিনি চকবাজার, বাংলাবাজার, বায়তুল মোকাররমসহ দেশের বহু নামী-দামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ধর্না দিয়েছেন বহুবার। বহু লোক তাকে ওয়াদা দিয়েছে; কিন্তু মূল পান্ডুলিপি যেই তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেলো।

হাফেজ সিদ্দিকী এই গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করেছেন দেড় যুগ আগে। তাই বাংলা ভাষায় একে উপস্থাপনার স্বার্থে এর একটা সার্বিক সম্পাদনার প্রয়োজন ছিলো। আজ যে তরজমাটি আপনার হাতে আছে, তা মূলত এর সম্পাদিত অনুবাদ। অবশ্য হাফেজ সিদ্দিকী নিজেও আমার সম্পাদিত এই অনুবাদের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেবহাল।

www.icsbook.info

হাফেজ গোলাম সোবহান সিদ্দিকীর মরহুম পিতা মওলানা নোমান সিদ্দিকীও ছিলেন একজন উঁচুমানের আলেম ও পন্ডিত ব্যক্তি, মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি এই অমূল্য তাফসীরটি তার সুযোগ্য ছেলের হাতে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করার কথা বলেছিলেন। আজ এই মোবারক গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে আমরা তার মাগফেরাতের জন্যে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি।

আরেকটি কথা–

'কোরআনের ৭ মনযিল' এই বরকতপূর্ণ কথাটির সাথে সংগতি রেখে আমরা কোরআনের ৭ মনযিলকে ৭ খন্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনযিল হিসেবে কোনো তাফসীরের প্রকাশ সম্ভবত এই প্রথম। আল্লাহ পাক চাইলে এই সামান্য সাদৃশ্য টুকুকেও তো একদিন নেয়ামতের একটা মহিরূহ করে দিতে পারেন।

আরো যে অসংখ্য ভুল ক্রুটি রয়ে গেছে তার কৈফিয়ত কিভাবে দেবো—

আমার নিজের কর্মস্থল এখান থেকে ৭ হাজার মাইল দূরে থাকার কারণে যতোবারই তাফসীরের খন্ডগুলো ছাপার জন্যে আমি এখানে আসি, ততোবারই আমাকে একাজে তাড়াহুড়া করতে হয়। এই সীমিত সময়ের ভেতর অনুবাদ গুলোকে যথারীতি সম্পাদনা করতে হয়, আবার সম্পাদিত কপি অনুযায়ী প্রুফের সংশোধন ও তদারক করতে হয়। এছাড়াও রয়েছে এই বিশাল তাফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত আরো বহু ধরনের জটিলতা। ওদিকে আবার রাজনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতা থেকেও তো আমরা পুরোপুরি মুক্ত নই। একথা স্বীকার করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে, আমরা কোরআনের এই মহামূল্যবান সম্পদের যথার্থ 'হক' আদায় করতে পারিনি। হে মালিক, তুমি আমাদের ভেতরের দিকে তাকিয়ে বাইরের এই অক্ষমতা গুলোকে ক্ষমা করে দিয়ো।

আমি গুনাহগারের বিগত জীবনের বহু ভালো কাজের পেছনেই প্রেরণা ও উৎসাহ রয়েছে আমার জীবন সঙ্গিনী সুলেখিকা খাদিজা আখতার রেজায়ীর। 'আদ দা'ল্লো আম্বলাল খায়রে কা ফাম্বয়েলিহীম্ব (যে যাকে যতোটুকু ভালো কাজের পথ দেখাবে সেও তারই সমান বিনিময় পাবে)। প্রিয় নবীর হাদীস অনুযায়ী তার জন্যে আমার মুখ খুলে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই। যার ভান্ডারে কোনো অভাব নেই তার কাছে চাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য দেখিয়ে কি লাভ?

তাফসীরের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় অনেকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে একে তরান্বিত করেছেন—অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিলো তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের চাইতে বেশী— আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন।

আল্লাহর এই কেতাবের উপস্থাপনাকে যথার্থ সুন্দর ও নিখুঁত করার জন্যে একাডেমীর কর্মপদ্ধতিকে বর্তমানে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ-এখন আল কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলাদেশে তাফসীর প্রকল্পের জন্যে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করে তার নিজস্ব কার্যালয়ও স্থাপন করেছে।

এই তাফসীরগুলোর আগামী খন্ডগুলো ইনশাআল্লাহ সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে, এই আশাবাদটুকু ব্যক্ত করে আমি আবারও আমাদের অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তির জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি। 'ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।'

বিনীত

মুনির উদ্দীন আহমদ

www.icsbook.info

সূচীপত্র

সূরা ক্বাফ	৯
সূরা আল যারীয়াত	২১
সূরা আত্ তূর	৩৩
সূরা আন্ নজ্‌ম	৪৪
সূরা আল ক্বামার	৫৯
সূরা আর রহমান	৭১
সূরা আল ওয়াক্বেয়াহ	৮৪
সূরা আল হাদীদ	৯৮
সূরা মোজাদালা	১১৬
সূরা আল হাশর	১৩০
সূরা আল মুমতাহেনা	১৪৪
সূরা সাফ	১৫৫
সূরা আল জুমুয়া	১৬২
সূরা আল মোনাফেকুন	১৬৯
সূরা আত্ তাগাবুন	১৭৬
সূরা আত্ তালাক্ব	১৮৪
সূরা আত্ তাহরীম	১৯৪
সূরা আল মুলক	২০২
সূরা আল ক্বলম	২১৫
সূরা আল হাককা	২২৮
আল মায়ারেজ	২৩৯
সূরা নূহ	২৪৮
সূরা আল জ্বীন	২৫৬
সূরা আল মুযযাম্মেল	২৬৬
সূরা আল মুদ্দাস্‌সির	২৭৪
সূরা আল ক্বিয়ামাহ	২৮৬
সূরা আদ্ দাহর	২৯৫
সূরা আল মুরছালাত	৩০৪
সূরা আল নাবা	৩১৩
সূরা নাযেয়াত	৩২১
সূরা আবাসা	৩২৯
সূরা আত্ তাকভীর	৩৩৬
সূরা ইনফিতার	৩৪৩
সূরা মুতাফফিকিন	৩৪৭
সূরা আল ইনশিক্বাক্ব	৩৫৪
সূরা আল বূরূজ	৩৫৯
সূরা আত্ তারেক	৩৬৫
সূরা আল আ'লা	৩৬৯
সূরা আল গাশিয়াহ	৩৭৪
সূরা আল ফজর	৩৭৯
সূরা আল বালাদ	৩৮৬
সূরা আশ্ শামস	৩৯০
সূরা আল লাইল	৩৯৪
সূরা আদ্ দোহা	৩৯৮
সূরা ইনশিরাহ্	৪০২
সূরা আত্ তীন	৪০৫
সূরা আল আলাক্ব	৪০৮
সূরা আল ক্বাদর	৪১২
সূরা আল বাইয়্যিনাহ	৪১৪
সূরা আয্ যিলযাল	৪১৮
সূরা আল আদিয়াত	৪২০
সূরা আল ক্বারিয়াহ	৪২৩
সূরা আত্ তাকাসুর	৪২৫
সূরা আল আসর	৪২৭
সূরা আল হুমাযাহ	৪২৯
সূরা আল্ ফিল	৪৩১
সূরা কুরাইশ	৪৩৩
সূরা আল মাউন	৪৩৪
সূরা আল কাউসার	৪৩৬
সূরা আল কাফিরুন	৪৩৮
সূরা আন্ নাসর	৪৪১
সূরা আল লাহাব	৪৪২
সূরা ইখলাস	৪৪৪
সূরা আল ফালাক্ব	৪৪৬
সূরা আন্ নাস	৪৪৮

www.icsbook.info

তাফসীর ও তাফসীরে ওসমানী

আল-হামদু লিল্লাহ!

সমস্ত তারিফ আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালার, যিনি আমাদের মতো কিছু নগণ্য গুনাহগার বান্দাহকে এটুকু তৌফিক দিয়েছেন যে, আমরা তাফসীরের জগতের বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার সমূহকে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি।

লক্ষ কোটী সালাম ও দরুদ, রাহমাতুল লিল আ'লামীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর পবিত্র নামে, যিনি না আসলে দুনিয়ার মানুষ শুধু কোরআনের উপহার থেকেই বঞ্চিত হতো না, গোটা আদম সন্তানই অজ্ঞতা ও অন্ধকারের আঁধারে হাবুডুবু খেতো।

মানব সন্তানকে জাহেলিয়াতের এই অন্ধকার থেকে দ্বীনের রৌশনীতে নিয়ে আসার জন্যে আল্লাহ রাববুল আলামীন যুগে যুগে তার নবী-রসূলদের পাঠিয়েছেন, আর এই নবী-রসূলদের হাতে তিনি তুলে দিয়েছেন অন্ধকারে পথ চিনে নেয়ার জন্যে আলোর এক একটি মশাল। হেদায়াতের এই ধারাবাহিকতার সিঁড়ি বেয়ে একদিন আল্লাহ তায়ালা সর্বকালের মানুষের জন্যে একটি সার্বজনীন গ্রন্থ দিয়ে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন।

আল্লাহর নবী যেদিন হেরার গুহা থেকে আস্তে আস্তে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই বেয়ে নীচে নামলেন তখন এই কেতাবে ব্যবহৃত আল্লাহর ভাষার ব্যাখ্যার ব্যাপারটি ছিলো একান্তভাবে তার নিজস্ব ব্যাপার! স্বয়ং কেতাব যার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তার চাইতে ভালো করে কে বলতে পারে, তার প্রভু- কোথায় কি বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন। তার তিরোধানের পর তার ওপর অবতীর্ণ এই কেতাবের ব্যাখ্যার দায়িত্ব এলো তার সংগী-সাথী সাহাবায়ে কেরামদের ওপর।

'রাইসূল মোফাসসেরীনস্থ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে কোরআনের তাফসীর লেখার যে পবিত্র ধারা মদীনায় শুরু হলো, তা এখনো সারা দুনিয়ায় অব্যাহত রয়েছে। এই ভূখন্ডে আদম সন্তানের শেষ পদচারণার দিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যহত গতিতে চলতে থাকবে। আমাদের ইতিহাসের এই দুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে এই ধারায় কোরআন ব্যাখ্যাতার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন এমন সৌভাগ্যবান মানুষের সংখ্যা যেমনি অনেক, তেমনি তাদের রচিত তাফসীরের সংখ্যাও অগণিত। বর্তমান দুনিয়ার বহু ভাষায় রচিত হাজার হাজার তাফসীর গ্রন্থ নিয়েই আজ কোরআনের এই বিশাল সংগ্রহ শালা সমৃদ্ধ। যে যুগে বিশ্বের এই জ্ঞান-তাপসরা তাফসীরের এই সংগ্রহ শালাকে তাদের দানে সমৃদ্ধ করছিলেন তখন আমাদের উপমহাদেশের মনীষীরাও কিন্তু বসে থাকেননি, বিশ্ব ভান্ডারে তারাও তাদের যথার্থ অবদান রেখে গেছেন।

পাক ভারত বাংলাদেশ এই উপমহাদেশে বিখ্যাত তাফসীরকারকদের তালিকায় শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী যেমন একজন শীর্ষস্থানীয় মোফাসসের, তেমনি তার রচিত 'তাফসীরে ওসমানী'-ও একটি শীর্ষস্থানীয় তাফসীর। এই একই সময়ে প্রকাশিত অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ—মওয়ানা আশরাফ আলী থানভীর 'বয়ানুল কোরআন', মওলানা আবুল কালাম, আযাত-এর 'তরজমানুল কোরআন', মুফতী মোহাম্মদ শফি-এর 'মায়ারেফুল কোরআন' ও আল্লামা আবুল আলা মওদূদীর 'তাফহীমুল কোরআন' ইত্যাদির তুলনায় এই তাফসীরটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মওলানা ওসমানী অবশ্য একে তাফসীরের আকারে লিখতে শুরু করেননি। তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শায়খুল হিন্দ হযরত মওলানা মাহমুদুল হাসান নিজেও এটাকে তাফসীরের মতো করে সাজাতে চাননি। তিনি শাব্দিক অর্থের ওপর ভিত্তি করে উর্দু ভাষায় কোরআনের একটি অনুবাদের কাজটাই শুরু করেছিলেন।

অনুবাদের কাজ শেষ করে গোটা অনুবাদে টিকা হিসেবে কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তিনি ততোদিন পাশে জুড়ে দিতে শুরু করলেন। কোরআনের ছয় মনযিল পথ তখনো বাকী; কিন্তু তিনি তার জীবনের শেষ মনযিলে এসে উপনীত হলেন। তার ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য ছাত্র

www.icsbook.info

মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী এ অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত করলেন। একজনের তরজমায় আরেকজনের টিকা লাগানোর কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা সত্ত্বেও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথেই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র কোরআনের এই সংক্ষিপ্ত তাফসীরের কাজটি সম্পন্ন করলেন। পরবর্তীতে এটিই 'তাফসীরে ওসমানী' নামে খ্যাতি লাভ করে। সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই মূল্যবান তাফসীরটি উর্দু ভাষায় একটি শীর্ষস্থানীয় তাফসীর হিসেবে সারা দুনিয়ায় ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে।

সম্ভবত এর এই সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্যতার কারণেই সৌদী আরবের 'কিং ফাহদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স' উর্দু ভাষায় সারা দুনিয়ায় বিনা মূল্যে বিতরণের জন্যে এই গ্রন্থটিকেই বাছাই করে নিয়েছেন এবং সেই সুবাদে গত কয়েক বছরে সারা বিশ্বে এই তাফসীরের লক্ষ লক্ষ কপি বিতরণ করা হয়েছে। আজ একথা বললে মনে হয় মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, উর্দু ভাষায় সম্ভবত আজ এটিই কোরআনের সর্বাধিক প্রচারিত ও পঠিত তাফসীর।

পরিশেষে এই মহান খেদমতটি আল্লাহর যে দু'জন প্রিয় বান্দা আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন।

শায়খুল হিন্দ হযরত মওলানা মাহমুদুল হাসান-

হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান একদিকে যেমনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, তেমনি তিনি ছিলেন ভারতের মাটিতে ইংরেজ বেনিয়াদের উচ্ছেদ আন্দোলনের এক সংগ্রামী নেতা। তার যৌবন কেটেছে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় খেলাফত তুরস্কের সাথে পশ্চিমা শক্তির শুরু করা 'বলকান' যুদ্ধের জন্যে অর্থ ও রসদ যোগাতে। এমন কি যখন তিনি ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান, তখন মুসলমানদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্যে হাদীস কোরআনের দরসকে বন্ধ করে ছাত্র ও শিক্ষকদেরও তিনি মাঠে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই কোনো মর্দে মোজাহিদকে বাতিল শক্তি লাল গালিচা বিছিয়ে দেয়নি—শায়খুল হিন্দের ব্যাপারেও তা ছিলো অমোঘ সত্য।

সংগ্রামী পুরুষ মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধির সাথে মিলে তিনি 'জামিয়াতুল আনসারের' ভিত্তি স্থাপন করেন। এটা ছিলো ১৩২৭ হিজরীর ঘটনা। ঠিক এ সময় ইংরেজরা তাদের তল্পীবাহী কতিপয় মুসলিম সুলতান ও রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে—বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দাবিয়ে দেয়ার জন্যে—ভারতের ওপর এক সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করে।

ইংরেজদের এই চক্রান্তের মোকাবেলায় শাযখুল হিন্দ দুনিয়ার অন্যান্য মুসলমান নেতাদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে নিজে হেজাযের উদ্দেশ্যে নিজে রওনা হন এবং মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে পাঠান কাবুলে। তিনি হেজাযে পৌঁছে তুরস্কের গালেব পাশা ও আনোয়ার পাশা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে বিস্তারিত পরিকল্পনার জন্যে তিনি নিজেই তুরস্কের দিকে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। পথিমধ্যে তদানিন্তন হেজাযে ইংরেজদের আশীবার্দপুষ্ট শাসক তাকে 'তায়েফে' গ্রেফতার করে এবং বাকায়দা সামরিক হেফাজতে মাল্টা পাঠিয়ে দেয়। এটা ছিলো ১৩৩৫ হিজরীর ২৭শে রবিউস সানীর ঘটনা। সেখানে তার ওপর রাষ্ট্রোদ্রোহীতার মামলা চালানো হয় এবং তল্পীবাহীদের বিচারে তাকে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষদের মতো মাল্টার বন্দী জীবনে বসেই কোরআন মজীদের এই অবিস্মরণীয় তরজমার কাজটি তিনি আবার শুরু করেন। এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে গোটা কোরআনের তরজমা সম্পন্ন করেন। সুরায়ে 'নেসা' পর্যন্ত প্রথম মনযিলের টিকাও এতে তিনি সংযোজন করেন।

এর কিছুদিন পর বন্দি দশা থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং ১৩৩৮ হিজরীতে পুনরায় দারুল উলুম দেওবন্দে শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময় ভারতে ইংরেজ বিরোধী খেলাফত আন্দোলন তুংগে। তিনি আবার তার রাজনৈতিক তৎপরতায় নেতৃত্বদানের জন্যে এগিয়ে আসেন।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্যে তিনি সেখানে যাবার সময়

www.icsbook.info

রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতপর ১৮ রবিউল আওয়াল ১৩৩৯ হিজরীতে এই সংগ্রামী মোজাহেদ ও মহান আলেমে দ্বীন দিল্লীতে মওতের ফেরেস্তার ডাকে মালিকের দুয়ারে হাযিরা দেয়ার জন্যে চলে যান।

শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী—

শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী জন্মসূত্রে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের বংশধর। জন্মগত নাম মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ। দশই মোহাররম তথা 'আশুরা' দিবসে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে আপনজনরা নাম রাখলো 'শাব্বীর', আস্তে আস্তে মূল নামের বদলে এটাই হয়ে গেলো আসল।

জন্মস্থান বেজনুরেই তিনি প্রথম জীবনের পড়া শুরু করেন। এরপর দেশের সেরা কয়টি দ্বীনি মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষ করে এলমে হাদীসের চূড়ান্ত ডিগ্রীর জন্যে তদানিন্তন ভারতের দ্বীনী এলেমের কেন্দ্র ভূমি দেওবন্দে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি ভারতের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মোহাদ্দেসদের সান্নিদ্ধে আসেন। বিশেষ করে মওলানা গোলাম রসূল ও শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান-এর সরাসরি সোহবতে আসার তিনি সুযোগ পান। ১৩২৫ হিজরীতে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকেই এলমে হাদীসে প্রথম বিভাগে কামিয়াব হন, ১৩২৮ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দের 'মজলিসে শুরার' অনুরোধে তিনি পুনরায় দেওবন্দে হাদীস পড়াতে শুরু করেন।

১৩৫২ হিজরীতে শায়খুল হাদীস হযরত মওলানা আনোয়ার শাহ কাশমিরীর ইন্তেকালের পর দেওবন্দে তিনি শায়খুল হাদীস মনোনীত হন। ১৩৫৪ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের মোহতামেম (অধ্যক্ষ) নিযুক্ত হন।

এলমে হাদীস ও এলমে তাফসীরের বিপুল খেদমতের পাশাপাশি তার ওস্তাদের মতো তিনিও ছিলেন একজন সংগ্রামী মোজাহেদ। গোটা ভারতে বৃটিশ খেদা আন্দোলনে তিনি হামেশাই ছিলেন অগ্রগামী। মওলানা ওবায়েদুল্লা সিন্ধীর 'জমিয়াতুল আনসার', 'খেলাফত আন্দোলন', 'ভারতীয় কংগ্রেস'-এর সব কয়টি জায়গায়ই তিনি ছিলেন পুরোভাগে। ১৩৬৬ হিজরী সনে তিনি 'জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ'-এ যোগদান করেন।

এদিকে কংগ্রেস ও জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দের সাথে মুসলিম লীগের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মধারা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মুসলিম লীগে যোগদানের পর তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ব বাংলার সিলেট সহ বিভিন্ন এলাকার 'রেফারেন্ডামে' পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সংগ্রহ করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারই প্রচেষ্টার ফলে এসব অঞ্চল 'রেফারেন্ডামে'র মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগদান করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই নব গঠিত দেশটিকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে তিনি সংগ্রাম শুরু করেন। এই মহান সংগ্রামী মোজাহেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই পাকিস্তান গণ-পরিষদ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আদর্শ প্রস্তাব পাশ করে পাকিস্তানকে নিয়মাতান্ত্রিকভাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

১৩৬৫ হিজরীতে ভাওয়ালপুরের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ভাওয়ালপুর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্যে তিনি সেখানে গমন করেন। পথেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একই সালের ২১শে সফর তারিখে তিনি ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু শারীরিক ভাবে অর্ন্তধান হলেও শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী 'তাফসীরে ওসমানী'-এর মাধ্যমে অনাগত দিন ধরে কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।

আমীন!

www.icsbook.info

সূরা আল্ ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫০, আয়াতঃ ৪৫, রুকুঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ① بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ
مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ② ءَاِذَا مِتْنَا
وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ③ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

১। ক্বা'ফ, (এই মর্যাদা সম্পন্ন গ্রন্থ) কোরআনের শপথ, (অবশ্যই আমি তোমাকে রসূল করে পাঠিয়েছি।

২। (এই সত্য অনুধাবন না করে) বরং তারা বিস্ময় বোধ করে যে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে (কি করে) একজন (নবী ও) সতর্ককারী তাদের কাছে এলো। অতপর অবিশ্বাসী কাফেররা বলে উঠে, এতো একটা আর্শ্চয্যজনক ব্যাপার?

৩। এটা কি সত্যিই যে, আমরা যখন মরে যাবো এবং এক পর্যায়ে আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো (তখন পুনরায় আমাদের জীবন দান করা হবে ?) এতো সত্যিই এক সদূরপরাহত ব্যাপার [১]।

---

১. অর্থাৎ কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান শানের কথা কী আর বলা যায়। যা এসে সমুদয় গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। কোরআন নিজের অলৌকিক ক্ষমতা আর অসীম তত্ত্ব আর রহস্য দ্বারা দুনিয়াকে বিস্মিত করে দিয়েছে। এহেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কোরআন নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তার মধ্যে কোন খুঁত নেই, কোন ত্রুটি নেই। নেই কোথাও অঙ্গুলি নির্দেশের স্থান। কিন্তু অবিশ্বাসীরা এর পরও তাকে গ্রহণ করে না, মেনে নেয় না। এটা এজন্য নয় যে, এর বিরুদ্ধে তাদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ আছে; বরং নিছক নিজেদের অজ্ঞতা-মূর্খতা আর বোকামির কারণে এরা বিস্ময় প্রকাশ করে যে, তাদেরই বংশ-গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাদের কাছে রসূল হয়ে আগমন করেছে এবং 'মহান' সেজে সকলকে নসীহত করতে শুরু করেছে আর এমন অবাক কথা বলতে শুরু করেছে যা তারা মানতে পারে না। 'আমরা যখন মরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবো, তখন কি আবার আমাদেরকে জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে? এ প্রত্যাবর্তন তো জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে অনেক দূরবর্তী, স্বভাব আর সম্ভাবনার চেয়েও অনেক দূরের জিনিস।'

—২

www.icsbook.info

الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ④ بَلْ كَذَّبُوْا

بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑤ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا

اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ

[৪] অথচ আমি তো ভালো করেই এটা জানি (যে, মৃতুর পর) তাদের (দেহের) কতোটুকু অংশ যমীন বিনষ্ট করে [২]। আমার কাছে একটি গ্রন্থ (আছে, যেখানে অনন্ত কাল ধরে চলে আসা এসব বিবরণ) সংরক্ষিত আছে [৩]।

[৫] অতপর এদের কাছে (যখনি সত্য এসে হাযির হয়েছে তখনি তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা (নিজেরাই) সংসয়ে দোদুল্যমান [৪] (হয়ে পড়েছে)।

[৬] এই (মূর্খ) লোকগুলো কি কখনো (মুখ তুলে) তাদের ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না! (লক্ষ্য করো) কিভাবে তাকে আমি বানিয়ে রেখেছি, কি সাঝে আমি তাকে সাজিয়ে রেখেছি এবং এর কোথায় কোনো (ক্ষুদ্রতম) ফাটলও নেই[৫]।

---

২. অর্থাৎ সবটাই মাটিতে পরিণত হয় না, প্রাণ বা রূহ অক্ষত থাকে। আর দেহের অংশ মিলে-মিশে যেখানেই ছড়িয়ে-বিছিয়ে পড়ুক না কেন, তা সবই আল্লাহর ইলমে রয়েছে। আর সব জায়গা থেকে মূল অংশগুলো একত্র করে কাঠামো দাঁড় করানো এবং পুনরায় তাতে প্রাণ সঞ্চার করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

৩. অর্থাৎ এমন নয় যে, আজই জানা হয়েছে, বরং সেসব সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সমুদয় বস্তুর সকল অবস্থা একটা কিতাবে লিখে রাখা হয়, যাকে বলা হয় 'লাওহে মাহফূয'—সংরক্ষিত ফলক। আর সে কিতাব এখনো আমাদের কাছে বর্তমান রয়েছে। আমাদের এ অনাদি-অনন্ত জ্ঞান যদি কারো বুঝে না আসে, তবে সে এভাবে বুঝে নিক যে, যে দফতরে, যে কালামে লেখা আছে সব কিছু, তা আল্লাহ তায়ালার কাছে বর্তমান রয়েছে। অথবা এটাকে প্রথম বাক্যের 'তাকীদ' তথা জোর সমর্থন মনে করবে; কারণ, যে বিষয় কারো জ্ঞানে থাকে এবং তা লিখেও রাখা হয়, মানুষের কাছে তার গুরুত্ব অনেক। তেমনি ভাবে এখানে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের অনুভূতির অনুপাতে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, সব কিছুই আল্লাহর ইলমে রয়েছে এবং তাঁর কাছে লিখে রাখা হয়েছে। তাতে সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধিও হতে পারে না।

৪. অর্থাৎ কেবল তাজ্জবই নয়, বরং স্পষ্ট অবিশ্বাস-অস্বীকৃতিও বটে। নবীর নবুওয়্যাত, কোরআন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সব কিছুকেই অস্বীকার করে এবং আজব ধরনের উল্টা-পাল্টা কথাবার্তা বলে। যে ব্যক্তি সত্য কথাকে অবিশ্বাস করে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সে সন্দেহ-সংশয়, অস্থিরতা আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের গোলক ধাঁধায় পড়ে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫. অর্থাৎ আসমানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। বাহ্যতঃ কোন খাম্বা কিংবা খুঁটি দৃষ্টিগোচর হয় না, নেই তাতে কোন স্তম্ভ। এত প্রকান্ড, এত বিশাল বস্তুটি কেমন সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর রাত্রে যখন তাতে নক্ষত্রের লণ্ঠন আর ফানুস আলো-ঝলমল করে, তখন কতইনা রওনকপূর্ণ

www.icsbook.info

فُرُوجٍ ۝٦ وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرٰى
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبٰرَكًا
فَأَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝٩ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ
لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝١٠

[৭] (অপর দিকে) আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি (নড়া চড়া থেকে রক্ষে করার জন্যে) আমি তার মধ্যে স্থাপন করেছি মজবুত (ও অনড়) পাহাড় সমূহ, আবার এই যমীনে আমি উধগত করেছি, সব ধরনের চোখ জুড়ানো উদ্বিদ।

[৮] মূলত যে ব্যক্তি আনুগত্যের দিকে ফিরে আসতে চায় আসে [৬] এর প্রতিটি জিনিষই তার (জ্ঞানের) চোখ খুলে দেবে এবং (তাকে আল্লাহর অস্তিত্বের) পাঠ মনে করিয়ে দেবে [৭]।

[৯] আকাশ থেকে আমি বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি এবং তা দিয়ে আমি উদ্যানমালা ও এমন শষ্যরাজী পয়দা করেছি যা (কৃষকরা কেটে কেটে) আহরণ করে।

[১০] (আরো পয়দা করেছি) উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ, যার গায়ে (সাজানো) রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর [৮]।

আর কতই না সুন্দর দেখায়। মজার ব্যাপার এই যে, হাজার হাজার আর লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সে ছাদে কোথাও কোন ছিদ্র দেখা দেয়নি, কোন একটা গম্বুজ খসে পড়েনি, ভেঙ্গে পড়েনি প্লাস্টার, খারাব হয়নি তার রংও। অবশেষে কোন্ হস্ত এ বিস্ময়কর সৃষ্টির পত্তন করেছে এবং তা এমনভাবে হিফাযত-সংরক্ষণ করেছে?

৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, কেবল সে এসব অনুভূত বস্তুর বৃত্তের মধ্যেই আটকা পড়ে থাকে না তার জন্য আসমান-যমীনের সৃষ্টি আর ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা বিধানে জ্ঞান ও দর্শনের মতো বহু উপকরণ বর্তমান রয়েছে। এ নিয়ে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা করলেও মানুষ সঠিক তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছুতে পারে। ভুলে যাওয়া সবক তার মনে হতে পারে। এমন উজ্জ্বল প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এসব লোক কি করে সত্যকে অস্বীকার করার ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে তা আল্লাহই জানেন!

৭. 'আনাজ' বলা হয় তাকে, যার সঙ্গে ক্ষেতও কাটা হয়। আর ফল আহরণের পরও বাগান বর্তমান থাকে।

৮. অর্থাৎ অতি প্রাচুর্যের সঙ্গে যার খোসা দেখতেও ভালো লাগে।

www.icsbook.info

رِزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ
كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ (১১) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ
الرَّسِّ وَثَمُودُ (১২) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (১৩)
وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ
وَعِيدِ (১৪) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ

[১১] (এর সব কিছুই আমি আমার) বান্দাহদের জীবিকা হিসেবে (দান করেছি,) আমি (যেমনি করে আকাশ থেকে) পানি (বর্ষণ করার এই গোটা কার্যক্রম) দিয়ে একটি মৃত ভূমিতে জীবন দান করি, তেমনি করেই (একদিন মৃত মানুষ তাদের কবর থেকে) বেরিয়ে আসবে [৯]।

[১২] (নবীদের অস্বীকার করার ঘটনা কোনো নতুন কিন্তু নয়) এর আগেও নূহ-এর জাতি, রস্‌সের অধিবাসী ও সামুদ জাতির লোকেরা (নবীদের) অস্বীকার করেছে।

[১৩] (আরো অস্বীকার করেছে) আ'দ ফেরাউন ও লুতের সম্প্রদায়,

[১৪] বনের অধিবাসী ও তোববা সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাই করেছে) [১০], এরা সবাই (নিজ নিজ সময়ে) আল্লাহর নবীদের মিথ্যাবাদী বলেছিলো। অতপর (এই মিথ্যার পরিনতি হিসেবে) তাদের ওপর (আমার) প্রতিশ্রুতি আযাব আপতিত হয়েছে [১১]।

[১৫] আমি কি মানুষদের প্রথমবার সৃষ্টি করতে গিয়েই (এ তোই) ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, (এই নির্বোধ লোকেরা) আমার পুনরায় সৃষ্টি করার কাছে সন্দেহ পোষণ করছে[১২]!

---

৯. অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে মৃত ভূমিকে যেমনি জীবিত করে তোলে, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মৃতকে জীবিত করা হবে।

১০. সূরা হিজর, সূরা ফোরকান, সূরা দোখান ইত্যাদিতে এসব জাতির কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে।

১১. অর্থাৎ নবীদেরকে অস্বীকার করার যে পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছিল, তা-ই এখন সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

১২. অর্থাৎ পুনরায় নবপর্যায়ে সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা অহেতুক ধোকায় পড়েছে। যিনি প্রথম দফা সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয় দফা সৃষ্টি করা তার জন্য এমন কি কঠিন ব্যাপার? তোমরা কি মনে কর যে, প্রথম দফা দুনিয়া সৃষ্টি করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? সে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সম্পর্কে এমন আজে-বাজে ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া নিতান্তই অজ্ঞতা আর বেয়াদবী ছাড়া কিছু নয়।

www.icsbook.info

مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ

مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ

قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

রুকুঃ ২

[১৬] নিসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি, তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয় সে সম্পর্কেও আমি (সম্যক) জ্ঞাত আছি [১৩], (কারণ) আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে [১৪]।

[১৭] (আমার এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) যেখানে আরো দু'জন (ফেরেস্তা)—একজন তার ডানে আরেক জন তার বামে বসে (তার প্রতিটি তৎপরতা সংরক্ষণ করে) চলেছে [১৫] (সেখানে তাই কিছুই লুকানোর অবকাশ নেই)।

[১৮] তার মুখ থেকে একটি (ক্ষুদ্র) শব্দ বের হওয়ার সাথে সাথেই তাকে সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োযিত [১৬] হয়।

---

১৩. অর্থাৎ তার প্রতিটি কথা আর কাজ সম্পর্কে আমি খবর রাখি। এমন কি তার মনে যে সব ভাব আর কল্পনার উদয় হয়, তার জ্ঞানও আমার রয়েছে ঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন (সূরা মুল্‌ক্‌, আয়াত ১৪)।

১৪. এর অর্থ ঘাড়ের রগ, যাকে 'শাহরগ' বলা হয় এবং যা কেটে ফেললে মানুষ মরে যায়। সম্ভবত এদ্বারা 'নফস' ও রূহ বুঝানো হয়েছে। তাৎপর্য এ দাঁড়ায় যে, (জ্ঞানের বিবেচনায়) আমি তার রূহ আর নফসের চেয়েও অনেক নিকটবর্তি। অর্থাৎ নিজের অবস্থা সম্পর্কে মানুষের যতটা জ্ঞান আছে, তার সম্পর্কে আমার জ্ঞান তার চেয়েও অনেক বেশী। উপরন্তু কারণ আর ফলাফলের সম্পর্ক এতই গভীর, কারণের নিজের সঙ্গেও সম্পর্ক যতটা গভীর নয়। সূরা আহযাবের ৬নং আয়াতের টীকায় এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'আল্লাহ ভেতর থেকে নিকটে। আর রগতো শেষ পর্যন্ত প্রাণের বাইরেই।' কি সুন্দরই না বলা হয়েছে ঃ

'প্রাণ নিহিত রয়েছে দেহে, আর দেহ নিহিত রয়েছে প্রাণের মধ্যে। হে নিহিতের মধ্যে নিহিত, হে প্রাণের প্রাণ!

১৫. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে দু'জন ফেরেশতা সর্বদা তার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকে, তাকে তারা তাক করে থাকে। যে শব্দই তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, তাঁরা তা লিখে নেন। ডান পাশের ফেরেশতা নেকী লেখেন, আর বাম পাশের ফেরেশতা লেখেন বদী।

১৬. অর্থাৎ লেখার জন্য প্রস্তুত। ফেরেশতাদ্বয় কোথায় থাকেন এবং কথা ছাড়া আর কি কি লিখেন? এসবের বিস্তারিত বিবরণ হাদীস থেকে জানা যায়।

www.icsbook.info

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ
تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾
وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ
فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

[১৯] মৃত্যু যন্ত্রনায় মুহূর্তটি যখন (সত্যই তার সামনে) এসে হাযীর হবে [১৭] (তখন তাকে বলা হবে, ওহে নির্বোধ মানুষ) এই হচ্ছে সেই (চরম মুহূর্ত) যার থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে চেয়েছিল [১৮]!

[২০] (মৃত্যুর পর) একদিন [১৯] (সবাইকে একত্রিত করার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। এবং (তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হবে,) এই হচ্ছে সেই শাস্তির দিন (যার কথা তোমাদের দুনিয়াতেই বলা হয়েছিলো)।

[২১] সেদিন প্রতিটি আদম সন্তান (আল্লাহর আদালতে এমন ভাবে) হাযীর হবে যে, তার সাথে একজন (ফেরেস্তা) থাকবে, যে তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে, (আরেকজন থাকবে,) যে হবে (তার যাবতীয় কর্মকান্ডের) সাক্ষী [২০]।

[২২] (এদের একজন তখন বলবে, এই হচ্ছে সে দিন,) যে (দিন) সম্পর্কে তুমি ছিলে উদাসীন, আজ আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি আজ তোমার দৃষ্টি শক্তি হবে অত্যন্ত প্রখর [২১] (সব কিছুই আজ তুমি দেখতে পাবে)।

---

১৭. অর্থাৎ নাও। একদিকে কাগজ প্রস্তুত করা হয়েছে আর অন্যদিকে মৃত্যুর মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। মৃত্যুপথ যাত্রী ব্যক্তি তখন মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তখন সেসব সত্য বিষয় দৃষ্টিগোচর হবে, যার খবর দিয়েছেন আল্লাহর রসূল। তখন মৃতপ্রায় ব্যক্তির সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের পর্দা উন্মোচিত হবে। আর এমনটি ঘটাই ছিল নিশ্চিত। কারণ, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সে মহাজ্ঞানীর অনেক রহস্য, অনেক তত্ত্ব।

১৮. অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুকে হটাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। এ বিস্বাদ মুহূর্ত থেকে পলায়নের অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা-তো টলবার নয়। শেষ পর্যন্ত সে মুহূর্তটি মাথার ওপর এসেই উপস্থিত হয়েছে। তা টলাবার কোন তদবীর আর কোন কৌশলই কাজে লাগেনি।

১৯. ছোট কেয়ামত তো মৃত্যুর মুহূর্তেই উপস্থিত হয়েছিল। এরপর হাজির হয়েছে বড় কেয়ামত। সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া মাত্র সে ভয়ংকর মুহূর্ত উপস্থিত। এ ভয়ংকর মুহূর্ত সম্পর্কে নবী-রসূলরা সব সময় ভয় দেখিয়ে এসেছেন।

২০. অর্থাৎ হাশর ময়দানে এমনভাবে হাজির করা হবে যে, একজন ফেরেশতা তাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাবে, আর অন্যজন বহন করবে তার আমলনামা। যাতে জমা থাকবে তার জীবনের

www.icsbook.info

حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي
جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾
الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ
الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

[২৩] তার (অপর) সাথী বলবে (হে মালিক,) এই হচ্ছে (সেই আসামী ও তার আমল নামা,) আমার কাছে রক্ষিত বিষয় [২২]।

[২৪] (অতপর উভয় ফেরেস্তাকে আদেশ করা হবে) তোমরা দু'জন মিলে প্রতিটি ঔধ্যত্ব প্রদর্শনকারী কাফেরদের জাহান্নামের নিক্ষেপ করো।

[২৫] যারা (প্রতিটি) ভালো কাজে বাধা দিতো, (যত্র তত্র) সীমালংঘন করতো ও (আল্লাহর ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করতো [২৩],

[২৬] যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকেও খোদা বানিয়ে নিতো, তাকেও (আজ) জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো [২৪]।

সমস্ত ঘটনা, সমস্ত অবস্থা। সম্ভবত এরা দু'জন হবেন সে ফেরেশতা, যাদেরকে বলা হয় 'কেরামান-কাতিবীন'। এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ যখন গ্রহণ করবেন দু'জন ফেরেশতা, দু'জন গ্রহণকারী। অন্য কোন ফেরেশতাও হতে পারেন। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

২১. অর্থাৎ তখন বলা হবে, দুনিয়ার মজায় মত্ত হয়ে তো আজকের দিনটি সম্পর্কে তোমরা বেখবর ছিলে আর তোমার চোখে ছেয়েছিল 'খাহেশাত' আর মনস্কামনার অন্ধকার। পয়গাম্বর যা কিছু বুঝাতেন, তার কিছুই তুমি দেখতে পেতে না, কিছুই বুঝে আসতো না তোমার। আজ আমি তোমার চক্ষু থেকে সে পর্দা অপসারণ করেছি। আজ তোমার চক্ষুকে করেছি ভিন্ন ধরনের। এখন দেখে নাও, যেসব কথা বলা হয়েছিল, তা সত্য, না মিথ্যা?

২২. অর্থাৎ ফেরেশতারা আমলনামা হাজির করবেন। কেউ কেউ 'কারীন' অর্থ করেছেন শয়তান। অর্থাৎ এ অপরাধী হাজির, যাকে আমি বিভ্রান্ত করেছিলাম আজ তাকে দোযখের জন্য প্রস্তুত করে উপস্থিত করেছি। তাৎপর্য এই যে, তাকে আমি বিভ্রান্ত করেছিলাম ঠিকই; কিন্তু তার ওপর আমার এমন জোর আর দাপট ছিল না যে, জোর-জবরদস্তী তাকে গুনাহ আর অপকর্মে নিয়োজিত করবো। সে তো গোমরাহ হয়েছে স্বেচ্ছায়।

২৩. খোদার দরবার থেকে দু'জন ফেরেশতাকে হুকুম দেয়া হবে—এমন লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

২৪. অর্থাৎ এমন লোকেরা জাহান্নামের কঠোর শাস্তির যোগ্য।

www.icsbook.info

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ
ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ
اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ
مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾ هٰذَا

[২৭] (এবার) তার সহচর (শয়তান) বলে উঠবে, হে আমাদের মালিক, আমি এই (জাহান্নামী) ব্যক্তিকে (তোমার) বিদ্রোহী বানায়নি; বস্তুত সে নিজেই ঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো [২৫]।

[২৮] আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, এখন তোমরা আমার সামনে (কার কতোটুকু দোষ এ নিয়ে [২৬]) বাক বিতন্ডা করোনা। আমি তো তোমাদের আগেই (আজকের দিনের এই ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

[২৯] আমার এখানে কোনো কথারই রদ বদল হয় না, (তাছাড়া) আমি (আমার) বান্দাহদের ব্যাপারে অবিচারকও নই [২৭] (যে, আগে ভাগে সতর্ক না করেই আমি তাদের আযাব দেবো)!

রুকুঃ ৩

[৩০] সেদিন আমি জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বলবো। তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো (তোমার ভেতর আর কি জায়গা নেই?) জাহান্নাম বলবে, (হে মালিক) আরো কেউ আছে কি[২৮]?

[৩১] (অপর দিকে) জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের কাছে নিয়ে আসা হবে, (এদের জন্যে তা) কোনো দূরের কিছু হবে না [২৯]।

---

২৫. অর্থাৎ তার ওপর আমার কোন জোর-জবরদস্তী চলতো না। আমি তো কেবল সামান্য ইঙ্গিত করেছিলাম আর এ কমবখ্‌ত্ নিজেই গোমরাহ্ হয়ে নাজাত আর কল্যাণের পথ থেকে দূরে গিয়ে পড়েছে। শয়তান একথা বলে নিজের অপরাধ হাল্কা করতে চাইবে।

২৬. অর্থাৎ আজ অযথা বকবক করবে না। ভালো-মন্দ সম্পর্কে দুনিয়ায় সকলকেই অবহিত করা হয়েছিল, সতর্ক করা হয়েছিল। এখন প্রত্যেকেই তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাবে। যে বিভ্রান্ত হয়েছে আর যে বিভ্রান্ত করেছে সকলকেই নিজের কর্মের ফল ভোগ করতে হবে, ভোগ করতে হবে তার অপকর্মের দন্ড।

২৭. অর্থাৎ আমার এখানে যুলুম হয় না। যে ফয়সলাই করা হবে, তা করা হবে অবিকল

www.icsbook.info

مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ

بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ

يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ

[৩২] (জান্নাতকে তাদের সামনে এনে বলা হবে) এই হচ্ছে (সেই চিরন্তন জায়গা), যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের (দুনিয়ায় থাকতেই) দেয়া হয়েছিলো (এই স্থান) সেই ধরনের প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে (নিদৃষ্ট) যে (কঠিন সংকটেও আল্লাহর বিধানের দিকে) ফিরে আসে এবং (নবীর কথায় যথাযথ) হেফাযত করে।

[৩৩] (জান্নাতের এ ব্যবস্থা সেই ব্যক্তির জন্যে) যে ব্যক্তি না দেখে পরম দয়ালু আল্লাহকে ভয় করেছে এবং (নেহায়াত) বিনয় চিত্বে আল্লাহর কাছে হাযীর হয়েছে।

[৩৪] (সেদিন তাদের বলা হবে আজ) তোমরা একান্ত প্রশান্তির সাথে এতে দাখিল হয়ে যাও [৩০]। আজকের দিন হচ্ছে, অনন্ত যাত্রার (প্রথম) দিন [৩১]।

[৩৫] সেখানে তারা নিজেরা যা যা পেতে চাইবে তার সবই তারা পাবে, আমার কাছে তাদের জন্যে আরো রয়েছে অনেক [৩২] অপ্রত্যাশিত (পুরস্কার)।

ইনসাফ-হিকমত অনুযায়ী আর 'কথার রদবদল হয় না' মানে কাফেরকে ক্ষমা করা হয় না। সবচেয়ে বড় কাফের শয়তানকে ক্ষমা করার তো প্রশ্নই উঠে না।

২৮. অর্থাৎ জাহান্নামের বিশালতা-বিস্তীর্ণতা এতসব লোকেও ভরবে না। উত্তাপ-উত্তেজনার তীব্রতায় আরো অধিক সংখ্যক কাফের আর নাফরমান তলব করবে।

২৯. অর্থাৎ জান্নাত তাদের থেকে দূরে থাকবে না। খুব নিকট থেকে তারা জান্নাতের সজীবতা আর সাজসজ্জা দেখতে পাবে।

৩০. অর্থাৎ যারা দুনিয়ায় আল্লাহকে স্মরণে রেখে পাপ থেকে হিফাযতে থেকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে আর না দেখেই আল্লাহর 'কহর' আর 'জালাল' তথা ক্রোধ ও উষ্মাকে ভয় করেছে এবং পাক-সাফ প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে হাজির হয়েছে এমন লোকদের সঙ্গে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। এখন শান্তি আর নিরাপদে তাদের সেখানে উপস্থিত হওয়ার সময় হয়েছে। ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করবে এবং তাদের পরওয়ারদেগারের সালাম পৌছাবে।

৩১. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'সেদিন যে ব্যক্তি যা কিছুই পাবে, তা সব সময়ের জন্যই পাবে। ইতিপূর্বে একটা বিষয়ে স্থিরতা ছিল না।'

৩২. অর্থাৎ যা চাইবে, তা-ই তারা পাবে। এছাড়া এমনসব নেয়ামত পাবে, যা তাদের ধারণা-কল্পনায়ও আসেনি। যেমন আল্লাহর দীদারের অশেষ স্বাদ ও আনন্দ। আমার কাছে দেয়ার অনেক আছে, জান্নাতীরা যতকিছু এবং যা কিছু চাইবে, সবই দেয়া হবে। এত দেয়ার পরও আল্লাহর কাছে কোন অভাব হবে না। তাঁর কাছে নেই কোন প্রতিবন্ধকতাও। এমন বে-হিসাব-বেশুমার দানকে অসম্ভব ভাববে না। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي
الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن
كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا
مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ

[৩৬] আমি তাদের আগেও অনেক মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিলো শক্তি মদ মত্ততায় এদের চাইতে অনেক বেশী বড়, সারা দুনিয়ার শহর বন্দর গুলোও তারা চষে বেড়িয়েছে, কিন্তু (আল্লাহ্ আযাব আপতিত হওয়ার পর তা থেকে রক্ষে পাওয়ার জন্যে তাদের) কি কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো [৩৩]?

[৩৭] (ইতিহাসের) এই সব ঘটনার মাঝে সে ব্যক্তির জন্যে প্রচুর শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে যার (কাছে একটি) জীবন্ত মন রয়েছে অথবা যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্বে তা শুনতে চায়[৩৪]।

[৩৮] আমি আকাশ মালা ও, পৃথিবী ও এই উভয়ের মধ্যবর্তি সব কিছুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি [৩৫] (এই সৃষ্টির কাজে মুহূর্তের জন্যে কোনো ক্লান্তি আমাকে স্পর্ষ করেনি[৩৬]।)

[৩৯] অতএব (হে নবী, আমার সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে) এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈয্য ধারণ করো, তুমি (যথাযথ) প্রসংশার সাথে তোমার মালিকের পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা করো [৩৭] সূর্য—উদয়ের আগে এবং সূর্য অস্ত যাবার আগে।

---

৩৩. প্রথমে পরকালে কাফেরদের শাস্তির বর্ণনা ছিল। মধ্যখানে তাদের বিপরীতে জান্নাতীদের নিয়ামত আর সুখ ভোগের বর্ণনা এসে গেছে। এখন পুনরায় কাফেরদের শাস্তি দানের বিবরণ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আখেরাতের আগে দুনিয়াতেই আমি কত দুষ্ট আর বিদ্রোহী জাতিকে ধ্বংস করেছি। শক্তি, সামর্থে তারা বর্তমান কাফের জাতিদের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল। তারা তোলপাড় করেছিল বড় বড় শহর-নগর-বন্দর। অতঃপর যখন আল্লাহর আযাব আপতিত হয়েছে, তখন পৃথিবীর বুকে পলায়ন করার কোন ঠিকানা তারা খুঁজে পায়নি। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, আযাব উপস্থিত হলে নিজেদের জনপদে খুঁজতে থাকে, কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় কি-না। কিন্তু কোন ঠিকানা পায়নি। আয়াতের তরজমা থেকে এ অর্থই প্রকাশ পায়।

www.icsbook.info

الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ

الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ

بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ

وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ

حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ

عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

[৪০] রাতের একাংশেও তার পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা করো [৩৮] এবং সেজদা আদায়ের কাজ শেষ করে [৩৯] (পুনরায় তার তাসবীহ্ পাঠ করো)।

[৪১] কান পেতে শুনো (সেদিন দূরে নয়) যেদিন একজন আহ্বানকারী (প্রত্যেক ব্যক্তিকে) একান্ত কাছে থেকে ডাকতে থাকবে [৪০]।

[৪২] সেদিন মানুষরা কেয়ামতের সেই মহা গর্জন ঠিক মতোই শুনতে পাবে, সেই দিনটিই (হবে সব মানুষদের কবর থেকে) উত্থিত হবার দিন [৪১]।

[৪৩] (এতে আশ্চয্যন্বিত হবার কি আছে) আমিই জীবন দান করি আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং (জীবন মৃত্যুর এই লীলাখেলা শেষ হলে সবাইকে) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে [৪২]।

[৪৪] যেদিন এই ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং মানুষরা সব (নিজ নিজ কবর থেকে) দ্রুত গতিতে দৌড়তে থাকবে, আর এটাই হবে (মানব সন্তানকে চূড়ান্ত জড়ো করার দিন) আর (তাদের সবাইকে একদিন এক ময়দানে) জড়ো করা আমার জন্যে অতি সহজ কাজ [৪৩]।

[৪৫] (হে নবী) এরা যা কথাবার্তা বলে, তা সব কিছুই আমি জানি। তোমাকে তাদের ওপর জোর জবরদস্তি করার জন্যে পাঠানো হয়নি। অতপর এই কোরআন দিয়েই তুমি (তাদের) সদুপদেশ দাও—যে (বা-যারা) আমার শাস্তিকে ভয় করে [৪৪]।

আর অধিকাংশ তাফসীরকার প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৩৪. অর্থাৎ এসব শিক্ষামূলক ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারাও নসীহত হাসিল করতে পারে, যাদের কাছে বুঝবার মতো অন্তর আছে, যারা নিজে নিজেই কোন বিষয় উপলব্ধি করতে পারে। অথবা কেউ বুঝালে তার কথায় মনকে হাজির করে কান পাতে। কারণ, মানুষ নিজে

www.icsbook.info

সতর্ক না হলে কারো কথায় সতর্ক হওয়ারও একটা পর্যায় রয়েছে। যে ব্যক্তি নিজেও বুঝে না আর কেউ বললে-বুঝালেও মনোযোগের সঙ্গে কান দেয় না, এমন লোকের মূল্য ইট-পাথরের চেয়ে বেশী নয়।

৩৫. ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৬. প্রথম দফা সৃষ্টিতে যখন ক্লান্ত হননি, তখন দ্বিতীয় দফায় কেন ক্লান্ত হবেন। ধ্বংস করা তো নির্মাণ করার চেয়ে অনেক সহজ কাজ।

৩৭. অর্থাৎ এমন মোটা কথাও যদি এরা না বুঝে তবে আপনি চিন্তিত হবেন না। বরং আবোল তাবোল-কথাবার্তায় আপনি সবর করুন, ধৈর্য ধারণ করুন, আর আপন পরওয়ারদিগারের স্মরণে মনকে নিয়োজিত করুন, যিনি তামাম আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, সবকিছু ভাঙ্গা-গড়ার ক্ষমতা যাঁর রয়েছে।

৩৮. এটা হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করার সময়। এসময় দোয়া আর এবাদাত অনেক কবুল হয়। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শুরুতে নবীর ওপর তিন ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল— ফজর, আসর এবং তাহাজ্জুদ। যাই হোক, এখনো এ তিন ওয়াক্ত নামাযের বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। নামায বা যিকির ও দোয়া ইত্যাদি দ্বারা এ সময়টাকে ভরে তোলা উচিত। হাদীস শরীফে আছেঃ সকাল, বিকাল আর রাতের কিছু অংশ তোমাদের জন্য জরুরী। কারো কারো মতে 'সূর্যোদয়ের পূর্ব' দ্বারা ফজরের নামায, সূর্যাস্তের পূর্বদ্বারা যোহর ও আসরের নামায এবং 'রাতের কিছু অংশ' দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৩৯. অর্থাৎ নামাযের পর কিছু তাসবীহ-তাহলীল করা উচিত। অথবা এর অর্থ নফল নামায যা ফরয নামাযের পর পড়া হয়। ৪০. কেউ কেউ বলেন যে, বায়তুল মাকদেসের পাথরের ওপর সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। এ কারণে 'কাছে' বলা হয়েছে। অথবা এ অর্থ হতে পারে যে, সর্বত্র সিঙ্গার আওয়াজ কাছে মনে হবে এবং সকলে একই রকম শুনতে পাবে। অবশ্য সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া ছাড়া সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো অনেক ডাক দেয়া হবে। অনেকে এর অর্থ করেছেন সেসব ডাক। কিন্তু সিঙ্গার ফুঁৎকারই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৪১. অর্থাৎ দ্বিতীয় দফা সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিলে সকলেই মাটি থেকে বেরিয়ে উঠে দাঁড়াবে।

৪২. জন্ম-মৃত্যু সব আল্লাহরই হাতে নিহিত এবং সকলকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে। কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

৪৩. অর্থাৎ মাটি বিদীর্ণ হবে এবং মৃত ব্যক্তিরা সেখান থেকে বেরিয়ে হাশর ময়দান অভিমুখে ছুটে যাবে। পূর্বাপরের সকলকে আল্লাহ তায়ালা এক ময়দানে সমবেত করবেন। আর এমন করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

৪৪. অর্থাৎ যারা হাশর অস্বীকার করে এবং আবোল-তাবোল বকে, তাদেরকে বকতে দাও। আর তাদের ব্যাপারটি আমার হাতে ছেড়ে দাও। তারা যা কিছু বলছে, সবই আমার জানা আছে। জোর-জবরদস্তী সকলকে এসব স্বীকার করানো আপনার কাজ নয়। জবরদস্তী সকলকে স্বীকার করাবার দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়নি। অবশ্য আল্লাহর ভয় দেখালে যারা ভয় পায়, কোরআন শুনিয়ে তাদেরকে নসীহত করুন, বুঝাতে থাকুন। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পেছনে বেশী লাগবেন না।

সূরা আয্ যারীয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫১, আয়াতঃ ৬০, রুকুঃ ২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۝٤ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَّاِنَّ

الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝٦

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] (ঝঞ্ঝা বাতাসের) শপথ, যা ধুলাবালি সমূহকে উড়িয়ে নিয়ে যায়,

[২] (মেঘমালার) শপথ, যা পানির বোঝা বয়ে চলে,

[৩] (জলযান সমূহের) শপথ, যা ধীরে ধীরে বয়ে চলে,

[৪] (ফেরেস্তাদের) শপথ, যারা আল্লাহর নেয়ামত সমূহ (মানুষের মাঝে) বিতরণ করে বেড়ায় [১]—

[৫] (কেয়ামতের) যে দিনের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা (অবশ্যম্ভাবী) সত্যি,

[৬] (এবং মানুষের কার্যক্রমের) বিচার আচারের একটা দিন আসবেই [২]।

---

১. প্রথমে জোরে হাওয়া বয়, প্রবল বেগে ঝড় হয়, যাতে ধুলা-বালি সব উড়ে যায়, এ থেকে মেঘমালা জন্মে, অতঃপর তাতে পানি জমে এবং তা এ বোঝা বহন করে চলে। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণের সময় ঘনিয়ে এলে নরম বাতাস বয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে যেখানে যত পরিমাণ বৃষ্টি বন্টন করা হয়, সে পরিমাণই সবখানে বর্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা এসব বায়ুর কসম করছেন। কোন কোন আলেম 'যারিয়াত' অর্থ বলেছেন হাওয়া, 'হামিলাত' অর্থ করেছেন মেঘমালা, 'জারিয়াত' অর্থ করেছেন নক্ষত্র এবং 'মুকাস্সিমাত' অর্থ করেছেন ফেরেশতা। যেন যে বিষয়গুলোর কসম করা হয়েছে, সেগুলোকে নীচে থেকে উপরের দিকে সাজানো হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'যারিয়াত' অর্থ হাওয়া, 'হামিলাত' অর্থ মেঘমালা, 'জারিয়াত' অর্থ নৌযান এবং 'মুকাস্সিমাত' অর্থ ফেরেশতা, যারা আল্লাহর হুকুমে জীবিকা ইত্যাদি বন্টন করেন।

www.icsbook.info

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي
قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ
الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ

[৭] বহু কক্ষ (ও আকার) বিশিষ্ট আকাশের শপথ [৩],

[৮] (আকাশের এই বিভিন্ন আকারের মতো) তোমরাও তো (মানুষের শেষ পরিণতির) কথার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতের মধ্যে আছো।

[৯] সে গোমরাহ হয়ে গেছে, যে (আখেরাতের এই) বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেছে [৪]।

[১০] ধ্বংশ হোক, যারা (শেষ বিচারের ব্যাপারে) নিছক (আন্দাজ) অনুমানের ওপর ভিত্তি করে (কথা বলে) [৫]।

[১১] সর্বোপরি যারা জাহেলিয়াতে (ডুবে) মূল সত্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে আছে [৬]।

[১২] এরা (পরিহাস করার জন্যে) জিজ্ঞেস করে বিচার আচারের দিনটি আসবে কবে [৭]?

[১৩] (এদের তুমি বলো,) যেদিন তাদের (সবাইকে তাদের কুফরীর জন্যে) আগুনে দগ্ধ করা হবে (সেদিনই কেয়ামত হবে)।

---

২. অর্থাৎ এ বায়ু প্রবাহ আর বৃষ্টি বর্ষণের ব্যবস্থাপনা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আখেরাতের ওয়াদা সত্য এবং ইনসাফ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। উদ্দেশ্য আর পরিণতি ছাড়া এ দুনিয়ায় যখন বায়ুও প্রবাহিত হয় না, তবে এত বড় কারখানা কি উদ্দেশ্য বিহীনভাবেই চলছে? নিশ্চিত এর বড় কোন পরিণাম থাকতে হবে আর তাকেই বলা হয় আখেরাত।

৩. অর্থাৎ স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, সুদর্শন, সুন্দর এবং রওনকপূর্ণ আসমানের শপথ, যাতে গ্রহ-নক্ষত্রের জাল বিছানো হয়েছে বলে মনে হয় এবং যাতে আরো রয়েছে নক্ষত্র আর ফেরেশতাদের গতিপথ।

৪. অর্থাৎ কেয়ামত আর আখেরাতের ব্যাপারে তারা শুধু ঝগড়া বাধাচ্ছে। আল্লাহর দরবারের সঙ্গে যার কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে সে-ই কেয়ামত আর আখেরাত স্বীকার করবে, মেনে নেবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত, বিতাড়িত কল্যাণ আর সৌভাগ্যের পথ থেকে, সে তা কখনো মেনে নেবে না, তা থেকে সে সব সময় দূরে থাকবে। অথচ কেবল আকাশের ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা করলেই সে নিশ্চিত জানতে পারতো যে, এ বিষয়ে ঝগড়া কেবল বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

৫. অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে আন্দাজে কথা বলে এবং আন্দাজ-অনুমান দ্বারা সে নিশ্চিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে।

৬. অর্থাৎ দুনিয়ার মজা তাদের আখেরাত আর আল্লাহ থেকে বিমুখ করে রেখেছে।

هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي
جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

[১৪] সেদিন তাদের বলা হবে, (এবার) তোমরা তোমাদের (প্রাপ্য) শাস্তি ভোগ করতে থাকো, এই হচ্ছে সেদিন—যে দিনের জন্যে (দুনিয়ায় তোমরা) খুব তাড়াহুড়া করছিলে [৮]।

[১৫] সেদিন অবশ্যই যারা আল্লাহকে ভয় করে (এ দিনের কথা মনে রেখেছে), তারা আল্লাহর জান্নাতে ও (তার নেয়ামতের অমীয়) ঝর্ণাধারায় (চির শান্তিতে) থাকবে।

[১৬] সেদিন আল্লাহ তায়ালার তাদের যা (যা পুরস্কার) দেবেন, তা সবই তারা (খুশী হয়ে) গ্রহণ করতে থাকবে [৯], নিঃসন্দেহে এরা (এখানে আসার) আগে (দুনিয়ায়) সৎকর্মশীল (ভালো মানুষ) ছিলো [১১],

[১৭] রাতের বেলায় তারা সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাতো।

[১৮] আবার রাতের শেষ প্রহরে এরা (নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো [১১]।

[১৯] (অর্থনৈতিক ব্যাপারে এরা বিশ্বাস করতো যে) তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের (সুস্পষ্ট) অধিকার রয়েছে [১২],

[২০] যারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে, তাদের জন্যে (আল্লাহকে চেনা জানার) অসংখ্য নিদর্শন এই পৃথিবীর মাঝে (ছড়িয়ে) রয়েছে।

---

৭. অর্থাৎ অস্বীকার আর হাসিঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেঃ কি ব্যাপার। সে ইনসাফের দিন কবে আসবে? অবশেষে এত বিলম্ব কেন?

৮. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদেরকে এ জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একটু সবর কর, ধৈর্য ধর। সেদিন অবশ্যই আসবে, যখন তোমাদেরকে আগুনে ওলট-পালট করা হবে এবং ভালোভাবে জ্বালিয়ে বলা হবেঃ নাও, এখন তোমাদের তামাশা আর বিদ্রূপের মজা ভোগ কর। যে দিনের জন্য তাড়াহুড়া করছিলে, তা এখন উপস্থিত হয়েছে।

৯. অর্থাৎ তাদের পরওয়ারদেগার যে নেয়ামত দান করেছেন, সানন্দে তা কবুল করে।

১০. অর্থাৎ দুনিয়া থেকে তারা যে নেকী আহরণ করে এনেছিল, এখন তারা তার নেক ফল পাচ্ছে। সামনে সেসব নেকীর কিছুটা বিবরণ দেয়া হয়েছে।

www.icsbook.info

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاۗءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ

مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ

[২১] (শুধু বাইরের পৃথিবী কেন) তোমাদের নিজেদের (এই দেহের) মধ্যেই তো (আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন) রয়েছে, তোমরা (একটু ভালো করে) তাকিয়েও দেখোনা [১৩]!

[২২] (তাছাড়া উর্ধাকাশের দিকেও একবার দেখো) আকাশের মাঝেই রয়েছে তোমাদের জীবিকার উৎস (সেখান থেকেই এসেছে বিচার আচার সম্পর্কিত যাবতীয়) ও প্রতিশ্রুত সমূহ, (আল্লাহর কেতাব) যা তোমাদের (বিভিন্ন সময়ে) দেয়া হয়েছে[১৪]।

[২৩] অতএব, এই আসমান যমীনের মালিকের শপথ, এই (গ্রন্থ ও তার কথাবার্তা সঠিক ও) নিভুল—ঠিক তেমনি সত্য যেমনি তোমরা একে অপরের সাথে (এখন এখানে) কথাবার্তা বলছো [১৫] (এবং অন্যরা সবাই তা দেখতে পাচ্ছে)।

রুকুঃ ২

[২৪] (হে নবী) তোমার কাছে ইব্রাহীমের সেই সম্মানীত মেহমানদের কাহিনী [১৬] পৌছেছে কি?

---

১১. অর্থাৎ রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর এবাদাতে অতিবাহিত করে এবং শেষ রাতে যখন রজনীর অবসান ঘনিয়ে আসে, তখন নিজেদের অপরাধ আর ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে- পরওয়ারদেগার! দাসত্বের হক আদায় করতে পারিনি। যে ত্রুটি রয়ে গেছে, নিজ রহমতে তা ক্ষমা করুন। অধিক এবাদাত তাদেরকে প্রতারিত করে না; বরং বন্দেগীতে তারা যতটা তরক্কী করে, তাদের ভয়ভীতি ততই বৃদ্ধি পায়।

১২. 'মাহরূম' যে ব্যক্তি, সে মোহতাজ- মুখাপেক্ষী, কিন্তু খুঁজে বেড়ায় না। তাৎপর্য এই যে, তারা নিজেদের সম্পদে স্বেচ্ছায় সানন্দে প্রার্থী ও অভাবীদের জন্য (যাকাত ছাড়াও) হিসসা নির্ধারণ করে রেখেছিল। নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নেয়ার কারণে যেন তা বাধ্যতামূলক অধিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

১৩. অর্থাৎ রাত্রি জাগরণ, ইস্তিগফার আর অভাবীদের জন্য ব্যয় করা এই নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হতে হবে যে, আল্লাহ আছেন এবং তাঁর কাছে কোন নেকীই নষ্ট হয় না। বিশ্ব-প্রকৃতি এবং স্বয়ং মানুষের নিজের মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসব নিয়ে চিন্তা করলে অতি সহজেই এ নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়। মানুষ যদি নিজের প্রতি এবং পৃথিবীর উপরিভাগের অবস্থার প্রতি চিন্তা করে, তবে অতি শীঘ্র সে এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে যে, ভালো-মন্দের প্রতিফল কোন না কোন রঙ্গে অবশ্যই পাওয়া যাবে—বিলম্বে বা অবিলম্বে।

الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ

قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ

قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ

[২৫] যখন তারা তার ঘরে প্রবেশ করলো, তখন তারা তাকে 'সালাম' পেশ করলো, (সেও উত্তরে) বললো 'সালাম', (ভাবলো এরা তো মনে হয়) অপরিচিত লোক[১৭]।

[২৬] অতপর (সে মেহমানদের কিছু না বলে) চুপে চুপে নিজ ঘরের লোকদের কাছে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর সে একটি (রান্না করা) মোটা তাজা বাছুর সহ (তাদের কাছে) ফিরে এলো।

[২৭] অতপর সে তা তাদের সামনে পেশ করলো এবং বললো, তোমরা খাচ্ছোনা যে[১৮]?

[২৮] (তাদের খেতে না দেখে) সে মনে মনে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো, (তার এই ভীতি দেখে) তারা বললো, তুমি ভয় করোনা, অতপর তারা তাকে গুনধর একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো [১৯]।

১৪. অর্থাৎ আমরা খাবো কোথা থেকে এই আশংকায় ভীত হয়ে প্রার্থী আর অভাবীদের জন্য ব্যয় না করা ঠিক নয়। আর সেসব মিসকীনের জন্য ব্যয় করে খোঁটা দেয়াও উচিত নয়। কারণ, সকলের জীবিকা আর সাওয়াব ও প্রতিদানের যে ওয়াদা করা হয়েছে, তা সবই আসমানওয়ালার হাতে নিহিত রয়েছে। সকলের জীবিকা অবশ্যই পৌছবে, কারো বন্ধ করায় তা বন্ধ হতে পারে না। আর ব্যয়কারীরা তার সাওয়াব অবশ্যই পাবে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'যে ব্যাপার আগামীতে ঘটবে, তার হুকুমও আসমান থেকেই আসে।'

১৫. অর্থাৎ যেমনি নিজের কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, তেমনি এ বাণীতেও কোন সন্দেহ নেই। জীবিকা অবশ্যই পৌছবে, কেয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে, আখেরাত অবশ্যই আসবে, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। 'এবং তাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে প্রার্থী আর বঞ্চিতের'—এ আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যের কারণে পরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মেহমানদারীর কাহিনী শোনানো হচ্ছে, যা হযরত লূত (আঃ)-এর কাহিনীর ভূমিকা। উভয় কাহিনী থেকে একথাও প্রকাশ পাবে যে, দুনিয়ায় নিষ্ঠাবানদের সঙ্গে আল্লাহর আচরণ কেমন আর মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসীদের সঙ্গে তিনি কেমন আচরণ করেছেন।

১৬. অর্থাৎ তারা ফেরেশতা ছিলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমে যাদেরকে মানুষ মনে করেন, তাঁদের বড় ইজ্জত করেন। আর আল্লাহর নিকট তো ফেরেশতারা সম্মানিতই। যেমন তিনি বলেন- 'বরং তাঁরা সম্মানিত বান্দাহ।'

১৭. অর্থাৎ সালামের জবাব সালামে দেন এবং মনে মনে বা পরস্পরে বলেন, এদের তো অন্য রকম মনে হচ্ছে।

www.icsbook.info

فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا

كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ

قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾

[২৯] এটা শুনে তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং (খুশীতে) নিজের গাল চাপড়িয়ে বললো (কি ভাবে তা সম্ভব, আমি তো) বৃদ্ধা এবং বন্ধা [২০]!

[৩০] (একথা শুনে) তারা বললো, হ্যাঁ তোমার মালিক তাই বলেছেন, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সব কিছু জানেন [২১](তাই এর কোনোটাই তার জন্যে অসম্ভব কিছু নয়)।

[৩১] (এই অবস্থা দেখে) সে বললো, হে (আল্লাহর) প্রেরিত (মেহমানরা) বলো তো (এখানে আসার পেছনে) তোমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি [২২]?

[৩২] তারা (জবাবে) বললো, নিশ্চয়ই আমাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) একটি অপরাধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।

[৩৩] যেন আমরা তাদের ওপর (আল্লাহর আযাবের অংশ হিসেবে) মাটির শক্ত পাথর বর্ষন করি [২৩]।

---

১৮. অর্থাৎ অতি যত্নের সঙ্গে মেহমানদারী শুরু করেন এবং নিতান্ত ভদ্র ও মার্জিত ভঙ্গিতে বললেনঃ কেন বন্ধুরা! খাবার গ্রহণ করছেন না কেন? কিন্তু ফেরেশতারা খাবেন কেমনে! অবশেষে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন।

১৯. সূরা হূদ এবং সূরা হিজ্‌র-এও এ কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

২০. হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত সারা এক কোণে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। সন্তানের সুসংবাদ শুনে চিৎকার করে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ান এবং অবাক হয়ে কপালে হাত ঠুকে বলতে শুরু করলেন—কি চমৎকার! এক বৃদ্ধা, যৌবনে যার সন্তান হয়নি, এখন বার্ধক্যে এসে সে সন্তান জন্ম দেবে!

২১. অর্থাৎ আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে বলছি না, বরং তোমার পালনকর্তাই এরকম বলেছেন। কাকে কখন কোন জিনিস দিতে হবে, তা তিনিই জানেন। (অতঃপর তোমরা নবীর পরিবারভুক্ত হয়ে এ সুসংবাদে অবাক হচ্ছ)। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, এ সন্তান হচ্ছেন হযরত ইসহাক (আঃ), মাতা-পিতা উভয়কে যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

২২. অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ অভিযানে আপনাদের আগমন? অনুমান করে তিনি বুঝে থাকবেন যে, অবশ্যই কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে তাঁদের আগমন হয়েছে।

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾

وَتَرَكْنَا فِيْهَا آيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ﴿٣٧﴾

وَفِيْ مُوْسٰى إِذْ أَرْسَلْنٰهُ إِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلّٰى

بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾

[৩৪] যার প্রতিটি পাথর এই সীমালংঘনকারী যালেমদের জন্যে তোমার মালিকের কাছে (তাদের নাম ধাম সহ) চিহ্নিত করা আছে [২৪]।

[৩৫] অতপর আমি সেই (জনপদ) থেকে এমন প্রতিটি মানুষকে বের করে এনেছি, যারা ঈমানদার ছিলো।

[৩৬] মূলত, সেখানে মুসলমানদের একটি ঘর ছাড়া (উদ্ধার করার মতো দ্বিতীয়) কোনো ঘর আমি পাইনি [২৫]।

[৩৭] (এই ভাবে গোটা একটি অপরাধী জাতিকে ধ্বংশ করে) আমি পরবর্তি এমন সব মানুষদের জন্যে—যারা আমার কঠিন আযাবকে ভয় করে—একটি নিদর্শন সেখানে রেখে এসেছি [২৬]।

[৩৮] (আমি আরো নিদর্শন রেখেছি) মুসার (কাহিনীর) মাঝেও, যখন আমি তাকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম [২৭]।

[৩৯] সে তার (রাজ ক্ষমতার) সাংগপাংগ সহ (মুসার সেই প্রমাণ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, এতো হচ্ছে, জাদুকর কিংবা (আস্ত) পাগল [২৮]।

---

২৩. অর্থাৎ লূত (আঃ)-এর জাতিকে শাস্তি দেয়ার জন্যই আমরা প্রেরিত হয়েছি। পাথরের কংকর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে। শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এটা শিলাবৃষ্টি ছিল না। অধিকতর সম্প্রসারিত অর্থে একে পাথর বলা হয়েছে।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে পাথরগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিশেষ পাথর কেবল তাদের গায়েই পড়বে, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি, দ্বীন আর প্রকৃতির সীমা লংঘন করে গেছে।

২৫. অর্থাৎ সে জনপদে কেবল হযরত লূত (আঃ)-এর পরিবারই ছিল মুসলিম পরিবার। আমি তাদেরকে আযাব থেকে হেফাযত করেছি, সাফ সাফ রক্ষা করেছি। অন্যদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ এখনো সেখানে ধ্বংসের চিহ্ন বর্তমান রয়েছে। আর তাদের অস্বাভাবিক ধ্বংসের কাহিনীতে শিক্ষণীয় উপকরণ রয়েছে তাদের জন্য—যারা ভয় করে।

www.icsbook.info

فاخذنه وجنوده

فنبذنهم في اليم وهو مليم ﴿٤٠﴾ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم

الريح العقيم ﴿٤١﴾ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته

كالرميم ﴿٤٢﴾ وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ﴿٤٣﴾

فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصعقة وهم ينظرون ﴿٤٤﴾

فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ﴿٤٥﴾ وقوم نوح

[৪০] অতপর আমি তাকে এবং তার লয় লশকরকে (এই বিদ্রোহের জন্যে) চরম ভাবে পাকড়াও করলাম এবং (এক পর্যায়ে) তাদের সবাইকে সমূদ্রে নিক্ষেপ করলাম, আসলেই সে ছিলো (দন্ড যোগ্য) এক অপরাধী [২৯]।

[৪১] (যারা আমার আযাবকে ভয় করে তাদের জন্যে আরো নিদর্শন রয়েছে) আ'দ জাতির ঘটনার মাঝেও, যখন আমি তাদের ওপর এক প্রলংয়কারী (ঝড়ের) বাতাস পাঠিয়েছিলাম,

[৪২] এই (বিধংসী) বাতাস যা কিছুর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাকেই পঁচা হাড়ের মতো চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিয়ে গেছে [৩০]।

[৪৩] (আমার আযাবকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে আরেক নিদর্শন রয়েছে) সামুদ জাতির (কাহিনীর) মাঝেও, যখন তাদের বলা হয়েছিলো, একটি নিদৃষ্ট সময় পর্যন্ত (দুনিয়ায় আমার নেয়ামত) তোমরা ভোগ করতে থাকো [৩১]।

[৪৪] কিন্তু (সুস্পষ্ট সতর্কবাণী সত্বেও) তোমরা তারা তাদের মালিকের কথার নাফরমানী করলো, অতপর এক প্রচন্ড বজ্রঘাত তাদের ওপর এসে পড়লো, তারা অক্ষম ও অসহায়ের মতো চেয়েই থাকলো।

[৪৫] অতপর (আযাবের এই ভয়াবহতার সামনে) তারা (একটুখানি) দাঁড়াবার শক্তিও পেলোনা এবং এই আযাব থেকে নিজেদের বাঁচাতেও পারলোনা [৩২]।

---

২৭. অর্থাৎ মোজেযা ও দলীল-প্রমাণ।

২৮. অর্থাৎ শক্তি-সামর্থে গর্বিত হয়ে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নিজ জাতি আর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ডুবে মরেছে। তখন সে বলছিল, মূসা! হয়তো তুমি চালাক জাদুকর, নয়তো পাগল। এ দুয়ের যে-কোন একটা অবশ্যই হবে।

২৯. অর্থাৎ বাড়াবাড়ি আমরা করিনি। দোষ তারই। সে কুফরী ও অবাধ্যতার পথ গ্রহণ

www.icsbook.info

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ
وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوا
إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

[৪৬] এর আগেও (আমার সাথে বিদ্রোহের জন্যে আমি ধ্বংশ করেছিলাম) নূহ-এর সম্প্রদায়কে, নিঃসন্দেহে তারা সবাই ছিলো পাপী সম্প্রদায় [৩৩]।

রুকুঃ ৩

[৪৭] আমি আমার (নিজস্ব) ক্ষমতা বলেই এই আসমান বানিয়েছি এবং (নিঃসন্দেহে) আমি সেই মহান ক্ষমতাশালী [৩৪]।

[৪৮] (আবার একই ক্ষমতা দিয়ে) আমি এই যমীনকেও (তোমাদের জন্যে) বিছিয়ে দিয়েছি, (একবার তাকিয়ে দেখো) কতো সুন্দর করে আমি একে সমতল করে রেখেছি [৩৫]।

[৪৯] (এই সৃষ্টির জগতের) প্রত্যেকটি বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি, যাতে করে (এর অন্তর্ণিহিত রহস্য নিয়ে) তোমরা চিন্তা গবেষণা করতে পারো [৩৬]।

[৫০] অতএব (সৃষ্টির মূল স্রষ্টা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই তোমরা ধাবিত হও, আমি তো তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

করেছিল। বুঝাবার পরও নিবৃত্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত যা বপন করেছিল, তা-ই সে কর্তন করেছে।

৩০. অর্থাৎ আযাবের ঝঞ্ঝা বায়ু এসেছিল, যা ছিল বরকত আর কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তা অপরাধীদের শিকড় কেটে দিয়েছে আর যার ওপর দিয়েই গড়িয়েছে, তাকেই চূর্ণ করে দিয়েছে।

৩১. অর্থাৎ হযরত সালেহ (আঃ) বলেছিলেন, আচ্ছা, আরো কিছুদিন দুনিয়ার মজা লুটে নাও! এখানকার উপকরণ ভোগ কর। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হবে।

৩২. অর্থাৎ তাদের অন্যায় দিন দিন বেড়েই চললো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাব তাদের পাকড়াও করলো। এক বিকট শব্দ হলো আর দেখতে না দেখতে সকলেই শীতল হয়ে গেলো। সেসব শক্তি-দাপট, অবিশ্বাসসুলভ দাবী আর অহংকার ধূলায় মিশে গেলো। ধরাশায়ী হওয়ার পর উঠে দাঁড়ানো কারো সাধ্যে ছিল না। প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, নিজের সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকতেও পারলো না।

৩৩. অর্থাৎ এসব জাতির পূর্বে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার কারণে নূহ (আঃ)-এর জাতিও ধ্বংস হয়েছিল। নাফরমানীতে তারাও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

www.icsbook.info

إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ

بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا

[৫১] তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নিয়োনা, সে বিষয়েও আমি তোমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র [৩৭]।

[৫২] এমনটি অতীতেও (সব সময় হয়ে এসেছে), এর আগের মানুষদের কাছেও এমন কোনো নবী আসেনি, যাদের এরা জাদুকর কিংবা পাগল বলেনি [৩৮]।

[৫৩] (কি ব্যাপার) এরা কি একে অপরকে (বংশপরমপরায়) এই একই পরামর্শ দিয়ে এসেছে যে (সর্বকালে সবাই একই কথা বলবে)। না, (আসল কথা হচ্ছে) এরা সবাই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় [৩৯]।

[৫৪] অতএব (হে নবী) তুমি এদের উপেক্ষা করো, (এদের পরোয়া না করার জন্যে) তুমি কোনো ক্রমেই অভিযুক্ত হবে না।

[৫৫] (অবশ্য সব সময়) তুমি (মানুষদের আল্লাহ ও তার দ্বীনের কথা) স্মরণ করাতে থাকো, কারণ (তোমার) উপদেশ অবশ্যই ঈমানদারদের উপকারে আসে [৪০]।

---

৩৪. অর্থাৎ আসমানের বিশাল বস্তু যখন তিনি আপন কুদরতে সৃষ্টি করেছেন, তখন আর এর চেয়ে বড় কিছু সৃষ্টি করা তার পক্ষে কঠিন মোটেই নয়।

৩৫. অর্থাৎ আসমান-যমীন সব আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই কব্জায় আছে। তাহলে অপরাধী পলায়ন করে কোথায় আশ্রয় নেবে। বিশ্বের সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তার বিস্ময়কর কারিগরী নিয়ে চিন্তা করলে মানুষ তাঁরই অনুগত হবে।

৩৬. ইবনে যায়দ-এর উক্তি মতে এর অর্থ নর ও মাদা। অধুনা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন যে, নর আর মাদার এ বিভক্তি সকল শ্রেণী ও সকল বস্তুতেই রয়েছে। অথবা 'যাওজাইন' বা জোড়া অর্থ দু' বিপরীতধর্মী বস্তু। যেমন রাত-দিন, আসমান-যমীন। আলো-আঁধার, সাদা-কালো, সুস্থতা-অসুস্থতা, ঈমান-কুফর ইত্যাদি।

৩৭. অর্থাৎ আসমান-যমীন এবং গোটা বিশ্বলোক যখন এক আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই কর্তৃত্বের অধীন, তখন বান্দার কর্তব্য হচ্ছে সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে ছুটে যাওয়া। তাঁর পানে ছুটে না যাওয়া এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন না করা খুবই আশংকার ব্যাপার।

www.icsbook.info

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ
مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا
مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

[৫৬] আমি মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে (এই দুনিয়ায় শুধু) আমার বন্দেগী করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করিনি [৪১]।

[৫৭] আমি (তো) তাদের কাছ থেকে কোনো রকম জীবিকা দাবী করিনা, তাদের কাছ থেকে আমি এটাও চাইনা যে, তারা আমাকে খাবার যোগাবে।

[৫৮] অবশ্য আল্লাহ তায়ালা একাই সৃষ্টি জগতের জীবিকার উপায় উপকরণ সরবরাহ করেন, তিনি মহাক্রমশালী প্রবল ক্ষমতার অধিকারী [৪২], (তার কারোই সাহায্য প্রয়োজন নেই)।

[৫৯] অতএব যারা সীমালংঘনকারী যালেম তাদের জন্যে প্রাপ্য আযাবের অংশ ততোটুকুই নিদৃষ্ট থাকবে, যতোটুকু তাদের পুর্ববর্তি (যালেম) লোকেরা ভোগ করেছে। সুতরাং (আযাবের ক্ষণ কখন আসবে এটা বলে) তারা যেন খুব তাড়াহুড়ো না করে [৪৩]।

[৬০] (পরিশেষে) দূর্ভোগ (ও ভোগান্তি তো) সেদিন তাদের জন্যে (নিদৃষ্ট হয়ে আছে), যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করেছে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের বার বার দেখা হয়েছে [৪৪]।

অন্য কোন সত্তার নিকট ছুটে যাওয়াও আশংকার বিষয়। এ দুটি অবস্থার ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে স্পর্ষ ভয় দেখাচ্ছি, সতর্ক করছি।

৩৮. অর্থাৎ এমন স্পষ্ট সতর্কবাণীর পরও যদি এ অবিশ্বাসীরা কর্ণপাত না করে, তাহলে আপনি দুঃখ করবেন না। তাদের আগে যেসব কাফের জাতির নিকট পয়গাম্বর আগমন করেছেন, তারাও তাদের এভাবেই জাদুকর বা পাগল বলে তাদের উপদেশকে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল।

৩৯. অর্থাৎ সকল যুগের কাফেররা এ ব্যাপারে এতই একমত এবং তাদের কথার মধ্যে এতই মিল ছিল যে, যেন একে অন্যকে ওসীয়ত করে মারা গেছে যে, যে রসূলই আগমন করবেন, তাকে জাদুকর বা পাগল বলে পরিত্যাগ করবে। বাস্তবে ওসীয়ত কোথায় করবে? অবশ্য অন্যায়ের উপাদান-উপকরণে সকলেই এক। আর এ ঐকমত্যই পরবর্তী কালের দুষ্ট

লোকদের দ্বারা সেসব কথা-ই উচ্চারণ করিয়েছে, যা উচ্চারণ করেছিল পূর্ববর্তী কালের দুষ্ট লোকেরা।

৪০. অর্থাৎ দাওয়াত আর তাবলীগের দায়িত্ব আপনি যথাযথ পালন করেছেন। এখন আর বেশী পেছনে পড়ার এবং দুঃখ-শোক করার প্রয়োজন নেই। মেনে না নেয়ার যে অভিযোগ তা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ওপরই বর্তাবে। অবশ্য বুঝানো আপনার কাজ, এ ধারা আপনি অব্যাহত রাখুন। যার কিসমতে ঈমান থাকবে, বুঝানো তার কাজে লাগবে। যারা ঈমান এনেছে, তাদের আরো উপকার হবে। আর অবিশ্বাসীদের ওপর সম্পন্ন হবে আল্লাহর প্রমাণ।

৪১. অর্থাৎ তাদেরকে সৃষ্টি করার শরীয়তসম্মত দাবী হচ্ছে বন্দেগী। একারণে সৃষ্টিগতভাবে তাদের মধ্যে এমন যোগ্যতা রাখা হয়েছে, যাতে তারা চাইলে স্বেচ্ছায়-সানন্দে বন্দেগীর পথে চলতে পারে। বিশ্ব বিধান মতে সমুদয় বস্তু আল্লাহর প্রাকৃতিক নির্দেশের সামনে অক্ষম এবং অসহায়। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে, যখন সকল বান্দাহই বিশ্ব সৃষ্টির এ শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে। যাই হোক, আপনি বুঝাতে থাকুন, কারণ বুঝানো দ্বারাই শরীয়তসম্মত দাবী পূরণ হতে পারে।

৪২. অর্থাৎ তাদের বন্দেগী দ্বারা আমার কোন লাভ নেই। লাভ আর কল্যাণ যা তা তাদেরই। আমি তেমন মালিক নই যে, গোলাম-সেবকদেরকে বলব যে, আমার জন্য উপার্জন করে আন বা আমার সম্মুখে খাবার এনে হাজির কর। আমার সত্তাএসব ধারণা থেকে মুক্ত-পবিত্র এবং অনেক উন্নত। আমি তাদের কাছে কী জীবিকা অন্বেষণ করবো, আমি নিজেই তো তাদেরকে নিজের কাছ থেকে জীবিকা দেই। আমার মতো বলদর্পী, শক্তিধর আর শক্তির আধারের কী প্রয়োজন থাকতে পারে তোমাদের খেদমতের? বন্দেগীর হুকুম দেয়া হয়েছে কেবল এজন্য, যাতে কথায় এবং কাজে তোমরা আমার শাহানশাহী আর শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য মেনে নিয়ে আমার বিশেষ দয়া-অনুগৃহের ভাগী হতে পারো। কবির ভাষায়ঃ

'কোন ফায়দা লাভের জন্য আমি সৃষ্টি করি নাই। বরং বান্দাদের ওপর দান-অনুগ্রহ করার জন্যই তাদের আমি সৃষ্টি করেছি।

৪৩. অর্থাৎ এ যালেমরা যদি বন্দেগীর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, তবে বুঝবে যে, অন্যান্য যালেমদের মতো তাদের ভান্ডও পরিপূর্ণ হয়েছে। এখন কেবল ডুববার অপেক্ষা। শুধু শুধু ত্বরান্বিত করার দাবী তুলবে না। অন্যান্য কাফেরদের নিকট যেমনি খোদায়ী শাস্তির অংশ পৌছেছে, তেমনি এদের কাছেও পৌছবে।

৪৪. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন বা তার পূর্বে কোন একদিন এ শাস্তি আসবেই। মক্কার মুশরেকরা বদর যুদ্ধে বেশ শাস্তি পেয়েছে।

www.icsbook.info

সূরা আত্ তূর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫২, আয়াতঃ ৪৯, রুকূঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالطُّوْرِ ۝١ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣ وَالْبَيْتِ
الْمَعْمُوْرِ ۝٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে —

রুকূঃ ১

[১] শপথ, তূর (পাহাড়)-এর [১],
[২] শপথ (সম্মানিত) লিখিত গ্রন্থের,
[৩] যা আছে (সযত্ন রক্ষিত) উন্মুক্ত পত্রে [২],
[৪] শপথ, (দুনিয়া কিংবা আরশের কাবা) 'বায়তুল মামুর-এর [৩]।'
[৫] শপথ, সমুন্নত আকাশের [৪],
[৬] (আরো) শপথ, উদ্বেলিত সমূদ্রের [৫],

---

১. অর্থাৎ 'কোহে তূর'-তূর পর্বত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

২. সম্ভবত এ কেতাব দ্বারা 'লাওহে মাহফূয্' উদ্দেশ্য। অথবা মানুষের আমলনামা বা কোরআন করীম বা তূর-এর সামঞ্জস্যের কারণে সাধারণ আসমানী কেতাব সবই অর্থ হতে পারে।

৩. সম্ভবত কা'বা বুঝানো হয়েছে, অথবা সপ্তম আসমানে ঠিক কা'বা শরীফ বরাবর ফেরেশতাদের কা'বা রয়েছে, তাকেও কা'বা বলা হয় যা হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত।

৪. অর্থাৎ আসমানের কসম, যা যমীনের উপরে ছাদের মতো, অথবা মহান আরশকে 'সাক্ফে মারফূ' বলা হয়েছে, যা সকল আসমানের উপরে অবস্থিত। আর বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তা যমীনের ও ছাদ।

৫. দুনিয়ার টগবগ করা নদী অর্থ হতে পারে বা মহান নদীও অর্থ হতে পারে। নানা বর্ণনা দ্বারা তার অস্তিত্ব মহান আরশের নীচে এবং আসমানের উপরে প্রমাণিত হয়।

www.icsbook.info

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ يَوْمَ تَمُورُ

السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يُدَعُّونَ

إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ

[৭] তোমার মালিকের আযাব অবশ্যই আসবে।

[৮] (আর যে দিন তা আসবে সেদিন) তাকে প্রতিরোধ করার কেউই থাকবেনা [৬],

[৯] (এই আযাব সেদিন আসবে) যেদিন আসমান ভীষণ ভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে[৭]।

[১০] এবং (যমীনের ওপর গেঁথে রাখা) পাহাড় সমূহ দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে [৮],

[১১] (সেদিন যাবতীয়) দুর্ভোগ হবে (এই দিনের আগমনকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্যে,

[১২] যারা অর্থহীন (ও মিথ্যা) বিতর্ক জাতীয় এই খেলাধুলা (ও তামাশায়) মগ্ন রয়েছে[৯]।

[১৩] যেদিন তাদের (এ রকম বিদ্রোহ ও মিথ্যাচারের জন্যে) ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,

[১৪] (তখন তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হবে,) এই হচ্ছে সেই (কঠোর) আগুন, যাকে তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) অস্বীকার করতে [১০]!

[১৫] (বলো তো) এটা কি আসলেই (কোনো জাদুকরের) জাদু ছিলো (যেমনি করে আল্লাহর সতর্ককারীদের সম্পর্কে তোমরা বলতে) না এখনো তোমরা (ভালো করে) দেখতে পাচ্ছোনা [১১]?

---

৬. অর্থাৎ এসব বস্তু, যেগুলোর কসম খাওয়া হয়েছে, সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে খোদা এক বড় শক্তি আর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তবে যারা তাঁর নাফরমানী করবে, তাদের ওপর আযাব আসবে না কেন? আর তাঁর প্রেরিত আযাব ফেরত দেয়ার ক্ষমতা কার রয়েছে?

৭. অর্থাৎ আসমান কম্পন আর শিহ্রণ করে ফেটে পড়বে।

৮. অর্থাৎ পর্বত নিজের স্থান ত্যাগ করবে এবং তুলার টুকরার মতো উড়বে।

৯. অর্থাৎ আজ যারা খেলাধুলায় মত্ত হয়ে নানা কথার জাল বুনছে, আর আখেরাতকে অবিশ্বাস করছে, সেদিন তাদের জন্য মারাত্মক ধ্বংস ও অকল্যাণ।

১০. অর্থাৎ ফেরেশতারা তাদেরকে কঠোর যিল্লতীর সঙ্গে ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে আর সেখানে পৌছে বলা হবে, এ সে আগুন হাজির, যাকে একদিন তোমরা

لَا تَصۡبِرُوۡا ۚ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ ؕ اِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ جَنّٰتٍ وَّنَعِيۡمٍ ﴿۱۷﴾ فٰكِهِيۡنَ بِمَاۤ اٰتٰٮهُمۡ رَبُّهُمۡ ۚ

وَوَقٰٮهُمۡ رَبُّهُمۡ عَذَابَ الۡجَحِيۡمِ ﴿۱۸﴾ كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـئًا ۢ بِمَا

كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۹﴾ مُتَّكِـِٕيۡنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصۡفُوۡفَةٍ ۚ وَزَوَّجۡنٰهُمۡ

[১৬] যাও, তোমরা এতে (প্রবেশ করে এর) আগুনে জ্বলতে থাকো, অতপর তোমরা (এই আগুনের সামনে) ধৈর্য্য ধারণ করো—কিংবা না করো কার্যত (এর আযাবের বেলায়) তা তোমাদের জন্যে সমান কথা, তোমাদের ঠিক সে ধরনের বিনিময়ই আজ প্রদান করা হবে, যে ধরনের কাজ তোমরা করতে [১২]।

[১৭] অপর দিকে যারা (এ দিনের কথা স্মরণ করে) আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা জান্নাতের (সুরম্য) উদ্যানে ও (অপূরন্ত) নেয়ামতে অবস্থান করবে।

[১৮] তাদের মালিক (সেদিন) তাদের (পুরস্কার হিসেবে যা) যা দেবেন, তারা (আনন্দচিত্বে তার স্বাধ) ভোগ করতে থাকবে, (সব চইতে বড়ো কথা) তাদেরকে তিনি—জাহান্নামের কঠোর আযাব থেকে (সেদিন) রক্ষে করবেন [১৩]।

[১৯] (সেদিন তাদের আরো বলা হবে,) তোমরা (দুনিয়ায় যা করতে তার প্রতিফল হিসেবে পরিতৃপ্তির সাথে) আজ এখানে পানাহার করতে থাকো।

[২০] তারা (সেখানে) সারিবদ্ধ ভাবে (সু সজ্জিত) আসনে সমাসীন হবে [১৪] (শুধু তাই নয়)—আমি তাদের (সঠিক সুখের জন্যে) সুন্দর ও বড়ো বড়ো চোখ বিশিষ্ট হুরের সাথে মিলন ঘটিয়ে দেবো।

মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।

১১. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ায় নবীদেরকে জাদুকর এবং তাঁদের ওপর ওহীকে জাদু বলতে। এখন বল দেখি, এই যে জাহান্নাম, নবীরা যার খবর দিয়েছিলেন, তা-কি সত্যিই জাদু ছিল? ছিল কি তা চক্ষের ফেরেব? না-কি দুনিয়াতে যেমন কিছুই বুঝতে না, এখনো তেমনি কিছুই বুঝবে না?

১২. অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে যখন ঘাবড়াবে আর চিৎকার করবে, তখন ফরিয়াদে জবাব দেয়ার কেউই থাকবে না। বা তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায় যে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করে চুপ থাকবে, তখনো তোমাদের ওপর রহম করার, দয়া করার কেউ থাকবে না। মোট কথা, উভয় অবস্থাই এক সমান। তোমাদের জন্য কোনই উপায় নেই সে কারাগার থেকে বের হওয়ার। দুনিয়ায় তোমরা যা কিছু করে এসেছ, তারই জন্য এ সারাটা জীবন আটক থাকা। এ চিরন্তন আযাব।

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা আল্লাহকে ভয় করতো, তারা সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, সম্পূর্ণ

www.icsbook.info

بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ
اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ
امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا

[২১] যে সব মানুষরা নিজেরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এই ঈমানের ব্যাপারে তাদের (পিতামাতার) অনুবর্তন করেছে, আমি (সেদিন জান্নাতে) তাদের সন্তান সন্তুতিদের তাদের (নিজ নিজ পিতা মাতার) সাথে মিলিয়ে দেবো, আর (এদের উভয়ের এক জায়গায় স্থান করে দেয়ার সময়) আমি কিন্তু তাদের (পিতা মাতার) পাওনার কোনো অংশই হ্রাস করবো না [১৫], বস্তুত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই নিজ নিজ কর্মফলের পাওয়ার ব্যাপারে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ [১৬]

[২২] (জান্নাতে) আমি তাদের এমন (সব ধরনের) ফলমূল ও গোস্ত (দিয়ে আহায্য) পরিবেশন করবো—যা কিছুই তারা (সেদিন) পেতে চাইবে [১৭]।

নিশ্চিন্ত থাকবে। সেখানে তাদের জন্য বর্তমান থাকবে আরাম-আয়েশের সব রকম উপকরণ। জাহান্নামের আল্লাহ তায়ালা হিফাযত করবেন-এ পুরস্কারও কম কিসের?

১৪. অর্থাৎ জান্নাতীদের আসর এমন হবে যে, সমস্ত জান্নাতীরা বাদশাহদের মতো নিজেদের আসনে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে উপবেসন করবে এবং আসন পাতা হবে সুন্দর ভাবে।

১৫. অর্থাৎ কামেলদের সন্তান আর সংশ্লিষ্টরা যদি ঈমানের ওপর অটল থাকে এবং সেসব কামেলদের পথে চলে, তাদের বুযুর্গ-পূর্বসূরীরা যেসব খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা পরিপূর্ণ করায় এরাও যদি সচেষ্ট থাকে, তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে জান্নাতেও তাদেরকে পূর্ব সূরীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করবেন—যদিও তাদের আমল পূর্বসূরীদের আমল আর কর্মকান্ড থেকে নিম্নমানের। এতদসত্ত্বেও সে বুযুর্গদের সম্মানার্থে এসব অনুসারীদেরকে অনুসৃতদের পাশে স্থান দান করা হবে। কাউকে কাউকে অবিকল তাদেরই স্থান আর মর্দাদায়ও উন্নীত করার সম্ভাবনা রয়েছে—যেমন বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় এমন ধারণা করার কোন কারণ নেই যে, সেসব কামেলের কিছু কিছু নেকীর সাওয়াব কর্তন করে সন্তানদেরকে দেয়া হবে। না, তা নয়। এটা হবে নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ যে, অক্ষমদেরকে কিছুটা উপরে তুলে কামেলদের স্থানে উন্নীত করা হবে। আর তাদের সন্তানরা তাদের অনুসরণ করেছে—এর যে ব্যাখ্যা এ অধম করেছে, তা সহীহ বুখারী শরীফের এ হাদীসের মর্মানুযায়ী বলে প্রতীয়মান হয়ঃ

'আনসাররা বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) সকল জাতির জন্যই কিছু অনুসারী রয়েছে আর আমরা আপনার অনুসরণ করেছি। সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের অনুসারীকে আমাদের মধ্যে গণ্য করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহ! তাদের অনুসারীদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।'

www.icsbook.info

يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا

مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا

[২৩] সেখানে তারা একে অপরের কাছ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে পানীয় নিতে থাকবে, (এই নেয়ামত উপভোগ করার পর) সেখানে অবশ্য (কেউ দুনিয়ার মতো) অর্থহীন কাজ (কর্ম) এবং কোনো রকম গুনায় লিপ্ত হবে না [১৮]।

[২৪] তাদের চারপাশে তাদের (সেবার) জন্যে নিয়োজিত থাকবে কিশোরের দল যারা হবে এক একজন, যেন কোথায়ও (লোক চক্ষুর আড়ালে) লুকিয়ে রাখা মনি মুক্তো[১৯]।

[২৫] (যে সব সন্তানদের ঈমানের কারণে তাদের পিতামাতার সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে) তারা একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে (তাদের আগের জীবনের) বিভিন্ন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে।

[২৬] নিজেরা (তখন) বলবে (হাঁ) আমরা (দুনিয়ায়) আমাদের পরিবারে মাঝে (সর্বদাই এই ঈমানের কারণে ভয়ে) ভয়ে জীবন কাটাতাম।

[২৭] (আর একারণেই আজ) আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর এই সব নেয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন (সর্বোপরি) তিনি আমাদের (জাহান্নামের) অসহনীয় গরম আগুন থেকেও রক্ষে করেছেন।

---

১৬. উপরে অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছিল, আর এখানে 'আদল' তথা ন্যায় বিচারের নীতিমালা বলে দেয়া হচ্ছে। আদল-এর দাবী হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি ভালো-মন্দ যা কিছু আমল করবে, সে অনুযায়ী সে বিনিময় পাবে। পরে বলা হচ্ছে, আল্লাহর ফযল-অনুগ্রহে তিনি কারো অন্যায়-অপরাধ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন বা কারো মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

১৭. অর্থাৎ যে ধরনের গোশ্‌ত তাদের পছন্দ এবং যে যে ফল তাদের মন চাইবে, অবিলম্বে অব্যাহত ধারায় তা এনে হাজির করা হবে।

১৮. অর্থাৎ যখন শারাব-ই তাহুর-এর পালা চলবে, তখন জান্নাতীরা অনেকটা রসিকতা করে একে অন্যের পানপাত্র নিয়ে টানাটানি করবেন। কিন্তু জান্নাতের শরাবে থাকবে কেবল স্বাদ আর তৃপ্তি। নেশা, বকাবকি আর উন্মাদনা ইত্যাদি কিছুই এতে থাকবে না। সে শরাব পান করে কেউ কোন পাপ কাজ করবে না।

১৯. অর্থাৎ যেমন মোতি-মুক্তা আচ্ছাদনের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন থাকে, ধূলাবালি কিছুই সেখানে পৌছতে পারে না, তাদের স্বচ্ছতা-পরিচ্ছন্নতার অবস্থাও হবে তদ্রূপ।

www.icsbook.info

كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ فَذَكِّرْ فَمَا
أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم

[২৮] (আজকের এই কঠিন আযাব থেকে রক্ষে পাওয়ার জন্যে) আমরা আগেও (দুনিয়ায় থাকতে) আল্লাহর কাছেই দোয়া করতাম, (আমরা জানতাম) তিনি অনুগ্রহশীল ও দয়ালু [২০]।

রুকুঃ ২

[২৯] অতএব (হে নবী, মানুষদের) তুমি এই দিনের কথা স্মরণ (করায়ে সাবধান) করাতে থাকো, তুমি কোনো গনক নও—আবার তুমি কোনো পাগলও নও [২১] (বরং) আল্লাহ তায়ালার মহান অনুগ্রহে (তুমি তার বাণী বহনকারী—একজন রসূল)।

[৩০] না তারা বলতে চায় যে, এই ব্যক্তি একজন কবি এবং (এই কারণে) সে কোনো দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হোক আমরা সেই অপেক্ষাই করছি [২২]।

[৩১] তুমি (তাদের) বলো, হাঁ তোমরাও অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো [২৩](দেখা যাক, দৈব দুর্ঘটনা কার ওপর এসে পতিত হয়)।

---

২০. অর্থাৎ জান্নাতীরা তখন একে অপরের দিকে মুখ করে বসে কথাবার্তা বলবে এবং আনন্দের আতিশয্যে বলবে-ভাই! দুনিয়ায় আমরা ভয় করতাম—কে জানে মৃত্যুর পর কি পরিণতি দাঁড়ায়। সর্বদা মনে এ খটকা লেগেই থাকতো। আল্লাহর অনুগ্রহ দেখ, আজ তিনি কেমন নিরাপদ, কেমন নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন। জাহান্নামের সামান্য তাপও আমাদেরকে স্পর্শ করেনি। আমরা পরওয়ারদেগারকে ডাকতাম ভয়ে এবং আশায়। আজ দেখতে পাচ্ছ যে, তিনি মেহেরবানী করে আমাদের ডাক শুনেছেন এবং আমাদের সঙ্গে কেমন ভালো ব্যবহার করেছেন।

২১. কাফেররা নবীকে কখনো বলতো পাগল, কখনো বলতো কাহেন-জাদুকর অর্থাৎ জিন আর মানুষ থেকে সত্য-মিথ্যা কিছু খবর নিয়ে চালিয়ে দিতো। তারা এতটুকুও চিন্তা করে দেখতো না যে, আজ পর্যন্ত কোন পাগল, কোন জাদুকর এমন উন্নতমানের নসীহত করেছে কিনা, এত যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা, এত স্বচ্ছ-স্পষ্ট এবং ভদ্র ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে কি-না। একারণে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে ভালো-মন্দ বুঝাতে থাকুন, পয়গাম্বরসুলভ নসীহত করতে থাকুন। তাদের কথায় মনক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহর রহমতে ও তাঁর মেহেরবানীতে আপনি যেহেতু কাহেন-দিওয়ানা তথা জাদুকর আর পাগল নন; বরং আপনি আল্লাহর পবিত্র রসূল, তাই নসীহত করে যাওয়া আপনার পদাধিকার অনুযায়ী কর্তব্য।

২২. অর্থাৎ পয়গাম্বর যে আল্লাহর কথা শোনান এবং নসীহত করেন, এরা কি তা কেবল এজন্যই গ্রহণ করছে না যে, এরা আপনাকে নিছক একজন কবি মনে করে? প্রাচীনকালের অনেক কবি যেমন যুগের দুর্বিপাকে পড়ে এমনিতেই মরে শেষ হয়ে গেছে এও সেভাবে ঠান্ডা

مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ

طَاغُوْنَ ﴿٣٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَاْتُوْا

بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ

شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

[৩২] (আসলে) ওদের জ্ঞান বুদ্ধিই কি এসব বলতে ওদের বলে দেয়, না আসলেই ওরা (একটি) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় [২৪]?

[৩৩] (অথবা) এরা কি বলতে চায় যে, সে নিজেই (কোরআনের) এই কথাগুলো রচনা করে নিয়েছে, (আসল কথা হচ্ছে) এরা (আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর) ঈমান আনতে (কখনো) আগ্রহী নয়।

[৩৪] (কোরআনের উৎস সম্পর্কে তাদের উদ্ভট দাবীর ব্যাপারে) যদি তারা সত্যবাদী হয় তবে, তারাও এর মতো কিছু একটা (রচনা করে) নিয়ে আসুকনা [২৫]!

[৩৫] তারা কি কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে। না তারা (এটা বলতে পারে যে, তারা) নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা!

হয়ে যাবে—তারা কি সে অপেক্ষায় রয়েছে। কোন সফল ভবিষ্যত তার সম্মুখে নেই। নিছক কয়েক দিনের বাহবার পর সবই শেষ হয়ে যাবে।

২৩. অর্থাৎ ভালো কথা, তোমরা আমার পরিণাম দেখে যাও, আমিও দেখে যাবো তোমাদের পরিণাম। কে সফল, আর কে বিফল, অদূর ভবিষ্যতই তা প্রকাশ পাবে।

২৪. অর্থাৎ তারা পয়গাম্বরকে পাগল বলে যেন নিজেদেরকে বুদ্ধিমান বলে প্রমাণ করতে চায়। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কি তাদেরকে একথাই শিক্ষা দিয়েছে যে, নিতান্ত সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, জ্ঞানী-বিচক্ষণ এবং সত্য পয়গাম্বরকে কবি জাদুকর-পাগল বলে প্রত্যাখ্যান করবে? কবি আর নবীর কথার মধ্যে যদি পার্থক্যই না করতে পারলো, তাহলে তারা কেমন বুদ্ধিমান? আসল কথা হচ্ছে, তারা বুঝে সবই, নিছক অন্যায় আর বক্রতাবশত নানা কথা বলছে।

২৫. অর্থাৎ তারা কি মনে করছে যে, পয়গাম্বর যেসব কথা শুনাচ্ছেন তা আল্লাহর কালাম নয়? নিজের মন থেকে তা রচনা করে মিছেমিছি সে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে? না মানার জন্য এটা তাদের অজুহাত। কেউ যদি কোন কথায় বিশ্বাস না করে এবং তা মেনে নিতে না চায়, তবে সে এরকম হাজারো ভিত্তিহীন সম্ভাবনার কথা আবিষ্কার করবে, নানা কথা বলবে। অন্যথায় তারা মানতে চাইলে কেবল একটুকুই যথেষ্ট যে, দুনিয়ার তাবৎ শক্তিকে একত্র করেও তারা এ কোরআনের অনুরূপ কোন বাণী রচনা করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহর যমীনের মতো যমীন আর আল্লাহর আস্‌মানের মতো আসমান সৃষ্টি করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কোরআনের মতো কিছু রচনা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব।

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ

لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ

مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا

[৩৬] না (তারা এটা বলার ধৃষ্টতা পোষণ করে যে,) তারা নিজেরাই এই আকাশ মন্ডল ও এই ভূমন্ডল সৃষ্ট করেছে? (আসল কথা হচ্ছে) এরা (আল্লাহ্ তায়ালার এই সৃষ্টি কৌশলে) বিশ্বাস করে না [২৬]।

[৩৭] (কিংবা তারা মনে করে যে) তাদের কাছে তোমার মালিকের সম্পদের ভান্ডার পড়ে আছে অথবা (সে সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্যে) তারা দারোগা [২৭] (হয়ে বসে আছে যে, সেখানে একমাত্র তাদেরই কর্তৃত্ব চলবে)

[৩৮] অথবা তাদের কাছে (আসমানে উঠার মতো) কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহন করে তারা (আসমানের অধিবাসীদের) কথা শুনে আসে? (হাঁ) যদি তারা (সত্যিই এমন কিছু সেখান থেকে শুনে আসে থাকে, তাহলে) তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ হাযীর করুক [২৮]।

[৩৯] (অথবা তোমরা কি আসলেই মনে করো যে,) সব কন্যা সন্তানগুলো আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে আর তোমাদের ভাগে রয়েছে সব ছেলেগুলো [২৯]।

---

২৬. অর্থাৎ আল্লাহর নবীর কথায় তারা বিশ্বাস করে না কেন? তাদের উপরে কি এমন কোন আল্লাহ নেই, যার কথা মেনে নেয়া তাদের উচিত? কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই তারা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে? নাকি তারা নিজেদেরকেই খোদা মনে করে? নাকি তারা মনে করে যে, আসমান-যমীন তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি? তাই সে রাজ্যে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে? তাদেরকে বাধা দেয়ার, তাদেরকে ঠেকাবার কেউই নেই? এসবই হচ্ছে বাজে চিন্তা, অর্থহীন উক্তি। তারাও মনে মনে স্বীকার করে যে, আল্লাহ অবশ্যই আছেন যিনি তাদেরকে এবং আসমান-যমীন সব কিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও শরীয়তে যে ঈমান আর একীন কাংখিত তা থেকে তারা বঞ্চিত।

২৭. অর্থাৎ তারা কি একথা মনে করে যে, আসমান-যমীন আল্লাহর সৃষ্টি হলেও তিনি আসমান-যমীনের ধন-ভান্ডারের মালিক করেছেন তাদেরকেই? অথবা আল্লাহর রাজ্য আর ধন-ভান্ডার তারা জোর করে অধিকার করে নিয়েছে? এমন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কেন তারা অপরের অনুগত আর বশ্য হয়ে থাকবে?

২৮. অর্থাৎ তারা কি এ দাবী করে যে, সিঁড়ি স্থাপন করে তারা আসমানে-আরোহণ করে আর সেখান থেকে হাইকম্যান্ডের কথাবার্তা শুনে আসে? বড় দরবার পর্যন্ত তাদের সরাসরি

www.icsbook.info

فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾

اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ؕ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ

لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَاِنْ

يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾

[৪০] কিংবা তুমি কি হেদায়াতের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, তারা জরিমানার নীচে পড়ে নিপীষ্ট হচ্ছে [৩০]।

[৪১] অথবা তাদের কাছে রয়েছে অদৃশ্য জগতের এমন কোনো জ্ঞান, যার মাধ্যমে তারা (তাদের এসব উদ্ভট কল্প কাহিনী) লিখে রাখছে [৩১]।

[৪২] না, আসলে (এই সব উদ্ভট অভিযোগ পেশ করে) এরা (তোমার বিরুদ্ধে) কোনো ষড়যন্ত্র করার ফন্দি আঁটতে চায়, (তেমন কিছু করতে গেলে এদের জানা উচিত যে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারাই (পরিনামে) ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয় [৩২]।

[৪৩] আল্লাহ তায়ালার বদলে সত্যিই এদের অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? (অথচ) আল্লাহ তায়ালা এদের (যাবতীয়) শেরকী কর্মকান্ড থেকে (অনেক) পবিত্র [৩৩]।

[৪৪] যদি (কখনো সত্যি সত্যি এরা দেখতে পায় যে, আসমানের একটি টুকরো ভেংগে পড়ছে, তাহলে (তাকে এরা আল্লাহর কোনো নিদর্শন মনে না করে) বলবে এতো হচ্ছে—এক খন্ড পুঞ্জিভূত মেঘ মাত্র [৩৪]।

যোগাযোগ থাকলে তারা কেন কোন মানুষের আনুগত্য করতে যাবে? এর কী প্রয়োজন থাকতে পারে? কেউ এমন দাবী করলে তার উচিত দাবীর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা।

২৯. অর্থাৎ তারা কি আল্লাহকে নিজেদের চেয়ে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে (আল্লাহর পানাহ)! যেমন প্রতীয়মান হয় আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা বন্টন থেকে। আর এ কারণে আল্লাহর বিধান আর হেদায়াতের সামনে মাথা নত করা নিজেদের মর্যাদাহানি বলে মনে করছে?

৩০. অর্থাৎ তারা কি আপনার কথা এজন্য মানছে না যে, খোদা না-করুন এ ইরশাদ ও তাবলীগের জন্য আপনি তাদের কাছে বড় পরিমাণের কোন বিনিময় তলব করছেন, যে বোঝার নীচে তারা চাপা পড়ে যাচ্ছে?

৩১. অর্থাৎ আল্লাহ কি স্বয়ং তাদের ওপর ওহী প্রেরণ করেন, পয়গাম্বরদের মতো সব কিছুর রহস্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন, যা এরা নিজেরা লিখে নিচ্ছে, যেমন লিখে নেয়া হয় নবীদের ওহী? একারণে আপনাকে অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই তাদের।

৩২. অর্থাৎ এসবের কোনটিই যদি না হয় তবে কি তারা চায় যে, পয়গাম্বরের সঙ্গে প্যাঁচের খেলা খেলবে, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র আর গোপন দুরভিসন্ধির মাধ্যমে সত্যকে পরাভূত বা নিশ্চিহ্ন

—৬

www.icsbook.info

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ
لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ
لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

[৪৫] (হে নবী) তুমি এদের সবাইকে (তাদের নিজ নিজ অবস্থার ওপর) ছেড়ে দাও, এমন সময় পর্যন্ত—যখন তারা সেই দিনটি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারবে—যেদিন তারা চূড়ান্ত ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

[৪৬] সেই (সর্বনাশা) দিনে (তারা বুঝতে পারবে যে) তাদের কোনো ষড়যন্ত্র (ও ফন্দিই) কোনো কাজে লাগবেনা এবং সেদিন (জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে) তাদের কোনো (পক্ষ থেকে কোনো রকম) সাহায্য করা হবে না [৩৫]।

[৪৭] অবশ্যই (হতভাগ্য মানুষদের এই দল) যারা আল্লাহ তায়ালার সীমালংঘন করেছে, তাদের জন্যে এই (পরকালীন) আযাব ছাড়াও (পার্থিব জীবনেও) এক ধরনের আযাব রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই (এ সত্য সম্পর্কে) জানেনা [৩৬]।

করবে? তারা এমন কিছু মনে করে থাকলে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এসব খেলার উল্টো ফল স্বয়ং তাদের ওপরই বর্তাবে। সত্য পরাভূত হবে, না তারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হবে, তা অবিলম্বে জানা যাবে।

৩৩. অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিচারক, অন্য কোন মা'বুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে, বিপদে যিনি তাদের সাহায্য করবেন? যাদের পূজা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বিমুখ করে রেখেছে? তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, এসব নিছকই ধারণা-কল্পনা। কেউ আল্লাহর সমকক্ষ, শরীক, প্রতিপক্ষ বা প্রতিরোধক হবে—আল্লাহর সত্ত্বা তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

৩৪. অর্থাৎ আসলে এসবের কোনটাই নয়। বিষয় কেবল একটাই আর তা হচ্ছে হঠকারিতা আর বিদ্বেষ, যে কারণে এরা যে কোন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত। তাদের অবস্থা তো এই যে, ধরে নিন, তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী যদি আসমান থেকে কোন ফলক তাদের ওপর নিক্ষেপও করা হয়, তখন চোখে দেখেও তারা এর কোন অপব্যাখ্যা করবে। যেমন, বলে বেড়াবে, এটা আসমান থেকে আসেনি; মেঘমালার একটা অংশ গাড়-জমাট হয়ে নীচে পড়েছে। যেমন কোন কোন সময় বড় বড় শিলাবৃষ্টি হয়। এমন হঠকারী বিদ্বেষপরায়ণরা মেনে নেবে, তা কি করে আশা করা যায়?

৩৫. অর্থাৎ এমন বিদ্বেষপরায়ণদের পেছনে পড়ার তেমন প্রয়োজন নেই। আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা আরো কিছু দিন খেলা খেলে নিক। কথার ফানুস বুনে নিক। অবশেষে এমন দিন আসবে, যখন খোদায়ী কহরের বিজলীর গর্জনে তাদের সম্বিত উড়ে যাবে, রক্ষার কোন উপায়ই তখন আর কাজে আসবে না। কারো কাছ থেকেই কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। (সম্ভবত এ দ্বারা আখেরাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে)।

www.icsbook.info

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

[৪৮] (হে নবী, তুমি ব্যস্ত হয়োনা এদের ব্যাপারে) তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো, (তোমার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কোনেই কারণ নেই কারণ) তুমি (হামেশাই) আমার (চোখের) দৃষ্টিতে আছো [৩৭] তুমি যখন শয্যা ত্যাগ করে উঠো তখন প্রশংসার সাথে তুমি তোমার মালিকের মাহাত্ম ঘোষণা করো [৩৮]।

[৪৯] রাতের একাংশেও তুমি তার তাসবীহ্ পাঠ করো, আবার (রাতের শেষে) তারা গুলো অস্তমিত হবার পরও [৩৯] (তুমি তার মাহাত্ম ঘোষণা করো)।

---

৩৬. অর্থাৎ তাদের অধিকাংশেরই খবর নেই যে, আখেরাতের আযাবের পেছনে দুনিয়াতেই তাদের জন্য একটা শাস্তি রয়েছে—যা অবশ্যই তারা পাবে। সম্ভবত এটা বদর ইত্যাদি যুদ্ধের শাস্তি।

৩৭. অর্থাৎ ধৈর্য আর দৃঢ়তার সঙ্গে আপনার প্রভুর প্রাকৃতিক আর সাংবিধানিক নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন, যা অদূর ভবিষ্যতে আপনার আর তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবে। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আপনার কোন ক্ষতিই হবে না। কারণ, আপনি রয়েছেন আমার চক্ষের সম্মুখে এবং আমার হেফাযতের অধীনে।

৩৮. অর্থাৎ ধৈর্য-স্থৈর্য আর স্থির নিশ্চিন্ততার সঙ্গে সদা সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ্, হাম্‌দ আর এবাদাতগুজারীতে নিমগ্ন থাকুন। বিশেষ করে যখন আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠবেন, অথবা মজলিস থেকে উঠে যাবেন —সব অবস্থায় তাস্‌বীহ ইত্যাদির অনেক তাকীদ করা হয়েছে, অনেক উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩৯. খুব সম্ভব 'রাতের অংশ' বলে তাহাজ্জুদ বুঝানো হয়েছে আর নক্ষত্রের পশ্চাদপসরণ মানে ভোর বেলা। কারণ, ভোরের আলো উজ্জ্বল হলে নক্ষত্র বিলীন হয়ে যায়।

www.icsbook.info

সূরা আন্ নজ্‌ম

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫৩, আয়াতঃ ৬২, রুকুঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ① مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ② وَمَا

يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ③ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ④ عَلَّمَهٗ

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] নক্ষত্রের শপথ (করে বলছি) যখন (রাতের শেষে) সেগুলো ঢুবে যায় [১],

[২] তোমাদের এই সাথী পথ ভুলে যায়নি কিংবা সে প্রতারিতও হয়নি [২]।

[৩] সে নিজের (ইচ্ছা ও অভিরুচি) থেকে কখনো কথা বলেনা;

[৪] বরং (সে যা কিছু বলে) তা হচ্ছে 'ওহী', যা তার কাছে আল্লাহর কাছ থেকেই পাঠানো হয় [৩]।

---

১. অর্থাৎ ডুবে যায়, বিলীন হয়ে যায়।

২. 'রফীক' বা সঙ্গী মানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অর্থাৎ ভুল বোঝাবুঝির কারণে আপনি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হননি এবং নিজের ইচ্ছা-ইখতিয়ারে জেনে-বুঝেও বিপথগামী হননি। বরং আকাশের নক্ষত্র যেমন উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত এক নির্ধারিত গতিতে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রম করে, কোন সময়ও এদিক-সেদিক সরে যাওয়ার নামও নেয় না, তেমনি নবুওয়্যাতের সূর্যও আল্লাহর নির্ধারিত পথে সোজা পরিক্রমণ করে, এদিক-সেদিক এক কদম পড়ারও সম্ভাবনা নেই। এমন হলে তাঁকে প্রেরণ করার সঙ্গে যে উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত, তা অর্জিত হবে না। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নবুওয়্যাতের আকাশের নক্ষত্র, যাদের আলো আর গতিতে পৃথিবী আলোকিত হয়। যেমনি সমস্ত নক্ষত্র বিলীন হওয়ার উজ্জ্বল সূর্য উদিত হয়, তেমনি সমস্ত নবী তাশ্‌রীফ নিয়ে যাওয়ার পর আরবের আকাশ থেকে উদয় হয়েছে 'আফতাবে মুহাম্মদী'। সুতরাং প্রকৃতি যদি এসব বাহ্যিক নক্ষত্রের বিধান এমনই সুস্থির-সুন্দর করেন, যাতে সামান্য নড়াচড়া, সামান্য বিচ্যুতিরও অবকাশ নেই, তাহলে এসব 'বাতিনী' নক্ষত্র আর 'রূহানী' সূর্যের ব্যবস্থাপনা কতটা সুন্দর-সুসংহত হওয়া উচিত, তা অতি স্পষ্ট। গোটা বিশ্বের হেদায়াত আর সৌভাগ্য এ সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

৩. মানে কোন কাজ তো দূরের কথা, তাঁর মুবারক যবান থেকে একটা শব্দও এমন নির্গত

www.icsbook.info

شَدِيۡدُ الۡقُوٰى ۝۵ ذُوۡ مِرَّةٍ ؕ فَاسۡتَوٰى ۝۶ وَهُوَ بِالۡاُفُقِ الۡاَعۡلٰى ۝۷ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝۸ فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ اَوۡ اَدۡنٰى ۝۹ فَاَوۡحٰۤى اِلٰى عَبۡدِهٖ مَاۤ اَوۡحٰى ۝۱۰

[৫] তাকে এই ওহী (ও তার বক্তব্য) শিখিয়েছেন এমন একজন (ফেরেস্তা), যে প্রবল শক্তিশালী।

[৬] (সেও আবার) সহজাত বুদ্ধি মত্তার অধিকারী[৪], অতপর (আল্লাহর ইচ্ছায়) সে (একদিন) নিজ আকৃতিতে (তোমাদের সাথীর সামনে এসে) দাঁড়ালো,

[৭] (এমন ভাবে দাঁড়ালো যেন) সে উর্ধাকাশের উপরিভাগে (অধিষ্ঠিত) ছিলো[৫]।

[৮] এরপর সে (তোমাদের সাথীর) পাশে এলো, অতপর (আল্লাহর বাণী নিয়ে) সে আরো কাছে এলো।

[৯] ফলে তাদের (উভয়ের) মাঝে ব্যাবধান থাকলো—মাত্র দুই ধনুকের (সমান) কিংবা তার চাইতেও কম!

[১০] অতপর সে (তোমাদের এই সাথী ও) আল্লাহর বান্দার কাছে ওহী পৌছে দিলো—যা তার পৌছানোর (দায়িত্ব) ছিলো[৬]।

হয় না, যার ভিত্তি খাহেশ আর কামনা, বাসনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বরং দীনের প্রসঙ্গে তিনি যা কিছু বলেন, তা হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত ওহী আর তাঁর নির্দেশের হুবহু অনুকরণ। এর মধ্য থেকে 'মাত্‌লূ' তথা পঠিত ওহীকে কোরআন আর 'গায়রে মাত্‌লূ' ওহীকে হাদীস বলা হয়।

৪. অর্থাৎ মূলত ওহী প্রেরণকারী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা; কিন্তু যার মাধ্যমে নবীর নিকট ওহী পৌছানো হয়, এবং যিনি বাহ্যত নবীকে শিক্ষা দেন, তিনি অতিশয় শক্তিধর, নিতান্ত সুদর্শন, সৌম্য মূর্তির অধিকারী ফেরেশতা, যাকে বলা হয় 'জিব্‌রীলে আমীন' পরম বিশ্বস্ত জিব্‌রাঈল আলাইহিসসালাম। সূরা তাক্‌বীর-এ হযরত জিবরাঈল (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

'তা হচ্ছে এক শক্তিশালী রাসূলে কারীম-এর কথা'—

৫. অধিকাংশ মুফাসসির উর্ধ দিগন্ত-এর অর্থ করেছেন প্রাচ্যের দিগন্ত, যেদিক থেকে সুব্‌হে সাদিক উদিত হয়। নবী করীম (সঃ) নবুওয়্যাতের প্রাথমিক পর্যায়ে একদা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে একটা কুরসীতে বিরাজমান দেখতে পান। তখন আসমানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বে পরিপূর্ণ প্রতীয়মান হয়। এ অস্বাভাবিক এবং ভয়ংকর দৃশ্য তিনি প্রথমবার দেখতে পান। দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলে সূরা মুদদাছ্‌ছির নাযিল হয়।

৬. অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) তদীয় আসল অবস্থানস্থলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও নীচে অবতরণ করেন এবং নবীর এতটা নিকটতর হন যে, উভয়ের মধ্যে দু'হাত বা দু' ধনুকের বেশী ব্যবধান ছিল না, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর খাছ বান্দাহ (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী প্রেরণ করেন। সম্ভবত এ ওহী দ্বারা সূরা মুদ্দাছ্‌ছির-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো বুঝানো হয়েছে।

www.icsbook.info

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا

رَاٰى ⑪ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ⑫ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ⑬

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ⑭ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ⑮ اِذْ يَغْشَى

[১১] (বাইরের চোখ দিয়ে) যা সে দেখেছে (তার ভেতরের) অন্তর তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি [৭]।

[১২] আর এখন তোমরা কিভাবে সে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছো, যা সে (তখন) নিজের চোখে দেখেছে [৮]।

[১৩] (এই দেখার মাঝে তার কোনো ভুল হবার কথা নয়, কারণ এর আগে) সে তাকে আরেকবারও দেখেছিলো।

[১৪] (দেখেছিলো তাকে) 'সেদরাতুল মোন্তাহার' পার্শবর্তি স্থানে।

[১৫] যার পাশে রয়েছে (মোমেনদের চিরস্থায়ী) ঠিকানা (সহ নেয়ামতের পরিপূর্ণ) জান্নাত[৯]।

[১৬] (বিশেষ করে) যখন সে 'সেদরাটি' এমন এক (জ্যোতি) দিয়ে আচ্ছন্ন করা ছিলো, যা দ্বারা তার আচ্ছন্ন হওয়ার (প্রয়োজন) ছিলো [১০],

---

বিশেষজ্ঞদের মতে এ আয়াতে 'অথবা' শব্দটি সন্দেহ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং পূর্ণ তাকীদ আর অধিক গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্তের নেতিবাচকতা জ্ঞাপন করার জন্য এ ধরনের বাক্য বিন্যাস করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, দু' ধনুকের ব্যবধান ছিল, না তার চেয়েও কম। কেবল এতটুকু প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, কোন অবস্থায় এবং কোন ভাবেই এর চেয়ে বেশী ছিল না। এতে আরো অনেক উক্তি আছে, যা তাফসীরকাররা উল্লেখ করেছেন।

৭. অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ভেতর থেকে তখন অন্তর বলে যে, চক্ষু ঠিক জিব্‌রাঈলকেই দেখেছে, কি-না কি দেখেছে, এমন ভুল করছে না চক্ষু। এমন কথা বলায় তাঁর অন্তর ছিল সত্য। আল্লাহ তায়ালা এভাবে পয়গাম্বরদের অন্তরে ফেরেশতার পরিচিতি সৃষ্টি করেন। অন্যথায় স্বয়ং রসূলের নিজেরই সান্ত্বনা হলে অন্যরা শান্ত্বনা পাবে কোথায়?

৮. মানে ওহী প্রেরণকারী আল্লাহ তায়ালা আর ওহীবাহক ফেরেশতা, যার আকৃতি-প্রকৃতি নিতান্ত পবিত্র, যার বোধশক্তি আর সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষমতা নিতান্ত পরিপূর্ণ। এরপরও তিনি এতই নিকটে এসে ওহী পৌছান, যাতে পয়গাম্বর তাকে স্বচক্ষে দেখতে পান, নবীর স্বচ্ছ ও আলোকদীপ্ত অন্তর তা স্বীকার করে, মেনে নেয়। এমন চাক্ষুষ সত্য বিষয় নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করার কী অধিকার তোমাদের থাকতে পারে? কবির ভাষায় —

'তুমি নিজে যখন চন্দ্র না দেখ, তখন মেনে নাও
তাদের কথা, যারা দেখেছে চন্দ্র নিজেদের চোখে।

www.icsbook.info

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾ اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾ السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾

[১৭] এখানে (তাই তার) কোনো দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং (এ ব্যাপারে) তার দৃষ্টি কোনো রকম সীমালংঘনও করে যায়নি [১১]।

[১৮] অবশ্যই সে (এসময়) আল্লাহ তায়ালার বড়ো বড়ো নিদর্শন সমূহ পর্যবেক্ষণ করেছে[১২]।

[১৯] (অপরদিকে) তোমরা একবার ভেবে দেখেছো কি এই 'লাত' ও 'উজ্জা' (সম্পর্কে)?

৯. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'দ্বিতীয়বার জিবরাঈলকে তাঁর আসল রূপে দেখেন মে'রাজের রাতে সাত আসমানের উপরে, যেখানে রয়েছে বদরিকা বৃক্ষ, যা ওপর আর নীচের সীমা। নীচের কেউ উপরে যায় না আর উপরের কেউ নীচে আসে না। এর নিকটে তিনি দেখেছেন জান্নাত।'

যেভাবে জান্নাতের আনার, আঙ্গুর ইত্যাদি ফলকে দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, এটা কেবল নামের মিল, তেমনি সে বদরিকা বৃক্ষকেও এ দুনিয়ার বদরিকার সঙ্গে তুলনা করা চলে না, তা করা ঠিকও হবে না। সে বদরিকা কেমন হতে পারে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। যাই হোক, সে বৃক্ষ এদিক আর ওদিকের সীমান্তে অবস্থিত। যেসব আমল ইত্যাদি নীচে থেকে উপরে যায় আর যেসব বিধান ইত্যাদি ওপর থেকে নীচে নামে, সকলের শেষ সীমা হচ্ছে সে বৃক্ষ। বিভিন্ন বর্ণনার সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, সে বৃক্ষের শিকড় ষষ্ঠ আসমানে আর বিস্তৃতি সপ্তম আসমানে হয়ে থাকবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নূরের জ্যোতি সে বৃক্ষের ওপর বিস্তার করেছে আর ফেরেশতাদের ভীড়ের দশা এই যে, সে বৃক্ষের প্রতিটি পাতায় পাতায় একজন দেখা যায় ফেরেশতা। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, এ হচ্ছে সোনালী পরওয়ানা অর্থাৎ অতি সুন্দর রং, যা দেখে মন আকৃষ্ট হয়। তখন সে বৃক্ষের বসন্ত আর রওনক এবং তার সৌন্দর্যের এমন অবস্থা ছিল যা বর্ণনা করা মানে শব্দে ব্যক্ত করার সাধ্য কোন সৃষ্টির নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী মে'রাজে মহানবী (সঃ) যে আল্লাহর দীদার লাভ করেছিলেন, সম্ভবত তারই বর্ণনা সন্নিবিষ্ট রয়েছে এ আয়াতের অর্থের মধ্যে। কারণ, প্রথম আয়াতগুলো সম্পর্কে তো হযরত আয়েশা প্রমুখের হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সে সব আয়াত দ্বারা আল্লাহকে দেখা অর্থ নয়। কেবল জিবরাঈলকে দেখাই সেসব আয়াতের অর্থ। ইবনে কাছীর হযরত ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট সহচর মুজাহিদ থেকে এ আয়াতের অধীনে এ শব্দগুলো নকল করেছেনঃ

সিদরাতুল মুনতাহার সে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা আর পত্র-পল্লব হচ্ছে মণি মুক্তা, ইয়াকুত ও জামারুজাদের মতো মূল্যবান। মুহাম্মদ (সঃ) তা দেখেছেন এবং আপন রবকে তিনি নিজের অন্তর দিয়ে দেখেছেন। এ দেখা কেবল অন্তরের দেখা ছিল না বরং চক্ষু এবং অন্তর উভয়ই এ দীদারের অংশ পেয়েছে। চক্ষু বিভ্রান্ত হয়নি—এ থেকেও এটাই প্রকাশ পায়। সম্ভবত একারণে তাবারানীর কোন কোন বর্ণনায় ইবনে আব্বাসের বরাতে বলা হয়েছেঃ নবী দু'দফা আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ করেন—একবার অন্তর দিয়ে আর একবার চক্ষু দিয়ে। দু'দফা দেখার এ অর্থও হতে পারে

وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ

[২০] এবং তৃতীয় আরেকটি দেবী—মানাত' ১৩ (ও তাদের শক্তি ক্ষমতা সম্পর্কে)।

২১] (তোমরা কি আরো মনে করে নিয়েছো যে) পুত্র সন্তান সব তোমাদের জন্যে আর কন্যা সন্তান সব আল্লাহ্‌র জন্যে?

যে, একই সময় দুভাবে দেখেছেন। যেমন মুহাদ্দেসীনরা চন্দ্র বিদীর্ণ করা সম্পর্কে বলেন, মক্কায় দু'বার চন্দ্র বিদীর্ণহয়েছিল। বাহ্যিক চক্ষু আর অন্তরের চক্ষু উভয় দ্বারাই তিনি আল্লাহকে দেখেছেন স্মরণ রাখতে হবে যে, আয়াতে যে দেখা যায় না বলা হয়েছে, এ দেখা সে দেখা নয়। কারণ, সে দেখায় আয়ত্ত না করতে পারার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাতে বলা হয়েছে যে, চক্ষু তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। উপরন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে যখন আল্লাহকে দেখার দাবী—এ আয়াতের পরিপন্থী এ মর্মে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেনঃ

'কী হয়েছে তোমার? তা হচ্ছে তাঁর নূর, যে নূরে তিনি উদ্ভাসিত হয়েছেন।'

এ থেকে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর তাজাল্লী ও নূরের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোন কোন নূর চক্ষুকে দেখতে অক্ষম-অপারগ করে দেয়, আবার কোন নূর করে না। আর আল্লাহর দর্শন সামগ্রিকভাবে উভয় পর্যায়কেই পরিব্যাপ্ত করে। আখেরাতে মুমিনদের যে স্তরের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হবে, দুনিয়াতে সে স্তর কেউই লাভ করতে পারে না। কারণ, আখেরাতে চক্ষু তীক্ষ্ণ ও তীব্র করা হবে, যা সে তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করতে সক্ষম হবে। অবশ্য হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে শবে মে'রাজে মহা নবী (সঃ) এক বিশেষ স্তরের দর্শন লাভ করেছেন। আর এ বৈশিষ্ট্যে কোন মানুষ নবীর অংশীদার নয়, নয় সমকক্ষও। উপরন্তু এসব আনওয়ার ও তাজাল্লীর তারতম্য রকমফেরের এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলা যায় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব, কোন বিরোধ-বৈপরীত্য নেই। যেন হযরত আয়েশা এক স্তরে না বলছেন, আর হযরত ইবনে আব্বাস অন্য স্তরে হাঁ বলছেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু যার (রাঃ)-এর বর্ণনা—আমি নূর দেখেছি এবং তিনি তো একটা নূর, আমি কিভাবে তা দেখবো—এ উভয় বর্ণনার মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। আল্লাহ্-ই ভালো জানেন।

১১. অর্থাৎ চক্ষু যা কিছু দেখেছে, পূর্ণ দৃঢ়তা-স্থিরতার সঙ্গেই দেখেছে। দৃষ্টি তেড়া বাঁকা হয়ে ডানে-বাঁয়ে সরে যায়নি এবং দর্শনের সীমা লংঘন করে সম্মুখেও অগ্রসর হয়নি। যা দেখানো মন্‌যুর ছিল, কেবল সে পর্যন্তই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। রাজা-বাদশাহদের দরবারে যা কিছু দেখতে দেয়া হয়, তা না দেখা আর যা দেখতে দেয়া হয় না, তার দিকে তাকানো দুটোই দোষ। মহানবী (সঃ) এ উভয় দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন।

১২. ইয্ ইয়াগ্‌শাস্-সিদ্‌রাতা এর ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, তা ছাড়া আর যেসব নমুনা দেখে থাকবেন, তা আল্লাহ্-ই ভালো জানেন। কবি বলেন ঃ

'এখন কার এমন সাহস যে, মালীকে জিজ্ঞেস করবে বুলবুলি কি বলেছে, পুষ্প কি শুনেছে আর সাবা কি করেছে?'

১৩. অর্থাৎ সে সীমাহীন মহত্ত্ব ও বিশালতার অধিকারী আল্লাহর মোকাবেলায় এসব ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বস্তুর নাম নিতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

'লাত'-'মানাত' 'ওজ্জা' এগুলো তাদের মূর্তি আর দেবীর নাম। এগুলোর মধ্যে

www.icsbook.info

إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ
وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

[২২] (তাহলে তো) এই বন্টন হবে নিতান্ত অসংগত বন্টন [১৪]!

[২৩] মূলত এগুলো কতিপয় (দেব দেবীর) নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা এমনিই উদ্ভাবন করে নিয়েছো। আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) এই (নামের) সমর্থনে কোনো রকম দলিল প্রমাণ নাযিল করেননি [১৫]। (সত্য কথা হচ্ছে, এরা এ থেকে নিজেদের মনগড়া আন্দাজ অনুমানের অনুসরণ করে এবং (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) এরা নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছা আকাংখাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, অথচ তাদের কাছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হেদায়াত এসেছে [১৬]।

তায়েফবাসীদের নিকট 'লাত' ছিল অতি সম্মানিত। আওস-খাযরাজ আর খোযায়ার নিকট 'মানাত' ছিল সম্মানের অধিকারী আর কুরাইশ, বনু কেনানা প্রমুখ গোত্র 'ওজ্জা'-কে অপর দুটি মূর্তির চেয়েও বড় মনে করতো। এদের মতে প্রথম স্থান ছিল ওজ্জার, যা স্থাপন করা হয়েছিল মক্কার নিকটবর্তী নাখ্লায়। এর পর 'লাত'-এর স্থান, যা স্থাপিত ছিল তায়েফে। তৃতীয় স্থান ছিল 'মানাত'-এর, যা স্থাপন করা হয়েছিল মক্কা থেকে অনেক দূরে মদীনার নিকটে। আল্লামা ইয়াকুত 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে মূর্তিগুলোর এ ক্রমধারা উল্লেখ করে লিখেন যে, কুরাইশরা কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে গিয়ে বলতোঃ লাত-ওজ্জার শপথ, আর শপথ তৃতীয় মূর্তি মানাত-এর। এগুলো হচ্ছে উন্নত মূর্তি। এগুলোর সুপারিশের অবশ্যই আশা করা যায়।

এ প্রসঙ্গে তাফসীর গ্রন্থগুলোতে একটা কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। জমহুর হাদীসবেত্তাদের মূলনীতি অনুযায়ী এ কাহিনী নির্ভুল মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয় না। সত্যি সত্যি এ কাহিনীর কোন ভিত্তি থেকে থাকলে তা এ হতে পারে যে, নবী কাফের এবং মুসলমানদের যৌথ সমাবেশে এই সূরাটি তিলাওয়াত করলেন। লোকজনকে কোরআন শুনতে না দেয়া এবং মধ্যখানে গোলযোগ বাধানো ছিল কাফেরদের অভ্যাস। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কোরআন শোনবে না এবং এতে হট্টগোল বাধাবে, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। নবী যখন এ আয়াতটি পাঠ করেন, তখন কোন কাফের শয়তান নবীর কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে তাঁরই প্রকাশভঙ্গিতে সে কথামালা উচ্চারণ করে থাকবে, যা ছিল তাদের মুখে মুখে ঃ

'এগুলো হচ্ছে উন্নত মূর্তি। এসবের সুপারিশের অবশ্যই আশা করা যায়। পরে পরিবর্তনের পথ ধরে কিসের থেকে কি হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় নবীর যবানের ওপর শয়তানের এমন ক্ষমতা কি করে থাকতে পারে। পরে যে বিষয়টা বাতিল করা হয়েছে, তার গুণ কীর্তনের কিই-বা অর্থ থাকতে পারে।

—৭

www.icsbook.info

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾

[২৪] অতপর (তোমরাই বলো—এই মিথ্যা দেবতাদের কাছ থেকে) মানুষ, যা পেতে চায় তা কি সে কখনো পেতে পারে (না পাওয়া কখনো সম্ভব?)

[২৫] দুনিয়া ও আখেরাতের একক মালিকানা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই [১৭] (সুতরাং মানুষ যা পেতে চাইবে তা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব হবে)।

রুকুঃ ২

[২৬] আসমানে (-ও তো) রয়েছে অসংখ্য ফেরেস্তা, তাদের কোনো সুপারিশই কলপ্রসু হয় না—তোক্ষননা আল্লাহ তায়ালা (যার ব্যাপারে) ইচ্ছা করেন এবং (যাকে তিনি) ভালোবাসেন, তার ব্যাপারে সেই ফেরেস্তাকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করেন[১৮]।

[২৭] যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারাই ফেরেস্তাদের (দেবী হিসেবে) নারী বাচক নামে অবহিত করে।

---

১৪. 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে ইয়াকুত লিখেন যে, কাফেররা এসব মূর্তিকে আল্লাহর কন্যা বলতো। প্রথমত আল্লাহ তো হচ্ছেন যিনি কাউকেও জন্ম দেননি আর তাঁকেও জন্ম দেয়নি কেউ। আর তর্কের খাতিরে যদি আল্লাহর জন্য সন্তান স্বীকারও করে নেয়া হয়, তাহলেও এ বন্টন কতই না হাস্যকর এবং অর্থহীন যে, তোমরা গ্রহণ করবে পুত্র আর আল্লাহর হিসসায় রাখবে কন্যা। (নাউযুবিল্লাহ)

১৫. অর্থাৎ তারা প্রস্তর আর বৃক্ষের কিছু নাম রেখেছে, যে সবের সাথে খোদায়ীর কোন সনদ নেই, নেই কোন যুক্তি-প্রমাণ এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত আছে অনেক যুক্তি। তোমরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী সেসবকে পুত্র-কন্যা বা অন্য যাই কিছু বল না কেন, তা কেবল কথার কথা, যার পেছনে কোন সত্যতা নেই।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের আলো আসা আর সত্যপথ প্রদর্শন করার পরও এ আহাম্মকরা নিজেদের ধারণা-কল্পনার অন্ধকারেই আটকা পড়ে রয়েছে। কল্পনাবিলাসী মনে যা কিছু জাগলো আর যে কামনাই সৃষ্টি হলো, তা-ই তারা করে বসলো। তথ্যানুসন্ধান আর দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই।

১৭. অর্থাৎ তারা মনে করে, এসব মূর্তি আমাদের সুপারিশ শুনবে। এটা কেবলই কল্পনা আর আকাংখা। মানুষ যা কিছু আকাংখা করবে, তাই কি সে পাবে? স্মরণ রাখতে হবে যে,

www.icsbook.info

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ
لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿۲۸﴾ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ
ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿۲۹﴾ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ
الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿۳۰﴾

[২৮] অথচ এই (ন্যাক্কার জনক নাম দেয়ার) ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো রকমের কোনো জ্ঞানই নেই। তারা তো কেবল (তাদের) আন্দাজ অনুমানের ওপরই চলে। আর সত্যের মোকাবেলায় (নিছক আন্দাজ) অনুমান তো কোনোই কাজে আসেনা[১৯]।

[২৯] অতএব (হে নবী) যে ব্যক্তি আমার (সুস্পষ্ট) স্মরণ থেকে (ভিন্ন দিকে) সরে গেছে, তার ব্যাপারে তুমি কোনো পরোয়া করোনা, (কারণ) সে তো পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না।

[৩০] তাদের (মতো হতভাগ্য) ব্যক্তিদের জ্ঞানের সীমারেখাতো ওটুকুই [২০]! এই কথা একমাত্র তোমার মালিকই ভালো জানেন যে, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তিনিই ভালো করে বলতে পারেন কে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে[২১]।

দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ আল্লাহর হাতে নিহিত। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন ঃ 'অর্থাৎ মূর্তিপূজা করলে কী পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে তা-ই, যা আল্লাহ দেবেন।'

১৮. অর্থাৎ সেসব মূর্তির কি-ই বা মূল্য থাকতে পারে? আসমানের বাসিন্দা নৈকট্যধন্য ফেরেশতাদের কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। অবশ্য আল্লাহ নিজে যার পক্ষে সুপারিশ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি তাতে সন্তুষ্ট থাকেন, সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সুপারিশ কাজে আসবে। স্পষ্ট যে, তিনি মূর্তিকে সুপারিশ করার নির্দেশ দেননি এবং মূর্তির ওপর তিনি সন্তুষ্ট নন।

১৯. অর্থাৎ আখেরাতের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, শাস্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা এমন ধরনের বেয়াদবী করে। যেমন ফেরেশতাদেরকে সাব্যস্ত করে আল্লাহর কন্যা বলে। এটা তাদের নিছক অজ্ঞতা। নারী-পুরুষ হওয়ার সঙ্গে ফেরেশতাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আর আল্লাহর জন্য সন্তানই বা কেমনে হতে পারে? সত্যপথে অবিচল থাকতে চাইলে এমন আন্দাজী কথা আর আজেবাজে চিন্তায় কি কাজ হবে? আন্দাজ-অনুমান কি প্রতিষ্ঠিত সত্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে?

২০. অর্থাৎ দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনই যার কাছে সব কিছু, আর দুনিয়া নিয়ে নিমগ্ন হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহ আর আখেরাতের কথা মনের কোণেও স্থান দেয় না, আপনি তার আবোল-

www.icsbook.info

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ

اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ

وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ

بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ

اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾

[৩১] (এই) আসমান সমূহ ও যমীনের (যেখানে যা কিছু আছে তার) সব কিছু আল্লাহ তায়ালার জন্যে, (এই সব ব্যবস্থাপনা এ জন্যে রাখা হয়েছে যে) এতে করে যারা খারাপ কাজ করে বেড়ায় তিনি তাদের (খারাপ প্রতিফল দান করতে পারেন এবং আর যারা (ভালো কাজ করে তাদের তিনি এজন্যে মহা পুরস্কার প্রদান করতে পারেন [২২]।

[৩২] (তারাই সে পুরস্কারের ভাগী হবে) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, ছোট খাটো গুনাহ (তাদের থেকে সংঘঠিত) হলেও [২৩] (তারা এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না, কারণ) তোমার মালিকের ক্ষমার পরিধি অনেক (বড়ো, অনেক) বিস্তৃত [২৪]। তিনি তোমাদের (সব ধরনের দুর্বলতা সম্পর্কে) তখন থেকেই ভালো করে জানেন, যখন তিনি তোমাদের এই মাটি থেকে পয়দা করেছেন, (তখনও তিনি তোমাদের জানতেন) যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে (ক্ষুদ্র একটি) ভ্রুনের আকারে, অতএব কখনো নিজেদের পবিত্রতম দাবী করোনা, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, (তোমাদের মধ্যে) কোন ব্যক্তি (তাকে অধিক) ভয় করে[২৫]।

তাবোল কথায় কান দেবেন না। সে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আর আপনিও তার অন্যায় বক্রতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। বুঝানোর ছিল, তা তো আপনি বুঝিয়েছেন। এমন বদ স্বভাবের ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সত্য কবুল করার আশা করা এবং তাদের দুঃখে নিজেকে ক্ষয় করা বেকার। তাদের বোধ তো কেবল এ দুনিয়ার তাৎক্ষণিক লাভ-ক্ষতি পর্যন্ত পৌঁছে। এর আগে তারা পৌঁছতে পারে না। মৃত্যুর পর সত্যিকার মালিকের আদালতে হাজির হয়ে অনু-পরমাণুর হিসাব দেয়ার কথা তারা কী বুঝবে? পশুর মতো উদর পূর্তি করা আর যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্যই তাদের সমস্ত সাধনা।

২১. অর্থাৎ যারা গোমরাহীতে পড়ে রয়েছে আর যারা পথে এসেছে তাদের সকলকে এবং তাদের সকল গোপন যোগ্যতা-প্রতিভা সম্পর্কে আল্লাহ অনাদি কাল থেকেই জানেন এবং

www.icsbook.info

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾

রুকূঃ ৩

[৩৩] (হে নবী) তুমি কি সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তিটিকে দেখোনি, যে (আল্লাহর পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো [২৬]।

[৩৪] যে ব্যক্তি সামান্য কিছুই দান করলো, অতপর সম্পূর্ণ ভাবে হাত গুটিয়ে নিলো [২৭]।

তদনুযায়ী সব কাজ হবে। হাজার যত্ন করলেও তাঁর জ্ঞানের বিরুদ্ধে কিছুই হবে না। উপরন্তু তিনি তাঁর সর্বাত্মক জ্ঞান অনুযায়ী প্রত্যেকের সঙ্গে তার অবস্থা অনুযায়ী যথার্থ আচরণ করবেন। সুতরাং সে সব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করুন।

২২. অর্থাৎ সকলের অবস্থা তিনি জানেন এবং আসমান-যমীনের সকল বস্তুর ওপর তাঁর কব্জা রয়েছে। তাহলে ভালো-মন্দের বদলা দিতে কোন্ বস্তুটি বাধ সাধতে পারে? ভালোভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, তিনি আসমান-যমীনের এ বিশাল কারখানা এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর পরিণতিতে জীবনের অপর একটি অবিনশ্বর ধারা স্থাপিত হবে, যেখানে খারাব লোকেরা খারাব কাজের বিনিময় পাবে আর ভালো লোকদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা হবে তাদের কাজের বিনিময়ে।

২৩. সগীরা আর কবীরা গুনাহের পার্থক্য সম্পর্কে সূরা নিসায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'লামাম'-এর তাফ্‌সীরে কয়েকটি উক্তি আছে। কেউ কেউ বলেন, মনে পাপের যেসব চিন্তা জাগে কিন্তু তা কার্যকর করা হয় না, তা-ই হচ্ছে 'লামাম'। কেউ বলেন, লামাম মানে সগীরা গুনাহ। কেউ বলেছেন, যে গুনাহ বারবার করা হয় না, বা গুনাহকে অভ্যাসে পরিণত করা হয় না, বা যে গুনাহ থেকে তাওবা করা হয়, লামাম অর্থ সে গুনাহ। আমাদের মতে হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সূরা নিসার তাফ্‌সীরে যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই সর্বোত্তম।

২৪. একারণে অনেক ছোট-খাটো গুনাহ ক্ষমা করেদেন এবং তাওবা কবুল করেন। গুনাহ্‌গারকে নিরাশ হতে দেন না। ছোট-বড় যে কোন গুনাহের জন্য পাকড়াও করা শুরু করলে বান্দাহর কোন পাত্তাই থাকবে না।

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাকওয়ার কিছুটা তাওফীক দান করলে সে গর্ব করবে না। নিজেকে বড় বুযুর্গ মনে করবে না। সকলের বুযুর্গী আর পবিত্রতা সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন এবং তিনি জানেন তখন থেকে, যখন তোমরা অস্তিত্বের এ বৃত্তে পা বাড়াওনি। নিজের উৎস ভুলে যাওয়া মানুষের উচিত নয়। মৃত্তিকা থেকে তার সূচনা হয়েছে। মাতৃগর্ভের অন্ধকারে নাপাক রক্ত দ্বারা তার লালন-পালন হয়েছে। এর কতো শারীরিক-মানসিক দুর্বলতার মুখোমুখি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ যদি আপন অনুগ্রহে তাকে উচ্চ স্থানে পৌছান, তাতে এত বড়াই করার কি অধিকার থাকতে পারে? যারা সত্যিকার মুত্তাকী; তারা দাবী করতে লজ্জাবোধ করেন। তারা মনে করেন, দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া এখনো মনুষ্যত্বের সীমার অতীত। কিছু না কিছু মিশ্রণ সকলেরই ঘটে, তবে আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন, সে-ই রক্ষা পায়।

২৬. অর্থাৎ নিজের উৎসকে ভুলে গিয়ে সত্যিকার স্রষ্টা -মালিকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

www.icsbook.info

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ

مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَى ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

[৩৫] তার কাছে কি অদৃশ্য জগতের কোনো জ্ঞান ছিলো যে, তা দিয়ে সে (সব কিছু দেখতে পাচ্ছিলো [২৮]।

[৩৬] তাকে কি (একথা) জানানো হয়নি যে, মূসার (কাছে পাঠানো আমার) গ্রন্থ সমূহে কি কথা (লেখা) আছে।

[৩৭] এবং (তাকে কি) ইব্রাহীমের (কাছে পাঠানো আমার) গ্রন্থে (কি বলা হয়েছে তা বলে দেয়া হয়নি?) যে (ইব্রাহীম আমার কথা পৌছানোর) দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে [২৯]।

[৩৮] (আমার সে সব বাণীতে বলা হয়েছিলো) যে, কোনো মানুষ অন্যের (পাপের) বোঝা উঠাবেনা [৩০],

[৩৯] এবং মানুষ ঠিক ততোটুকুই পাবে, যতোটুকুর জন্যে সে চেষ্টা করবে [৩১]।

---

২৭. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'অর্থাৎ সামান্য ঈমান আনা শুরু করেছিল, পরে তার অন্তর কঠিন হয়ে গেলো।" মুজাহিদ প্রমুখ বলেন, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রসঙ্গে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। নবীর কথাবার্তা শুনে ইসলামের প্রতি তার সামান্য আগ্রহ সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল। কুফরীর শাস্তিকে ভয় করে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হওয়ার কাছাকাছি এসেছিল জনৈক কাফের বললো, এরকম করবে না। আমি তোমার সমস্ত পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবো। তোমার পক্ষ থেকে আমি শাস্তি ভোগ করবো। তবে এজন্য একটা শর্ত আছে, এত পরিমাণ সম্পদ আমাকে দিতে হবে। সে ওয়াদা করলো এবং নির্ধারিত পরিমাণের কিছু কিস্তি পরিশোধ করে অবশিষ্ট অংশ দিতে অস্বীকার করলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতের অর্থ হবে, কিছু অর্থ দিলো, পরে হাত গুটিয়ে নিলো।

২৮. অর্থাৎ সে কি গায়বের বিষয় দেখে এসেছে যে, কুফরীর শাস্তি ভবিষ্যতে পেতে হবে না এবং নিজের পরিবর্তে অপরকে পেশ করে ছাড়া পেয়ে যাবে?

২৯. অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর কথা আর অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছেন, আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়ার সামান্য ত্রুটিও করেননি।

৩০. অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সহীফায় একথা ছিল যে, আল্লাহর দরবারে কোন অপরাধী অপরের বোঝা বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ জবাবদিহী নিজেকেই করতে হবে।

৩১. অর্থাৎ মানুষ পরিশ্রম দ্বারা যেটুকু অর্জন করে, তা-ই তার। কেউ অপরের নেকী নিয়ে যাবে, তা হতে পারবে না। অবশ্য কেউ যদি স্বেচ্ছায়-সানন্দে নিজের কোন অধিকার অপরকে

وان سعيه
سوف يرى ﴿٤٠﴾ ثم يجزىه الجزاء الاوفى ﴿٤١﴾ وان الى ربك
المنتهى ﴿٤٢﴾ وانه هو اضحك وابكى ﴿٤٣﴾ وانه هو امات
واحيا ﴿٤٤﴾ وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ﴿٤٥﴾ من نطفة
اذا تمنى ﴿٤٦﴾ وان عليه النشاة الاخرى ﴿٤٧﴾ وانه هو اغنى
واقنى ﴿٤٨﴾

[৪০] এবং অচিরেই তার (যাবতীয় প্রচেষ্টা জনিত) কর্মকান্ড (পরীক্ষা নিরীক্ষা করে) দেখা হবে,

[৪১] অতপর তাকে তার (কর্ম অনুযায়ী) পুরোপুরি বিনিময় দেয়া হবে [৩২]।

[৪২] এবং পরিশেষে (সবাইকেই একদিন) তোমার মালিকের কাছেই গিয়ে পৌছুতে হবে।

[৪৩] এবং তিনিই (সবাইকে) হাঁসান তিনিই (সবাইকে) কাঁদান।

[৪৪] তিনিই (মানুষকে) মারেন, তিনিই (তাদের) বাঁচান [৩৩]।

[৪৫] এবং তিনিই নর নারীর এই যুগলকে পয়দা করেছেন [৩৪]।

[৪৬] (পয়দা করেছেন তাদের) এক বিন্দু স্খলিত শুক্র থেকে।

[৪৭] এবং পুনরায় এদের জীবন দান করার দায়িত্বও (সম্পূর্ণ) তার [৩৫] (একার)।

[৪৮] এবং তিনিই (দুনিয়ায় জীবনে তাকে) ধনশালী করেন এবং (বিভিন্ন ধরনের) সম্পদ দান করেন [৩৬]।

দান করে এবং আল্লাহ তা মনযুরও করেন, সেটা ভিন্ন কথা। হাদীস এবং ফেকহের কেতাবে এর বিস্তারিত বিবরণ জানা যেতে পারে।

৩২. অর্থাৎ প্রত্যেকের চেষ্টা-সাধনা তার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। আর তার পরিপূর্ণ বিনিময় পরিশোধ করা হবে।

৩৩. অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত চিন্তাধারা এবং অস্তিত্বের সমস্ত ধারা তাঁতে গিয়েই শেষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে তাঁর সমীপেই উপস্থিত হতে হবে আর সেখান থেকেই সকলে ভালো-মন্দের বদলা পাবে।

৩৪. অর্থাৎ এ দুনিয়ার সকল বিপরীতধর্মী অবস্থা তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং ভালো-মন্দের স্রষ্টাও তিনিই। আনন্দ আর দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি করা, হাসানো-কাঁদানো, মারা-বাঁচানো এবং কাউকে নর আর কাউকে নারী সৃষ্টি করা এ সবই তাঁর কাজ।

www.icsbook.info

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا
الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ
كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا
مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾

[৪৯] এবং তিনিই হচ্ছেন 'শেরা' (নামক) নক্ষত্রের মালিক [৩৭]।

[৫০] এবং তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে (তাদের বিদ্রোহের জন্যে) ধ্বংশ করে দিয়েছেন[৩৮]।

[৫১] (তিনি আরো ধ্বংশ করেছেন) সামুদ জাতিকে—এমন ভাবে যে তাদের একজনও (আল্লাহর পাকড়াও থেকে) বাঁচতে পারেনি।

[৫২] এর আগেও (তিনি শাস্তি দিয়েছেন) নূহ্-এর জাতিকে, কেননা তারা ছিলো ভীষণ যালেম ও চরম বিদ্রোহী [৩৯]।

[৫৩] এবং তিনিই একটি গোটা জনপদকে ওপরে উঠিয়ে—উল্টো করে ফেলে দিয়েছেন।

[৫৪] অতপর সে জনপদের ওপর তিনি ছেয়ে দিলেন এমন এক (ভয়ংকর আযাব) যা তোমরা নিজেরাই জানো, যে জনপদ কিষে) ছেয়ে গেলো [৪০]।

---

৩৫. অর্থাৎ এক ফোঁটা পানি থেকে যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় তাদের সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কি কঠিন কাজ? (এখানে মধ্যখানে এক জন্ম থেকে অপর জন্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে)।

৩৬. অর্থাৎ সহায়-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব আর বিষয়-সম্পত্তি ও পুঞ্জীভূত অর্থ সবই তাঁর দেয়া। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন তিনিই কাউকে ধনী বানান, আর কাউকে বানান ফকীর। এ অর্থ পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। কারণ, পরস্পর বিপরীত বস্তু সম্পর্কেই আলোচনা চলে আসছিল। আর যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে এর বিপরীতে রাখতে হবে ধ্বংস। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ ধন-সম্পদ দিয়ে তিনিই বাড়ান এবং বড় বড় বিত্তশালী আর শক্তিশালী জাতিকে তিনিই ধ্বংস করেন।

৩৭. 'শে'রা' একটা বড় নক্ষত্রের নাম। কোন কোন আরব এ নক্ষত্রের পূজা করতো এবং তারা মনে করতো, বিশ্ব পরিস্থিতিতে এ নক্ষত্রের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, শে'রা' নক্ষত্রের পালনকর্তাও আল্লাহ তায়ালাই। বিশ্বের তাবৎ পরিবর্তন তাঁর বিরাট কুদরতের হস্তে নিহিত। অসহায় 'শে'রাও' এক সামান্য মজুরের মতো আল্লাহরই হুকুম মেনে চলছে। স্বতন্ত্র কিছু করার কোন ক্ষমতাই তার নেই।

৩৮. অর্থাৎ হযরত হূদ(আঃ)-এর জাতি।

www.icsbook.info

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ

النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ

كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ

সিজদাহ

وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

[৫৫] অতপর হে (নির্বোধ) মানুষ তুমি তোমার মালিকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করতে চাও [৪১]!

[৫৬] (আযাবের প্রতি) এই সতর্ককারী (তোমাদের এই নবী তো) আগের (পাঠানো) সতর্ককারীদেরই একজন [৪২]!

[৫৭] (কেয়ামতের) ক্ষনটি (আজ) আসন্ন হয়ে গেছে,

[৫৮] আল্লাহ ছাড়া কেউই সে ক্ষনটির (দিন কাল সম্পর্কিত তথ্য) উদঘাটন করতে পারবে না [৪৩]।

[৫৯] এগুলোই কি সে সব বিষয় যার ব্যাপারে তোমরা আজ (রীতিমতো) বিস্ময় বোধ করছো।

[৬০] আর (এ সব বিষয় নিয়ে) তোমরা (আজ) হাঁসছো অথচ (পরকালের আযাবের কথা ভেবে) তোমরা কাঁদছোনা।

[৬১] এবং তোমরা (মূল ব্যাপারেই) উদাসীন হয়ে রয়েছো [৪৪]।

[৬২] অতএব তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হও এবং (জীবনের সর্বত্র) তারই আনুগত্য করো [৪৫]।

---

৩৯. তারা শত শত বৎসর ধরে আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আঃ)-কে কঠিন কষ্ট দেয়। সেসব কাহিনী পাঠ করলে হৃদয় ফেটে যেতে চায়। আর পরবর্তীদের জন্য তারা সৃষ্টি করেছিল খারাপ দৃষ্টান্ত।

৪০. অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি (এখানে লূত জাতির জনপদ বুঝানো হয়েছে)।

৪১. অর্থাৎ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যালেম বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস করাও আল্লাহর এক বড় দান, অতি বড় ইনাম। এমন সব নিয়ামত দেখেও কি মানুষ তার পালনকর্তাকে অস্বীকার করবে?

৪২. অর্থাৎ মহানবী (সঃ) অপরাধীদেরকে খারাপ পরিণতি সম্পর্কে তেমনি সতর্ক করেন, যেমনি সতর্ক করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীরা।

৪৩. অর্থাৎ কেয়ামত নিকটেই উপস্থিত, তবে তার সঠিক সময় আল্লাহ ছাড়া কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারে না। আর সে নির্দিষ্ট সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন কেউ তা রোধ করতে

www.icsbook.info

পারবে না। আল্লাহ চাইলে রোধ করতে পারেন, কিন্তু তিনি চাইবেন না।

৪৪. অর্থাৎ কেয়ামত এবং তা নিকটবর্তী হওয়ার কথা শুনে তাদের উচিত ছিল আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে কান্নাকাটি করা এবং চিন্তিত হয়ে নিজেকে রক্ষা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কিন্তু তোমরা তো করছো তার বিপরীত। তোমরা অবাক হচ্ছ এবং হাসছ। উদাস আর নিশ্চিন্ত হয়ে তোমরা শুধু খেলছ।

৪৫. অর্থাৎ পরিণতি সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে উপদেশ আর বুঝানোর কথায় হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা বুদ্ধিমানের জন্য শোভা পায় না, বরং তার জন্য উচিত হচ্ছে বন্দেগীর পন্থা অবলম্বন করা। অনুগত আর বিনয়ী হয়ে পরম পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে মাথা নত করা।

বর্ণনায় আছে যে, সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াত করে নবী সেজদা করেন এবং উপস্থিত সকলেই সেজদা করে। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ–লিখেনঃ 'তখন একটা খোদায়ী আচ্ছকারী বস্তু সকলকে আচ্ছন্ন করে নেয়, যেন একটা গায়বী শক্তিতে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সেজদায় অবনত হতে সকলেই বাধ্য হয়। কেবল একজন হতভাগা, যার অন্তরে ছিল কঠিন মোহর, সে সেজদা করেনি; কিন্তু সামান্য মাটি হাতে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সে বললো, এতটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট।'

www.icsbook.info

সূরা আল ক্বামার

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫৪, আয়াতঃ ৫৫, রুকুঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ① وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا

وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ② وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] কেয়ামতের ঘন্টা একান্ত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং (তার অন্যতম এক লক্ষণ হিসেবে) চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে [১]!

[২] (এই অবিশ্বাসীদের অবস্থা হচ্ছে এই যে,) এরা কোনো নিদর্শন দেখলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; (শুধু তাই নয়) এরা (আরো) বলে, এটা তো এক চিরাচরিত যাদুকরী [২] (ব্যাপার)।

[৩] তারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে চলে। (অথচ এরা জানেনা যে) প্রত্যেকটি কাজ (ভালো হোক মন্দ তা হোক) তার সুনির্দিষ্ট পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছুবেই [৩]।

---

১. হিজরতের পূর্বে নবী 'মিনা' গমন করেন। কাফেরদের সমাবেশ। তারা নবীর নিকট কোন নিদর্শন তলব করে। নবী বললেন, আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখলো, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'খন্ড হয়ে গেছে। এক খন্ড পূর্ব দিকে অপর খন্ড পশ্চিম দিকে গিয়ে পড়েছে। মধ্যখানে পর্বত আড়াল হয়েছে। এ মুজেযা সকলে ভালোভাবে দেখে নেয়ার পর উভয় খন্ড মিলে এক হয়ে যায়। কাফেররা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ (সঃ) চাঁদের ওপর বা আমাদের ওপর জাদু করেছে। এ মুজেযাকে 'শাক্কুল কামার' বা চাঁদ দ্বিখন্ডিত করা বলে। এটা ছিল কেয়ামতের একটা নিদর্শন। মানে আগামীতে সব কিছুই এভাবে ফেটে পড়বে। তাহাবী, ইবনে কাছীর প্রমুখ এ ঘটনা অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে বলে দাবী করেছেন। কোন যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা এমন ঘটনা অসম্ভব বলে আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। নিছক অসম্ভব বলে এমন নিশ্চিত প্রমাণিত বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না। মু'জেযার জন্য অসম্ভব হওয়াই তো দরকার। নিত্য দিনের মামুলী ঘটনাকে কে মু'জেযা বলবে? (মুজেযা ও স্বভাব বিরুদ্ধ কার্যাবলী সংক্রান্ত আল-মাহমুদ-এ প্রকাশিত আমাদের নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকলে ইতিহাসে

www.icsbook.info

أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ
الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝٦ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ

[৪] অথচ এই লোকদের কাছে (অতীত জাতি সমূহের ওপর পতিত আযাবের) সংবাদ সমূহ এসেছে, (এমন সব সংবাদ) যাতে (বিদ্রোহের শাস্তি সম্পর্কিত সুস্পষ্ট) হুঁশিয়ারী রয়েছে [৪]।

[৫] (তাছাড়া) এগুলো হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞান সমৃদ্ধ, যদিও এসব (জ্ঞান সমৃদ্ধ) সতর্কবাণী তাদের কোনোই উপকারে আসেনা।

[৬] (অতএব, হে নবী) তুমি এদের নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও [৫]! (সেদিন এরা সবই বুঝতে পারবে) যেদিন একজন আহবানকারী এদের (ভয়াল পরিণাম সম্বলিত) একটি অপ্রিয় বিষয়ের দিকে ডাকতে থাকবে [৬],

---

তার অস্তিত্ব নেই কেন? স্মরণ রাখা দরকার যে, ঘটনাটা ছিল রাত্রিকালের। চাঁদের উদয়-অস্ত স্থলের বিভিন্নতার কারণে তখন কোন দেশে ছিল দিন, আর কোন দেশে ছিল অর্ধেক রাত। সাধারণত মানুষ তখন ঘুমে থাকার কথা। জাগ্রত থাকলে এবং মুক্ত আকাশের নীচে বসা থাকলেও স্বভাবত এটা জরুরী নয় যে, সকলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আকাশ পরিষ্কার থাকলেই তো পৃথিবীতে তাঁদের আলো বিস্তার করবে। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে চাঁদের দ্বিখন্ডিত হওয়ার ফলে তার আলোতে কোন পার্থক্য দেখা দেয় না। তদুপরি ঘটনা ছিল স্বল্প সময়ের। আমরা দেখতে পাই যে, বহুবার চন্দ্র গ্রহণ হয় এবং দীর্ঘ সময় তা স্থায়ীও হয়। কিন্তু অনেকেই তা জানতে পারে না। তদুপরি বর্তমান কালের মতো তখন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল না, পঞ্জিকারও এতটা প্রচলন ছিল না। যাই হোক, ইতিহাসে উল্লেখ নেই বলে অস্বীকার করা যায় না। এরপরও তারীখে ফেরেস্তা ইত্যাদী গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। 'তারীখে ফেরেশতার' বর্ণনা মতে হিন্দুস্তানে মালাবার-এর মহারাজা এ ঘটনার পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

২. অর্থাৎ নবুওয়্যাতের দাবীদাররা এ ধরনের জাদু ইতিপূর্বেও দেখিয়েছে। সেসব যেমন টিকেনি, তেমনি এটাও টিকবে না।

৩. অর্থাৎ তাদের আযাবও ঠিক সময় মতো আসবে আর আল্লাহর ইলমে তাদের যে গোমরাহী আর ধ্বংস সাব্যস্ত হয়েছে, তা কোন ভাবেই রহিত হওয়ার নয়।

৪. অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে সব রকম অবস্থা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ঘটনা অবগত করানো হয়েছে। সেসব নিয়ে চিন্তা করলে পরাক্রমশালী খোদার পক্ষ থেকে তাতে রয়েছে বিরাট ধমক।

৫. অর্থাৎ কোরআন মজীদ বিজ্ঞান আর যুক্তির কথায় ভরপুর। কেউ সামান্য সদুদ্দেশ্যে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে তা মনে বদ্ধমূল হবে, মর্মমূলে স্থান করে নেবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, হেদায়াতের এতসব উপকরণ বর্তমান থাকতেও তাদের ওপর কোন ক্রিয়া নেই। কোন উপদেশ,

www.icsbook.info

الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝٧ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ط

يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ۝٩ فَدَعَا

رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝١٠ فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ

[৭] (সেদিন) তারা অবনমিত দৃষ্টি নিয়ে [৭] (একে একে) কবর থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে আসবে—যেন একটি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল।

[৮] তারা সবাই (তখন সেই) আহবানকারীর দিকে (ভীত বিহবল হয়ে) দৌড়াতে থাকবে [৮]। যারা (দুনিয়ার জীবনে এই দিনকে) অস্বীকার করেছিলো তারা বলবে, এতো (দেখছি সত্যিই) এক ভয়াবহ (বিপদের) দিন [৯]!

[৯] এদের আগে নূহ্-এর জাতিও (এ ভাবে তাদের নবীকে) অস্বীকার করেছিলো, তারা আমার বান্দাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, তারা তাকে পাগল বলেছে এবং তাকে (জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়েছিলো [১০]।

[১০] অবশেষে সে তার মালিককে (সাহায্যের জন্যে) ডাকলো এবং বললো, হে আমার মালিক, আমি (পরিস্থিতির সম্মুখে) অসহায় হয়ে পড়েছি, তুমি (এদের কাছ থেকে) প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা (দিয়ে আমাকে সাহায্য) করো [১১]।

কোন বুঝানোই তাদের কাজে আসে না। যতই বুঝাও না কেন, পাথরে কোন ক্রিয়া হবে না। তাই এমন পাষণ-হৃদয় হত-ভাগাদের প্রতি আপনিও দৃষ্টি দিবেন না। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আপনি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। এখন আর বেশী এদের পেছনে পড়ার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে চলতে দিন নিজেদের পরিণতির দিকে।

৬. অর্থাৎ হাশর ময়দান পানে হিসাব দেয়ার জন্য।

৭. অর্থাৎ ভয়-ভীতির তাড়নায় লজ্জায় অধোবদন হয়ে তখন চক্ষু নিচু করে থাকবে।

৮. অর্থাৎ আগে-পরের সকলেই কবর থেকে বেরিয়ে পঙ্গপালের মতো ছড়িয়ে পড়বে। মহান আল্লাহর আদালতে হাজির হওয়ার জন্য দ্রুত ছুটে যাবে।

৯. অর্থাৎ সেদিনের ভয়ংকর অবস্থা আর কঠোরতা এবং নিজেদের অপরাধের কথা ধারণা করে তারা বলবে, দিনটি তো বেশ ঠেকেছে। কে জানে, আরো কি ঘটে! পরে বলা হচ্ছে যে, কেয়ামত আর আখেরাতের আযাব তো আসবে সময় মতো। অনেক অবিশ্বাসীর জন্য তার আগে দুনিয়াতেই কঠিন দিন উপস্থিত হয়েছে।

১০. তারা বলতে শুরু করে : হে নূহ! তুমি এসব কথা ত্যাগ না করলে তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হবে। কেউ কেউ অর্থ করেছেন এতো দীওয়ানা-পাগল, ভূতে পাওয়া মানুষ। জিন তার জ্ঞান লোপ করে দিয়েছে (নাউযু বিল্লাহ)।

www.icsbook.info

بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ⑪ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى

اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑫ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ⑬ تَجْرِيْ

بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ⑭ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ

مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑮ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ⑯ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

[১১] এরপর আমি (তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং) প্রবল বৃষ্টির পানি বর্ষনের জন্যে আসমানের দ্বার সমূহ খুলে দিলাম।

[১২] এবং ভূমির স্তর (বিদীর্ণ করে তাকে) পরিণত করলাম (উৎসারিত পানির প্রচন্ড শ্রবনে, অতপর (আসমান থেকে নাযিল করা ও যমীন থেকে উৎসারিত) এই (উভয় রকমের) পানি এক জায়গায় মিলিত হলো—এমন একটি কাজের (পরিকল্পনার পূর্ণ করার) জন্যে যা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিলো [১২]।

[১৩] তখন আমি তাকে কাঠ ও পেরেক (নির্মিত) যানে উঠিয়ে নিলাম,

[১৪] যা আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে বয়ে চলতো [১৩], (প্রলয়ের সময় নিদৃষ্ট যানে উঠিয়ে নেয়ার) এই কাজটি ছিলো সেই ব্যক্তির জন্যে আমার একটি পুরস্কার (বিশেষ), যে (মাত্র কিছু আগেও লোকদের কাছ থেকে) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো [১৪]।

[১৫] আমি (জলযান সদৃশ্য) সেই জিনিষটিকে (পরবর্তি কালের মানুষদের জন্যে) একটি নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি। কে আছে (আজ তোমাদের মাঝে এ নিদর্শন থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার [১৫]?

[১৬] (এমন কেউ থাকলে এসো, দেখে নাও) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব! কতো (সত্য) ছিলো আমার সতর্কবাণী [১৬]!

---

১১. অর্থাৎ শত শত বৎসর বুঝাবার পরও কেউ যখন কর্ণপাত করলে না, তখন তিনি বদদোয়া করে বললেনঃ পরওয়ারদেগার! এদের ব্যাপারে আমি হতাশ ও হতবাক। হেদায়াত আর বুঝাবার কোন উপায়ই কাজে আসেনি। এখন আপনিই এদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিন আপনার দ্বীন আর পয়গাম্বরের। যমীনের বুকে এখন আর কোন কাফেরকেই জীবিত রাখবেন না।

১২. অর্থাৎ এমন অবিরাম ধারায় বৃষ্টি বষর্ণ শুরু হয়, যেন আসমানের মুখই খুলে গেছে। আর নীচে থেকে যমীনের আস্তরই ফেটে গেছে। এতটা পানি উথলিয়ে উঠে, যেন গোটা যমীন ঝর্নার সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। আর উপর-নীচের সমস্ত পানি সে কাজের জন্য একত্র হয়, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহর দরবারে সাব্যস্ত হয়েছিল অর্থাৎ নূহ জাতির ধ্বংস ও ডুবিয়ে মারা।

১৩. অর্থাৎ এ ভয়ংকর তুফানের সময় নূহের নৌকা আমার হেফাযতে আর তত্ত্বাধানে নিতান্ত নিরাপদে ভেসে চলেছিল।

www.icsbook.info

الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ
عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ
نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ
مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ

[১৭] আমি (অবশ্যই) এই কোরআনকে মনে রাখার (ও বোঝার) জন্যে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে তোমাদের মাঝে (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার [১৭]?

[১৮] আ'দ জাতির লোকেরাও (আমার নবীকে) মিথ্যা বলেছে। (তাদের পরিণাম থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো) আমার আযাব কেমন (কঠোর) ছিলো এবং আমার সতর্কবাণী কতো (সত্য) ছিলো!

[১৯] তাদের ওপর আমি তাদের এক চরম দূর্ভাগ্যের দিনে প্রবল বায়ূ প্রেরণ করেছিলাম[১৮]।

[২০] যা সেদিন মানুষদের এমন ভাবে ছুড়ে ছুড়ে নিক্ষেপ করছিলো—যেন তা এক একটি উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ড [১৯]!

[২১] (হাঁ দেখে নাও) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব আর কতো (সত্য) ছিলো আমার সতর্কবাণী!

---

১৪. অর্থাৎ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কদর করেনি এবং আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছিল। এটা হচ্ছে তারই শাস্তি।

১৫. অর্থাৎ চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে এঘটনায় শিক্ষার বহু নিদর্শন। অথবা এ অর্থ হতে পারে যে, বর্তমানে দুনিয়ায় যে কিশতি রয়েছে, তা সে কিশতির কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এ হচ্ছে আল্লাহর মহান কুদরতের এক নিদর্শন। কেউ কেউ বলেন, অবিকল সে কেশ্‌তা নূহের পরও দীর্ঘদিন ছিল। জুদী পর্বতে তা দেখা গেছে এবং এ উম্মতের লোকেরাও তা দেখেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৬. অর্থাৎ দেখতে পেলে তো আমার আযাব কেমন ভয়ংকর আর আমার ভয় দেখানো কেমন সত্য!

১৭. অর্থাৎ কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করা খুবই সহজ। কারণ, উৎসাহিত করা আর ভয় দেখানো তথা সুসংবাদ আর দুঃসংবাদের সম্পর্ক যেসব বিষয়ের সঙ্গে, তা অতি স্পষ্ট, সহজ এবং কার্যকর। কেউ বুঝবার ইচ্ছা করলেই বুঝতে পারে।

আয়াতের অর্থ এ নয় যে, কোরআন নিছক একটা ভাসা ভাসা গ্রন্থ, যাতে কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব নেই। সে মহাজ্ঞানী সর্বাভিজ্ঞের কালাম সম্পর্কে এমন ধারণা কেমন করে করা যায়! এটা কি ধরে নেয়া হবে যে, আল্লাহ যখন বান্দার সঙ্গে কথা বলেন, তখন নাঊযু বিল্লাহ, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান সম্পর্কে বেখবর থাকেন? নিশ্চয়ই তাঁর কালামে সেসব গভীর তত্ত্ব আর সূক্ষ্মনিদর্শন থাকবে,

www.icsbook.info

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوْٓا

اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ ءَاُلْقِيَ

الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ

[২২] অবশ্যই আমি কোরআনকে (এসব ঘটনা থেকে) উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে (তোমাদের জন্যে) সহজ করে দিয়েছি; কে আছে (আজ তার থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার ?

রুকুঃ ২

[২৩] সামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা (-ও আযাবের) সতর্ককারীকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো[২০]।

[২৪] এবং (নির্বোধের মতো) তারা বলেছিলো, আমরা এমন একজন লোকের কথা মেনে চলবো, যে ব্যক্তি আমাদেরই একজন। এভাবে তার আনুগত্য করলে সত্যিই তো আমরা বড়ো গোমরাহী ও পাগলামী কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়বো [২১]।

[২৫] আমাদের মাঝে সেই কি ছিলো একজন (মনোনীত ব্যক্তি!) যার ওপর (আল্লাহর) ওহী নাযিল করা হয়েছে, আসলে সে হচ্ছে একজন মিথ্যাবাদী ও আত্মম্ভরী (নেহায়াত মন্দ) ব্যক্তি [২২]।

অন্য কারো বাণীতে যা সন্ধান করা অর্থহীন। এ কারণে হাদীস শরীফে আছেঃ কোরআনের তত্ত্ব-রহস্য কখনো শেষ হওয়ার নয়। উম্মতের আলেম আর চিন্তাশীল পন্ডিতরা এ গ্রন্থের তত্ত্ব-তথ্য সন্ধানে এবং হাজার হাজার বিধান নির্ণয়ে কতো জীবন ক্ষয় করে দিয়েছেন, কিন্তু তার পরও এর অতল তলে পৌঁছতে কেউ সক্ষম হননি।

১৮. হযরত শাহ সাহেব ((রঃ) লিখেনঃ অর্থাৎ নিজেরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সে অশুভ দিন দূর হয়নি। আর এ অশুভ দিন ছিল তাদের জন্য, সব সময়ের জন্য নয়। আর সেদিনকে অশুভ মনে করা জাহেল-অজ্ঞদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। আযাব আসার কারণে সেদিন যদি অশুভ হয়ে যায় সব সময়ের জন্য, তাহলে আর কোন্ দিন মোবারক থাকবে? কোরআন মজীদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সাত রাত আট দিন সে আযাব অব্যাহত ছিল। এখন বলুন দেখি, সপ্তাহ-দিনগুলোর মধ্যে তাহলে কোন্ দিনটি শুভ থাকে?

১৯. 'আদ' জাতির লোকেরা ছিল বেশ গাট্টা গোঁট্টা এবং দীর্ঘাঙ্গী। কিন্তু ঝড়ের দাপট তাদেরকে তুলে নিয়ে মাটিতে এমনভাবে আছড়ে ফেলতো, যেন খেজুর গাছ শিকড় থেকে উপড়ে দিয়ে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

২০. অর্থাৎ হযরত সালেহ (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছিল। আর একজন নবীকে অবিশ্বাস করার মানে হচ্ছে সকল নবীকে অবিশ্বাস করা। কারণ, দ্বীনের মূলনীতিতে তাঁরা একে অপরকে স্বীকার করেন।

২১. অর্থাৎ আসমানের কোন ফেরেশতা নয়, আমাদের মতই একজন মানুষ, তাও আবার একা; সঙ্গে নেই দলবল, লারলশকর। সে আমাদের দাবিয়ে রাখতে চায়, চায় সকলকে তার অনুগত করতে। এটা কিছুতেই হবে না। আমরা যদি এ ফাঁদে আটকা পড়ি, তবে এটা হবে

www.icsbook.info

غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ

شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ

[২৬] (তাদের এ কান্ড জ্ঞানহীন উক্তিতে আমি নবীকে বললাম) আগামী কাল (মহা বিচারের দিন) তারা ভালো করেই এটা জানতে পারবে যে, কে তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী অহংকারী ব্যক্তি ছিলো [২৭]।

[২৭] (আমি আরো বলেছি) আমি (অচিরেই) তাদের (ঈমানের) পরীক্ষার জন্যে একটি উষ্ট্রী (তাদের কাছে) পাঠাবো [২৪] (এখন) তুমি একান্ত কাছে থেকে তাদের লক্ষ্য করো এবং (একটুখানি) ধৈয্য ধরো [২৫] (দেখো, তাদের পরিণাম কি হয়)।

[২৮] (তুমি তাদের একথাও বলে দাও যে, কুয়ার) পানি অবশ্যই তাদের (ও উষ্ট্রীর) মধ্যে ভাগ (করে নিতে) হবে এবং (বন্টনের শর্ত মোতাবেক) তাদের সবাইকে (পালাক্রমে) পানির কুয়ার পাশে হাযীর হতে হবে [২৬]।

[২৯] পরিশেষে তারা (আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার জন্যে) তাদের (এক) বন্ধুকে ডেকে আনলো, সে (লোকটা এসে উষ্ট্রীর ওপর) আক্রমণ চালালো এবং তাকে মেরে ফেললো [২৭]।

আমাদের বড় ভুল, বোকামি এবং পাগলামি। সে তো আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে যে, আমাকে না মানলে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। আসল সত্য হচ্ছে এই যে, আমরা যদি তার অনুগত হয়ে যাই, তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করবো।

২২. অর্থাৎ পয়গাম্বর বানাবার জন্য কেবল একেই পাওয়া গেলো? সবই মিথ্যা অহেতুক শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করছে যে, আল্লাহ আমাকে তাঁর রাসূল করেছেন যার জাতিকে হুকুম দিয়েছেন আমার আনুগত্য করার।

২৩. অর্থাৎ অবিলম্বে জানা যাবে উভয় পক্ষের মধ্যে কে মিথ্যা কে, বড় বনতে চায়।

২৪. অর্থাৎ তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমরা পাথর থেকে উষ্ট্রী বের করে প্রেরণ করছি। তার মাধ্যমে পরীক্ষা হয়ে যাবে—কে আল্লাহ এবং রাসূলের কথা মেনে নেয়, আর কে মনের খাহেশ অনুযায়ী চলে।

২৫. অর্থাৎ দেখতে থাক, পরিণতি কী দাঁড়ায়।

২৬. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'সে উষ্ট্রী কোন পানির কাছে গেলেই সব জন্তু পলায়ন করতো। তখন আল্লাহ পালা নির্ধারণ করে দেন। একদিন সে উষ্ট্রী খাবে, অন্য দিন অন্য সব জন্তু।'

২৭. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'জনৈক বদকার নারী ছিল। তার ছিল অনেক গবাদিপশু। সে তার একজন পরিচিতকে উস্কিয়ে দেয়। সে উষ্ট্রীর নালা কেটে দেয়।'

www.icsbook.info

كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً
فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ
عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا
فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَاۤ

[৩০] (পরিণামে তোমরাই দেখেছো) কেমন (কঠিন) ছিলো আমার আযাব, কতো (সত্য) ছিলো আমার সতর্কবাণী।

[৩১] অতপর আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম মাত্র একটি গর্জন, এতেই তারা শুষ্ক শাখা পল্লব নির্মিত জন্তু জানোয়ারের দলিত খোয়াড়ের মতো হয়ে গেলো [২৮]।

[৩২] (অথচ) আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে (কতো) সহজ করে নাযিল করেছিলাম; (কিন্তু তার থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার মতো (তোমাদের মাঝে) কেউ আছে কি?

[৩৩] লুত-এর জাতির লোকেরাও (আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত) সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো [২৯]।

[৩৪] (ফলে) আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম পাথর নিক্ষেপকারী (এক ধরনের প্রচন্ড ধমকা হাওয়া। লুত-এর পরিবার পরিজন ও তার অনুবর্তনকারীদের বাদে (তাদের উপর আযাব আসেনি কারণ) আমি রাতের শেষ প্রহরেই তাদের উদ্ধার করে নিয়ে ছিলাম।

[৩৫] (তাদের এভাবে উদ্ধার করার) একাজটা ছিলো (তাদের প্রতি) আমারই একান্ত অনুগ্রহ, যে ব্যক্তি আমার (অনুগ্রহের) কৃতজ্ঞতা আদায় করে আমি তাকে এই ভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি [৩০]।

[৩৬] অথচ সে তাদের আমার এক কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে বারবার ভয় দেখিয়েছিলো কিন্তু তারা (সমগ্র) সতর্কবাণীকে সন্দিগ্ধ ভেবে (তা নিয়ে খামাখাই) বিতন্ডা শুরু করে দিলো [৩১]।

---

২৮. ফেরেশতা এক চিৎকার ছাড়লেন, সকলের কলিজা ফেটে গেল। যেন ক্ষেতের চারিদিকে কাঁটার বেড়া। কয়েক দিন পর ধ্বংস হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল।

২৯. অর্থাৎ তারা হযরত লূত আলাইহিস সালামকে অবিশ্বাস করে। আর একজন নবীকে

www.icsbook.info

أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً

عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ

النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

[৩৭] (অতপর এক পর্যায়ে) তারা এসে তার কাছে (নিজেদের কুমতলবের জন্যে) তার মেহমানদের (নিয়ে যাবার) দাবী করলো, আমি (তখন) তাদের দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম (তারা আর কিছুই দেখতে পেলোনা এবং আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম) এবার তোমরা আমার আযাব উপভোগ করো এবং (আমার) সতর্কবাণী [৩২] (অবজ্ঞা করার পরিণাম ও দেখে নাও)

[৩৮] প্রতুষেই তাদের ওপর (এসে) প্রচন্ড আঘাত হানলো—আমার এক অমোঘ আযাব!

[৩৯] (তাদের লক্ষ্য করে আবার আমি বললাম, এবার তোমরা আমার এই আযাব আস্বাদন করতে থাকো এবং (আমার) সতর্কবাণী [৩৩] (উপেক্ষা করার পরিণামটা একবার দেখে নাও)।

[৪০] আমি এই কোরআনকে (তোমাদের) বুঝার জন্যে (কতো) সহজ করে নাযিল করেছি, কিন্তু (তোমাদের মধ্যে) কেউ আছে কি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

রুকুঃ ৩

[৪১] ফেরআউনের জাতির লোকদের কাছেও আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী এসেছিলো[৩৪];

[৪২] কিন্তু তারা (একে একে) আমার সমূদয় নিদর্শন অস্বীকার করেছে, (আর পরিনামে) আমিও তাদের (শক্ত হাতে) পাকড়াও করলাম—ঠিক যেমনি করে এক সর্বশক্তিমান সত্বা (তার বিদ্রোহীদের) পাকড়াও করেন [৩৫]।

অবিশ্বাস করা সমস্ত নবীকেই অবিশ্বাস করা।

৩০. অর্থাৎ শেষ রাতে পরিবারের লোকজনকে নিয়ে তিনি নিরাপদে বেরিয়ে যান। আমি আযাবের সামান্য আঁচড়ও তাঁর গায়ে লাগতে দেইনি। আর এটাই আমার অভ্যাস। শোকরগুযার বান্দাদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দেই।

৩১. অর্থাৎ তাঁর কথায় আবোল-তাবোল সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং বিতন্ডা সৃষ্টি করে তাঁকে অস্বীকার করতে থাকে।

৩২. অর্থাৎ সুদর্শন বালকদের ছবি ধরে আসা ফেরেশতাদেরকে মানুষ মনে করে এবং বদ স্বভাব চরিতার্থ করার নিমিত্ত তাদেরকে হস্তগত করতে চায়। আমি তাদেরকে অন্ধ করে দেই। তারা এদিক-সেদিক হাতড়িয়ে বেড়ায়, কিছুই দেখতে পায় না।

www.icsbook.info

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ
يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ
الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾

[৪৩] তোমরা কি সত্যিই মনে করছো যে, তোমাদের (সমাজের) এই কাফের তোমাদের পূর্ববর্তি কাফেরদের চাইতে (শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে) উৎকৃষ্ট? না (আমার নাযিল করা) কেতাবের কোথায়ও তোমাদের জন্যে অব্যাহতি (মূলক কোনো কিছু লিপিবদ্ধ) রয়েছে?

[৪৪] না, তারা (দম্ভভরে) বলছে, আমরা (হচ্ছি সত্যিই) একটি অপরাজয় দল ৩৬।

[৪৫] (তুমি দেখতে পাবে) অচিরেই এই (অপরাজয়) দলটি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে যাবে, এবং (সম্মুখ সমর থেকে) পৃষ্ট প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে ৩৭।

[৪৬] (কিন্তু এই পরাজয় ও পলায়নই তাদের শেষ নয়) বরং তাদের (কঠোর শাস্তি দানের) নির্ধারিত ক্ষন কেয়ামত তো রয়েছেই (যা অবশ্যই আসবে) আর কেয়ামত তাদের জন্যে বড়োই কঠিন ও বড়োই তিক্ত ৩৮।

---

৩৩. অর্থাৎ অন্ধ করার পর তাদের জনপদকে উল্টে দেয়া হয় আর ওপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা হয়। ছোট আযাবের পর এটা ছিল বড় আযাব।

৩৪. অর্থাৎ হযরত মূসা ও হারুন (আঃ) এবং তাঁদের ভয় দেখানোর নিদর্শন।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর ধরা ছিল বড় শক্তিশালীর ধরা, যার কাবু থেকে বেরিয়ে কেউ পালাতে পারে না। দেখে নাও, ফেরাউনের গোটা বাহিনীকে কিভাবে নীলনদে ডুবিয়ে মেরেছি যে, আত্মরক্ষা করে একজনও পালাতে পারেনি।

৩৬. অতীত জাতিগুলোর ঘটনা শুনিয়ে বর্তমান লোকদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা কাফের তারা কি আগেকার যুগের কাফেরদের চেয়ে ভালো? কুফরী-অবাধ্যতার শাস্তিতে তাদেরকে কি ধ্বংস করা হবে না? নাকি আল্লাহর দরবার থেকে তাদেরকে কোন পরওয়ানা লিখে দেয়া হয়েছে যে, যতো ইচ্ছা অন্যায় করুক, কান শাস্তি দেয়া হবে না? নাকি একথা মনে করে বসে আছে যে, আমাদের দল অনেক বড়, সকলে মিলে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসবো, তখন সকলের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো? আমাদের মোকাবেলায় কাউকেই সফল হতে দেবো না।

৩৭. অর্থাৎ নিজেদের দলবলের রহস্য অবিলম্বে তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে, যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। বদর এবং খন্দকের যুদ্ধে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূরা হয়েছে। তখন নবীর যবানে উচ্চারিত হয় এ আয়াতঃ

৩৮. অর্থাৎ এখানে তারা কি পরাজয় বরণ করবে? তাদের পরাজয়ের আসল সময় হবে তখন, যখন মাথার ওপর কেয়ামত এসে দাঁড়াবে। সময়টা হবে সত্যিই বড় বিপদের।

www.icsbook.info

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي
النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

[৪৭] অবশ্যই এই সব অপরাধীরা (নিদারুন এক) বিভ্রান্তি ও বিকারগ্রস্ততার মাঝে পড়ে আছে।

[৪৮] যেদিন তাদের উপুড় করে (জাহান্নামের কঠিন) আগুনের দিকে ঠেলে নেয়া হবে (তখন তাদের এই বিভ্রান্তির ঘোর কেটে যাবে, তখন তাদের লক্ষ্য করে বলা হবে)। এবার (তোমাদের যাবতীয় বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে) জাহান্নামের (কঠোর আযাবের) স্বাধ উপভোগ করো [৩৯]।

[৪৯] অবশ্যই আমি সব কয়টি জিনিসকে একটি সুনিদৃষ্ট পরিমাণ মতোই সৃষ্টি করেছি[৪০]।

[৫০] আমার হুকুম, সে তো এক নিমিষেই (কার্যকর হবে,) চোখের পলকের মতোই (তা সদা কার্যকর)।

[৫১] তোমাদের মতো বহু (বিদ্রোহী) জাতিকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি (আজ সে বিনাশ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি[৪১]?

[৫২] তারা (তাদের জীবদ্দশায়) যা কিছু করেছে (তার) সব টুকুই (তাদের আমল নামায়) সংরক্ষিত আছে [৪২]।

[৫৩] (যেমনি রয়েছে) প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয় (তেমনি) প্রতিটি বড়ো বিষয়ও (সেখানে) লিপিবদ্ধ আছে [৪৩]।

[৫৪] (অপরদিকে এই বিদ্রোহের পথ পরিহার করে) যারা আল্লাহকে ভয় করেছে তারা অনধিকাল থাকবে (এক সুরম্য) জান্নাতে ও (প্রবাহ মান) ঝর্ণাধারায়,

[৫৫] (তারা অবস্থান করবে তাদের) যথাযোগ্য সম্মানজনক জায়গায়—বিশাল ক্ষমতায় অধিকারী সার্বভৌম আল্লাহ তায়ালার মহান সান্নিধ্যে [৪৪]।

---

৩৯. অর্থাৎ এখন গাফলতীর নেশায় পাগলের ভান করছে। এচক্কর দেমাগ থেকে দূর হবে তখন, যখন টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে

www.icsbook.info

নাও, এখন তার সামান্য শাস্তি ভোগ কর।

৪০. অর্থাৎ আগামীতে যা কিছু ঘটবে, আল্লাহর ইলমে পূর্ব থেকেই তা নির্ণীত-নির্ধারিত রয়েছে। বয়স এবং কেয়ামতের সময়ও আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত। তার চেয়ে কোনটাই আগ-পর হতে পারে না।

৪১. অর্থাৎ তোমাদের শ্রেণীর অনেক কাফেরকে পূর্বেই ধ্বংস করেছি। এরপরও তোমাদের মধ্যে এতটা চিন্তা করারও কেউ নেই যে, তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৪২. অর্থাৎ আমল করার পর নেক-বদ প্রতিটি কর্মই তাদের আমলনামায় লেখা হয়েছে। সময় মতো গোটা বিবরণ হাজির করা হবে।

৪৩. অর্থাৎ ইতিপূর্বে ছোট-বড় সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লওহে মাহফূযে লিখে রাখা হয়েছে। সকল বালাম বই যথারীতি সাজানো হয়েছে। ছোট-বড় কোন কিছুই সেখানে এদিক-সেদিক হতে পারে না।

৪৪. অপরাধীদের পর এখানে মুত্তাকীদের পরিণতির কথা বলা হচ্ছে। তারা নিজেদের সততা আর সত্যতার বদৌলতে আল্লাহ এবং রাসূলের সত্য ওয়াদা অনুযায়ী এক পছন্দনীয় স্থানে থাকবে। সেখানে তারা লাভ করবে রাজাধিরাজের নৈকট্য।

www.icsbook.info

সূরা আর রহমান

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫৫, আয়াতঃ ৭৮, রুকুঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] পরম করুনাময় (আল্লাহ তায়ালা)।

[২] তিনিই (তোমাদের) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন [১]।

[৩] তিনিই মানুষ বানিয়েছেন।

[৪] (অতপর মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যে) তিনিই তাকে (কথা) বলতে শিখিয়েছেন[২]।

[৫] (মহাকাশে অবস্থিত এই) সূর্য ও (এই) চন্দ্র, উভয়ই (তাদের গতিপথে) চলে— নির্ধারিত (একটা) হিসাব মোতাবেক [৩]।

---

১. কোরআন মজীদ আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান, তাঁর সবচেয়ে বড় নিয়ামত ও রহমত। মানুষের সাধ্য আর তার পাত্রের প্রতি লক্ষ্য কর এবং কোরআন মজীদের জ্ঞানের অতলস্পর্শী সমুদ্রের প্রতিও লক্ষ্য কর; নিঃসন্দেহে এমন দুর্বল মানুষকে আকাশমালা আর পর্বতরাজির চেয়েও ভারী বস্তুর ধারক-বাহক করা রাহমান-দয়াময়েরই কাজ হতে পারে। অন্যথায় কোথায় মানুষ আর কোথায় আল্লাহর কালাম!

সূরা নাজ্‌ম-এ বলা হয়েছিল এক মহা শক্তিধর সত্তা তা শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কোরআন মজীদের আসল শিক্ষক আল্লাহ তায়ালা, যদিও তা শিক্ষা দেয়া হয় ফেরেশতার মাধ্যমে।

২. 'ঈজাদ' তথা অস্তিত্ব দান করা আল্লাহ তায়ালার বড় নিয়ামত, বরং সমস্ত নিয়ামতেরই মূল। তা দু'প্রকার—'ঈজাদে যাত' তথা স্বত্তার অস্তিত্ব দান করা এবং 'ঈজাদে সিফাত' তথা গুণের অস্তিত্ব দান করা। আল্লাহ তায়ালা মানুষের সত্তা সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তাকে দিয়েছেন ব্যক্ত করা, প্রকাশ করার গুণও। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে এমন ক্ষমতা দান করেছেন, যাতে সে অত্যন্ত সুন্দরভাবে, অত্যন্ত স্পষ্ট করে মনের ভাব ব্যক্ত করতে

www.icsbook.info

يَسْجُدٰنِ ۝٦ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا
فِى الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيْزَانَ ۝٩ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠ فِيْهَا فَاكِهَةٌ

[৬] (এই যমীনে উদপাদিত যাবতীয়) লতা পাতা ও গাছ গাছাড়া (সবই) তারই আদেশের আনুগত্য করে[৪]।

[৭] তিনিই আসমানকে সমুন্নত করে রেখেছেন এবং (মহাশুন্যে তার জন্যে এক অদ্ভুত ধরনের) ভারসাম্য স্থাপন করে দিয়েছেন।

[৮] যাতে করে তোমরা (সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এই ভারসাম্যের) সীমা কখনো অতিক্রম করতে না পারো।

[৯] (ন্যায় ও) ইনসাফ মোতাবেক ওজনের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করো এবং (ওজনে কম দিয়ে) এই মানদন্ডের ক্ষতি সাধন করোনা[৫]।

[১০] এই ভূমন্ডলকে তিনি সৃষ্টি রাজীর জন্যে বিছিয়ে রেখেছেন[৬]।

পারে এবং যাতে সে বুঝতে পারে অপরের কথাও। এগুণের মাধ্যমেই সে কোরআন মজীদ শিক্ষা করতে পারে। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হেদায়াত ও গোমরাহী, ঈমান এবং কুফর আর দুনিয়া ও আখেরাতের কথা নিজেও স্পষ্ট করে বুঝতে পারে এবং অপরকেও বুঝাতে পারে।

৩. অর্থাৎ উভয়ের উদয়-অস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি বা একই অবস্থায় বহাল থাকা। অতঃপর এর মাধ্যমে মওসুমের পরিবর্তন এবং নিম্ন জগতে নানাভাবে ক্রিয়া করা—এসব কিছুই চলে এক বিশেষ হিসাব আর নিয়ম এবং এক সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার অধীনে। নির্ধারিত বৃত্ত আর পরিধির বাইরে পা রাখার সাধ্য নেই। সাধ্য নেই মালিক ও স্রষ্টার শেখানো বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার। তিনি নিজ বান্দাদের যেসব খিদমত এ উভয়ের ওপর অর্পণ করেছেন, তাতে তারা ত্রুটি করতে পারে না, পারে না বিন্দুমাত্রও আলস্য করতে। তারা সদা-সর্বদা আমাদেরই খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে।

৪.অর্থাৎ ঊর্ধ জগতের মতো অধঃজগতের বস্তুরাজিও আপন মালিকের বাধ্য ও অনুগত। ছোট গুল্ম লতা, মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়া দূর্বাঘাস আর উঁচু বৃক্ষরাজি সবই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের সম্মুখে মস্তক অবনত করে আছে। মানুষ সে সবকে কাজে লাগাতে চাইলে, ব্যবহার করতে চাইলে তারা অস্বীকার করতে পারে না।

৫. ওপর থেকে দু'দু'টি বস্তুর জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার কথা আলোচনা করা হচ্ছিল। এখানেও আসমানের উচ্চতার সঙ্গে যমীনের নীচতার কথা বলা হয়েছে। মধ্যখানে মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত মাপার সময় দাঁড়িপাল্লাকে আসমান-যমীনের মধ্যস্থলে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। বাহ্যিক আর অনুভবযোগ্য পাল্লা মীযানের অর্থ ধরে নিলে তখন হবে এ ব্যাখ্যা। যেহেতু অনেক কাজকর্ম সুচারুরূপে আনজাম দেয়া আর অধিকার সংরক্ষণ করার বিষয়টি মীযানের সঙ্গে, দাঁড়িপাল্লার সঙ্গে যুক্ত ও জড়িত, এ কারণে

www.icsbook.info

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ⑪ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ

وَالرَّيْحَانُ ⑫ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ⑬ خَلَقَ

[১১] তাতে রয়েছে (অসংখ্য ধরনের) ফলমূল, আরো রয়েছে খেজুর (ফল)—যা (আল্লাহর কুদরতে) খোসার আবরণে ঢাকা থাকে।

[১২] (আরো রয়েছে বহু ধরনের) ভুষি বিশিষ্ট শষ্য দানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফল [৭]।

[১৩] অতপর, (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো [৮]!

হেদায়াত করা হয়েছে যে, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লা স্থাপনের এ লক্ষ্য কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন নেয়ার সময় বেশী নেয়া হবে না, দেয়ার সময়ও কম দেয়া হবে না। মীযানের উভয় পাল্লা আর ভাগ-বাটোয়ারায় কম-বেশী করা যাবে না। ওজন করার সময় ডান্ডি মারা যাবে না। কম-বেশী না করে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে যথাযথ ওজন করতে হবে।

অধিকাংশ অতীত মনীষী এখানে 'মীযান' স্থাপনের অর্থ করেছেন আদল কায়েম করা, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় বস্তুরাজিকে আল্লাহ হক ও আদল্ তথা সত্য ও সুবিচারের ভিত্তিতে উন্নত মানের ভারসাম্য আর সামঞ্জস্য সহকারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সুবিচার আর ন্যায়নীতির প্রতি লক্ষ্য আরোপ না করা হলে বিশ্ব-চরাচরের গোটা বিধানই লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। সুতরাং সুবিচার আর ন্যায়নীতির পথে অটল-অবিচল থাকা বান্দার জন্যও অপরিহার্য। ইনসাফের পাল্লাকে উপরে উঠতে বা নীচে নামতে না দেয়াই তাদের কর্তব্য। কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করতে পারবে না, পারবে না কারো অধিকার দাবিয়ে রাখতে। হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে, আদল্ তথা সুবিচার আর ন্যায়নীতি দ্বারাই আসমান-যমীন কায়েম রয়েছে, রয়েছে অটুট-অবিচল।

৬. এমন সুন্দরভাবে বিছিয়েছেন যে, আরামে যমীনের বুকে চলাফেরা করতে পারে, পারে কাজকর্ম চালাতে।

৭. অর্থাৎ ফল-ফিলাদিও যমীন থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য শস্য, সবজি তরিতরকারিও। আর এ খাদ্য শস্যের মধ্যে আছে দুটি জিনিস, একটা হচ্ছে দানা, যা মানুষের খাদ্য, অপরটি হচ্ছে ভুসি, যা জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য। আর যমীন থেকে এমন কিছু উৎপন্ন হয়, যা খাদ্যের কাজে লাগে না, কিন্তু সেগুলোর খোশবু ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করা হয়।

৮. অর্থাৎ হে জিন ও ইনসান! উপরের আয়াতগুলোতে তোমাদের পালনকর্তার যেসব বড় বড় নিয়ামত আর কুদরতের যেসব নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, সেসবের মধ্যে তোমরা কোন্ কোন্টি অস্বীকার করার দু'সাহস দেখাতে পার? সেসব নিয়ামত আর নিদর্শন কি এমন, যার কোনটিকে অস্বীকার করা যায়? উলামায়ে কেরাম একটা বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে লিখেছেন যে, কোন ব্যক্তি এ আয়াতটি শুনলে এভাবে বলবে ঃ

'পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না। প্রশংসা কেবল তোমারই জন্য।'

—১০

www.icsbook.info

الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ
مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ
وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ

[১৪] তিনি মানুষকে বানিয়েছেন পোড়া মতো শুকনো এক টুকরো মাটি থেকে।

[১৫] এবং জ্বিনদের বানিয়েছেন আগুনের শিখা থেকে [৯]।

[১৬] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে, বলো [১০]!

[১৭] (তিনিই হচ্ছেন দুই মওসুমের) দুই উদয়া চলের মালিক এবং (তিনিই হচ্ছেন আবার দুই ঋতুর) দুই অস্তাচলেরও মালিক [১১]।

[১৮] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

যদিও সূরাটিতে ইতিপূর্বে জিনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু 'আনাম' সৃষ্টিতে জিনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এ আয়াতে জিন আর ইনসান উভয়কে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ আয়াতের অব্যবহিত পরেই জিন ও ইনসান সৃষ্টির ধরনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং কয়েক আয়াত পরেই এই এ জিন এবং ইনসানকে স্পষ্ট করে সম্বোধন করা হয়েছে। এসব থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে জিন আর ইনসান উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। উভয়কে উদ্দেশ্য করেই প্রশ্ন করা হয়েছে।

৯. অর্থাৎ সমস্ত মানুষের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে মৃত্তিকা দ্বারা আর সকল জিনের পিতাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা থেকে।

১০. সাধারণত আলা শব্দের তরজমা করা হয় নিয়ামত, কিন্তু ইবনে জারীর কোন কোন অতীত মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে এর অর্থ উল্লেখ করেছেন কুদরত। এ কারণে যেখানে যে অর্থ বেশী খাপ খায়, সে অর্থ গ্রহণ করতে হবে। এখানে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে উভয় অর্থ হতে পারে। কারণ, জিন আর ইনসানকে অস্তিত্বের মর্যাদায় ধন্য করা এবং অচেতন জড় পদার্থ থেকে সচেতন মানুষে পরিণত করা আল্লাহর বড় নিয়ামত এবং তাঁর অপরিসীম কুদরতের নিদর্শনও বটে।

এ বাক্যটি বর্তমান সূরায় ৩১ বার উল্লেখ করা হয়েছে আর প্রতি বারই কোন বিশেষ নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা আল্লাহর কুদরত ও মাহাত্ম্যের শানের মধ্যে কোন বিশেষ শানের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এ ধরনের পুনরুক্তি আরব আর আজম তথা অ-আরবের কথাবার্তায় প্রচুর পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন পূর্বে 'আল কাসেম' সাময়িকীতে 'কোরআন মজীদে পুনরুক্তি কেন' শিরোনামে আমার একটা নিবন্ধ মুদ্রিত হয়। সে নিবন্ধে আরব কবিদের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং পুনরুক্তির দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার স্থান এটা নয়।

১১. শীতকাল আর গ্রীষ্মকালে যে যে বিন্দু থেকে সূর্য উদয় হয়, তা দু' মাশরেক আর

الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي
الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ

[১৯] তিনিই ছেড়ে দিয়েছেন দুইটি সমূদ্রকে (বয়ে চলার জন্যে), যেন তা (এক জায়গায় গিয়ে) একে অপরের সাথে মিশে যেতে পারে।

[২০] (তারপরও) তাদের উভয়ের মাঝে (রয়ে যায়) একটি অন্তরাল—যার সীমা তারা কখনো অতিক্রম করতে পারে না [১২]।

[২১] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[২২] তিনিই এই উভয় (সমূদ্র) থেকে (মহা মূল্যবান) মুক্তো ও মানিক বের করে আনেন।

[২৩] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[২৪] (এই মহা) সমূদ্রে বিচরণশীল পাহাড় সম (বড়ো বড়ো) জাহাজ সমূহ (সব) তো তারই [১৩] (ক্ষমতার প্রমাণ)।

[২৫] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

যেখানে যেখানে অস্ত যায়, তা দু' মাগরেব—উদয়াচল ও অস্তাচল। এ দু' মাশরেক আর মাগ্‌রেবের পরিবর্তনের ফলে মওসুম সৃষ্টি হয়। সূচিত হয় নানাবিধ পরিবর্তন। এহেন রদবদলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিশ্ববাসীর হাজার হাজার প্রয়োজন আর উপযোগিতা। এসব রদবদলও আল্লাহর এক বড় নিয়ামত এবং তাঁর মহান কুদরতের নিদর্শন।

আয়াতের পূর্বে এবং পরে দূর পর্যন্ত দু'টি বস্তুর জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে এখানে মাশ্‌রেকাইন তথা দু' উদয়াচল আর মাগ্‌রেবাইন তথা দু' অস্তাচলের উল্লেখ তাৎপর্যময়।

১২. অর্থাৎ এমন নয় যে, মিষ্টি পানি লোনা পানির ওপর চড়াও হয়ে তার বৈশিষ্ট্যই একেবারে বিলীন করে দেয়, বা উভয় পানি একাকার হয়ে গোটা বিশ্বকেই ডুবিয়ে দেয়। এ আয়াতের বক্তব্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা 'ফোরকান'-এর শেষের দিকে করা হয়েছে। তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

১৩. অর্থাৎ কিশ্‌তী আর জাহাজ যদিও বাহ্যত তোমাদেরই শক্তি আর উপকরণ, তিনিই তো সরবরাহ করেছেন, যা দ্বারা তোমরা জাহাজ নির্মাণ কর। সুতরাং তোমরা এবং তোমাদের তৈরী

عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

রুকূঃ ২

[২৬] (এই যমীন ও) তার ওপর যা কিছু আছে সবই (একদিন) বিলীন হয়ে যাবে।
[২৭] বাকী থাকবে শুধু তোমার মালিকের সত্বা—যিনি মহানুভব ও পরাক্রমশালী [১৪]।
[২৮] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!
[২৯] এই আকাশ মালা ও ভূমন্ডলের যে যেখানে আছে, সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনের কথা তার সমীপেই পেশ করে, আর তিনি প্রতি মুহূর্তে কোনো না কোনো কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছেন [১৫]।
[৩০] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

করা জিনিসপত্র—সব কিছুরই মালিক-সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালাই। আর এসব কিছুই হচ্ছে তাঁর নিয়ামত, তাঁরই কুদরতের নিদর্শন।

এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের বিপরীত। অর্থাৎ নদীর তলদেশ থেকে সেসব নিয়ামত উৎসারিত হয়, আর নদীর উপরে বর্তমান রয়েছে এসব নিয়ামত।

১৪. অর্থাৎ আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টিরাজি—অবস্থা আর কথার ভাষায় সে আল্লাহর নিকটই সমস্ত অভাব-অভিযোগ পূরণ করার দাবী জানায়। তাঁরই নিকট সব কিছু তলব করে। ক্ষণেকের তরেও কেউ এর ব্যতিক্রম নয়। আর তিনিও নিজস্ব হিকমাত অনুযায়ী-ই সকলের অভাব পূরণ করেন। সব সময় তাঁর ভিন্ন ভিন্ন কাজ, আর প্রতিদিন তাঁর এক নতুন শান। কাউকে মারা, কাউকে বাঁচানো, কাউকে অসুস্থ করা, কাউকে সুস্থ করা, কাউকে বর্ধিত করা, কাউকে হ্রাস করা, কাউকে দান করা আর কারো থেকে দান ছিনিয়ে নেয়া—এসবই তাঁর শানের অন্তর্ভুক্ত। এরূপে তাঁর আরো অনেক শান কল্পনা করে নেয়া যায়।

১৫. অর্থাৎ দুনিয়ার এসব কর্মকান্ড, দুনিয়ার এসব ধান্দা অনতিবিলম্বে শেষ হয়ে যাবে। এরপর আমরা শুরু করবো আর এক পর্যায়, তখন তোমাদের উভয়ের বিশাল কাফেলার—জিন ও ইনসান—হিসাব নেয়া হবে। অপরাধীদের খবর নেয়া হবে ভালোভাবে, আর ওফাদার অনুগতদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে পুরোপুরি।

www.icsbook.info

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾

[৩১] হে মানুষ ও জ্বিন (আমার সদা ব্যস্ততার মাঝেও কিন্তু) আমি অচিরেই তোমাদের (কাছ থেকে হিসাব নেয়ার) জন্যে সময় বের করে নেবো।

[৩২] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো।

[৩৩] হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়ে, যদি তোমাদের আকাশ মন্ডলী ও ভুমন্ডলের এই সীমারেখার অতিক্রম করার সাধ্য থাকে তাহলে একবার অতিক্রম করেই দেখো! কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া এই সীমা সরহদ তো অতিক্রম করতে তোমরা কিছুতেই পারবে না [১৬]।

[৩৪] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতের অস্বীকার করবে, বলো [১৭]!

[৩৫] (এমন দিন আসবে যখন) তোমাদের উভয় সম্প্রদায়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ ও ধুঁয়ার কুঞ্জ পাঠানো হবে। (এর প্রতিরোধ করতে না পেরে) তোমরা উভয়েই (তখন অক্ষম) ও নিরূপায় হয়ে পড়বে [১৮]।

---

১৬. অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব থেকে কেউ পলায়ন করতে চাইলেও শক্তি আর প্রভাব ছাড়া কিরূপে পলায়ন করবে? আল্লাহর চেয়ে শক্তিধর অন্য কেউ আছে কি? তাহলে পলায়ন করেই বা যাবে কোথায়? কোন্ রাজ্য আছে যেখানে আশ্রয় নেবে? ওপরন্তু দুনিয়ার সামান্য রাজা ও সরকারী কর্তৃপক্ষও তো সনদ আর ছাড়পত্র ছাড়া দেশ ছেড়ে যেতে দেয় না। তাহলে আল্লাহ কেন সনদ ছাড়া যেতে দেবেন?

১৭. অর্থাৎ এমন করে খুলে খুলে বিশ্লেষণ করে বুঝানো এবং সকল চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে সতর্ক করা কতো বড় নিয়ামত। তোমরা কি এ নিয়ামতের কদর করবে না? এর কি মূল্য দেবে না? আল্লাহর এত বড় কুদরতকেও কি তোমরা অস্বীকার করবে?

১৮. অর্থাৎ অপরাধীদের ওপর যখন আগুনের স্বচ্ছ শিখা আর ধুম্রমিশ্রিত স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করা হবে, তখন কেউ তা প্রতিহত করতে পারবে না, পারবে না বা ঠেকাতে; তাদেরকে রক্ষা করতে। আর পারবে না তারা এ শাস্তির কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে।

www.icsbook.info

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ

وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ

لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ

وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ

[৩৬] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে, বলো [১৯]!

[৩৭] (কতো ভয়াল হবে সেদিন,) যেদিন আসমান ফেটে (টুকরো টুকরো হয়ে) যাবে এবং তা (লাল) চামড়ার মতো রক্ত বর্ণ হয়ে পড়বে [২০]।

[৩৮) অতএব, (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৩৯] সেদিন কোনো মানুষ ও জ্বিনের (কাছ থেকে তার কৃত) অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা (কিংবা এর দরকার) হবে না [২১], (কারণ আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছুই জান)

[৪০] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৪১] অপরাধীরা তাদের (অপরাধী) চেহারা দিয়েই (সেদিন) চিহ্নিত হয়ে যাবে [২২]। (অপরাধের নথি তাদের ললাটে লেখা থাকবে এবং সে অনুযায়ী) তাদের কপালের চুল ও পা ধরে ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে [২৩]।

[৪২] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে, বলো!

---

১৯. অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়াও ওফাদার-অনুগতদের পক্ষে এক পুরস্কার। আর সে শাস্তির বর্ণনা দেয়া, যাতে অন্যরা শুনে সে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হয়, এতো এক স্বতন্ত্র পুরস্কার। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'প্রতিটি আয়াতে নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। কিছু তো এখনই নিয়ামত। আর কিছুর খবর দেয়াও নিয়ামত, যাতে অন্যরা আশাবাদী হয়।'

২০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আসমান ফেটে পড়বে এবং লাল রং ধারণ করবে।

২১. অর্থাৎ কোন জিন আর ইনসানকে প্রশ্ন করা হবে না তার পাপ সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে। কারণ, আল্লাহ পূর্ব থেকেই সব কিছু জানেন। অবশ্য অপরাধ সাব্যস্ত করা আর

www.icsbook.info

يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ
آنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

[৪৩] (সেদিন বলা হবে) এই হচ্ছে, সেই জাহান্নাম (যার সত্যতাকে) এই অপরাধী ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতোনা [২৪]।

[৪৪] সেদিন এই অপরাধী (ও যালেমরা) জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ও ফুটন্ত পানির আযাবের মধ্যে ঘুরতে থাকবে [২৫]।

[৪৫] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন কোন নির্দশনকে অস্বীকার করবে, বলো!

রুকুঃ ৩

[৪৬] (তোমাদের মাঝে) যে ব্যক্তি তার নিজের মালিকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করবে, তার জন্যে (সে ভয়ের পুরস্কার হিসেবে) থাকবে দুটো (সুরম্য) বাগিচা [২৬]।

[৪৭] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৪৮] সে (বাগিচা) দুটো (আবার) হবে (বেশমার) ও ঘন শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট [২৭] (গাছ পালায় পরিপূর্ণ)।

তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে নিয়ম অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ বলেনঃ

'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ, আমরা অবশ্য প্রশ্ন করবো তারা যেসব কর্ম করেছে, সে সম্পর্কে' (সূরা হিজ্‌র্ রুকূ' ৬)। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময় প্রশ্ন করা হবে না। পরে প্রশ্ন করা এর পরিপন্থী নয়।

২২. অর্থাৎ চেহারার কৃষ্ণবর্ণ আর চক্ষের নীলাভ বর্ণ থেকে অপরাধীরা আপনা-আপনিই পরিচিত হবে। যেমন মোমেনদের পরিচয় হবে সেজদা আর উযুর চিহ্ন ও নূর দ্বারা।

২৩. অর্থাৎ কারো চুল আর কারো পা ধরে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নাম অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে। অথবা প্রতিটি অপরাধীর হাড় আর পাঁজর ভেঙ্গে কপালকে পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে দেয়া হবে এবং জিঞ্জীর-শেকল ইত্যাদি দিয়ে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২৪. মানে তখন বলা হবে—এতো হচ্ছে সে জাহান্নাম, দুনিয়াতে তোমরা যাকে অস্বীকার করেছিলে!

২৫. অর্থাৎ কখনো আগুনে আযাব দেয়া হবে, আবার কখনো আযাব দেয়া হবে টগবগে গরম পানির (এ দু ধরনের এবং অন্য সব ধরনের আযাব থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে পানাহ দিন)।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা ভয় করে চলতো যে, একদিন আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে পরওয়ারদেগারের সম্মুখে এবং দিতে হবে রত্তি রত্তি হিসাব। আর এ ভয়ের কারণে আল্লাহর

www.icsbook.info

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ
إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ
قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ

[৪৯] অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৫০] সেখানে প্রবাহমান থাকবে দুটো ঝর্ণাধারা [২৮]।

[৫১] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৫২] সেখানে (পরিবেশিত) প্রতিটি ফল থাকবে (আবার) দু'প্রকারের।

[৫৩] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৫৪] (জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে) হেলান দিয়ে (আয়েশে) বসবে, রেশমের আস্তর দিয়ে মোড়ানো পুরু ফরাশের ওপর [২৯]। (সাথে সাথে) উভয় উদ্যানের পত্র পল্লব (ফলের ভারে তাদের সামনে) ঝুলে থাকবে [৩০]।

[৫৫] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৫৬] সেখানকার (অগনিত নেয়ামতের) মধ্যে থাকবে—আনত নয়া (সুন্দরী) নারী, যাদের (জান্নাতের) অধিবাসীদের আগে কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো স্পর্শও করেনি [৩১]।

[৫৭] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

নাফরমানী-অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত থেকে পুরোপুরি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে যারা, তাদের জন্য সেখানে থাকবে দু'টি আলীশান বাগান। সে বাগানের পরিচয় পরে দেয়া হচ্ছে।

www.icsbook.info

الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ

جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾

[৫৮] (এই সংরক্ষিত নারীদের উদাহরণ হচ্ছে) এরা এক একজন হিরা ও মুক্তোর মতো ৩২ (অপরূপ সুন্দরী)।

[৫৯] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন্) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৬০] (তোমরাই বলো,) উত্তম (রূপে সম্পাদিত) আনুগত্যের বিনিময় (কোনো) উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে ৩৩?

[৬১] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৬২] (নেয়ামতের) এ দুটো (উদ্যান) ছাড়াও (সেখানে আরো) দুটো (ভিন্ন ধর্মী) উদ্যান রয়েছে ৩৪।

[৬৩] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

---

২৭. অর্থাৎ ফল হবে না ধরনের আর বৃক্ষের শাখা হবে ফলে ভরা আর ছায়াদার।

২৮. অর্থাৎ এমন ঝর্ণা, যা কখনো থামে না, শুষ্কও হয় না কোন সময়।

২৯. সে শয্যার আস্তর যখন মোটা রেশমের হবে, তখন তার ভেতরের অংশ কেমন হবে, তা অনুমান করা যায়।

৩০. সে ফল আহরণ করতে কোন কষ্ট হবে না—দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে—সর্বাবস্থায় নির্দ্বিধায় তা ভোগ করতে পারবে।

৩১. অর্থাৎ তাদের সতীত্বকে কেউ স্পর্শ করতে পারেনি, আর তারা নিজেরাও স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি চোখ তুলে তাকায়নি।

৩২. মানে তাদের রং এতই চমৎকার এবং মূল্য এতই বেশী।

৩৩. অর্থাৎ নেক বন্দেগীর বিনিময় নেক সাওয়াব ছাড়া আর কি হতে পারে? সে জান্নাতীরা দুনিয়ায় আল্লাহর এবাদাত করেছে চূড়ান্ত, যেন তারা স্বচক্ষে দেখছিলো আল্লাহকে। আল্লাহও তাদেরকে বিনিময় দিয়েছেন চরমঃ কোন আত্মা, কোন প্রাণী জানে না, চক্ষুশীতলকারী কি কি বস্তু তাদের জন্য গোপন রাখা হয়েছে। (সূরা সেজদা রুকূ ২)। সম্ভবত এতে আল্লাহর দীদারের দওলতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে।

৩৪. সম্ভবত পূর্বের দু'টি বাগান নৈকট্যধন্যদের জন্য ছিল আর এ দু'টি বাগান 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডানদিকের লোকদের জন্য। আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

www.icsbook.info

مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِیْهِمَا عَیْنٰنِ

نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِیْهِمَا فَاکِهَةٌ وَّ

نَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ

حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ

فِی الْخِیَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ

[৬৪] সে দুটো হবে (চির) সবুজ ঘন কালোমতো [৩৫]।

[৬৫] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৬৬] সেখানে (মনোরম উদ্যানে) দুটো ঝর্ণাধারা থাকবে—ফোয়ারার মতো সদা উচ্ছল গতিতে তা বইতে থাকবে।

[৬৭] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৬৮] সেখানে (আরো) থাকবে (রং বেরং-এর) ফল পাকড়া—খেজুর ও আনার [৩৬]।

[৬৯] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৭০] সেখানকার (সংরক্ষিত নেয়ামতের) মধ্যে (আরো) থাকবে সৎ স্বভাবের (অনিন্দ) সুন্দরী রমনী [৩৭]।

[৭১] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৭২] কালো চোখ বিশিষ্ট (অপরূপ সুন্দরী) কুমারীদের (জান্নাতের অধিকারীদের জন্যে) তাবুতে (আপেক্ষমান অবস্থায়) রাখা হবে [৩৮]।

[৭৩] অতএব (হে মানুষও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

---

৩৫. সবুজ রং বেশী গাঢ় হলে কিছুটা কালচে দেখায়।

৩৬. জান্নাতের আনার আর খেজুরকে দুনিয়ার আনার আর খেজুরের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। জান্নাতের ফল কেমন হবে, তা আল্লাহই ভাল জানেন।

৩৭. অর্থাৎ তাদের চরিত্র ভালো, সীরাত আর সূরত দুটোই চমৎকার।

www.icsbook.info

إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾
مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

[৭৪] এদের এই (জান্নাতের অধিবাসীদের) আগে অন্য কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন স্পর্শও করেনি।

[৭৫] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৭৬] (সেদিন সৌভাগ্যবান জান্নাতের অধিকারী) এই ব্যক্তিরা সুন্দর গালিচার বিছানা ও সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে।

[৭৭] অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন) তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে, বলো!

[৭৮] কতো মহান তোমার মালিকের নাম। তিনি মহা প্রতাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল[৩৯]।

---

৩৮. এ থেকে জানা যায় যে, গৃহে অবস্থান করার মধ্যে নারী জাতির সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ যিনি তাঁর ওফাদার-অনুগতদের প্রতি এত দান, এত অনুগ্রহ করেছেন। চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে আসল সৌন্দর্য তাঁর পাক নামের বরকতেই। তাঁর নাম নেয়াতেই এসব নিয়ামত অর্জিত হয়। চিন্তা করে দেখ, যার নামেই এত বরকত, তাঁর মধ্যে কতো কী থাকতে পারে!

'সে মহান দাতা-দয়ালুর নিকট আমাদের প্রার্থনা—তিনি আমাদেরকে প্রথমোক্ত দু'টি বাগানের অধিকারী করুন, আমীন।

www.icsbook.info

সূরা আল ওয়াক্বেয়া

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫৬, আয়াতঃ ৯৬, রুকুঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ② خَافِضَةٌ

رَّافِعَةٌ ③ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ④ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ⑥ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑦ فَأَصْحٰبُ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] যখন (অবশ্যম্ভাবী সে কেয়ামতের) ঘটনাটি সংঘটিত হবে,

[২] তখন এ (ঘটনার) সত্যতাকে কেউই মিথ্যা বলতে পারবে না [১]।

[৩] সে (মহা ঘটনা এসে, মান ও মর্যাদার দিক থেকে) কাউকে সমুন্নত ও কাউকে ভূলুণ্ঠিত করে দেবে [২]।

[৪] পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কেঁপে উঠবে,

[৫] এবং (সে প্রবল কম্পনে তখন) পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

[৬] অতপর তা বিক্ষিপ্ত ধুলা বালিতে পরিণত হয়ে যাবে [৩]।

[৭] (তখন) তোমরা (সবাই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী) তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে [৪]।

---

১. অর্থাৎ যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, তখন এতত্ত্ব ফাঁস হবে যে, এটা কোন মিথ্যা কথা ছিল না। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না আর ফিরিয়েও আনতে পারবে না। যে ব্যক্তি মরে যাবে, আল্লাহ তাকে পুনরুত্থিত করবেন না, সেদিন এ মিথ্যা দাবীরও অবসান ঘটবে। মিছেমিছি প্রবোধ দ্বারা কেউ সেদিনের ভয়ংকর কঠোরতা হ্রাস করতে চাইলে তা সম্ভব হবে না।

২. অর্থাৎ কেয়ামত এক দলকে উপরে উঠাবে আর অপর দলকে নীচে নামাবে। বড় বড় দাম্ভিক অহংকারী দুনিয়াতে যাদেরকে মনে করা হতো সম্মানিত ও উন্নত, সেদিন তাদেরকে সর্বনিম্ন স্তরের লোক বানিয়ে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে-ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর কতোসব বিনয়ী-দুনিয়ায় যাদেরকে মনে হতো তুচ্ছ অবনত-অনুন্নত ঈমান আর নেক আমলের বদৌলতে সেদিন তাদেরকে জান্নাতের উচ্চস্তরে স্থান দেয়া হবে।

www.icsbook.info

الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ

مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿٩﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ أُولٰٓئِكَ

الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾

وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا

[৮] (প্রথমত) হবে ডান দিকের দল, (এই) ডান দিকের দলটি কতো সৌভাগ্য বান[৫]!

[৯] (দ্বিতীয়ত) হবে বাম দিকের দল, (আর এই) বাম দিকের দলটি কতো হতভাগ্য[৬]!

[১০] (তৃতীয়ত হবে) অগ্রবর্তি (ঈমান আনয়নকারী) দল এরাই হচ্ছে (দ্বীনের পথে প্রবেশকারী প্রথম) অগ্রগামী দল।

[১১] এরাই (হবে আল্লাহ তায়ালার) একান্ত ঘনিষ্ট বান্দা।

[১২] (এরা অবস্থান করবে) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত সমূহে [৭]

[১৩] (এদের) বড়ো অংশটি (হবে) আগের লোকদের মধ্য থেকে।

[১৪] সামান্য (অংশটি) হবে পরবর্তি লোকদের মাঝ থেকে [৮]।

[১৫] (তারা সেদিন সবাই) স্বর্ণখচিত আসনের ওপর [৯],

---

৩. অর্থাৎ পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে প্রবল ভূমিকম্প আর পর্বত টুকরো টুকরো হয়ে ধূলিকণার মতো উড়ে যাবে।

৪. কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর সমস্ত মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে— জাহান্নামী, সাধারণ জান্নাতী এবং নৈকট্য-ধন্য বিশেষ শ্রেণী। এরা স্থান পাবে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে। এ তিন শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। পরে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৫. অর্থাৎ যারা মহান আরশের ডান দিকে স্থান পাবে, অঙ্গীকার গ্রহণকালে যাদেরকে হযরত আদম (আঃ)-এর ডান দিক থেকে বের করা হয়েছিল এবং আমলনামাও যাদেরকে ডান হাতে দেয়া হবে এবং ফেরেশতারাও তাদেরকে ডান দিক থেকে গ্রহণ করবেন, সেদিন সৌন্দর্য আর কল্যাণ-বরকতের কথা কি আর বলা? শবে মে'রাজে নবী এদেরই সম্পর্কে দেখেন যে, হযরত আদম (আঃ) তাঁর ডান দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং বাম দিকে দেখে কাঁদেন।

৬. এদেরকে বের করা হয়েছে আদমের বাম দিক থেকে। আরশের বাম দিকে এদেরকে দাঁড় করানো হবে, আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে এবং ফেরেশতারাও এদেরকে পাকড়াও করবেন বাম দিক থেকেই। এদের দুর্ভাগ্য আর অশুভের কী আর ঠিকানা?

৭. অর্থাৎ জ্ঞান ও আমলের পরিপূর্ণতা এবং তাকওয়ার পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় যারা ডান দিকের লোকদের চেয়েও অগ্রগামী, আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং নৈকট্য আর মর্যাদায়ও তারা সকলের শীর্ষে। এঁদের সম্পর্কে ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ

www.icsbook.info

مُتَقَٰبِلِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ
وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا
وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا
يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

[১৬] (একে অপরের) মুখোমুখি (আসনে) হেলান দিয়ে (বসবে) ১০

[১৭] তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) এমন সব কিশোর দল ঘুরতে থাকবে, যারা চিরকাল কিশোরই থাকবে [১১]।

[১৮] পানপাত্র ও প্রবাহমান সূরা পুর্ণ পেয়ালা নিয়ে (এরা সবার সামনে হাযীর হবে)

[১৯) সেই (সুরা পানের) কারণে তাদের (সেদিন) কোনো শিরপীড়া হবে না(এর ফলে) তারা জ্ঞানও হারাবেনা [১২]।

[২০] (এই চির কিশোরের দল তাদের আরো পরিবেশন করবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো বেছে নেয়ার ফলমূল।

[২১] (আরো থাকবে) তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক (রকমারী) পাখীর গোস্ত [১৩]।

[২২] (সেবার জন্যে মজুত থাকবে) সুন্দরী সুনয়না তরুনী দল।

[২৩] এই সুন্দরীরা যেন এক একটি (সযত্নে) ঢেকে রাখা মুক্তা [১৪]।

'এরা হচ্ছেন নবী-রসূল এবং সিদ্দীক-শোহাদা। এরা থাকবেন মহান আল্লাহর সামনে।

৮. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন ঃ আগে বলেছেন আগেকার উম্মতের কথা আর পেছনে এ উম্মত (মুহাম্মাদিয়া) অথবা আগে-পরে এ উম্মতই (উদ্দেশ্য)। অর্থাৎ উচ্চস্তরের লোক আগে অনেক ছিলেন। পরে হ্রাস পায়। অধিকাংশ তাফসীরকার আয়াতের ব্যাখ্যায় এ দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন আর হাফিয ইবনে কাছীর (রঃ) দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তাফসীরে রূহুল মাআনীতে তাবারানী প্রমুখ থেকে আবু বাকরার হাসান সনদে একটা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে নবী এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এ উভয় দলের সকলেই হবে এ উম্মতের লোক। আল্লাহ-ই ভালো জানেন। ইবনে কাছীর (রঃ) আয়াতের তৃতীয় একটা অর্থেরও উল্লেখ করেছেন, তা এ অধমের বেশ পছন্দ হয়। অর্থাৎ সকল উম্মতের প্রথম স্তরের লোকদের মধ্যে নবীর সংসর্গ বা নবীর যুগের নৈকট্যের বরকতে উচ্চস্তরের নৈকট্য-ধন্যদের সংখ্যা যত ব্যাপক ছিল, পরবর্তী স্তরে তা হয়নি। নবী বলেছেনঃ সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ। অতঃপর তারা, যারা এদের কাছাকাছি। এরপর তারা, যারা এদের কাছাকাছি। অবশ্য রুহুল মাআনীর বক্তব্য অনুযায়ী আবু বাকরার হাদীস বিশুদ্ধ হলে সে ব্যাখ্যাই এখানে নির্ণীত হবে।

৯. যা নির্মাণ করা হয়েছে স্বর্ণ সূত্র দ্বারা।

১০. মানে তাদের বসার ব্যবস্থা এরকম হবে, একজনের দিকে অন্যজনের পৃষ্ঠদেশ হবে না।

www.icsbook.info

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ

الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ

[২৪] (এর সব কিছুই তাদের) সেই (কাজের) পুরস্কার (হিসেবে দেয়া হবে) যা তারা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছে।

[২৫] সেখানে তারা কোনো অর্থহীন (কথাবার্তা) কিংবা কোনো রকমের গুনাহ্ সম্পর্কিত কিছু শুনতে পাবেনা।

[২৬] (সেখানে) বলা হবে (শুধু) শান্তি আর শান্তি [১৫]!

[২৭] (অতপর হবে) ডান দিকের লোক, আর (এই) ডান পাশের লোকেরা কতো ভাগ্যবান!

[২৮] (তারা অবস্থান করবে এমন এক উদ্যানে) যেখানে থাকবে কাঁটাবিহীন বরই গাছ[১৬],

[২৯] কাঁদি কাঁদি কলা,

[৩০] দূর বহু দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছায়া [১৭]।

---

১১. অর্থাৎ খেদমতের জন্য থাকবে বালক, যারা সব সময় এক অবস্থায় থাকবে।

১২. অর্থাৎ নিখাদ-স্বচ্ছ শরাব, যার প্রাকৃতিক ঝর্ণা জারী হবে। তা পান করলে মাথা চক্কর দেবে না, বকাবকি করবে না। কারণ, তাতে নেশা থাকবে না, থাকবে নির্মল আনন্দ আর নির্ভেজাল স্বাদ।

১৩. অর্থাৎ যখন যে ফল তাদের পছন্দ, যখন যে ধরনের গোশ্‌ত মন চাইবে, বিনা কষ্ট-ক্লেশেই তা তারা লাভ করবে।

১৪. মানে স্বচ্ছ মোতির মতো, যাতে ধূলোবালির সামান্য ক্রিয়াও নেই।

১৫. অর্থাৎ অহেতুক আর আজেবাজে কথাবার্তা সেখানে হবে না। কেউ মিথ্যা বলবে না, কেউ কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না। সবদিক থেকে সালাম-সালাম, শান্তি-শান্তি ধ্বনি উঠবে। অর্থাৎ জান্নাতীরা একে অপরকে আর ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে সালাম জানাবে। মহান আল্লাহর সালাম পৌছানো হবে, যা হবে অনেক বড় সম্মান। আর সালামের এ প্রাচুর্য এদিকে ইঙ্গিত করে যে, এখানে পৌছে এখন থেকে সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ এবং সুস্থ-শান্ত থাকবে। কোন রকম কষ্ট হবে না, মৃত্যুও আসবে না, ধ্বংস আর বিনাশও হবে না।

১৬. নানা রকমের মজাদার ফলে ভরা থাকবে সে বৃক্ষ।

১৭. অর্থাৎ সেখানে উত্তাপ থাকবে না, ঠান্ডা আর গরম লাগবে না। থাকবে না সেখানে অন্ধকার। সুবহেসাদেকের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে মধ্যবর্তী সময়টা যে রকম হয়, সে রকম ভারসাম্যপূর্ণ ছায়া মনে করবে আর লম্বালম্বিভাবে এতটা বিস্তৃত হবে যে, দ্রুতগামী অশ্ব শত বৎসর ধরে একটানা চললেও তা শেষ হবে না।

www.icsbook.info

مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ

وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَاَصْحٰبُ

[৩১] প্রবাহবান (ঝর্ণাধারার) পানি,

[৩২] ও পর্যাপ্ত (পরিমান) ফলমূল —

[৩৩] এমন সব ফল-যার সরবরাহ কখনো নিঃশেষ হবে না এবং (যার ব্যবহার কখনো তাদের জন্যে) নিষিদ্ধও হবে না [১৮]।

[৩৪] (সর্বোপরি তারা সমাসীন থাকবে) এক মর্যাদা সম্পন্ন সিংহাসনে [১৯]।

[৩৫] আমি (তাদের জান্নাতের সাথী এ সব) নারীদের এক বিশেষ পদ্ধতিতে বানিয়ে রেখেছি।

[৩৬] (এই অভিনব পদ্ধতির একটি হচ্ছে এই যে,) আমি তোমাদের জন্যে তাদের চির কুমারী করে দিয়েছি।

[৩৭] (আমি তাদের করে রেখেছি) সম বয়েসের প্রেম সোহাগিনী।

[৩৮] (এই মহা মূল্যবান নেয়ামতের ব্যবস্থা আমি করেছি প্রথমদলীয়) ডান পাশের লোকদের জন্যে [২০]।

[৩৯] (এই ডান পাশের লোকদের) এক বিরাট অংশ আসবে আগের লোকদের মাঝে থেকে,

[৪০] (আবার) অনেকে আসবে পরবর্তি লোকদের মাঝ থেকে [২১]।

---

১৮. নানা ধরনের ফল, ইতিপূর্বে কেউ সে গাছের ফল ছিঁড়েনি। দুনিয়ার মওসুমী ফলের মতো কখনো তা শেষ হবে না। সে ফল আহরণে কোন রকম বাধা ও বিপত্তিও দেখা দেবে না।

১৯. অর্থাৎ সে বিছানা অতি পুরু এবং উঁচ—বাহ্যিক দিক থেকেও উন্নত এবং মান-মর্যাদায়ও।

২০. অর্থাৎ জান্নাতে যেসব হুর আর দুনিয়ার স্ত্রী পাওয়া যাবে, আল্লাহর কুদরতে সেখানে তাদের জন্ম এবং বৃদ্ধি এরকম হবে যে, তারা চির তরুণী থাকবে, থাকবে চির যৌবনা, তাদের কথাবার্তা আর চালচলনে স্বতস্ফূর্ত মায়া জাগবে। তারা সকলেই হবে সমবয়সী আর স্বামীদের সঙ্গেও বয়সের অনুপাত সবসময় বজায় থাকবে।

২১. অর্থাৎ ডান দিকের লোক পূর্ববর্তীদের মধ্যে অনেক ছিল আর পরবর্তীদের মধ্যেও তাদের সংখ্যা হবে অনেক।

www.icsbook.info

وَاَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ۙ۬ مَاۤ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِیۡ سَمُوۡمٍ وَّ حَمِیۡمٍ ﴿٤٢﴾ وَّ ظِلٍّ
مِّنۡ یَّحۡمُوۡمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِیۡمٍ ﴿٤٤﴾ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَبۡلَ
ذٰلِكَ مُتۡرَفِیۡنَ ﴿٤٥﴾ وَ كَانُوۡا یُصِرُّوۡنَ عَلَی الۡحِنۡثِ الۡعَظِیۡمِ ﴿٤٦﴾
وَ كَانُوۡا یَقُوۡلُوۡنَ ۬ۙ اَئِذَا مِتۡنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا

[৪১] অতপর (আরেক দল), যারা হবে বাম পাশের লোক, তারা কতো হতভাগ্য !

[৪২] (তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের ভয়াবহ) উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে।

[৪৩] এবং (ঘন) কালো রঙের ধুঁয়ার ছায়ায়—

[৪৪] (সেই ছায়া তাদের জন্যে যেমন) শীতল নয় (তেমনি তা কোনো রকম) আরাম দায়কও হবে না [২২]।

[৪৫] এরাই (হচ্ছে সে সব হতভাগ্য লোক যারা) এর আগে (দুনিয়ার জীবনে এই দিনের কথা ভুলে গিয়ে দারুন) বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলো।

[৪৬] এবং এরাই বারবার (শেরকের মতো বড়ো) জঘন্য ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো [২৩]।

[৪৭] (শুধু তাই নয়) এরা (আরো) বলতো, আমরা যখন মরে যাবো, এবং (মরে যাওয়ার পর) আমরা যখন মাটি ও হাড়ের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে?

---

২২. অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন থেকে কালো ধোঁয়া উত্থিত হবে আর তাদেরকে রাখা হবে সে ধোঁয়ার ছায়ায়। এতে দৈহিক এবং মানসিক কোন শান্তি লাভ হবে না। ঠান্ডাও লাগবে না, আর তা সম্মানের ছায়াও হবে না। লজ্জিত-লাঞ্ছিত হয়ে তার তাপে ভাজা হয়ে যাবে। এটা হবে তাদের পার্থিব ভোগ-বিলাস আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জবাব, যার অহংকারে আল্লাহ এবং রাসূলের সঙ্গে তারা হঠকারিতা করেছিল।

২৩. সে বড় গুনাহ হচ্ছে শের্ক-কুফর এবং নবীদেরকে অবিশ্বাস করা বা এমন কথা মিথ্যা হলফ করে বলা যে, মৃত্যুর পর আর কোন জীবনই হবে না কস্মিনকালেও নয়। যেমন আল্লাহ বলেন :

'আর আল্লাহ সম্পর্কে তারা যথাসাধ্য কসম করে বলে, মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনো পুনরুত্থিত করবেন না' (সূরা নাহ্‌ল, রুকূ' ৫)।

www.icsbook.info

لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ
وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾
ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ
مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ
مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ
الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ

[৪৮] এবং (একই ভাবে) আমাদের বাপদাদা ও পূর্ব পুরুষদেরও কি [২৪] (পুনরায় জীবিত করা হবে?)

[৪৯] (হে নবী) তুমি (এদের) বলো, অবশ্যই আগে পরের সব লোককে

[৫০] একটি নিদৃষ্ট দিনে (একই ময়দানে) জড়ো করা হবে [২৫]।

[৫১] অতপর সবাইকে সমবেত করার পর কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হবে) ওহে পথভ্রষ্ট (এই দিনের আগমনকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী (হতভাগ্য) ব্যক্তিরা,

[৫২] (দুনিয়ার জীবনের কামাইর বিনিময়ে আজ) তোমরা ভক্ষণ করবে 'যাক্কুম' (নামক আহারের অযোগ্য একটি) গাছের অংশ।

[৫৩] অতপর তা দিয়েই (আজ) তোমরা (ক্ষুধার) পেট ভরবে [২৬]।

[৫৪] তার ওপর তোমরা আজ পান করবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত পানি।

[৫৫] তাও আবার পান করতে থাকবে (মরূভূমির) তৃষ্ণার্ত উঠের মতো (প্রচুর পরিমাণ) [২৭]।

[৫৬] এই হবে (সেদিন যারা বাম পাশের লোক) তাদের (যথার্থ) মেহমানদারী [২৮]!

[৫৭] আমিই তোমাদের সবাইকে পয়দা করেছি, (একথাটা) তোমরা কেন স্বীকার করছোনা [২৯]?

---

২৪. যারা আমাদেরও বহু পূর্বে মারা গেছে মানে একথা কার বুঝে আসতে পারে।

২৫. মানে কেয়ামতের দিন, যার সময় শুধু আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত।

২৬. অর্থাৎ ক্ষুধায় যখন অস্থির হবে, তখন এ বৃক্ষ খেতে দেয়া হবে এবং তা দিয়েই তাকে উদরপূর্তি করতে হবে।

২৭. অর্থাৎ গ্রীষ্মে তৃষ্ণাকাতর উষ্ট্র যেমন পিপাসায় অস্থির হয়ে এক ঢোকে পানি গিলে ফেলে, ঠিক সে রকম অবস্থা হবে জাহান্নামীদেরও। কিন্তু সে গরম পানি যখন মুখের কাছে নেবে,

www.icsbook.info

مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ
قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰٓ أَن
نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَءَيْتُم مَّا
تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ

[৫৮] তোমরা যে (নারী দেহে এক বিন্দু) বীর্য ফেলে আসো, সে সম্পর্কে (কখনো) কি ভেবে দেখেছো?

[৫৯] তাকে কি তোমরা (পূর্ণাংগ মানুষ) বানিয়ে দাও—না আমি তার স্রষ্টা [৩০]?

[৬০] আবার (সৃষ্টি করার পর) তোমাদের মাঝে সবার মৃত্যুর (ক্ষনটিও) আমিই নির্ধারণ করে রেখেছি [৩১]। এবং আমি এ ব্যাপারে মোটেই অক্ষম নই যে,

[৬১] তোমাদের বদলে তোমাদের মতোই আরেক দল মানুষ বানিয়ে দেবো এবং (প্রয়োজনে) তোমাদের (আবার) এমন ভাবে তৈরী করবো যে, কিছুই তোমরা জানতে পারবে না [৩২]।

[৬২] (প্রত্যক্ষ্য জ্ঞানের দ্বারা) তোমরা তো তোমাদের প্রথম সৃষ্টির ব্যাপারটা জানতেই পেরেছো (দ্বিতীয় বার সৃষ্টির এই সাবধানবাণী থেকে তাহলে) কেন শিক্ষা গ্রহণ করছোনা [৩৩]?

[৬৩] তোমরা (যমীনে) যে বীজ বপন করছো সে সম্পর্কে কি (কখনো চিন্তা করেছো?

[৬৪] তার (থেকে ফসলের) উৎপাদন কি তোমরা করো—না আমিই তার উৎপাদক[৩৪]?

তখন মুখ ভাজা হয়ে যাবে আর পেটে গেলে নাড়িভুঁড়ি কেটে বের করে ফেলবে (আল্লাহর পানাহ)।

২৮. অর্থাৎ এভাবে তাদের মেহমান্দারী করাই হচ্ছে ইনসাফের দাবী।

২৯. অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টিও তিনিই করেছেন এবং পুনরায় সৃষ্টিও তিনিই করবেন—একথা কেন তারা স্বীকার করে না!

৩০. মানে মাতৃগর্ভে বীর্য থেকে আমি মানুষকে সৃষ্টি করি। সেখানে তো কারো কোন বাহ্যিক হস্তক্ষেপও চলতো না। তাহলে আমাদের কাছে এমন কে আছে, এক বিন্দু পানির ওপর এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এবং তাতে প্রাণের সঞ্চার করে?

৩১. মানে বাঁচায়ি রাখা আর মারা এসবই আমার কব্জায়। অস্তিত্ব—অনস্তিত্বের রশি যখন আমার হাতে, তখন মৃত্যুর পর উঠানো এমন কি কঠিন হবে?

لَجَعَلْنٰهُ حُطٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ
نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾
ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ
الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ

[৬৫] অথচ আমি যদি চাই, তাহলে (তোমাদের অংকুরিত সব) বীজকে (যে কোনো সময়েই) খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি আর (তা দেখে) তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়বে।

[৬৬] (আর বলতে থাকবে, হায়) আমাদের তো সর্বনাস হয়ে গেছে,

[৬৭] আমরা তো যমীনের ফসল থেকে বঞ্চিতই হয়ে গেলাম [৩৫]!

[৬৮] (ঠিক একই ভাবে) কখনো তোমরা সেই পানির (সূত্র) সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেছো কি যা, তোমরা (নিত্য) পান করো।

[৬৯] (আকাশের) মেঘমালা থেকে এই পানি কি তোমরা বর্ষন করো—না আমিই এর বর্ষণকারী [৩৬]?

[৭০] অথচ আমি চাইলে এই (সুপেয়) পানিকে লবনাক্ত করে (পানের অযোগ্য করে) দিতে পারি। (আমার সৃষ্টির এই সব কলা কৌশল জানা সত্ত্বেও) তোমরা কেন আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছোনা [৩৭]?

[৭১] এই যে আগুন—যা (প্রতিদিন) তোমরা জ্বালিয়ে থাকো—তার (রহস্য) কি কখনো ভেবে দেখেছো?

---

৩২. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন ঃ 'অর্থাৎ তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ভিন্ন জগতে আর তোমাদের স্থানে আবাদ করা হবে এক ভিন্ন সৃষ্টিকে।

৩৩. মানে প্রথম সৃষ্টির কথা স্মরণ করে দ্বিতীয় সৃষ্টিকে বুঝে নাও।

৩৪. অর্থাৎ বাহ্যত মাটিতে বীজ তোমরা বপন কর, কিন্তু মাটির নিচে তার লালন করা এবং বের করে এক শ্যামল বনানীতে পরিণত করা কার কাজ? তা আমারই তৈরী করা—এরকম বাহ্য দাবীও তো তোমরা করতে পার না।

৩৫. অর্থাৎ বনানী সৃষ্টি করার পর তা হেফাযত করাও আমারই কাজ। আমি ইচ্ছা করলে কোন আপদ প্রেরণ করে এক নিমিষে তা তছনছ করে দিতে পারি। তখন তোমরা মাথায় হাত দিয়ে কান্নাকাটি করবে এবং নিজেদের মধ্যে কথামালার জাল বুনে বলবে, হায়! আমাদের তো বিরাট ক্ষতি হয়ে গেলো। সত্য বলতে কি, আমরা তো একেবারে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছি।

www.icsbook.info

الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ
النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

[৭২] এই আগুন জ্বালানোর এই গাছটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছো—না আমি এর স্রষ্টা[৩৮]?

[৭৩] মূলত আমিই একে (যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতার) নিদর্শন করে রেখেছি [৩৯] এবং একে (মানুষের সব ধরনের) প্রয়োজন পূরনের সামগ্রী বানিয়ে দিয়েছি [৪০]।

[৭৪] অতপর (হে নবী, এই অপরূপ সৃষ্টি কৌশল ও তার কল্যানকামীতার জন্যে) তুমি তোমার মহান মালিকের মহান নামের মাহাত্ম ঘোষণা করো [৪১]।

রুকু ঃ ২

[৭৫] অতপর আমি শপথ করছি তারকাপুঞ্জের উদয় ও অস্তাচলের [৪২],

[৭৬] সত্যিই এ হচ্ছে এক মহান শপথ, যদি তোমরা জানতে পারতে (যে তারকারাজীর উৎস ও কোরআনের উৎস এক আল্লাহ তায়ালাই)।

[৭৭] অবশ্যই কোরআন এক মহা মর্যাদাবান (গ্রন্থ)।

[৭৮] এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি (সযত্ন) রক্ষিত গ্রন্থে (যাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখে দেয়া হয়েছে)।

[৭৯] (এমন কি) সম্পূর্ণ পুত পবিত্র ব্যাতিরেকে তাকে কেউ স্পর্ষ পর্যন্ত করতে পারে না[৪৩]।

৩৬. অর্থাৎ বৃষ্টিও হয় আমার হুকুমেই আর মাটির তলে পানি আমিই সঞ্চয় করি। পানি পয়দা করা বা খোশামোদ ও জবরদস্তী করে বাদল থেকে পানি ছিনিয়ে আনার শক্তি কি তোমাদের ছিল?

৩৭. মানে আমি ইচ্ছা করলে মিষ্ট পানিকে তিক্ত-লবণাক্ত পানিতে পরিণত করতে পারি, যা তোমরা পান করতে পারবে না, ক্ষেত-খামারের কোন কাজেও লাগবে না। এরপরও তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর না যে, আমরা মিষ্ট পানির কত ভান্ডার তোমাদের হাতে দিয়ে রেখেছি। কোন কোন বর্ণনায় আছে, নবী পানি পান করে বলতেন ঃ

'সে আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আপন রহমতের বদৌলতে আমাদেরকে পান করিয়েছেন মিষ্ট পানি, যিনি আমাদের পাপের কারণে আমাদেরকে লবণাক্ত পানি পান করাননি (ইবনে কাছীর)।

৩৮. আরবে এমন কিছু সবুজ বৃক্ষ আছে, যেগুলো ঘর্ষণ করলে আগুন বের হয়, যেমন আমাদের দেশে আছে বাঁশ। ইতিপূর্বে সূরা ইয়াসীন-এ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব বৃক্ষে আগুন কে স্থাপন করেছে? তোমরা, না আমি?

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ

مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا

[৮০] (সর্বোপরি তা) নাযিল করা হয়েছে বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে[৪৪]।

[৮১] (এতো কিছু সত্ত্বেও) তোমরা এ (গ্রন্থের আনিত) বাণীকে তুচ্ছ ও অবহেলা করতে থাকবে?

[৮২] এবং এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটাকেই তোমাদের জীবিকার (মাধ্যম) বানিয়ে নেবে[৪৫]।

---

৩৯. অর্থাৎ আগুন দেখে জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করবে। কারণ, এ আগুনও জাহান্নামের আগুনের একটা অংশ, সামান্য নমুনা। আর চিন্তাশীল লোকেরা একথাও স্মরণ করতে পারে যে, যে আল্লাহ সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করতে সক্ষম, সে আল্লাহ অবশ্যই মৃতকে জীবিত করতেও সক্ষম।

৪০. এমনি তো আগুন সকলেরই কাজে লাগে, কিন্তু জঙ্গলবাসী এবং মুসাফিরদের তা বেশ কাজে লাগে এবং বিশেষ করে শীতকালে কোন কোন রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এ আয়াতগুলোতে প্রশ্নবোধক বাক্য পাঠ করার পর হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা স্বীকার করি, তুমিই এসব করেছ, একথা বলা মুস্তাহাব।'

৪১. যিনি এতসব নানা কিসিমের এবং আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু পয়দা করেছেন এবং নিজের বিশেষ অনুগ্রহে সেসব দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন আমাদেরকে, আমাদের উচিত, তাঁর শুকরিয়া আদায় করা, তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অবিশ্বাসীদের মনগড়া কথাবার্তা থেকে তাঁর এবং তাঁর পবিত্র নামের জয়ধ্বনি ঘোষণা করাও আমাদের উচিত। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এমন স্পষ্ট নিদর্শন দর্শন করার পরও মানুষ আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর একত্বের যথাযথ হক বুঝতে সক্ষম হয় না!

৪২. অন্য অর্থ এই হতে পারে—পয়গাম্বরদের অন্তরে আয়াত নাযিলের কসম করছি। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, আসমান-যমীনে ধীরে ধীরে একটু একটু করে কোরআনের আয়াত নাযিলের কসম করছি।

৪৩. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন ঃ 'অর্থাৎ ফেরেশতারা সে কেতাবকে স্পর্শ করেন। সে কেতাব হচ্ছে এ কোরআন, যা ফেরেশতাদের হাতে লেখা বা যা রয়েছে লওহে মাহফূযে।' আর কেউ কেউ সর্বনাম দ্বারা কোরআন অর্থ করেছেন। অর্থাৎ পাক লোক ছাড়া এ কেতাবকে স্পর্শ করে না অর্থাৎ যাদের অন্তর সাফ এবং চরিত্র যাদের পবিত্র-নির্মল, কেবল তারাই এ কেতাবের তত্ত্ব-রহস্য পর্যন্ত যথার্থভাবে পৌছতে সক্ষম। অথবা এ অর্থও হতে পারে—পাক পবিত্র মানুষ ছাড়া কেউ এ কেতাব স্পর্শ করবে না অর্থাৎ বিনা উযুতে কোরআন মজীদ স্পর্শ করা জায়েয নয়, যেমন হাদীস থেকে প্রমাণিত। তখন নেতিবাচক নিষেধ অর্থে হবে।

৪৪. অর্থাৎ এটা কোন জাদুমন্ত্র নয়, গণৎকার জোতিষীদের মুন্ডহীন উক্তি নয়, কবিদের ছন্দোবদ্ধ কথামালা নয়; বরং এ হচ্ছে অতি পবিত্র অতি সম্মানিত মহাগ্রন্থ, যা অবতরণ করেছেন

www.icsbook.info

إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِن

كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا

إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ

৮৩] তাহলে কেন—যখন কোনো (মানুষের) প্রাণ (তার) কন্ঠনালীতে এসে পৌছে যায়,

[৮৪] তখন তোমরা (এমনি অসহায়ের মতো) তাকিয়ে থাকো, (কিছুই তোমাদের করার থাকে না,

[৮৫] (তখন তো বরং) তোমাদের চাইতে আমিই সেই (মুমুর্ষ) ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তি থাকি—(যদিও) তোমরা এর কিছুই দেখতে পাওনা।

[৮৬] (তোমাদের যদি কোথাও নিজেদের কৃতকর্মের হিসাবই দিতে না হয়) তোমরা যদি এমনি অক্ষম না-ই হও,

[৮৭] তোমরা যদি (তোমাদের ক্ষমতার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে কেন সেই (মুমুর্ষ ব্যক্তির কন্ঠনালী থেকে বেরিয়ে যাওয়া) প্রাণকে তোমরা ফিরিয়ে আনতে পারোনা[৪৬]?

[৮৮] (হাঁ) যদি সেই (মৃত) ব্যক্তিটি আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত (প্রথম দলের) একজন হয়ে থাকে

রাব্বুল আলামীন গোটা বিশ্বজাহানের হেদায়াত আর তরবিয়তের জন্য। যে আল্লাহ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর বিধান কায়েম করেছেন। এসব গ্রহ-নক্ষত্র এক অটল-অমোঘ বিধানের অধীন প্রতিদিনের অস্তাচলে গমন দ্বারা সে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব-একত্ব এবং তাঁর দোর্দন্ডপ্রভাব-প্রতাপের মহা প্রদর্শনী করছে (যেমন হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির বিপক্ষে এটাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।) সৌরজগতের এ অমোঘ বিধান অবস্থার ভাষায় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যে মহান সত্তা আর যে গায়বী কর্তৃত্বের হস্তে আমাদের রশি, একা তিনিই যমীন, বাদল, আগুন-পানি-বায়ু-মৃত্তিকা এবং বিশ্ব-চরাচরের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মালিক ও স্রষ্টা হবেন। এমন

উজ্জ্বল নিদর্শন দেখেও কি সেসব বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে কোন সংশয়-সন্দেহ থাকতে পারে, (যা বর্ণিত হয়েছে প্রথম রুকূ'তে)? একজন জ্ঞানী ব্যক্তি কি সৌরজগতের সে মহা ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেও এতটুকু বুঝতে পারে না যে, আর একটি বাতেনী সৌর বিধানও সে পরওয়ারদেগারে আলমেরই সৃষ্টি, যিনি নিজ কুদরত আর পরিপূর্ণ রহমত দ্বারা এই বাহ্য বিধান কায়েম করেছেন। আর সে বাতেনী সৌর বিধান হচ্ছে কোরআনুল করীম, তার আয়াত এবং সমস্ত আসমানী কিতাবেরই অপর নাম। আল্লাহ পাক হচ্ছেন সে সত্তা, যিনি রুহানী নক্ষত্র বিলীন হওয়ার পর কোরআনরূপী সূর্যকে আলোকদীপ্ত করেছেন। আপন সৃষ্টিজগতকে

www.icsbook.info

نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ
مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ
الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾ اِنَّ
هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

[৮৯] তাহলে (তার জন্যে) থাকবে (প্রচুর) আরাম আয়েশ, উন্নত মানের আহায্য ও নেয়ামতে ভরপুর (এক চিরন্তন) জান্নাত,
[৯০] আর যদি সে হয় ডান পাশের (দ্বিতীয় দলের) কেউ,
[৯১] তাহলে (তাকে এই বলে অভিনন্দন জানানো হবে যে) তোমার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি (আর শান্তি, কারণ) তুমি তো ডান পাশেরই [৪৭] (একজন)।
[৯২] আর যদি সে হয় (কোরআনকে) অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট,
[৯৩] তাহলে তাকে আপ্যায়ন করা হবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত পানি দ্বারা,
[৯৪] এবং জাহান্নামের (কঠিন) আগুনের পোড়ানোর ব্যবস্থা দ্বারা [৪৮]
[৯৫] নিশ্চয়ই এ হচ্ছে এক অমোঘ সত্য (ঘটনা) [৪৯] !
[৯৬] অতএব (এই ভয়াবহ আযাব থেকে বেঁচে থাকার জন্যে হে নবী) তুমি তোমার মহান মালিকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করো [৫০]।

তিনি অন্ধকারে ছেড়ে দেননি, এ সূর্য অব্যাহত ধারায় আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। একে পরিবর্তন করার বা বিলীন করার সাধ্য কার? মাজাঘষা করে যেসব অন্তর স্বচ্ছ—পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়, কেবল সেসব অন্তরেই কোরআনরূপী এ সূর্যের আলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।

৪৫. অর্থাৎ এটা কি এমন কোন সম্পদ, যা দ্বারা উপকৃত হতে তোমরা আলস্য করবে, অবহেলা করবে? সে সূর্য আর তার প্রদর্শিত সত্য তত্ত্বকে অস্বীকার করার মাঝেই কি তোমরা নিজেদের হিসসা নির্ধারণ করবে? যেমন বৃষ্টি দেখে তোমরা বলে দাও যে, অমুক নক্ষত্র অমুক বলয়ে প্রবেশ করার ফলে বৃষ্টি হয়েছে। যেন আল্লাহর কিছুই করার নেই। অনুরূপভাবে সে রহমতের বৃষ্টিরও কদর না করা, যা নাযিল হয়েছে কোরআনের আকারে এবং এমন কথা বলে দেয়া যে, তা আল্লাহর নাযিল করা কেতাব নয়—এটা বড়ই দুর্ভাগ্য। কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করাই কি তার শোকর আদায় করা? এটাই কি সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো?

৪৬. অর্থাৎ এমন নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে আল্লাহর বাণীকে তোমরা অস্বীকার আর অমান্য করছো, যেন তোমরা অন্য কারো নির্দেশ আর ক্ষমতার অধীনই নও, যেন তোমাদেরকে কখনো মরতে হবে না, উপস্থিত হতে হবে না আল্লাহর দরবারে। যখন তোমাদের কোন প্রিয় ব্যক্তির প্রাণ বের হওয়ার সময় উপস্থিত হয়, নিশ্বাস যখন গলায় আটকে যায়, মৃত্যুর ভয়াবহতা দেখা দেয় আর

www.icsbook.info

তোমরা নিকটে বসে তার অসহায়তা আর দুঃখ-কষ্টের তামাশা দেখ। অপরদিকে আল্লাহ্ বা তাঁর ফেরেশতা সে প্রিয় ব্যক্তিটির চেয়েও তোমাদের নিকটে থাকেন, যে আল্লাহ্ বা ফেরেশতাকে তোমরা দেখতে পাওনা। তোমরা অন্য কারো অধীন না হয়ে থাকলে কেন তখন সে প্রিয় ব্যক্তিটির প্রাণকে আবার নিজেদের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারনা? কেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দাও? তাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে এনে কেন অনাগত শাস্তি থেকে উদ্ধার কর না? তোমরা নিজেদের দাবীতে সত্য হয়ে থাকলে এমনটি করে দেখাও।

৪৭. অর্থাৎ এক মিনিটের জন্যও তোমরা তাকে ঠেকাতে পারবে না। নিজ ঠিকানায় অবশ্যই তাকে পৌছাতে হবে। সে মৃত ব্যক্তি যদি নৈকট্যধন্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে উন্নতমানের দৈহিক-মানসিক সুখ-শান্তির উপকরণে গিয়ে পৌছবে। 'আসহাবে ইয়ামীন' তথা ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলে কোন খটকা নেই, নেই কোন শংকা। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন ঃ 'অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে।' অথবা এ অর্থ হতে পারে যে, আসহাবে ইয়ামীন-এর পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানানো হবে। অথবা তাকে বলা হবে—আগামীতে তোমার জন্য কেবল শান্তি আর শান্তি এবং তুমি 'আসহাবে ইয়ামীন' তথা ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন হাদীসে আছে, মৃত্যুর পূর্বে মৃতপায় ব্যক্তি এসব সুসংবাদ লাভ করে। তেমনিভাবে অপরাধীকেও অবহিত করা হয় তার দুরবস্থা সম্পর্কে।

৪৮. অর্থাৎ এ হবে তার পরিণতি এবং মৃত্যুর পূর্বে তা জানিয়ে দেয়া হবে তাকে।

৪৯. অর্থাৎ তোমাদের অস্বীকার আর অবিশ্বাস করায় কিছুই যায়-আসে না। এ অবস্থায় নেককার ও বদকারদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। ঠিক সে রকমই হবে। শুধু শুধু সন্দেহ সৃষ্টি করে নিজেকে প্রতারিত করবে না। বরং অনাগত সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

৫০. অর্থাৎ 'তাস্‌বীহ আর তাহমীদ' তথা পবিত্রতা ঘোষণা আর প্রশংসা প্রকাশে প্রবৃত্ত থাকো। কারণ, এটাই হচ্ছে সেখানকার বড় প্রস্তুতি। এ নেকবৃত্তিতে লেগে থাকলে অবিশ্বাসীদের মনোকষ্টদায়ক অহেতুক কথাবার্তা থেকেও নিরিবিলি থাকা যায় এবং তাদের বাতিল চিন্তাধারার প্রতিবাদও হয়। এখানে সূরার সমাপ্তিতে সে হাদীসটি উল্লেখ করতে মন চায়, যে হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম বোখারী তাঁর কেতাব বোখারী শরীফ সমাপ্ত করেছিলেন ঃ

-হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেনঃ দু'টি কথা, যা যবানে হাল্কা, মীযানের পাল্লায় ভারী এবং দয়াময়ের নিকট প্রিয়—আর তা হচ্ছে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম- আল্লাহ্ পবিত্র, প্রশংসা তাঁর, আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি মহান।

www.icsbook.info

সূরা আল হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫৭, আয়াতঃ ২৯, রুকূঃ ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۝١ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকূঃ ১

[১] (এই) আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে (যেখানে) যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মাহাত্য ঘোষণা করছে [১], তিনি মহাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

[২] আসমান সমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব (একক ভাবে) তারই জন্যে, তিনিই (সৃষ্টিকে) জীবন দান করেন, (আবার) তিনিই (তার) মৃত্যু ঘটান, তিনি সব কিছুর ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন [২]।

[৩] তিনিই আদি, তিনিই অন্ত [৩], তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত [৪]।

---

১. অর্থাৎ অবস্থার ভাষায় বা কথার ভাষায় বা উভয়ের মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।

২. অর্থাৎ আসমান-যমীনে সর্বত্র তাঁরই হুকুম, তাঁরই কর্তৃত্ব চলে। অস্তিত্ব দান করা আর বিলীন করার রজ্জু তাঁরই হস্তে নিহিত আছে। কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না তাঁর এই প্রাকৃতিক কর্তৃত্ব।

৩. যখন কেউই ছিল না, কিছুই ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন। আবার যখন কেউই থাকবে না, কিছুই থাকবে না, তখনো তিনি থাকবেন।

৪. তাঁর অস্তিত্ব দ্বারাই সব কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে, সব কিছু প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব যদি প্রকাশ্য ও স্পষ্ট না হয়, তবে আর কার অস্তিত্ব প্রকাশ্য হবে? আরশ থেকে

www.icsbook.info

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ
مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

[৪] তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা, যিনি ছয় দিনে আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি তার আরশে (ক্ষমতার দন্ড হাতে নিয়ে) সমাসীন হয়েছেন [৫]। (এবং এভাবেই তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে তার গোটা সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন) তিনি জানেন, যা কিছু এই ভূমির ভেতরে প্রবেশ করে (আবার) যা কিছু ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে [৬] (তাও তার জানা।) আসমান থেকে যা বর্ষিত হয় (তা যেমন তিনি জানেন—আবার) আসমানের দিকে যা কিছু (নীচ থেকে ওপরের দিকে) উঠে তাও (তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন [৭]। (তার এই ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে তোমরাও বাইরে নও,) তোমরা যে যেখানে থাকোনা কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা (প্রতিনিয়ত এখানে) যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছেন [৮]।

নিয়ে ফরশ পর্যন্ত, অণু থেকে নিয়ে সূর্য পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু তাঁরই অস্তিত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর সত্তার গভীরতা আর তাঁর সিফাত তথা গুণাবলীর তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছা জ্ঞান ও অনুভূতির পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর কোন একটা গুণও কেউ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। কেবল নিজের আন্দাজ-অনুমান দ্বারা কিছুটা অবস্থা বর্ণনা করতে পারে মাত্র। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর চেয়ে বেশী উহ্য-গোপন আর কেউ নেই, কেউ হতেও পারে না। মোট কথা, তিনি ভেতরও, তিনি বাহিরও। খোলা আর গোপন সব রকম অবস্থাই তিনি জানেন। জাহির তথা বিরাজমান-ক্ষমতাবান এমন যে, তাঁর উপরে কোন শক্তিই নেই। আর বাতেন এমন যে, তাঁর পেছনে এমন কোন মওকা, এমন কোন স্থান নেই, যেখানে তাঁর চক্ষু এড়িয়ে, চক্ষুর আড়াল হয়ে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

—আর আপনি এমনই জাহির-প্রকাশ্য যে, আপনার উপরে আর কোন কিছুই নেই। আর আপনি এমনই বাতেন যে, আপনার নীচে আর কোন কিছুই নেই।

৫. অষ্টম পারার শেষের দিকে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ বৃষ্টির পানি এবং বীজ মাটির ভেতরে যায়, আর বৃক্ষ-ক্ষেত-খামার ইত্যাদি তা থেকেই বেরিয়ে আসে। সূরা সাবা'য় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. আসমান থেকে নীচে নেমে আসে ফেরেশতা, বিধান, কাযা কদরের ফয়সালা এবং বৃষ্টি ইত্যাদি আর উপরে উঠে যায় বান্দার আমল এবং ফেরেশতা।

وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٥ يُوْلِجُ الَّيْلَ

فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ

الصُّدُوْرِ ۝٦ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ

مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ

[৫] আসমান সমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তো তারই জন্যে, (কারণ) প্রতিটি ব্যাপারে (তা—যে কোনো কিছুই হোকনা কেন—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাবার জন্যে তোমাদের) তার (বিধানের দিকেই) ফিরে যেতে হবে [৯]।

[৬] তিনিই রাতকে মিশিয়ে দেন দিনের সাথে, আবার দিনকে মিশিয়ে দেন রাতের সাথে [১০]। তিনি মনের (কোনে লুকিয়ে থাকা) বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত রয়েছেন [১১]।

[৭] তোমরা সবাই ঈমান আনো আল্লাহ ও তার (পাঠানো) রসূলের ওপর এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বিভিন্ন ভাবে) যে সম্পদের ওপর অধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে (তারই পথে) তোমরা ব্যয় করো [১২], অতপর তোমাদের মধ্যে যারা (এই ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর) ঈমান আনলো এবং (আল্লাহর নির্ধারিত পথে) অর্থ ব্যয় করলো, তাদের জন্যে (রয়েছে) এক মহা পুরস্কার [১৩]।

---

৮. অর্থাৎ তিনি কখনো তোমাদের থেকে দূরে যান না, গায়েব হন না; বরং তোমরা যেখানেই থাক, যে অবস্থায়ই থাক, তিনি ভালো করেই জানেন এবং গোপন আর প্রকাশ্য সব আমল সব কর্মই তিনি জানেন।

৯. অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব-কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। আসমান-যমীনের সর্বত্র তাঁরই কেবল তাঁরই একক কর্তৃত্ব-রাজত্ব। আর শেষ পর্যন্ত সকল কর্মের ফয়সালাও হয় সেখান থেকেই।

১০. মানে কখনো দিনকে হ্রাস করে রাত্রকে দীর্ঘ করেন। আবার কখনো করেন এর বিপরীত, রাত্রকে হ্রাস করে দিনকে বর্ধিত করেন, দীর্ঘ করেন।

১১. অর্থাৎ মনে যেসব ইচ্ছা-অভিপ্রায় জাগ্রত হয়, এমনকি যেসব ভাবের উদয় হয়, তা-ও তাঁর জ্ঞান-বহির্ভূত নয়।

১২. মানে তোমাদের হাতে যেসব অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তার মালিক আল্লাহ-ই। তোমরা কেবল আমানতদার, খাজাঞ্চী। সুতরাং মূল মালিক যেখানে ব্যয় করতে বলবে, তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে ব্যয় করবে। এটাও লক্ষ্য রাখবে যে, আগে এ সম্পদ অন্যের হাতে ছিল, তোমরা তার উত্তরাধিকারী হয়েছ। স্পষ্ট যে, অন্য কাউকে তোমাদের উত্তরাধিকারী করা হবে। যখন এটা জানতে পারলে যে, এটা আগের লোকদের কাছেও ছিল না, তোমাদের কাছেও থাকবে না, তখন এমন নশ্বর, এমন ক্ষনস্থায়ী বস্তুর সঙ্গে এতটা মনের যোগ স্থাপন করা ঠিক নয়, উচিত নয়, যাতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও ব্যয় করতে মানুষ কুণ্ঠিত হবে।

www.icsbook.info

كَبِيرٌ ⑦ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ

لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ⑧ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ

[৮] তোমাদের একি হলো। তোমরা কেন আল্লাহর ওপর ঈমান আনছোনা! (বিশেষ করে) যখন (স্বয়ং আল্লাহর) রসূল তোমাদের ডাক দিয়ে বলছেন—তোমরা তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো। এবং তিনি তো (এই মর্মে একদিন) তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলেন (যে, তোমরা তারই ওপর ঈমান আনবে) যদি তোমরা সত্যিই ঈমানদার হও [১৪] (তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি পালনে আজ তোমাদের অনিহা কেন)

[৯] তিনিই তো সে মহান সত্বা, যিনি তার বান্দার ওপর সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছেন, যেন (তা প্রয়োগ করে) সে তোমাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে আনতে পারে (আসল কথা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু ও একান্ত করুনাময় [১৫]।

---

১৩. সুতরাং যাদের মধ্যে এ গুণ-স্বভাব বর্তমান নেই, তারা নিজেদের মধ্যে তা সৃষ্টি করবে। আর যাদের মধ্যে তা আছে, তারা তাতে অটল-অবিচল থাকবে এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করবে—এটা অপরিহার্য।

১৪. অর্থাৎ ঈমান আনতে এবং একীন ও মা'রেফাতের পথে অব্যাহতভাবে চলতে কোন বস্তু বাধ সাধে? কেন এ ব্যাপারে আলস্য হবে, কেনই বা বসে পড়বে? আল্লাহ এবং রাসূল তো তোমাদেরকে কোন অপরিচিত, কোন অযৌক্তিক বস্তুর দিকে নয়, বরং তোমাদের সত্যিকার পালনকর্তার দিকেই আহবান জানান—যার বিশ্বাস তোমাদের মূল প্রকৃতিতেই নিহিত রাখা হয়েছে এবং তোমরা দুনিয়াতে আগমন করার পূর্বেই যাঁকে রব বলে মেনে নিয়েছিলে। সে স্বীকার করে নেয়ার কিছু না কিছু লক্ষণ এখনো বনী আদমের অন্তরে পাওয়া যায়। অতঃপর যুক্তি-প্রমাণ এবং নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে সে পুরনো অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাকে নবায়ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীরা আপন আপন উম্মতের নিকট থেকে এ স্বীকৃতিও গ্রহণ করেছেন যে, খাতেমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য অনুসরণ করা হবে। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই এমন রয়েছে, যারা স্বয়ং নবীর মোবারক হাতে এ মর্মে বায়য়াত করেছে যে, শোনবে, মেনে নেবে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মতো ঈমানের বিষয়ে আমরা অবিচল থাকবো—এমর্মে তারা কঠোর অঙ্গীকারও করেছে। সুতরাং এসব মৌলিক স্বীকৃতির পর যে মানতে চাইবে, তার না মানার, আর যে মেনে নিয়েছে, তার বিচ্যুত হওয়ার অবকাশ কোথায় থাকে?

لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ
مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ
مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ
أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ

[১০] তোমাদের এ কি হলো। তোমরা কেন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে চাওনা ? অথচ আসমান সমূহ ও যমীনের সব কিছুর মালিকানা এক আল্লাহ্ তায়ালার জন্যেই [১৬]। তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই (মর্যাদার অধিকারী) হবে না —যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগেই (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে [১৭]এবং (নবীর ডাকে ময়দানে) সংগ্রাম করেছে। তাদের মর্যাদা (অবশ্যই) তাদের তুলনায় অনেক বেশী, যারা বিজয় সাধিত হবার পর আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন [১৮], কারণ তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগ জ্ঞাত রয়েছেন [১৯]।

---

১৫. অর্থাৎ তিনি কোরআন মজীদ নাযিল করেছেন এবং সত্যতার নিদর্শন দিয়েছেন, তাই তোমরা কুফরী আর অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের হয়ে ঈমান ও জ্ঞানের আলোয় আসতে পেরেছ। এটা আল্লাহর অনেক বড় দয়া, অনেক বড় মেহেরবানী। তিনি কঠোরতা করলে তিনি তোমাদেরকে সে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়ে ধ্বংস করে দিতেন, অথবা ঈমান আনার পরও অতীত অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন না।

১৬. অর্থাৎ সম্পদের মালিক ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর রাজত্ব বহাল থাকে। আর এমনিতে সম্পদ তো সব সময় তাঁরই ছিল। সুতরাং তাঁরই সম্পদ থেকে তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করা কঠিন কেন ঠেকবে? স্বেচ্ছায়-সানন্দে দান না করলে অনিচ্ছায়ও তা তাঁর কাছেই পৌঁছবে। বন্দেগীর দাবীই হচ্ছে এই যে, স্বেচ্ছায়-সানন্দে দান করবে এবং তাঁর রাস্তায় দান করতে দারিদ্র আর অভাব-অনটনের আশংকা করবে না। কারণ, আসমান-যমীনের ধনভান্ডারের মালিক আল্লাহ তায়ালা। যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় স্বেচ্ছায়-সানন্দে দান করবে, সে কি অভুক্ত থাকবে? আরশের অধিপতির পক্ষ থেকে কখনো দারিদ্রের আশংকা করবে না।

১৭. কেউ কেউ 'ফাত্হ্' তথা বিজয়ের অর্থ করেছেন হোদায়বিয়ার সন্ধি। কোন কোন বর্ণনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

১৮. অর্থাৎ এমনিতে আল্লাহর রাস্তায় যে কোন সময় ব্যয় করা যায়, জেহাদ করা যায়, তা উত্তম। দুনিয়া-আখেরাতে আল্লাহ্ তার উত্তম প্রতিদান দেবেন। কিন্তু যেসব সামর্থবান ব্যক্তি মক্কা

www.icsbook.info

اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ⑪ يَوْمَ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑫ يَوْمَ

রুকুঃ ২

[১১] (তোমাদের মধ্যে) কে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ঋন দেবে—(তাও আবার) উত্তম ধরনের ঋন—(দুনিয়ার এই ঋনের বিনিময়ে) আল্লাহ তায়ালা (পরকালের জীবনে) কয়েকগুন বাড়িয়ে (তোমাদের) আদায় করে দেবেন। (তাছাড়া) তার জন্যে আরো রয়েছে আরো বড়ো পুরস্কার [২০],

[১২] (সেই বিশেষ দিনে।) যেদিন তুমি দেখতে পাবে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলারা (এগিয়ে চলেছে) এবং তাদের সামনে দিয়ে এবং তাদের ডান পাশ দিয়ে নূরের এক জ্যোতিও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে [২১], (এই বিচ্ছুরিত নূরের চমক দেখে তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হবে) আজ সুসংবাদ তোমাদের (জন্যে, আর সে সুসংবাদ হচ্ছে) জান্নাতের—যার পাদদেশ দিয়ে সুপের ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে। সেখানে (তোমরা) অবস্থান করবে অনন্ত কাল ধরে। আর এটাই হচ্ছে (ঈমানদার বান্দাদের জন্যে) এক চরমতম সাফল্য [২২]।

বিজয় বা হোদায়বিয়ার পূর্বে ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, তারা বড় মর্যাদা লাভ করেছে, পরবর্তী কালের মুসলমানরা সে পর্যন্ত পৌছতে পারে না। কারণ তা ছিল এমন একটা সময়, যখন সত্যকে মেনে নেয়া এবং সত্যের জন্য লড়াই করার লোক ছিল নিতান্তই কম। কাফের আর বাতিলপূজারীদের দ্বারা তখন দুনিয়া ভরে উঠেছিল। তখন জান-মালের কুরবানীর প্রয়োজন ছিল ইসলামের বেশী। আর উপায়-উপকরণ এবং গনীমতের মাল ইত্যাদির আশাও ছিল মুজাহিদদের বাহ্যত অনেক কম। এহেন পরিস্থিতিতে ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল লুটিয়ে দেয়া বড় দৃঢ়চেতা এবং পর্বতের চেয়েও অটল মানুষের কাজ ছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন আর তাঁরা সন্তুষ্ট থাকুন আল্লাহ্‌র প্রতি আর আমাদেরকে দান করুন তাঁদের অনুসরণ ও ভালোবাসা। আমীন!

১৯. অর্থাৎ কার আমল কোন্ পর্যায়ের আর কার মধ্যে ইখলাস-নিষ্ঠার ওজন কি পরিমাণ আছে, আল্লাহ সব কিছুর খবর রাখেন আর সে জ্ঞান অনুযায়ী তিনি সকলের সঙ্গে আচরণ করবেন।

২০. হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'করয-ঋণ' মানে এখন জেহাদে ব্যয় কর, এরপর তোমরাই দওলত লাভ করবে (এবং আখেরাতে বড় মর্তবা পাবে) আর এটাই দ্বিগুণের অর্থ। অন্যথায় মালিক আর গোলামের মধ্যে সুদ-মুনাফা নেই। যে দান করলো, তার লাভ। আর

يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا
نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا
نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ
نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ
اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ

[১৩] সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীরা ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে বলবে—তোমরা (চলার গতি হ্রাস করে) আমাদের দিকেও একটু তাকাও! যাতে করে আমরাও তোমাদের নূরের বিচ্ছুরণ থেকে কিছুটা হলেও আলো গ্রহণ করতে পারি। (এই আকুতির জবাবে) তাদের বলা হবে, তোমরা (আমাদের সামনে থেকে) পেছনে সরে দাড়াও। এবং (সেখানে গিয়ে পারলে) আলোর সন্ধান করো, অতপর এদের উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে—এতে একটি দরজাও থাকবে—যার ভেতরের অংশে থাকবে (আল্লাহর) রহমত, আর তার বাইরের দিকে থাকবে (ভয়াবহ) আযাব [২৩]।

[১৪] তখন মোনাফেকদের দল ঈমানদারদের ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি (দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের সাথী ছিলামনা [২৪]? তারা (জবাবে) বলবে, হাঁ (দুনিয়ায় অবশ্যই তোমরা আমাদের সংগে ছিলে,) তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের (গোমরাহীর বিপদে) বিপদগ্রস্থ করে দিয়েছিলে, তোমরা সব সময় সুযোগ আসার অপেক্ষা করছিলে, (সর্বোপরি) নানা রকমের সন্দেহ পোষণ করাছলে, (আসলে) দুনিয়ার মোহ তোমাদের সব সময়ই প্রতারিত করে আসছিলো, আর এভাবে (মোহাচ্ছন্ন থাকতে থাকতেই) একদিন (তোমাদের ব্যাপারে) আল্লাহর ফয়সালা (তথা মৃত্যু) এসে হাযীর হলো। এবং প্রতারক (শয়তান) তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কেও ধোকায় ফেলে রেখেছিলো [২৫]।

www.icsbook.info

যেদান করেনি, ক্ষতি তার।

২১. হাশর ময়দান থেকে যখন পুলসিরাতের দিকে যাবে, তখন গভীর অন্ধকার থাকবে ঈমান আর নেক আমলের আলো সঙ্গে থাকবে। ঈমানের আলো, যার স্থান হচ্ছে অন্তর, সম্ভবত তা থাকবে সামনের দিকে, আর নেক আমলের আলো থাকবে ডান দিকে। কারণ, নেক আমল ডান দিকে জমা হয়। কারো ঈমান আর আমল যে স্তরের হবে, তার আলোও হবে সে স্তরের। সম্ভবত নবীর উসিলায় এ উম্মতের আলো হবে অন্যান্য উম্মতের আলোর চেয়ে বেশী স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ণ। কোন কোন বর্ণনা থেকে বাম দিকেও আলো হওয়ার কথা জানা যায়। সম্ভবত এর অর্থ এই যে, আলোর আভা চর্তুদিকে বিস্তার করবে। আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

২২. কারণ, জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান। যে সেখানে পৌঁছতে পেরেছে, তার সকল আশা পূর্ণ হয়েছে।

২৩. মানে মোমেন আর মোনাফেকদের মধ্যখানে প্রাচীর দাঁড় করানো হবে। সে প্রাচীরে দরজা থাকবে। আর সে দরজা দিয়ে মোমেনরা জান্নাতে প্রবেশ করে মোনাফেকদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাবে। দরজার ভেতরে প্রবেশ করে জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পাবে, আর দরজার বাইরে দেখা যাবে খোদায়ী আযাবের দৃশ্য।

২৪. মোদ্দা কথা, কট্টর কাফের পুলসিরাতে চড়বে না, বরং তার আগেই দরজা দিয়ে ধাক্কা মেরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশ্য যারা কোন নবীর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, তারা সাচ্চা হোক বা কাঁচা—তাদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম করার হুকুম দেয়া হবে। তাতে আরোহণ করার আগেই একটা গভীর অন্ধকার সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন ঈমানদারদের সঙ্গে আলো থাকবে। মোনাফেকরাও ঈমানদারদের আলোর পেছনে চলতে চাইবে। কিন্তু মোমেনরা তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে যাবে। একারণে ঈমানদারদের আলো মোনাফেকদের থেকে দূরে সরে যাবে। তখন তারা ডাকবে, একটু দাঁড়াও। আমাদেরকে অন্ধকারে পেছনে ছেড়ে চলে যাবে না। একটু থাম, যাতে আমরাও তোমাদের সঙ্গে একত্র হতে পারি, তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হতে পারি। দুনিয়াতে তো আমরা তোমাদেরই সঙ্গে থাকতাম। বাহ্যত আমাদেরকেও তো মুসলমান শুমার করা হতো। এখন এ বিপদকালে আমাদেরকে অন্ধকারে ফেলে যাচ্ছ কোথায়? এটাই কি বন্ধুত্বের দাবী? জবাব পাওয়া যাবে, পেছনে ফিরে গিয়ে আলো সন্ধান কর। কোথাও পাওয়া গেলে সেখান থেকে নিয়ে এসো। একথা শুনে তারা পেছনে সরে যাবে। ইতিমধ্যে প্রাচীর উভয় পক্ষের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ আলো সঞ্চয়ের স্থান হচ্ছে দুনিয়া। সে স্থান তারা পেছনে ফেলে এসেছে। অথবা পেছনের অর্থ সে স্থান, যেখানে পুলসিরাতে চড়বার পূর্বে আলো বন্টন হয়।

২৫. মানে, সন্দেহ নেই যে, বাহ্যত দুনিয়াতে তোমরা আমাদের সঙ্গে ছিলে। মুখে ইসলামের দাবীও করতে। কিন্তু ভেতরের অবস্থা এমন যে, লোভ-লালসা আর মনস্কামনার পেছনে পড়ে তোমরা অবলম্বন করেছিলে মোনাফেকীর পথ। আর নিজেদেরকে প্রতারিত করে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছ। অতঃপর তোমরা তাওবাও করনি—বরং পথ চেয়ে ছিলে যে, কখন ইসলাম আর মুসলমানদের ওপর কি বিপদ এসে পড়ে। দ্বীন সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ-সংশয়ের চোরাবালিতে আটকা পড়েছিলে। পরে এসব মোনাফেকসুলভ ভাঁওতাবাজির কিছু দন্ড ভাগ করতে হবে না বলেই তোমরা প্রতারণায় পড়েছিলে। বরং তোমরা ধারণা করে বসেছিলে যে, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই ইসলাম আর মুসলমানদের এসব কাহিনী ঠান্ডা হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত আমরাই জয়ী হবো। বাকী থাকলো আখেরাতের কিসসা। সেখান থেকে কোন না কোনভাবে ছাড়া পেয়ে

www.icsbook.info

فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوٰىكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ
مَوْلٰىكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿١٦﴾

[১৫] (আর) আজ (জেনে রেখো, আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে) তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপন গ্রহণ করা হবে না। যারা (আল্লাহ ও তার রসূলকে) অস্বীকার করেছে, তাদের কাছ থেকেও (কোনো রকম বিনিময় উসুল করে আজ তাদের ছেড়ে দেয়া) হবে না। (আজ) তোমাদের (উভয়ের) ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন (আর জাহান্নামের) আগুনই হবে (এখানে) তোমাদের, (একমাত্র) সাথী। কতো নিকৃষ্ট তোমাদের এই পরিণাম [২৬]!

[১৬] ঈমানদারদের জন্যে এখনো কি সেই ক্ষনটি এসে পৌঁছুয়নি যে আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে তাদের অন্তকরণ বিগলিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে সঠিক বিধান নাযিল করেছেন [২৭] (তার সামনে তারা আনুগত্যের মাথা নোয়ায়ে দেবে!) তারা (কখনো) তাদের মতো হবে না, যাদের কাছে এর আগে আল্লাহর কেতাব নাযিল করা হয়েছিলো। অতপর তাদের ওপর এক দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়ে গেলো যার ফলে তাদের মনও কঠিন হয়ে গেলো। তাদের মধ্য এক বিরাট অংশ নাফরমানই [২৮] (থেকে গেলো)

যাবোই। তারা যখন এসব চিন্তায় বিভোর ছিল, তখন এসে পড়লো আল্লাহর হুকুম, তোমাদের পাকড়াও করলো মৃত্যু। আর সে বড় দাগাবাজ (শয়তান) তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে এমনই খুইয়ে দিয়েছে যে, এখন আর উদ্ধারের কোনই উপায় নেই।

২৬. মানে, ধরে নাও যে, আজ যদি তোমরা (মোনাফেকরা) এবং খোলাখোলি কাফেররা কিছু বিনিময় দিয়ে শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাও, তবে তাও তো মন্‌যূর করার কোন উপায় নেই। এখন তোমাদের সকলকে এ গৃহেই বাস করতে হবে। জাহান্নামের এ অগ্নিই এখন তোমাদের ঠিকানা। এটাই হচ্ছে তোমাদের সঙ্গী। অন্য কারো নিকট থেকে বন্ধুত্বের আশা করবে না।

২৭. অর্থাৎ কোরআন, আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর সত্য দ্বীনের দিকে মোমেনদের অন্তর বিনয়াবনত হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। সময় এসেছে তার সম্মুখে নত হয়ে কাকুতি-মিনতি করার।

www.icsbook.info

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا

لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ

وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ

وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰۗىِٕكَ

[১৭] তোমরা (একথাটা ভালো করেই) জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তায়ালাই এই ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেন। অবশ্যই আমি (আমার) যাবতীয় নির্দশনকে তোমাদের জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা (সঠিক সত্যকে) অনুধাবন করতে পারো [২৯]।

[১৮] যে সব পুরুষ ও নারী অকাতরে (আল্লাহর জন্যে) দান করে, এবং আল্লাহকে উত্তম ঋন প্রদান করে তাদের (সে ঋনকে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে) বহু গুন বাড়িয়ে দেয়া হবে, উপরন্তু তাদের জন্যে (থাকবে আরো) সম্মানজনক পুরস্কার [৩০]।

২৮. অর্থাৎ ঈমান মানেই তো অন্তর বিগলিত হওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর স্মরণের প্রভাব অবিলম্বে গ্রহণ করা। শুরুতে আহলে কেতাবরা এসব কিছু গ্রহণ করতো নবীদের সংসর্গে থেকে। দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মধ্যে গাফলাত-অবহেলা বিস্তার লাভ করে। অন্তর শক্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ লোকই দেয় ভীষণ অবাধ্যতা, বিদ্রোহ এবং নাফরমানী শুরু করে। এখন মুসলমানদের পালা উপস্থিত হয়েছে। পয়গাম্বরের সংসর্গে থেকে তাদেরকে কোমলহৃদয়তা, পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং আল্লাহর স্মরণে বিনয়ের গুণে বিভূষিত হতে হবে। তাদেরকে পৌছতে হবে এমন বুলন্দ স্থানে, যেখানে পৌছতে সক্ষম হয়নি কোন উম্মত।

২৯. অর্থাৎ আরবের লোকেরা ছিল মৃতভূমির মতোই জাহেল-গোমরাহ তথা অজ্ঞ আর পথহারা। এখন আল্লাহ্ তাদেরকে ঈমান আর জ্ঞানের রূহ্ দ্বারা জীবিত করেছেন। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন সকল যোগ্যতা-পূর্ণতা। মোট কথা, কোন মৃত থেকে মৃত মানুষেরও হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। সত্যিকার তাওবা করলে আল্লাহ্ পুনরায় তাদের দেহে জীবনীশক্তি ফুঁকে দিতে পারেন।

৩০. অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় খালেস নিয়তে তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে ব্যয় করবে এবং গায়রুল্লাহ্র কাছে কোন বিনিময় আর শুকরিয়া কামনা করবে না, তারা যেন আল্লাহকেই ঋণ দেয়। তাদেরকে নিশ্চিত থাকতে হবে যে, তাদের দান বিফল যাবে না, বিনষ্ট হবে না। বরং কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে তা তাদের ফেরত দেয়া হবে।

www.icsbook.info

هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ

[১৯] আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে—তার রসূলের ওপর, তারাই তো হচ্ছে যথার্থ সত্যবাদী, তারা তাদের মালিকের সামনেও এ সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবে, তাদের সবার জন্যে (রয়েছে) তাদের (মালিকের পক্ষ থেকে) পুরস্কার এবং (সেদিনের সফলতার লক্ষণ)—তাদের নিজেদের নূর [৩১]। অপরদিকে যারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারাই হবে জাহান্নামের বাসিন্দা [৩২]।

রুকুঃ ৩

[২০] তোমরা (ভালো করে) জেনে রেখো যে, এই পার্থিব জীবন তো খেলাধুলা, জাকজমক (প্রদর্শন,) পরস্পর অহংকার প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতির প্রাচুর্যের চেষ্টা সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যেন আকাশ থেকে বর্ষিত (এক পশলা) বৃষ্টি, (যার উৎপাদিত) ফসলের সমাহার কৃষকের মনকে খুশীতে ভরে দেয়, অতপর (সে ফসল যখন ঘরে তোলার উপযোগী হয় তখন) তা শুকিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে তুমি দেখতে পাও যে, তা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করে, পরিশেষে তা অর্থহীন খুড়কুটায় পরিণত হয়ে যায় (কাফেরদের জন্যে পার্থিব জীবনের চেষ্টা সাধনাও এমনি অর্থহীন কর্ম কান্ড ছাড়া কিছুই নয়) আর (সব কিছুর শেষে রয়েছে) পরকালের জীবন, সেখানে (কাফেরদের জন্যে থাকবে) কঠোর আযাব এবং ঈমানদারদের জন্যে (থাকবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (তার) ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। (সত্যি কথা হচ্ছে) দুনিয়ার এই জীবন কতিপয় ধোকা প্রতারনার সামগ্রী বৈ কিছুই নয় [৩৩],

www.icsbook.info

مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا

أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَا أَصَابَ

[২১] (অতএব, হে ঈমানদার বান্দারা) তোমরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করো তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সেই (প্রতিশ্রুত) ক্ষমা ও চিরন্তন জান্নাত পাওয়ার জন্যে ৩৪ (এমন এক জান্নাত) যার আয়তন আসমান যমীনের সমান প্রশস্ত [৩৫], তাকে (তৈরী করে) প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সে সব মানুষদের জন্যে—যারা আল্লাহ ও তার (পাঠানো) রসূলের ওপর ঈমান এনেছে, মূলত এ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার এক (বিরাট রকমের) অনুগ্রহ, যাকে তিনি চান তাকেই তিনি এই অনুগ্রহ প্রদান করেন, আর আল্লাহ্ তায়ালা হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল [৩৬]।

[২২] (এই) যমীনের ওপর (সামগ্রিকভাবে) কিংবা তোমাদের কারো ওপর (ব্যক্তিগতভাবে) যখনি কোনো বিপর্যয় আসে (তোমাদের জানা উচিত যে,) তাকে সংঘটিত করার

---

৩১. হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রঃ) কোরআন মজীদের তরজমায় 'শুহাদা' শব্দকে 'সিদ্দীকুন'-এর সাথে যুক্ত মেনে নিয়ে তরজমা করেছেন। সেভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়, যারা আল্লাহ এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের ওপর পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনে (এবং তাদের আমল আর অবস্থায়ও সে ঈমানের লক্ষন প্রকাশ পেতে হবে) তারাই সত্যিকার এবং পাক্কা ঈমানদার। আর আল্লাহর দরবারে এসব লোকই সাক্ষী হিসাবে অন্যদের অবস্থা বলে দেবেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

'আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে করেছি উম্মাতে ওয়াসাত তথা মধ্য পন্থী জাতি, যাতে তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হও আর রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর (সূরা বাকারা রুকূ' ১৭) আখেরাতে এসব সত্যিকার ঈমানদারকে তাদের নিজ নিজ আমল আর ঈমানের স্তর অনুযায়ী সাওয়াব এবং আলো দান করা হবে (আরো কয়েকভাবে আয়াতটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে; কিন্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করার প্রতি লক্ষ্য রাখা সেসব উল্লেখ করার অনুমতি দেয় না)।

৩২. অর্থাৎ মূলত এদেরই জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩৩. জীবনের প্রথম দিকে মানুষকে খেলাধুলা করতে হয়, এর তামাশা, সাজ-সজ্জা (ফ্যাশন)-এর প্রভাব বিস্তার করা, নাম-কাম হাসিল করা, অতঃপর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলে সহায়-সম্পত্তি আর সন্তান-সন্ততির ফিকির, যাতে আমার পর ঘর-সংসার আবাদ থাকে, সন্তানরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে পারে এসব চিন্তা। কিন্তু এসবই হচ্ছে নিছক নশ্বর উপকরণ, বিনাশ হয়ে যাওয়া বস্তু। যেমন ক্ষেত-খামারের রওনক ও বসন্ত কয়েক দিনের জন্য। অতঃপর একদিন হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং মানুষ আর জন্তু-জানোয়ার তা পদদলিত করে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছাড়ে। সে সজীবতা-শ্যামলতা আর সৌন্দর্যের নাম-নিশানও থাকে না। দুনিয়ার জীবন আর তার উপায়-উপকরণেরও ঠিক একই অবস্থা মনে করবে। মূলত তা হচ্ছে প্রতারণার পুঁজি, ধোকার উপকরণ। মানুষ এর সাময়িক বসন্তে প্রতারিত হয়ে নিজের পরিণতি ধ্বংস করে।

www.icsbook.info

مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا

تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ

(বহু) আগেই (তার বিবরণ একটি গ্রন্থে) লিখে রাখা হয় [৩৭], আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার জন্যে এই কাজটি অত্যন্ত সহজ [৩৮]।

[২৩] যেন (এক দিকে) তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু (সুযোগ সুবিধে) হারিয়ে গেছে তার জন্যে আফসোস না করো (আবার অন্য দিকে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতে যেন তোমরা হর্ষোৎফুল্ল না হও [৩৯] (কারণ এর উভয়টাই আল্লাহ নিজস্ব ব্যাপার, এতে তোমাদের কোনোই অবদান নেই) তাছাড়া, আল্লাহ তায়ালাও এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না যারা উদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে বেড়ায়।

অথচঃমৃত্যুর পর এসব বস্তু কোনই কাজে আসবে না। সেখানে কাজে আসবে অন্য কিছু অর্থাৎ ঈমান এবং নেক আমল। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এসব বস্তু অর্জন করে যায়, মনে করবে তার 'কেল্লা ফতেহ' হয়ে গেছে তার নৌকা কূলে লেগেছে! আখেরাতে তার জন্য রয়েছে মালিকের সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি ঈমানের দওলত থেকে রিক্ত হস্ত হয়ে কুফ্‌রী-নাফরমানীর বোঝা নিয়ে হাজির হবে, তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর যে ব্যক্তি ঈমান থাকা সত্ত্বেও আমলে ত্রুটি করেছে, তার জন্য রয়েছে বিলম্বে বা অবিলম্বে ক্ষমা—অবশ্য কিছু ধাক্কা খাওয়ার পর। সেটা ছিল দুনিয়ার সার কথা, আর এটা হচ্ছে আখেরাতের।

৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বেই সে ব্যবস্থা করে নাও, যাতে ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ হয় এবং জান্নাত পাওয়া যায়। এতে অলসতা আর বিলম্ব করা ঠিক নয়।

৩৫. অর্থাৎ আসমান-যমীন উভয়কে এক করলে যা হয়, তার সমান হবে জান্নাতের প্রশস্ততা। দৈর্ঘ কত হবে, তা আল্লাহ-ই জানেন।

৩৬. অর্থাৎ ঈমান আর আমল জান্নাত লাভের কারণ নিঃসন্দেহে; কিন্তু আসলে তা পাওয়া যায় আল্লাহর অনুগ্রহে। আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়াই মুশকিল—জান্নাত পাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।

৩৭. দেশে যে সাধারণ আপদ দেখা দেয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ইত্যাদি এবং স্বয়ং তোমাদের ওপর যে বিপদ আসে, যেমন রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি, সে সবই আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকে সিদ্ধান্ত করা এবং তা 'লওহে মাহফূযে' লেখা আছে। তদনুযায়ী তা দুনিয়ায় প্রকাশ পাবে অবশ্যই। সামান্য পরিমাণও কম-বেশী বা আগ-পর হতে পারে না।

৩৮. অর্থাৎ আল্লাহর সত্ত্বায়ই নিহিত রয়েছে সব কিছুর জ্ঞান। কোন কিছুই করতে হয় না

www.icsbook.info

وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ
الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ
وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ

[২৪] (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেননা) যারা নিজেরা (অর্থনৈতিক লেন দেনে) কার্পণ্য করে আবার অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ দেয় [৪০]। যে ব্যক্তি (জেনে বুঝে) আল্লাহর হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (তার জানা উচিত) আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি মহান প্রশংসায় প্রসংশিত [৪১]।

[২৫] আমি অবশ্যই আমার রসূলদের কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ (মানুষদের কাছে) পাঠিয়েছি,(মানুষদের সঠিক পথ নির্দেশের জন্যে) আমি তাদের সাথে কেতাব পাঠিয়েছি—পাঠিয়েছি (আমার পক্ষ থেকে এক) ন্যায় দন্ড, যাতে করে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের ওপর কায়েম হতে পারে [৪২]। তাদের জন্যে আমি লোহাও পয়দা করেছি [৪৩], যার মধ্য (একদিকে যেমন রয়েছে) প্রচুর ক্ষমতা (অন্য দিকে রয়েছে) মানুষের বহুবিধ উপকার [৪৪]। (এসব কিছু পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে) এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে চান যে, কে আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলকে (জান্নাত জাহান্নামের অস্তিত্ব) না দেখেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে [৪৫]। (মূলত আল্লাহর নিজের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই, কেননা) আল্লাহ তায়ালা প্রচন্ড শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী [৪৬]।

এজন্য তাঁকে। তবে তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সেসব ঘটনা কেতাবে, ('লওহে মাহফূযে') সন্নিবিষ্ট করে রাখা তাঁর জন্য কিসের কষ্ট কর?

৩৯. অর্থাৎ এতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত করেছেন এজন্য, যাতে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পার যে, তিনি তোমাদের জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা অবশ্যই তোমাদের নিকট পৌঁছবে। আর যা নির্ধারণ করেননি তা কিছুতেই তোমাদের হাতে আসবে না। আল্লাহর আদি জ্ঞানে যা কিছু সাব্যস্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি হবে। সুতরাং যে কল্যানের বস্তু তোমাদের হাতে আসবে না, তজ্জন্য দুঃখিত ও অস্থির হয়ে পেরেশান হবে না। আর কিসমতের জোরে যা কিছু হাতে আসবে, সেজন্য দম্ভ-অহমিকা প্রকাশ করবে না; বরং বিপদ আর ব্যর্থতার সময় সবর আর আত্মসমর্পণ এবং শান্তি-সফলতার সময় শোকর আর প্রশংসায় কাটাবে।

এ আয়াতে আগে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের উপকরণের পেছনে পড়ে

www.icsbook.info

عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي

ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

فٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى

রুকুঃ ৪

[২৬] আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে (মানুষদের কাছে) আমার রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে আমি (পরবর্তি যমানার মানুষের হেদায়াতের জন্যে) নবুয়ত ও কেতাব (প্রেরণের ব্যবস্থা করে) রেখেছিলাম [৪৭], অতপর (এই নবুয়ত ও কেতাব পাঠানোর ফলে) তাদের (সন্তানদের) মাঝে কিছু কিছু লোক সঠিক পথ অবলম্বন করেছিলো, অবশ্য তাদের অধিকাংশই ছিলো নাফরমান [৪৮]।

আখেরাতবিমুখ হওয়া মানুষের উচিত নয়। আর এ আয়াতে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, এখানকার বিপদাপদে আটকা পড়ে ভারসাম্যের সীমা লংঘন করা ঠিক নয়।

৪০. অধিকাংশ অহংকারী মালদারের অবস্থা এমন হয় যে, অনেক বড় বড় কথা বললেও ব্যয় করার সময় পকেট থেকে এদের কোন পয়সা বের হবে না। কোন ভালো কাজে দান করার তাওফীক তাদের নিজেদের হবে না। আর নিজেদের কথা এবং কাজ দ্বারাও অন্যদেরকে এ সবই তারা বেশী দেবে। সময় মতো অগ্রসর হয়ে কাজ করা সাহসী এবং তাওয়াক্কুলকারীদেরই কাজ। তারা টাকা-কড়িকে ভালোবাসবে না এবং তারা মনে করে যে, কঠোরতা-কোমলতা সবই হয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর পক্ষ থেকেই।

৪১. অর্থাৎ তোমাদের ব্যয় করা-না করায় তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। তিনি তো বে-নিয়াজ-বেপরোয়া সত্তা কারোই মুখাপেক্ষী নন তিনি। তাঁর সত্ত্বায় পরিপূর্ণরূপে সমাবেশ ঘটেছে সকল সৌন্দর্যের। তোমাদের কোন কাজ দ্বারা তাঁর কোন সৌন্দর্যে সংযোজন হয় না। লাভ-ক্ষতি সব কিছুই তোমাদের নিজেদের। ব্যয় করলে তোমাদের নিজেদেরই লাভ আর ব্যয় না করলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি।

৪২ কেতাব আর দাঁড়িপাল্লা। এখানে সম্ভবত ওজন করার দাঁড়িপাল্লা বুঝানো হয়েছে। কারণ, এর মাধ্যমে অধিকার আদায় হয়, লেনদেনে ইনসাফ হয়। অর্থাৎ কেতাব এজন্য নাযিল করা হয়েছে, যাতে বিশ্বাস, নৈতিকতা ও কাজকর্মে মানুষ ইনসাফের পথে চলতে পারে—কম-বেশীর পথে পা না বাড়ায়। আর পাল্লা সৃষ্টি করেছেন তিনি এজন্য, যাতে কেনা-বেচা ইত্যাদি ব্যাপারে ইনসাফের পাল্লা কারো প্রতি উঠে বা ঝুঁকে না পড়ে। এটাও হতে পারে যে, শরীয়তকেই পাল্লা বলা হয়েছে, যা অন্তরের এবং অঙ্গের সকল কর্মের কথা তার ভালো-মন্দের কথা, মাপাঝোপা করেই বলে দেয়। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৪৩. অর্থাৎ আমাদের কুদরতে সৃষ্টি করেছি এবং মাটির বুকে স্থাপন করেছি তার খনি।

৪৪. মানে লোহা দ্বারা যুদ্ধের সরঞ্জাম (অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি) প্রস্তুত হয় এবং মানুষের অনেক কাজ হয়।

www.icsbook.info

ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا
عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ
فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ
فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

[২৭] অতপর (তাদের বংশে) একের পর এক করে আমি অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি[৪৯], পরে আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে (রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি,) তাকে আমি (হেদায়াতের গ্রন্থ) ইঞ্জিল দান করেছিল [৫০],(এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠায়) যারা তার আনুগত্য করেছে তাদের মনে(তার প্রতি) দয়া ও করুনা দান করেছিলাম [৫১] (পরবর্তি কালের) সন্যাসবাদ তারা নিজেরাই এর উদ্ভব ঘটিয়েছে, আমি কখনো এই (সন্যাসবাদী ব্যবস্থাকে) তাদের জন্যে নির্ধারণ করিনি। (আমি তো বরং তাদের বলেছিলাম) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে (সন্যাসবাদ বাদ দিয়ে—শুধু নবীর আনুগত্য করে যেতে)। অতপর তারা এখানেও আমার এই বিধান মেনে চলার যথাযথ হক আদায় করেনি [৫২]। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা (সত্যি সত্যিই আমার বিধানের ওপর) ঈমান এনেছে, তাদের আমি (যথার্থ) পুরস্কারই দিয়েছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো নাফরমান।

৪৫. অর্থাৎ আসমানা কেতাব দ্বারা যারা সোজাপথে আসে না এবং পৃথিবীতে ইনসাফের পাল্লা সোজা করে ধারণ করে না, তাদেরকে শায়েস্তা করার প্রয়োজন পড়বে এবং যালেম ও বক্র প্রতিপক্ষের ওপর আল্লাহ এবং রাসূলের বিধানের মর্যাদা ও ক্ষমতা কায়েম রাখতে হবে। তখন অস্ত্রধারণ করতে হবে এবং নির্ভেজাল দ্বীনী জেহাদে লোক কাজে লাগাতে হবে। তখন প্রকাশ পাবে কারা আল্লাহর অনুগত বান্দা, যারা না দেখেও আল্লাহর ভালোবাসায় আখেরাতের অদেখা সাওয়াব আর বিনিময়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে।

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সাহায্য-সহায়তার মুখাপেক্ষী বলে জেহাদের শিক্ষা দেয়া হয়নি, এজন্য উৎসাহিত করা হয়নি। দুর্বল মানুষের কাছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এর মাধ্যমে তোমাদের আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। যেসব বান্দা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তাদেরকে উঁচু মর্যাদায় উন্নীত করা হবে।

৪৭. মানে পয়গাম্বরী আর কেতাবের জন্য এ দু'টি বংশকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। তাদের পর এ সম্পদ তাদের সন্তানদের বাইরে যাবে না।

www.icsbook.info

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ
بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ
الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

২৮] হে আমার ঈমানদার বান্দারা। তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করো এবং তার প্রেরিত রসূলের ওপর ঈমান আনো এর ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের তার দ্বিগুন অনুগ্রহে ভূষিত করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন—সেই আলো—যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে সক্ষম হবে, উপরন্তু তিনি তোমাদের (যাবতীয় গুনাহ্ খাতা) মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু [৫৪]।

[২৯] (তোমাদের অবশ্যই নবীর প্রদর্শিত এই পদ্ধতি মেনে চলতে হবে) যাতে করে আহলে কেতাবরা একথাটা ভালো করে জেনে নিতে পারে যে, আল্লাহ্ তায়ালার সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও তাদের কোনো অধিকার নেই। যাবতীয় অনুগ্রহ! সে তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তায়ালারই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এই অনুগ্রহ দান করেন। মূলত আল্লাহ্ তায়ালা মহান অনুগ্রহশীল [৫৫]।

---

৪৮. যাদের প্রতি এদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে অথবা এভাবে বলা যায় যে, এদের দু'জনের সন্তানদের মধ্যে কিছু লোক সঠিক পথে ছিল আর অধিকাংশই নাফরমান-অবাধ্য প্রমাণিত হয়েছে।

৪৯. অর্থাৎ পরবর্তী রাসূলরা পূর্ববর্তীদেরই পদাংক অনুসরণ করেছেন। মৌলিকভাবে সকলের শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন।

৫০ মানে শেষে বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইনজীল দিয়ে প্রেরণ করেছি।

৫১. অর্থাৎ হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের সঙ্গী, যারা সত্যি সত্যিই তাঁর তরীকা, রীতিনীতি মেনে চলতো, আল্লাহ তাদের অন্তরে কোমলতাকে স্থান দিয়েছিলেন। তারা আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে স্নেহ-ভালোবাসার আচরণ করতো। আর নিজেরা একে অন্যের সঙ্গে করতো ভালোবাসার আচরণ।

৫২. অর্থাৎ বে-দ্বীন রাজা-বাদশাহদের হাতে অতিষ্ঠ হয়ে এবং দুনিয়ার অভাব-অনটনে ঘাবড়ে গিয়ে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের অনুসারীরা পরবর্তীকালে রোহবানিয়্যাত তথা

www.icsbook.info

বৈরাগ্য বাদ নামে একটা বেদয়াত চালু করে—আল্লাহর পক্ষ থেকে যার নির্দেশ দেয়া হয়নি। অবশ্য তাদেরও নিয়ত ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কিন্তু তারা তা ঠিক মতো পালন করতে পারেনি। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেন 'ফকীরী আর দুনিয়া-ত্যাগী হওয়ার এ প্রথা প্রচলন করেছে নাসারারা। এরা জঙ্গলে আস্তানা গেড়ে বসতো। এদের দারা-পরিবার ছিল না। এরা আয়-উপার্জনও করতো না। কারো সঙ্গে মিশতো না। কেবল এবাদাতে নিয়োজিত থাকতো। তারা মানুষের সঙ্গে মিশতো না। এভাবে দুনিয়া ত্যাগ করে বসে থাকার জন্য আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দেননি। কিন্তু তারা যখন নিজেদের ওপর দুনিয়া ত্যাগের নাম চাপিয়েছিল, তখন এর পর্দায় দুনিয়া তলব করা বড় শাস্তি।' ইসলামী শরীয়ত এহেন প্রকৃতিবিরোধী রুহবানিয়্যাতের অনুমতি দেয়নি। অবশ্য কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ হচ্ছে এ উম্মতের জন্য রুহবানিয়্যাত। কারণ মুজাহিদ নিজের সব হিসসা আর সম্পর্ক সত্যি সত্যি ত্যাগ করেই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়।

কোরআন-সুন্নাহ এবং কল্যাণ যুগে ভিত্তি নেই এমন কাজ করাকে বেদয়াত বলে, যে কাজ করা হয় দ্বীন এবং সাওয়াবের কাজ মনে করে।

৫৩. মানে তাদের অধিকাংশই নাফরমান-অবাধ্য। এ কারণে মনে মনে বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও তারা শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনে না।

৫৪. অর্থাৎ এ রাসূলের অনুগত হও, যাতে এসব নিয়ামত পেতে পার। এর ফলে বিগত দিনের অন্যায়-অপরাধের ক্ষমা, প্রতিটি আমলের দ্বিগুণ সাওয়াব এবং আলো নিয়ে চলতে পারবে অর্থাৎ ঈমান আর তাকওয়া দ্বারা তোমাদের অস্তিত্ব যাতে আলোকধন্য হতে পারে—নূরানী হতে পারে। আর আখেরাতে এ নূরই থাকবে তোমাদের সম্মুখে এবং ডান দিকে।

অধমের মতে এ সম্বোধন সেসব আহলে কেতাবের প্রতি—যারা নবীর ওপর ঈমান এনেছিল। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে তখন এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন-এর অর্থ হবে ঈমানের ওপর অটল-অবিচল থাকা। অবশ্য আহলে কেতাবদের দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া সম্পর্কে সূরা কাসাস-এ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনে দেখে নেয়া যেতে পারে।

৫৫. অর্থাৎ আহলে কেতাবরা আগের নবীদের অবস্থা শুনে অনুতাপ করতো যে, আফসোস, আমরা তাদের থেকে দূরে সরে গিয়েছি। সে মর্তবা লাভ করা আমাদের জন্য অসম্ভব, যা নবীদের সোহবত-সংসর্গে থেকেই অর্জিত হতে পারে। আল্লাহ্ এ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। তার সোহবতে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী কামাল ও বুযুর্গী লাভ করা যায়। আল্লাহর অনুগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়নি।

হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) আয়াতটির তাফসীর এভাবেই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ অতীত মনীষী থেকে উক্ত হয়েছে যে, এখানে অর্থ তারা যাতে জানতে পারে শুধু। আহলে কেতাবরা যাতে জানতে পারে (অর্থাৎ যারা এখনো ঈমান আনেনি) যে, আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের কোন হাত নেই আর অনুগ্রহ কেবল আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করতে পারেন। সুতরাং আহলে কেতাবের মধ্য থেকে যারা খাতেমুল আম্বিয়ার প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি তিনি এ অনুগ্রহ করেছেন যে, তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। তাদের অতীত গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং তাদেরকে আলো দান করা হবে। আর যারা ঈমান আনবে না, তারা এসব পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবে।

www.icsbook.info

সূরা আল মোজাদালা

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫৮, আয়াতঃ ২২, রুকুঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ

اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ①

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] (হে রসূল) সেই মহিলার কথা আল্লাহ তায়ালা (যথার্থই) শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিলো এবং (নিজের অসুবিধার কথা বলে বারবার) আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলো [১], আসলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের কথাবার্তাই শুনছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন [২]।

---

১. ইসলাম-পূর্ব যুগে পুরুষ যদি স্ত্রীকে বলতো, তুমি আমার মাতা, তাহলে সে স্ত্রীকে তারা সারা জীবনের জন্য তাদের জন্য হারাম মনে করতো। অতঃপর তাদের মিলিত হওয়ার আর কোন উপায় থাকতো না। নবীর সময়ে একজন মুসলমান (আওস ইবনে সামেত) তার স্ত্রী (খাওলা বিনতে সালাবা) কে একথা বলেছিল। তার স্ত্রী নবীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সব কথা খুলে বলে। নবী বলেন, ঠিক এরকম ঘটনা সম্পর্কে এখনো আল্লাহর কোন বিশেষ হুকুম আসেনি। তবে আমার মনে হচ্ছে, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। এখন তোমরা উভয়ে কি করে মেলামেশা করতে পার। মহিলাটি কান্নাকাটি জুড়ে দেয়, পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে, সন্তানরা উচ্ছন্নে যাবে। নবীর সঙ্গে সে তর্কে প্রবৃত্ত হয়—ইয়া রাসূলাল্লাহ! তালাকের উদ্দেশ্যে একথাগুলো সে বলেনি। কখনো আল্লাহর দরবারে কাতর ফরিয়াদ করতো—হে আল্লাহ! নিঃসঙ্গতা আর বিপদে তোমারই সমীপে ফরিয়াদ করছি সন্তানগুলোকে আমার কাছে রাখলে তারা না খেয়ে মরবে, আর তার কাছে ছেড়ে দিলে এমনিতেই (কেউ খোঁজখবর নেয়ার নেই বলে) মারা যাবে। তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাবে। হে খোদা! নবীর যবানে তুমি আমার সমস্যার সমাধান দাও। এ ঘটনা প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে 'যেহার'-এর বিধান দেয়া হয়েছে।

হানাফী মযহাব মতে, যেহার এই—স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হারাম (যেমন মাতা-ভগ্নি ইত্যাদির)

www.icsbook.info

الَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ ۖ إِنْ
أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا الّٰٓئِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝٢ وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ
مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ
أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣

[২]. তোমাদের মধ্যে যারা (মায়েদের সাথে তুলনা করে) তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যেহার' করে, (তাদের একথাটা ভালো করেই জেনে রাখা উচিত যে) তাদের স্ত্রীরা কখনো তাদের মা নয়—মা তো হচ্ছে তারা—যারা তাদের জন্ম দিয়েছে, (এমন করে) তারা মূলত (একটা জঘন্য) অন্যায় ও (নিতান্ত) মিথ্যা কথাই বলে থাকে [৩], (তারপরও) আল্লাহ তায়ালা (মানুষের) গুনাহ মোচনকারী ও পরম ক্ষমাশীল [৪]।

[৩] যারা (এ ভাবে আপন মায়েদের সাথে তুলনা করে) তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যেহার' করে, অতপর (অনুতপ্ত হয়ে), যা কিছু বলে ফেলেছে তা থেকে ফিরে আসতে চায় (তাদের জন্যে বিধান হচ্ছে যে) তাদের একে অপরকে স্পর্ষ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তি দান (করতে হবে) [৫]। এই (বিধান জারীর) মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বলে দিচ্ছেন [৬] (এ অবস্থায় কি করতে হবে) (কেননা) তোমরা যা করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন [৭]।

এমন কোন অঙ্গের সঙ্গে স্ত্রীর তুলনা করা, সে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার জন্য নিষেধ, যেমন বললে ঃ

'তুমি আমার জন্য এমন , যেমন আমার মাতার পৃষ্ঠদেশ।' 'যেহার'-এর বিস্তারিত বিধান কিফ্‌হের কেতাবে বর্ণিত আছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। আপনার আর সে মহিলার মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছে, তা কেন শুনবেন না তিনি? সে বিপদাপন্ন মহিলার ফরিয়াদে তিনি হাজির হয়েছেন এবং চিরদিনের জন্য এধরনের ঘটনার সমাধানের উপায় বলে দিয়েছেন। সে সম্পর্কে পরে বলা হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ স্ত্রী তো তাকে জন্ম দেয়নি, সে কেমন করে তার সত্যিকার মা হবে? কেবল এতটুকু কথায় কি করে সে সত্যিকার মাতার মতো চিরতরে হারাম হয়ে যেতে পারে? অবশ্য মানুষ যখন আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য না করে মিথ্যা, অযৌক্তিক এবং বাজে কথা বলে বসে, তখন তার বদলা হলো এই যে, তাকে তার কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কাফ্‌ফারা আদায় করেই তার কাছে যাবে—অন্যথায় যাবে না। স্ত্রী তো তারই রয়েছে। নিছক 'যেহার' দ্বারা তালাক হবে না।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَّتَمَاسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذٰلِكَ

لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ

عَذَابٌ أَلِيْمٌ ④ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ كُبِتُوْا

[৪] (তবে) যে (মুক্তি দানের মতো কোনো দাস) পাবেনা (তার জন্যে বিধান হচ্ছে)তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার আগেই একাধারে দু'মাসের রোজা পালন করতে হবে [৮], (স্বাস্থ্যগত কারণে) যে ব্যক্তি সামর্থ রাখবেনা (তার জন্যে বিধান হচ্ছে) ষাট জন মেসকীনকে (পেট ভরে) খাওয়াতে হবে [৯]। এই বিধান এ জন্যেই (তোমাদের দেয়া হচ্ছে) যেন তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনো [১০], (আর মনে রাখবে, 'যেহারের' ব্যাপারে) এই হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। (এই বিধানকে যারা অস্বীকার করে তাদের) জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

---

৪. অর্থাৎ জাহিলী যুগে বা অজ্ঞতাবশত যে কাজ করেছ, তা ক্ষমা করা হলো। এখন হেদায়াত আর নির্দেশ আসার পর আর এরকম করবে না। ভুল করে থাকলে তাওবা করে আল্লাহর থেকে মাফ করিয়ে নেবে। স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগে কাফ্ফারা আদায় করবে।

৫. আগে একথা—'তুমি আমার জন্য যেন আমার মায়ের পিঠ' বলেছিল সহবাস-সংসর্গ মওকুফ করার জন্য। অতঃপর সহবাস করতে চাইলে আগে একটা গোলাম আযাদ করতে হবে। এরপর একে অপরকে স্পর্শ করবে।

হানাফী মযহাব মতে, কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে যৌনকর্মে মিলিত হওয়া এবং যেসব কাজ যৌনকর্মের দিকে নিয়ে যায়, উভয়ই নিষিদ্ধ। কোন কোন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, এ থেকে নবী তাকে মানে স্বামী আওস ইবনে সামেতকে নির্দেশ দেন, কাফ্ফারা পরিশোধ না করে তার মানে স্ত্রী খাওলা বিনতে সালাবার নিকটেও যাবে না।

৬. মানে কাফ্ফারার বিধান দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য, নসিহত করার জন্য, যেন পুনরায় এরকম ভুল না কর এবং অন্যরাও যাতে এ থেকে নিবৃত্ত হয়।

৭. অর্থাৎ তিনি তোমাদের অবস্থার উপযোগী বিধান দেন এবং সে বিধান অনুযায়ী তোমরা কতটা আমল করতে পারবে, সে খবরও তিনি রাখেন।

৮. মানে মধ্যখানে ছাড় দেবে না—বিরতি দেবে না।

৯. গোলাম আযাদ করার সামর্থ না থাকলে রোযা রাখতে হবে। রোযা রাখতে অক্ষম-অপারগ হলে মিসকীনকে খাবার দিতে হবে। বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হের কেতাবে দেখে নেয়া যেতে পারে।

১০. অর্থাৎ জাহিলী যুগের কথা ও কাজ ত্যাগ করে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম আর বিধান মেনে চলবে। এটাই হচ্ছে পূর্ণ মোমেনের কাজ।

www.icsbook.info

كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ؕ

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ

بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ

سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ

مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٧ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ

[৫] যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের তেমনিভাবে অপমানিত করা হবে, যেমনি করে তাদের আগে (আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী) লোকদের অপদস্ত করা হয়েছিলো, আমি তো আমার সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করে দিয়েছি, যারা (আমার এসব আয়াতকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে অবশ্যই (থাকবে) অপমানকর শাস্তি [১১]।

[৬] (সেদিন এই অপমানকর আযাব আসবে) যেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকে পুনরায় জীবন দান (করে হাসরের ময়দানে একত্রিত) করবেন এবং তাদের সবাইকে তিনি বলে দেবেন—তারা (দুনিয়ায় কে) কি করে এসেছে [১২]। আল্লাহ তায়ালা তার সব কর্মকান্ডের পুংখনুংখ হিসেব রেখেছেন, (যদিও) তারা নিজেরা ভুলে গেছে। (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদের সব কয়টি কাজের সাক্ষ্য প্রদান করবেন [১৩]।

রুকুঃ ২

[৭] (ওহে নির্বোধ মানুষ) তুমি কি কখনো এটা অনুধাবন করোনা যে, আসমান সমূহ ও যমীনের যেখানে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন। কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন শলা পরামর্শ হয় এবং (সেখানে) 'চতুর্থ' হিসেবে আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত (থাকেননা) এবং পাঁচ জনের মধ্যে (গোপন পরামর্শ হয় না, যেখানে) 'ষষ্ঠ' হিসেবে (তিনি হাযীর থাকেন না, (এই শলা পরামর্শকারীদের

www.icsbook.info

সংখ্যা) তার চাইতে কম হোক কিংবা বেশী (এবং তখন) তারা যেখানেই থাকনা কেন-আল্লাহ্ তায়ালা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন [১৪]। অতপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের (সবাইকে এক এক করে) বলে দেবেন, (তারা দুনিয়ায় জীবনকে (কোথায় গোপনে) কি কাজ করে এসেছে। আল্লাহ্ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

---

১১. মানে আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা লংঘন করা মোমেনের কাজ নয়, বাকী রইলো কাফের। তারা তো আল্লাহর সীমা-রেখার পরোয়া করে না। নিজেদের ইচ্ছা আর মন মতো সীমা নির্ধারণ করে নেয়। আপনি তাদেরকে বাদ দিন। তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। এমন লোকেরা পূর্বেও লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়েছে, এখনো হচ্ছে। আল্লাহর উজ্জ্বল এবং সাফ সাফ আয়াত শোনার পরও অস্বীকৃতিতে অটল থাকা এবং খোদায়ী বিধানের মর্যাদা না দেয়া, সম্মান না করা নিজেদেরকে আযাবে ফাঁসানোর সমার্থক।

১২. মানে তারা যেসব কর্ম করেছে, সেসবের পরিণতি সম্মুখে উপস্থিত হবে। একটা কর্মও বাদ যাবে না, গায়েব হবে না কোন কিছুই।

১৩. মানে নিজেদের জীবনের অনেক কর্মের কথাই তাদের স্মরণ নেই, বা সেসবের প্রতি লক্ষ্যই নেই; কিন্তু আল্লাহর নিকট সেসব কর্ম এক এক করে সংরক্ষিত আছে। সেদিন সেসব কর্মের রেকর্ড সামনে উপস্থাপন করা হবে।

১৪. মানে কেবল কি তাদের কর্মেই সীমাবদ্ধ? আসমান-যমীনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমুদয় বস্তুই তো আল্লাহর ইলমে রয়েছে। কোন মজলিস-আসর, কোন কানাকানি-ফিসফিস আর গোপন থেকে গোপন কোন পরামর্শই এমন নেই, আল্লাহ্ তাঁর পরিবেষ্টনকারী জ্ঞান নিয়ে যেখানে উপস্থিত থাকেন না। যেখানে তিনজন লোক গোপনে পরামর্শ করছে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, সেখানে চতুর্থ কেউ শুনছে না। পাঁচ জনের কমিটি যেন একথা মনে না করে যে, সেখানে কোন ষষ্ঠ শ্রোতা নেই। ভালো করে জেনে নাও যে, তিনজন হোক বা পাঁচজন, বা তার চেয়ে কম-বেশী, যেখানেই থাকুক আর যে অবস্থায়ই থাকুক, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পরিবেষ্টনকারী জ্ঞান নিয়ে তাদের সঙ্গে রয়েছেন। কোন অবস্থায়ই তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না।

পরামর্শে কেবল দু'জন লোক থাকলে বিরোধকালে কোন একটা মতকে প্রাধান্য দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণত বেজোড় সংখ্যা রাখা হয়। এক-এর পর প্রথম বেজোড় সংখ্যা হচ্ছে তিন এরপর পাঁচ। খুব সম্ভব এ কারণে এ দু'টি সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে আর না এর চেয়ে কমে, না এর চেয়ে বেশীতে—এ আয়াতাংশে এ সংখ্যা রাখা হয়েছে। অবশ্য হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক গঠিত খিলাফত সংক্রান্ত কমিটিকে ছয় জন বুযুর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা (অথচ ৬ সংখ্যাটি বেজোড় নয়) সম্ভবত তিনি এটা করেছিলেন এজন্য যে, তখন এরা ছয় জনই ছিলেন খিলাফাতের জন্য সবচেয়ে যোগ্য এবং উপযুক্ত ব্যক্তি। এদের কাউকেই বাদ দেয়া যায় না। উপরন্তু খলীফা বাছাই করা হচ্ছিলো এ ছয় জনের মধ্য থেকেই। এটা স্পষ্ট যে, একজনের নাম প্রস্তাব করার পর মতামত দেয়ার জন্য তো পাঁচ জনই অবশিষ্ট থাকে। এর পরও হযরত উমর (রাঃ) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে উভয় পক্ষে সমান সমান মত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালাই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

الرَّسُولِ ۚ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ

وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ

جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝٨ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا

[৮] তুমি কি তাদের লক্ষ্য করোনি যে, যাদের নিষেধ করা হয়েছিলো (আল্লাহ ও তার রসূল সম্পর্কে কোনো) গোপন কানাঘুষা না করতে (কিন্তু) তারা ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করলো—যা করতে তাদের বারন করা হয়েছিলো। তারা একে অপরের সাথে সুস্পষ্ট গুনাহর কাজ, মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে কানাঘুষা করতে লাগলো [১৫], (অথচ) এরা যখন তোমার সামনে আসে তখন তোমাকে এমন ভাবে অভিভাদন জানায়—যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অভিভাদন জানান না। (আর এ সব প্রতারণার সময়) ওরা মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কোনো প্রকার শাস্তি দিচ্ছেন না কেন? (তুমি তাদের বলো) জাহান্নামই তাদের (শাস্তির) জন্যে যথেষ্ট, তার আগুনে (পুড়েই) তারা দগ্ধ হবে, কতো নিকৃষ্ট (তাদের সেই) পরিণাম ১৬;

---

১৫. নবীর মজলিসে বসে মোনাফেকেরা কানাঘুষা করতো, গুজগুজ-ফিসফিস করতো, মজলিসের লোকজনকে বিদ্রূপ করতো, তাদের দোষ ধরতো। একে অপরের কানে কানে এমনভাবে কথা এবং চক্ষু দিয়ে ইঙ্গিত করতো, যাতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কষ্ট হতো। নবীর কথা শুনে তারা বলতো—'এ কঠিন কর্ম আমাদের দ্বারা কেমন করে হবে?' ইতিপূর্বে সূরা নিসায় এধরনের কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এসব কষ্টদায়ক বেহায়ারা তারপরও নিজেদের কর্মকান্ড আর বাড়াবাড়ি থেকে নিবৃত্ত না হলে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তো অন্যান্য নবীদের সঙ্গে আপনাকে এ দোয়া দিয়েছেন—সালাম হোক নবীদের ওপর-সালাম সেসব বান্দার ওপর, যাদেরকে আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছেন, যাদেরকে নির্বাচন করে নিয়েছেন। মুমিনদের কণ্ঠে তিনি নবীকে এ সালামও জানিয়েছেন—হে নবী! সালাম আপনার ওপর, আপনার ওপর আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক। কিন্তু কোন কোন ইহুদী নবীর নিকট উপস্থিত হয়ে এর পরিবর্তে মুখ চেপে বলতো আস্-সামু আলাইকুম, যার অর্থ হচ্ছে—তোমার মৃত্যু হোক। যেন আল্লাহ নবীকে যে শান্তির দোয়া করেছেন, তার বিপরীতে তারা নবীকে বদ দোয়া করতো। অতঃপর তারা নিজেদের পরস্পরে বলতো—এ যদি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকে, তাহলে একথা বলায় কেন আমাদের ওপর তাৎক্ষণিক আযাব আসে না? এর জবাবে বলা হয়েছে—তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। মানে তাড়াহুড়া করবে না। এমন পর্যাপ্ত আযাব আসবে, যার সামনে অন্য আযাবের দরকার হবে না।

www.icsbook.info

إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ

[৯] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন একে অপরের সাথে গোপনে কোনো কথা বলো, তখন কোনো পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের বিরোধীতা সম্পর্কিত কথা কখনো বলোনা। বরং (কখনো গোপনে তেমন কিছু বলতে হলে) একে অপরকে ভালো কাজ ও আল্লাহকে ভয় করা (সম্পর্কিত) কথাই বলো [১৭], (সর্বোপরি) সে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে ভয় করো—যার সামনে (একদিন) তোমাদের (সবাইকে) সমবেত হতে হবে [১৮]।

হাদীস শরীফে ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আসসালামু আলাইকুম-এর পরিবর্তে আস্‌সামু আলাইকুম বলতো। হতে পারে কোন কোন মোনাফেকও এরকম বলে থাকবে। কারণ, সাধারণত ইহুদীরাই ছিল মোনাফেক। নবীর অভ্যাস ছিল, কোন ইহুদী এরকম বললে জবাবে তিনি কেবল বলতেন, ওয়া আলাইকা—আর তোমার ওপরও। একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আস্‌সামু আলাইকার জবাবে ইহুদীকে আলাইকাস সামু ওয়াল লা'নাতু—তোমার ওপর মৃত্যু আসুক এবং লানত পড়ুক—বললে নবী এজবাব পছন্দ করেননি। কারণ, নবীর চরিত্র ছিল শ্রেষ্ঠওউন্নত।

১৭. মানে সত্যিকার মুসলমানদেরকে দূরে থাকতে হবে মোনাফেকদের স্বভাব থেকে। যুলুম-বাড়াবাড়ি এবং আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানীর জন্য তাদের কানাকানি আর পরামর্শ হবে না, বরং তা হতে হবে তাকওয়া, নেকী এবং যুক্তিযুক্ত বিষয় প্রচার করার জন্য। সূরা নিসায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই; তবে দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে যে নির্দেশ দান করতো, তা স্বতন্ত্র—ব্যতিক্রম। কাফের

১৮. মানে সকলকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয়ে তার কাজের রত্তি রত্তি পরিমাণ হিসাব দিতে হবে। কারো যাহের-বাতেন তথা ভেতর-বাইর তাঁর কাছে গোপন নয়। সুতরাং তাঁকে ভয় করার এবং পরহেযগারীর সলা-পরামর্শ ছিল এ উদ্দেশ্যে, যাতে মুসলমানরা দুঃখিত আর মনক্ষুণ্ন হয় এবং ঘাবড়ে যায় যে, না জানি তারা আমাদের সম্পর্কে কি পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করছে! শয়তান তাদের দ্বারা একাজ করাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শয়তান তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। শয়তানের কব্জায় কি আছে? উপকার-অপকার সবকিছুই তো আল্লাহর হাতে নিহিত। তাঁর হুকুম না হলে যতো পরামর্শই করুক আর যতো পরিকল্পনাই আঁটুক না কেন, তোমাদের তারা কিছুই করতে পারবে না-কেশাগ্রও ছিন্ন করতে পারবে না। সুতরাং দুঃখিত আর মনক্ষুণ্ন হওয়ার পরিবর্তে তোমাদেরকে নিজেদের আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখতে হবে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ
لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا
قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑪

[১০] আসলে এদের গোপন শলা পরামর্শ তো হচ্ছে একটা শয়তানী প্ররোচনা, যার (একমাত্র) উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদার লোকদের কষ্ট দেয়া (অথচ এরা জানেনা যে,) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যাতিরেকে তারা ঈমানদারদের বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ঈমানদারদের (এ ব্যাপারে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই; বরং তাদের) উচিত হামেশা আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা

[১১] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন তোমাদের বলা হয়, মজলিস সমূহে (একটু নড়ে চড়ে বসে) জায়গা প্রসস্থ করে দিতে [২০], তখন (রসূলের আদেশ মোতাবেক) জায়গা প্রসস্থ করে দিও। (তাহলে) আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের জন্যে (জান্নাতে) এভাবে জায়গা প্রসস্থ করে দেবেন [২১], আবার কখনো যদি বলা হয় (জায়গা ছেড়ে) উটে দাঁড়াতে, তাহলে উটে দাঁড়িয়ে যেও [২২]। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কেয়ামতের দিন তাদের মহান মর্যাদা দান করবেন [২৩], তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ খবর রাখেন [২৪]।

মজলিসে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনকে কোন সলা-পরামর্শ করতে হাদীস শরীফে বারণ করা হয়েছে। কারণ, এতে তৃতীয় ব্যক্তি মনে দুঃখ পাবে। এপ্রসঙ্গটিও একভাবে বর্তমান আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ মজলিসে দু'জন লোক কানে কানে কথা বললে দর্শক দুঃখ পাবে যে, আমার দ্বারা এমন কি কাজ হয়েছে যে, এরা গোপনে তা বলাবলি করছে!'

২০. মানে এমনভাবে বসবে, যাতে জায়গা প্রশস্ত হয়ে যায় এবং অন্যরাও বসার জায়গা পায়।

২১. মানে আল্লাহ তোমাদের সংকীর্ণতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য নিজ রহমতের দরজা প্রশস্ত করবেন।

২২. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'এ হচ্ছে মজলিসের আদব, কেউ এসে স্থান না পেলে সকলকে একটু একটু সরে যেতে হবে, যাতে স্থান সংকুলান হয়, অথবা (নিজ স্থান থেকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ

[১২] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যদি কখনো রসূলের সাথে একাকী কোনো কথা বলতে চাও, তাহলে (রসূলের ওপর থেকে বোঝা কমানো এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার একটা পদ্ধতি হিসেবে) তোমরা কিছু (সৎ উদ্দেশ্যের) দান (তথা সাদাকা) আদায় করে নেবে, এটা তোমাদের (সবার) জন্যে মংগলজনক ও (রসূলের মজলিসের পরিবেশকে ভালো রাখার একটি পবিত্রতম (পন্থা,) অবশ্য সাদাকা আদায় করার মতো তোমরা যদি কিছু না পাও তাহলে (মনে কষ্টের কোনো কারণ নেই) কারণ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু [২৫]।

উঠে দাঁড়াবে এবং) একটু দূরে গিয়ে গোল হয়ে বসবে (অথবা একেবারে চলে যেতে বলা হলে চলে যাবে)। এটুকু কাজ করতে দম্ভ (বা কার্পণ) করবে না। নেক স্বভাবের প্রতি আল্লাহ মেহেরবান, আর বদ সভাবে আল্লাহ অসন্তুষ্ট।'

মহানবী (সঃ)-এর মজলিসে সকলেই নবীর নৈকট্য কামনা করতো। এতে কোন কোন সময় মজলিসে সংকীর্ণতা দেখা দিতো। এমনকি কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ সাহাবীরাও নবীর নিকটে স্থান পেতেন না। এ কারণে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে স্তরে স্তরে সকলে কল্যাণ লাভের সুযোগ পায়। মজলিসের নিয়ম-শৃংখলাও অটুট থাকে। এখনো এধরনের শৃংখলামূলক ব্যাপারে সভার সভাপতির আনুগত্য করা কর্তব্য। ইসলাম বিশৃংখলা ও অরাজকতা শিক্ষা দেয় না। বরং ইসলাম শিক্ষা দেয় শৃংখলা আর মার্জিত নিয়ম-কানুন। সাধারণ মজলিস সম্পর্কেই যখন এ নির্দেশ, তখন জেহাদের ময়দান আর যুদ্ধের সারি সম্পর্কে তো আরো অনেক বড় নির্দেশ হবে।

২৩. মানে সত্যিকার ঈমান আর প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে আদব আর সভ্যতা শিক্ষা দেয়, তাকে করে বিনয়ী। জ্ঞানী আর ঈমানদাররা কামাল আর যতটা তরক্কী করেন, তাঁরা ততটা বিনয়ী হন এবং নিজেকে নগণ্য বিবেচনা করেন। একারণে আল্লাহ তাঁদের মর্তবা আরো বুলন্দ করেন—যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উপরে তোলেন—মানে তার মর্তবা বুলন্দ করেন। সামান্য ব্যাপার নিয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়া এবং কেন আমাকে ওখান থেকে তুলে দেয়া হলো, কেন এখানে বসতে দেয়া হলো অথবা কেন মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হলো—এমন কথা বলা দাম্ভিক-অভিমানী জাহেল-গোঁয়ারের কাজ। দুঃখের বিষয়, আজ অনেক বুযুর্গ আর আলেম বলে দাবীদার ব্যক্তিও এহেন কার্যকলাপ ও মর্যাদা প্রসঙ্গে যুদ্ধ আর দলাদলি শুরু করেন—যা শেষ হবার নয়। ইন্না লিল্লাহ!

২৪. অর্থাৎ প্রত্যেককে আল্লাহ তার কাজ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা দান করেন এবং কে সত্যিকার ঈমানদার এবং জ্ঞানী, তা তিনিই ভালো জানেন।

২৫. মোনাফেকেরা নবীর কানে কানে নিজেদেরকে বড় বলে জাহির করার জন্য অহেতুক কথা বলতো। আবার কোন কোন মুসলমান গুরুত্বহীন বিষয়ে কানে কানে কথা বলতো আর

نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ

عَلَيْهِمْ ۚ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ

[১৩] তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সাদাকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় করুনা দ্বার তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। (এ ব্যাপারে চিন্তা না করে) তোমরা বরং নামায প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাকো। এবং (সর্ব কাজে সর্ব বিষয়ে) আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করতে থাকো। তোমরা যা করছো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেবহাল রয়েছেন [২৬]।

তাতে এতটা সময় ব্যয় করতো যে, নবীর দ্বারা অন্যরা উপকৃত হওয়ার সুযোগই পেতো না। অথবা নবী কখনো নির্জনতা চাইলে তাতে ব্যাঘাত হতো। কিন্তু আখলাক আর ভদ্রতার খাতিরে তিনি কাউকে নিষেধ করতেন না। এ উপলক্ষে এ বিধান নাযিল হয়। এতে নির্দেশ দেয়া হয় যে, কোন সামর্থবান ব্যক্তি নবীর সঙ্গে কানে কানে কথা বলতে চাইলে তার আগে তাকে কিছু খয়রাত করে আসতে হবে কিছু দান করতে হবে। এতে বেশ কিছু কল্যাণ নিহিত রয়েছে—গরীবদের সেবা, সদকাকারী ব্যক্তির নাফসের তাযকিয়া তথা আত্মার পরিশুদ্ধি, নিষ্ঠাবান মুসলমান আর মোনাফেকের পার্থক্য, কানে কানে কথা বলার লোকের সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি। অবশ্য খয়রাত করার মতো কিছুই যার কাছে নেই, তার জন্য এ বাধ্যবাধকতা নেই, তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ নাযিল হলে মোনাফেকরা কার্পণ্য বশত সে অভ্যাস ত্যাগ করে আর মুসলমানরাও বুঝতে পারে যে, কানে কানে বেশী কথা বলা আল্লাহর পছন্দ নয়। এ জন্যই এ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য শেষে পরবর্তী আয়াত দ্বারা এ বিধান রহিত করা হয়েছে .

২৬. অর্থাৎ সদকার নির্দেশ দেয়ার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে। এখন আমি এ সাময়িক নির্দেশ প্রত্যাহার করছি। যেসব বিধান কখনো রহিত হওয়ার নয়—যেমন নামায-রোযা ইত্যাদি—তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেসব বিধানের আনুগত্যে সদা তৎপর থাকা, সর্বদা নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখা। এতেই যথেষ্ট তায্‌কিয়া-ই নাফ্‌স তথা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জিত হবে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সে বিধান ব্যাপকভাবে কার্যকর করার সুযোগ আসেনি। কোন কোন বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেন—উম্মতের মধ্যে কেবল আমিই এ বিধান অনুযায়ী আমল করেছি—নবীর সঙ্গে কানে কানে কথা বলার পূর্বে সদকা করেছি।

www.icsbook.info

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑭ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑮ اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑯ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۚ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

خٰلِدُونَ ⑰ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا

রুকুঃ ৩

[১৪] (হে নবী), তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ্য করোনি, যারা এমন জাতির সাথে বন্দুত্ব পাতায়—যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন [২৭]। এই (সুযোগ সন্ধানী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়—তারা (এমনি করে) ওদেরও আপন নয় [২৮]। (নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে) এরা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে [২৯]।

[১৫] আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন (জাহান্নামের) কঠোর আযাব[৩০], তারা অবশ্যই দুনিয়ায় জঘন্য অপরাধের কাজ করছিলো [৩১]।

[১৬] তারা তাদের (মিথ্যা) শপথ গুলোকে (নিজেদের স্বার্থ রক্ষার সামনে) ঢাল বানিয়ে নিতো, আর এ ঢালের আড়ালে তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো। অতএব তাদের জন্যে রয়েছে এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

[১৭] আল্লাহ তায়ালার (এই অমোঘ শাস্তির) কাছ থেকে (তাদের বাঁচানোর জন্যে) সেদিন তাদের ধন সম্পদ, সন্ততি সন্তুতি কোনোটাই কোনো কাজে আসবেনা, তারা তো দোজখেরই বাশিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে [৩২]।

---

২৭. মানে এরা হচ্ছে ইহুদী জাতির অন্তর্ভুক্ত মোনাফেক।

২৮. অর্থাৎ মোনাফেকরা পুরোপুরি তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, তারা তো অন্তরে অন্তরে কাফের। আবার তারা পুরোপুরি মোনাফেক ইহুদীদের মধ্যেও গণ্য নয়। কারণ, মুখে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলেঃ

'এরা দোদুল্যমান—এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়।'

২৯. মানে অজ্ঞান্তে অসতর্ক মুহূর্তে নয়, বরং জেনেশুনে মিথ্যা কসম করে মুসলমানদের বলেঃ তারা নিশ্চিতই তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তোমাদের মতোই সাচ্চা ঈমানদার। অথচ ঈমানের সঙ্গে তাদের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই।

৩০. অন্যত্র তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ

'মোনাফেকরা স্থান পাবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।'

www.icsbook.info

يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ
هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ
ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

[১৮] যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে (সবার হিসাব বুঝে নেয়ার জন্যে) পুনরুজ্জীবিত করবেন—সেদিন তারা তার সামনেও (এই একই ধরনের মিথ্যা) শপথ (করে নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির চেষ্টা) করবে—যেমনি করে তারা (আজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে) তোমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করছে, তারা ভাববে (দুনিয়ার মতো সেখানেও এ শপথের মাধ্যমে বুঝি) কিছু উপকার পাওয়া যাবে [৩৩], (হে রসূল) তুমি(এদের থেকে) সাবধান থেকো, এরা হচ্ছে মিথ্যাচারী [৩৪]।

[১৯] (আসল কথা হচ্ছে এই যে,) শয়তান এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে। শয়তান এদের আল্লাহর স্মরণ (সম্পূর্ণ) ভুলিয়ে দিয়েছে, [৩৫] মূলত এরাই হচ্ছে শয়তানের দল। (হে রসূল) তুমি জেনে রাখো যে শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য [৩৬]।

৩১. অর্থাৎ এখন বুঝতে না পারলেও মোনফেকীর একাজটা করে তারা নিজেদের জন্য খারাপ বীজ বপন করছে।

৩২. অর্থাৎ মিথ্যা কসম খেয়ে তারা মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের জান-মাল রক্ষা করছে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করে বন্ধুত্বের বেশে অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসা থেকে বারণ করছে। স্মরণ রাখতে হবে যে, এভাবে তারা কোনই মর্যাদা পাবে না। কঠিন যিল্লতীর আযাবে তারা অবশ্যই পাকড়াও হবে। আর শাস্তির সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহর হাত থেকে কেউই তাদের রক্ষা করতে পারবে না। কাজে আসবে না অর্থ-সম্পদ, কাজে আসবে না সন্তান-সন্ততি। অথচ এ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তারা মিছেমিছি কসম খেযে বেড়াতো!

৩৩. মানে এখানে দুনিয়াতে যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে, তা সেখানে পরকালেও দূর হবে না। যেভাবে তোমাদের সামনে মিথ্যা বলে বেঁচে যায় এবং মনে করে আমরা বড়ই চালাক, বড়ই হুশিয়ার, আমরা বড়ই ভালো চাল চালছি, তেমনি আল্লাহর সম্মুখেও মিথ্যা কসম খাওয়ার জন্য তৈরী হবে। বলবে—পরওয়ারদেগার! আমরা এরকম ছিলাম না, ছিলাম ওরকম। হয়তো সেখানেও তারা মনে করবে যে, এতটুকু বলেই বুঝি ছাড়া পেয়ে যাবে।

৩৪. নিঃসন্দেহে আসল এবং ডাবল মিথ্যাবাদী তারা, আল্লাহর সম্মুখেও মিথ্যা বলতে যাদের লজ্জা হয় না।

৩৫. শয়তান যার ওপর পুরোপুরি চেপে বসে, তার বুদ্ধি-বিবেক লোপ পায়। আল্লাহ বলতে যে একজন আছেন তা-ও তার মনে থাকে না কিছুই। আল্লাহর আযমত বুযুর্গী তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও

www.icsbook.info

أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ
مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ
حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

[২০] যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা অবশ্যই চরম সেদিন লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

[২১] (আর) আল্লাহ তায়ালা তো এটা সিদ্ধান্ত (জানিয়ে) দিয়েছেন যে, 'আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়ী হবো' নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী [৩৭]।

[২২] (হে রসূল) তুমি কখনো আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান এনেছে—এমন একটি সম্প্রদায়কেও পাবেনা যে—তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বেড়ায়, যদি সেই (আল্লাহ বিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা ছেলে ভাই কিংবা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয়, (তবুও তারা আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের কখনো ভালোবাসবেনা, সত্যের ব্যাপারে) এই (আপোষহীন) ব্যক্তিরাই হচ্ছে সে সব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের সিদ্ধান্ত এঁকে দিয়েছেন [৩৮] এবং নিজস্ব গায়বী মদদ দিয়ে তিনি (এই দুনিয়ায়) তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন, [৩৯] কেয়ামতের দিন তিনি তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর প্রসন্ন হবে এবং তারাও (পুরস্কার দেখে সেদিন) তার ওপর (ভারী) সন্তুষ্ট হবে [৪০], এরাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব বাহিনী, (আর এটা তো) জানা কথাই যে, আল্লাহর বাহিনীই শেষতক সাফল্য লাভ করবে [৪১]।

www.icsbook.info

মর্যাদা সে কি বুঝবে: সম্ভবত হাশর ময়দানেও মিথ্যা বলার ক্ষমতা দিয়ে তার নির্লজ্জতা আর বোকামি প্রকাশ করা হবে। এ জ্ঞান-বুদ্ধি-রহিত ব্যক্তি এতটুকুও বুঝতে পারছে না যে, আল্লাহর সম্মুখে তারা মিথ্যা বলবে কেমনে!

৩৬. শয়তানী বাহিনীর পরিণতি নিঃসন্দেহে খারাপ। দুনিয়াতেও তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত সাফল্যের মুখ দেখতে পাবে না; আখেরাতেও থাকবে না কঠোর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায়।

৩৭. অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের সঙ্গেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে তারা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ এবং লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন যে, শেষ পর্যন্ত সত্যই জয়ী হবে। তাঁর রাসূলই হবেন বিজয়ী আর সাহায্যপ্রাপ্ত। পূর্বে বেশ কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৮. মানে তাদের অন্তরে ঈমান বদ্ধ মূল করে দিয়েছেন এবং প্রস্তরে রেখাপাতের মতো তিনি ঈমানকে করেছেন সুদৃঢ়।

৩৯. মানে তিনি তাদেরকে দান করেছেন গায়বী নূর, যাতে তাদের অন্তর লাভ করে এক বিশেষ ধরনের তাৎপর্যমণ্ডিত জীবন, অথবা রুহুল কুদ্স (জিব্রাঈল) দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন।

৪০. মানে তারা আল্লাহর খাতিরে সব কিছু থেকে বিমুখ হয়েছে, হয়েছে সব কিছুর ওপর অসন্তুষ্ট। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট, তার আর কি চাই?

৪১. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'অর্থাৎ যারা বন্ধুত্ব করে না আল্লাহর বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে, এমন কি তারা পিতা বা পুত্র হলেও নয়, এমন লোকরাই সত্যিকার ঈমানদার। তারাই এহেন মর্যাদা লাভ করে।' সাহাবায়ে কেরামে! অবস্থা ছিল এই যে, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে তাঁরা কোন বস্তু এবং কোন ব্যক্তিরই পরোয়া করেননি। এজন্য হযরত আবু ওবায়দা তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) স্বীয় পুত্র আব্দুর রহমানের মোকাবেলায় বের হতে উদ্যত হন। হযরত মুস্‌য়াব ইবনে উমাইর তাঁর ভাই উবাইদ ইবনে উমাইরকে হত্যা করেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব হত্যা করেন আপন মামা আস ইবনে হিশামকে। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, হযরত হামযা এবং হযরত উবায়দা ইবনুল হারিস আপন আপন নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা আর ওলীদ ইবনে উতবাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেননি বিন্দুমাত্র। আর মোনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল্লাহ—যিনি ছিলেন সাচ্চা মুসলমান—নবীর খিদমতে আরয করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নির্দেশ দান করলে আমি আমার পিতার মস্তক এনে খেদমতে হাজির করতে প্রস্তুত। কিন্তু নবী তাঁকে সে নির্দেশ দেননি।

—আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন আর তাঁরা সন্তুষ্ট থাকুন আল্লাহর প্রতি। আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন তাঁদের ভালোবাসা ও অনুসরণ এবং তার উপরেই তিনি আমাদেরকে মৃত্যু দিন। আমীন।

www.icsbook.info

সূরা আল হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৫৯, আয়াতঃ ২৪, রুকুঃ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

الْحَكِيْمُ ۝١ هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا

اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ

لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ

بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى

الْاَبْصَارِ ۝٢ وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] আসমান সমূহ ও যমীনের যেখানে যা কিছু আছে তারা সবাই আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা করছে। আল্লাহ্ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়[১]।

[২] তিনিই হচ্ছেন—সেই মহান সত্বা, যিনি আহলে কেতাবদের মাঝে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তাদের নিজ বাড়ি ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন[২], প্রথম নির্বাসনের দিনেই[৩] অথচ তোমরা তো (একথা) কল্পনাও করোনি যে, ওরা (কোনোদিন এই শহর থেকে) বেরিয়ে যাবে। (আর তারা নিজেরাও কিন্তু সে চিন্তা করেনি) তারা (তো বরং) ভেবেছিলো যে তাদের দুর্ভেদ্য দূর্গগুলো তাদের আল্লাহর (বাহিনী) থেকে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু তাদের ওপর এমন এক দিক থেকে আল্লাহর

www.icsbook.info

(পাকড়াও) এসে তাদের ধরে ফেললো—যা ছিলো তাদের কল্পনার বাইরে, আল্লাহর সে পাকড়াও তাদের অন্তরে এক প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার করলো [৪] ফলে তারা (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে) নিজেদের হাত দিয়ে এবং (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) মুসলমানদের হাত দিয়ে নিজেদের বাড়ি ঘর ধ্বংস করে দিলো [৫], অতএব (এদের এই নির্বাসনের ঘটনা থেকে) হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো [৬]।

---

১. তাঁর দোর্দন্ড প্রতাপ আর মহা জ্ঞানের নিদর্শন প্রসঙ্গে একটা ঘটনা পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

২. মদীনার পূর্বদিকে কয়েক মাইল দূরে এক ইহুদী জাতি বসবাস করতো, যাদেরকে বলা হতো বনু নযীর। এরা ছিল বেশ সংঘবদ্ধ এবং পুঁজিপতি ধরনের । নিজেদের সুরক্ষিত দুর্গের জন্য তারা ছিল গর্বিত। হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে প্রথম দিকে এরা সন্ধি করে নবীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। তারা স্বীকার করে নেয় যে, আপনার সঙ্গে মোকাবেলায় আমরা কারো সাহায্য করবে না। অতঃপর তারা মক্কার কাফেরদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে। এমন কি তাদের একজন বড় সর্দার কা'ব ইবনে আশ্‌রাফ মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মুখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশের সঙ্গে চুক্তি করে। অবশেষে আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এ গাদ্দারকে হত্যা করেন। এরপরও বনু নযীরের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কাজ অব্যাহত থাকে। কখনো প্রতারণা করে কয়েকজন সঙ্গীসহ নবীকে ডেকে নিয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। একদা রাসূল এক স্থানে বসেছিলেন, তারা সেখানে ওপর থেকে চাক্কীর একটা পাল্লা ছুঁড়ে মারে। তা গায়ে পড়লে মারা যাওয়ারই কথা। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ তাকে হেফাযত করেছে। অবশেষে তিনি মুসলমানদেরকে সমবেত করলেন। উদ্দেশ্য, তাদের সঙ্গে লড়াই করা। মুসলমানরা দ্রুত প্রস্তুত হয়ে তাদের বাড়ী-ঘর এবং দুর্গ অবরোধ করে ফেললে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। সাধারণ যুদ্ধের সুযোগই হয়নি। তারা বিচলিত হয়ে সন্ধির আবেদন জানায়। অবশেষে সাব্যস্ত হলো যে, তারা সে জায়গা খালি করে দেবে। তাদের প্রাণহানি ঘটানো হবে না। যেসব আসবাবপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে, নিয়ে যাবে। তাদের অবশিষ্ট বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, বাগান ইত্যাদি মুসলমানরা অধিকার করে নেয়। আল্লাহ তায়ালা সেসব ভূমি গনীমতের মালের মতো বন্টন করাননি। কেবল নবীর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। রাসূল অধিকাংশ ভূমি মহিদজিরদের মধ্যে বন্টন করেছেন। এভাবে আনসারদের পক্ষে মুহাজিরদের জন্য ব্যয়ভার কিছুটা লাঘব হয় এতে মুহাজির-আনসার উভয়ই উপকৃত হয়। উপরন্তু নবী তাঁর পরিবারের এবং যারা গমনাগমন করতো, তাদের বার্ষিক ব্যয় নির্বাহও তিনি তা থেকেই করতেন। এভাবে ব্যয় করার পর যা অবশিষ্ট থাকতো, তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতেন। বর্তমান সূরায় সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ সামান্য হামলায়ই তারা ঘাবড়ে যায় এবং প্রথম মুখোমুখি হতেই বাড়ীঘর এবং দুর্গ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হয়। কোন দৃঢ়তাই তারা এখানে প্রদর্শন করেনি। কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন, তাদের জন্য এভাবে দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার মওকা এটাই প্রথম। ইতিপূর্বে এধরনের ঘটনা ঘটেনি। অথবা এ এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদীনা ত্যাগ করে অনেকে খায়বর ইত্যাদি স্থানে গমন করে। আর দ্বিতীয় হাশর হয় হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে। অর্থাৎ অন্যান্য ইহুদী-খৃষ্টানের সঙ্গে এরাও খায়বর থেকে শাম দেশের দিকে নির্বাসিত হয়, সেখানেই হয়েছিল তাদের শেষ হাশর। একারণে সিরিয়াকে আরদুল হাশর তথা হাশরের দেশও বলা হয়।

www.icsbook.info

الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ

[৩] যদি আল্লাহ্ তায়ালা ওদের ব্যাপারে (এই শহর থেকে) নির্বাসন করার সিদ্ধান্ত না করতেন, তাহলে (আগেকার জাতি সমূহের মতো) তিনি তাদের এই দুনিয়ায় (রেখেই) কঠোর শাস্তি দিতে পারতেন, (অবশ্য) তাদের জন্যে পরকালে (তাদের আসল শাস্তি) জাহান্নামের আগুন তো রয়েছেই ৭।

[৪] (তাদের এ শাস্তির বিধান) এজন্যেই (রাখা হয়েছে) যে তারা আল্লাহ ও তার রসূলের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরন করেছিলো, আর যে কেউই আল্লাহর বিরোধীতা করে (তার জানা উচিত যে) আল্লাহ্ তায়ালা শাস্তি দানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ৮।

---

৪. অর্থাৎ তাদের সাজ-সরঞ্জাম, সুদৃঢ় দুর্গ আর যুদ্ধংদেহী ভাবসাব দেখে তোমাদের ধারণা হয়নি যে, এত শীঘ্র এত সহজে তারা অস্ত্র সংবরণ করবে, আর তারাও ভাবতে পারেনি যে, মুষ্টিমেয় সাজসরঞ্জামহীন মুসলমান এভাবে তাদের পতন ঘটাবে। তারা সে খরগোশের খোয়াবে ছিল যে, মুসলমানরা (যাদের মাথায় রয়েছে আল্লাহর হাত) আমাদের দুর্গ পর্যন্ত পৌছার সাহসই করবে না। আর এভাবেই তারা যেন আল্লাহর হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু তারা দেখতে পেয়েছে যে, কোন শক্তিই আল্লাহর হুকুমকে রোধ করতে পারেনি। তাদের ওপর হুকুম পৌছেছে সেখান থেকে, যেখান সম্পর্কে তারা ধারণা-কল্পনাও করতে পারেনি। অর্থাৎ ভেতর থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। তাদের মনের ওপর প্রভাব ছেয়ে দিয়েছেন সাজ-সরঞ্জামহীন মুসলমানদের। একে তো নিজেদের সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফের অকস্মাৎ হত্যাকান্ডে পূর্ব থেকেই তারা ছিল ভীত-বিহ্বল, আর এখন মুসলমানদের অতকেত আক্রমণ তাদের অবশিষ্ট হিম্মতও বিলীন করে দিয়েছে।

৫. অথাৎ লোভে-ক্ষোভে এবং গোস্সার আতিশয্যে নিজেদের হাতেই তারা গৃহের কাঠ-খুঁটি উপড়ে ফেলতে শুরু করে, যাতে করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মতো কোন কিছু থেকে না যায় এবং মুসলমানদের হস্তগত না হয়। একাজে মুসলমানরাও তাদের সহযোগিতা করে। একদিকে তারা নিজেরা নিজেদের বাড়ি-ঘর ভাংছিল, অন্যদিকে মুসলমানরাও ভালোভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মুসলমানদের হাতে তাদের যে ধ্বংস সাধিত হয়েছে তাও ছিল সে হতভাগাদের চুক্তি ভঙ্গ আর অন্যায়েরই পরিণতি।

৬. অর্থাৎ চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য এ ঘটনায় রয়েছে বিরাট শিক্ষণীয় বিষয়। আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন কুফ্র, যুলুম, চুক্তিভঙ্গ আর অন্যায়ের পরিণতি কেমন হয়। আল্লাহ্ তায়ালা এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কেবল বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে আল্লাহর কুদরত থেকে মুখ ফিরেয়ে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৭. মানে দেশান্তরে বিতাড়নের শাস্তি ছিল তাদের ভাগ্যলিপি, তাদের কিসমত। এটা না হলে তাদেরকে দুনিয়ায় অন্য কোন শাস্তি দেয়া হতো—যেমন, বনু কুরাইযার মতো হত্যা করা হতো। মোট কথা, শাস্তি থেকে তারা রেহাই পেতো না। এটা মহান আল্লাহর হেকমত যে,

الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا

فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

[৫] (তাদের নির্বাসনের সময়) তোমরা যে সব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো এবং যেগুলোকে (না কেটে) তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো, (তার কোনোটা অসংঘত কাজ ছিলো না বরং) তা ছিলো আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ক্রমেই ৯ (আর আল্লাহ তায়ালা এই অনুমতি একারণেই দিয়েছেন যে) যাতে করে তিনি এ দ্বারা নাফরমানদের অপমানিত করতে পারেন ১০।

হত্যার পরিবর্তে কেবল দেশান্তরিত করাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন। কিন্তু দন্ড লঘু করার এ প্রক্রিয়া কেবল পার্থিব জীবনে, আখেরাতের দন্ড কোন মতেই সে কাফেরদের থেকে হটানো যাবে না। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'এ জাতি সিরিয়া থেকে পলায়ন করে এখানে আগমন করলে তাদের সমাজের বড়রা বলেছিল, একদিন আবার তোমাদেরকে এখান থেকে পুনরায় ইরান হয়ে সিরিয়ায় যেতে হবে, হয়েছেও তাই। তখন উজাড় হয়ে তাদের (কিছু লোক সিরিয়া গমন করে আর কিছু) খায়বর চলে যায় অতঃপর হযরত উমরের যমানায় সেখান থেকে উজাড় হয়ে সিরিয়া গমন করে।'

৮. মানে এমন মোনাফেকরা এমন কঠোর শাস্তিই লাভ করে থাকে।

৯. তারা দুর্গের মধ্যে আটকা পড়লে নবী তাদের বৃক্ষ কর্তন করার এবং বাগান উজাড় করার অনুমতি দেন, যাতে এসবের মায়ায় বাইরে এসে লড়াই করতে তারা বাধ্য হয়। এবং যাতে উন্মুক্ত ময়দানে যুদ্ধকালে বৃক্ষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে না পারে। কিছু বৃক্ষ কাটা হয় এবং কিছু অবশিষ্ট রাখা হয়, যাতে বিজয়ের পর মুসলমান কাজে আসে। এতে কাফেররা দুর্নাম রটাতে শুরু করে দেয় যে, নিজে তো বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বারণ করে। কিন্তু বৃক্ষ কাটা আর বাগানে আগুন ধরানো কি বিপর্যয় নয়? এপ্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ এসব কিছুই হচ্ছে মহান আল্লাহর হুকুমে আর আল্লাহর হুকুম কার্যকর করাকে ফাসাদ-বিপর্যয় বলা চলে না। কারণ, এতে নিহিত রয়েছে অনেক হেকমত, অনেক উপকারিতা। এসব উপকারিতার কিছু উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ যাতে তিনি মুসলমানদেরকে ইজ্জত দান করেন আর কাফেরদেরকে করেন লাঞ্ছিত। আর হয়েছেও তাই। যে বৃক্ষ কাটা হয়নি, তাতে নিহিত ছিল মুসলমানদের সাফল্য আর কাফিররা তা দেখে উত্তেজিত-মর্মাহত হতো। কারণ, মুসলমানরা এসব বৃক্ষ ভোগ-ব্যবহার করবে, তা দ্বারা উপকৃত হবে। আর যেসব বৃক্ষ কেটে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতেও নিহিত ছিল মুসলমানদের আর একটা সাফল্য অর্থাৎ তা হবে মুসলমানদের জন্য বিজয়ের প্রতীক আর কাফেরদের জন্য তা হবে ক্ষোভ-দুঃখের কারণ, যাতে তারা হয়ে উঠবে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ। তারা ক্ষিপ্ত হবে এই ভেবে যে, কিভাবে মুসলমানরা আমাদের এসব জিনিস ভোগ-ব্যবহার করছে। একারণে উভয় কাজ অর্থাৎ জ্বালিয়ে দেয়া এবং বহাল রাখা উভয়ই ছিল বৈধ এবং যুক্তিসঙ্গত।

www.icsbook.info

مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ
يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ مَآ
اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا
يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۭ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ
فَخُذُوْهُ ۤ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

[৬] (এই নির্বাসনের ঘটনার ফলে) আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে নিয়ে যে সব ধন সম্পদ তার রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন (তা ছিলো তারই একান্ত অনুগ্রহ), তোমরাতো এ (গুলো পাওয়ার) জন্য কোনো ঘোড়ায় কিংবা উষ্ট্রে আরোহন (করে যুদ্ধ) করোনি, (এটা ছিলো আল্লাহরই ফায়সালা) আল্লাহ তায়ালা যার ওপরই চান তার ওপরই তার রসূলকে কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন, আর আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ের ওপরই শক্তিমান [১১]।

[৭] আল্লাহ তায়ালা (সেই নির্বাসিত) জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে তার রসূলের কাছে যা কিছু (ধন সম্পদ) ফিরিয়ে দিয়েছেন, তার (মালিকানা) আল্লাহর, রসূলের [১২], আত্মীয় স্বজনের [১৩], ইয়াতীম মেসকীন ও পথচারীদের জন্যে, (এ সম্পদ এমন ভাবে বন্টন করবে) যেন তা (কেবল) তোমাদের (সমাজের) বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয় [১৪]। এবং (আল্লাহ) রসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং সে যা কিছু নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো [১৫]। এবং (এ ব্যাপারেও) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা [১৬]।

---

১১. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'এ পার্থক্যই তিনি রেখেছেন 'গনীমত' এবং 'ফাই'-এর মধ্যে। যুদ্ধের ফলে যে মাল হস্তগত হয়েছে, তা গনীমত। তাতে এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর নিয়ামত দশমপারার শুরুতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)। অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর যুদ্ধ ছাড়া যে সম্পদ হস্তগত হবে, তার সবটাই থাকবে মুসলমানদের ধনভান্ডারে। (তাদের সাধারণ প্রয়োজনে) আর ব্যয় হবে প্রয়োজনীয় কাজে।

হালকা যুদ্ধের পর কাফেররা যদি ভীত হয়ে সন্ধির জন্য এগিয়ে আসে আর মুসলমানরা তা

www.icsbook.info

মেনে নেয়—এ অবস্থায় সন্ধিলব্ধ মালও ফাই-এর মধ্যে গণ্য হবে। নবীর মোবারক যুগে 'ফাই'-এর মাল একান্তভাবে নবীর ইখতিয়ারে থাকতো। সম্ভবত তাঁর এ ইখতিয়ার ছিল মালিকসুলভ, যা ছিল কেবল তাঁরই জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। যেমনটি প্রতীয়মান হয় বর্তমান আয়াতের শব্দ থেকে। এমনও হতে পারে যে, নবীর সে ইখতিয়ার ছিল নিছক কর্তৃত্বসুলভ। যাই হোক, আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী আয়াতে নবীকে এসব মাল সম্পর্কে হেদায়াত দিয়েছেন, আবশ্যিক বা ঐচ্ছিকভাবে তা অমুক অমুক খাতে ব্যয় করা হোক। নবীর পর সে মাল চলে যায় ইমামের ইখতিয়ার আর ব্যবহারে। কিন্তু ইমামের সে ব্যবহার মালিকসুলভ নয়—নিছক কর্তৃত্বসুলভ। তিনি নিজের শুভ বুদ্ধি আর পরামর্শক্রমে মুসলমানদের সাধারণ প্রয়োজনে তা ব্যয় করবেন। অবশ্য গনীমতের মালের বিধান এর চেয়ে ভিন্ন। এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর তা একান্তভাবে সৈন্যদের হক। আয়াত থেকে তা-ই বুঝা যায়। সৈন্যরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলে তা ভিন্ন কথা। অবশ্য শায়খ আবু বকর রাযী হানাফী আহকামুল কোরআন-এ উল্লেখ করেন যে, এ বিধান অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে। স্থাবর সম্পত্তিতে ইমামের ইখতিয়ার রয়েছে। ভাল মনে করলে তিনি সৈন্যদের মধ্যে তা বন্টন করতে পারেন, আর ভালো মনে না করলে জনকল্যাণ খাতের জন্য রেখে দিতে পারেন। যেমন ইরাক বিজয়কালে হযরত উমর (রাঃ) বড় বড় সাহাবীর পরামর্শক্রমে এ বিধান কার্যকর করেন। এ মত অনুসারে শায়খ আবু বকর রাযী 'ওয়ালামু ইন্নামা গানেমতুম মিন শাইয়িন' কে অস্থাবর সম্পত্তি এবং সূরা হাশরের আয়াতে উল্লিখিত সম্পদকে স্থাবর সম্পত্তি গণ্য করেছেন। তাঁর মতে এ আয়াতে 'ফাই-এর বিধান দেয়া হয়েছে এবং এ আয়াতে গনীমতের মালের নির্দেশ রয়েছে। 'ফাই'-কে গনীমতও বলা যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

১২. প্রথম আয়াতে কেবল বনু নযীরের সম্পদের কথা বলা হয়েছিল। আর এখন 'ফাই' লব্ধ সম্পদ সম্পর্কে নীতি বলে দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ ফাই-এর ওপর অধিকার রসূলের এবং রসূলের ইমামের থাকবে। এটা ব্যয় করা তাঁর কাজ। অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে বরকত স্বরূপ। তিনি তো সকলের, সব কিছুরই মালিক। অবশ্য কা'বার ব্যয় এবং মসজিদের ব্যয়, যা আল্লাহর নামেই হয়, সম্ভবত তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

১৩. মানে নবীর নিকটাত্মীয়দের। নবী তাঁর যমানায় এ সম্পদ থেকে তাদেরকেও দিতেন। আর তাতে ফকীরের শর্তও ছিল না। নবীর চাচা আবু তালিব তো ধনী ছিলেন, কিন্তু নবী তাকেও এ থেকে অংশ দান করেন। হানাফী মযহাব মতে নবীরও অভাবী নিকটাত্মীয়রা হচ্ছে অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য। এদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া ইমামের কর্তব্য।

১৪. অর্থাৎ ব্যয়ের এসব খাতের কথা তিনি এজন্য জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে এতীম, অভাবগ্রস্ত, অসহায় এবং সাধারণ মুসলমানদের খোঁজখবর অব্যাহতভাবে চলে এবং ইসলামী প্রয়োজন পূরণ হয়। কেবল ধনীদের আবর্তনে পড়ে এসব সম্পদ যেন তাদের বিশেষ জায়গীরে পরিণত হয়ে না যায়, যা দ্বারা কেবল পুঁজিপতিরাই মজা লুটবে এবং গরীবরা অভুক্ত মারা যাবে।

১৫. মানে নবী আল্লাহর নির্দেশে সম্পদ আর সম্পত্তি যে ভাবে বন্টন করেন, তা সানন্দে মেনে নেবে। যা পাওয়া যাবে, তা-ই গ্রহণ করবে আর যা থেকে বারণ করা হয়, তা থেকে বিরত থাকবে। আর এভাবে তাঁর সমস্ত নির্দেশ আর আদেশ-নিষেধও পা-বন্দীর সঙ্গে মেনে চলবে।

১৬. অর্থাৎ রসূলের নাফরমানী আল্লাহর-ই নাফরমানী। রসূলের নাফরমানীর আকারে আল্লাহ যেন কোন কঠিন আযাব চাপিয়ে না দেন, তা ভয় করে চলবে।

www.icsbook.info

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ
تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ
عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ

[৮] (এ সম্পদের অংশ আরো রয়েছে) সে সব অভাবগ্রস্থ মোহাযেরদের জন্যে, যাদের (একান্ত আল্লাহর পথে টিকে থাকার অপরাধেই) নিজেদের ভিটে মাটি ও সহায় সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে—অথচ এই লোক গুলো(হামেশাই) আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সন্তুষ্টি হাসিল করতে চায়, আল্লাহ ও তার রসূলের সাহায্য সহযোগিতার (সদা) তৎপর থাকে, মূলত এই লোকগুলোই হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী [১৭]।

[৯] (এই সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে) যারা মোহাযেরদের আগমনের আগ থেকেই এ (জনপদ) কে (নিজেদের) নিবাস বানিয়েছিলো এবং যারা (এদের আসার) আগেই ঈমান এনেছিলো [১৮], তারা এদের অত্যন্ত ভালোবাসে, যারা (নিজেদের) ভিটেমাটি ছেড়ে এদের কাছে এসেছে [১৯], (রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের (মোহাযের সাথীদের) যা কিছু দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে তার কোনো রকমের প্রয়োজনও অনুভব করে না। (শুধু তাই নয়) তারা তাদের (মোহাযের সাথীদের প্রয়োজনকে সর্বদাই নিজেদের (প্রয়োজনের) ওপর অগ্রাধিকার দেয়—যদিও তাদের নিজেদেরও অভাবগ্রস্থতা রয়েছে অনেক [২০]। আসলে (যাদের) মানসিক কৃপনতার (এই সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম [২১]।

---

১৭. অর্থাৎ এমনিতে এসব সম্পদে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজন ও অভাব জড়িত; কিন্তু বিশেষভাবে সেসব আত্মত্যাগী, প্রাণোৎসর্গকারী এবং সত্যিকার মুসলমানদের অধিকার অগ্রগণ্য, যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি আর রসূলের ভালোবাসা এবং আনুগত্যে নিজেদের বাড়ীঘর, সহায়-সম্পত্তি সবই বিসর্জন দিয়ে একেবারে খালি হাতে দেশ ত্যাগ করেছে, যাতে আল্লাহ আর রসূলের কাজে স্বাধীনভাবে সাহায্য করতে পারে।

১৮. সে গৃহ মানে মদীনা তাইয়্যিবা আর এসব লোক হচ্ছে মদীনার আনসার, মোহাজেরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনায় বসবাস করতো এবং ঈমানের পথে যারা ছিল অটল-অবিচল।

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٩ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ

رَّحِيْمٌ ۝١٠ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ

[১০] (সে সম্পদের মালিকানা তাদের জন্যেও) যারা, তাদের (মোহাযের ও আনসারদের) পরে এসেছে [২২] (এবং মুসলিম কাফেলায় শামিল হয়েছে) এরা (সব সময়ই) বলে, হে আমাদের মালিক—তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের আগে আমাদের যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছে, তুমি তাদেরও মাফ করে দাও। এবং আমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ রেখোনা। হে আমাদের মালিক, তুমি অনেক মেহেরবান ও পরম দয়ালু [২৩]।

---

১৯. মানে ভালোবাসা সহকারে মোহাজেরদের খেদমত করে, এমনকি নিজেদের সম্পদ-সম্পত্তিতেও তাদেরকে সমান অংশীদার করতেও প্রস্তুত থাকে।

২০. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে যে অনুগ্রহ আর যে মর্যাদা দান করেন বা 'ফাই' ইত্যাদি থেকে নবী তাদেরকে যে অর্থ দান করেন, তা দেখে আনসাররা মনে কষ্ট পায় না এবং হিংসাও করে না। বরং তারা আনন্দিত হয় এবং সকল ভালো বস্তুতে তাদেরকে নিজেদের চাইতে অগ্রগণ্য জ্ঞান করে এবং অগ্রণীর স্থান দান করে। নিজেরা কষ্ট করে অভুক্ত থেকেও যদি তাদের উপকার করতে পারে, তবে তা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমন নজীরবিহীন আত্মত্যাগ আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন্ জাতি কোন্ জাতির সঙ্গে প্রদর্শন করেছে?

২১. অর্থাৎ আল্লাহর তাওফীক আর হস্তক্ষেপ মনের লোভ-লালসা আর কার্পণ্য থেকে যাদেরকে হিফাযত করেছে, তারা বড়ই সফল, বড়ই সার্থক। লোভী আর কৃপণ ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের জন্য কোথায় আত্মত্যাগ করতে পারে? অপরের উন্নতি দেখে কবে তারা খুশী হতে পেরেছে?

২২. মানে সেসব মোহাজের-আনসারদের পরে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের পর যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে বা অগ্রগামী মোহাজেরদের পর যারা হিজরত করে মদীনায় আগমন করেছে। প্রথম ব্যাখ্যাই স্পষ্ট।

২৩. মানে অগ্রগামীদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে এবং কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) বলেনঃ এ আয়াতটি সকল মুসলমানের জন্য। যারা পূর্ববর্তীদের অধিকার স্বীকার করে, তাদের পেছনে চলে এবং তাদেরকে হিংসা করে না।' একারণে ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, 'যারা সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের নিন্দা করে, 'ফাই' সম্পদে তাদের কোন অংশ নেই।'

www.icsbook.info

كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ
وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۱﴾ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ
مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ
الْاَدْبَارَ ۙ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲﴾ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ

রুকুঃ ২

[১১] (হে রসূল) তুমি কি সে সব মোনাফেকদের আরচণ লক্ষ্য করোনি, তারা তাদের কাফের 'আহলে কেতাব' ভাইদের বলে, যদি তোমাদের (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা দেখিয়ে এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনো অন্য কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো [২৪]। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (নিজেই) সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এরা নিঃসন্দেহে কপট-মিথ্যাবাদী [২৫]।

[১২] (সত্য কথা হচ্ছে) যদি তাদের (সে সব কাফের ভাইদের এই জনপদ থেকে) বের করেই দেয়া হয়, তাহলে এরা (কখনো)তাদের সাথে (এই জায়গা ছেড়ে) দেবেনা। আবার (যুদ্ধে) আক্রান্ত হলে এরা তাদের (কোনো প্রকার) সাহায্যও করবেনা [২৬], যদি (কিছু পরিমাণ) সাহায্য তাদের এরা করেও, তবুও এরা (নিসন্দেহে পৃষ্ট প্রদর্শন করবে, অতপর এই লোকদের আর (কোনো উপায়েই) কোনো সাহায্য করা হবে না[২৭]।

---

২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমখ মোনাফেক ইহুদী বনু নযীরদের নিকট গোপন পয়গাম প্রেরণ করে যে, তোমরা ঘাবড়াবে না আর নিজেদেরকে একাও মনে করবে না। মুসলমানরা তোমাদেরকে বহিষ্কার করলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে যাবো আর যুদ্ধ বাঁধলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। এ আমাদের অটল-নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। তোমাদের ব্যাপারে এর বিরুদ্ধে কারো কথাই আমরা শুনবো না, কারো পরোয়া করবো না।

২৫. মানে মন থেকে বলছে না, কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানি দেয়ার জন্য কথার জাল বুনছে। মুখে যা বলছে, তা কখনো কাজে পরিণত করবে না।

২৬. শেষ পর্যন্ত লড়াই বাঁধে, বনু নযীর অবরুদ্ধ হয়। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে কোন মোনাফেক তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। শেষ পর্যন্ত যখন তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়, তখন ওরা আপন গৃহে আরামে লুকিয়ে ছিল।

www.icsbook.info

صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا

يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ

بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا

[১৩] (আসলে) এদের অন্তরে আল্লাহর চাইতে তোমাদের ভয় বেশী বড়ো হয়ে বসে আছে। (এর কারণ হচ্ছে) এরা এমন একটি জাতি যারা (সত্য স্বম্বলিত আসল কথাটিই বুঝতে পারে না [২৮]।

[১৪] এরা কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসবেনা (যদি যুদ্ধ করেও তা করবে) অবশ্য কোনো সুরক্ষিত জন পদের ভেতর বসে অথবা (নিরাপদ) পাচিলের আড়ালে থেকে [২৯], তাদের নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা (ও এর ফলে সংঘঠিত সংঘর্ষ খুবই) মারাত্মক [৩০], তুমি তো এদের মনে করো এরা ঐক্যবদ্ধ কিন্তু (আসলে মোটেই তা নয়) এদের অন্তর হচ্ছে শতধা বিচ্ছিন্ন। এদের এ অবস্থার কারণ হচ্ছে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায় [৩১],

২৭. মানে তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, মোনাফেকেরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে, তাতেও ফল কী দাঁড়াবে? মুসলমানদের মোকাবেলায় পশ্চাৎ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করা ছাড়া আর কি ফল হবে? এরপর মোনাফেকদের সাহায্য করা তো দূরে থাকুক, স্বয়ং তাদের নিজেদের সাহায্যেও কেউ এগিয়ে আসবে না।

২৮. মানে মনে আল্লাহর ভয় থাকলে এবং আল্লাহর আযমত-শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারলে কি আর কুফরী-মোনাফেকী অবলম্বন করতো! অবশ্য তারা ভয় পায় মুসলমানদের বীরত্ব আর শৌর্যবীর্যকে। একারণে মুসলমানদের মোকাবেলা করার সাহস পায় না। থাকতে পারে না যুদ্ধের ময়দানে অটল-অবিচল।

২৯. যেহেতু তাদের অন্তর মুসলমানদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, একারণে তারা মুসলমানদের সঙ্গে উন্মুক্ত ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারেনা। অবশ্য ঘন জনপদে কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে বা বৃক্ষ আর দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে লড়াই করতে পারে। আমার এক বুযুর্গ—জনৈক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি—বলতেন, ইউরোপ মুসলমানদের তরবারির মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র এবং যুদ্ধের নানা ধরন আবিষ্কার করেছে। এতদসত্ত্বেও কখনো যদি হাতাহাতি যুদ্ধের সুযোগ হয়, তাহলে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুনিয়ার মানুষরা এ আয়াতে বর্ণিত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে।

'তারা সকলে সংঘবদ্ধ হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না; তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান গ্রহণ করে।' ছাদে আরোহণ করে

www.icsbook.info

ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ

اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ

مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ

اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

[১৫] এদের অবস্থাও সেই আগের লোকদের মতো—যারা মাত্র কিছু দিন আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম (হিসেবে বিতাড়িত হবার) শাস্তি ভোগ করেছে। (তাছাড়া পরকালেও) এদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে [৩২]।

[১৬] এদের (আরেক) তুলনা হচ্ছে শয়তানের মতো। শয়তান এসে মানুষদের প্রথম বলে, আল্লাহকে অস্বীকার করো। অতপর (সত্যিই) যখন সে (হতভাগ্য ব্যক্তিটি) আল্লাহকে অস্বীকার করে তখন (মুহূর্তেই বোল পালটে ফেলে এবং বলে, আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি (নিজেও) সৃষ্টিলোকের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি।

[১৭] অতপর (শয়তান ও তার অনুযসারী কিংবা কাফের ও মোনাফেক) এই দুই জনেরই পরিণাম হবে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, আর এটাই হচ্ছে যালেমদের (যথার্থ) শাস্তি [৩৩]!

ইট-পাথর নিক্ষেপ করা আর এসিড নিক্ষেপ করাই যাদের বীরত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন, তাদের কথা উল্লেখ না করাই ভালো।

৩০. মানে তাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই অতি তীব্র, অতি কঠোর। ইসলাম পূর্বকালে আওস আর খাযরাজ গোত্রের যুদ্ধে এ অভিজ্ঞতাই হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মোকাবেলায় তাদের সব বীরত্ব, সব দম্ভ চূর্ণ হয়ে যায়।

৩১. মানে মুসলমানদের মোকাবেলায় তাদের বাহ্যিক ঐক্য আর সংহতি দেখে প্রতারিত হবে না। তাদের অন্তর ভেতর থেকে ফুটা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ আর খাহেশের দাস। এক একজনের চিন্তাধারা এক এক রকম। তাহলে সত্যিকার সংহতি হবে কিভাবে? বুদ্ধি থাকলে বুঝা উচিত যে, এ প্রদর্শনসুলভ ঐক্য কোন্ কাজে আসবে। ঐক্য তো হচ্ছে তা-ই, যা দেখতে পাওয়া যায় নিষ্ঠাবান মোমেনদের মধ্যে। সকল স্বার্থ, সকল লোভ-লালসা আর কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সকলে মিলে এক আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে ধারণ করেছে আর তাদের সকলেরই বাঁচা-মরা কেবল এক আল্লাহর জন্য।

৩২. মানে অতি সাম্প্রতিককালে বনু কাইনুকা' ইহুদী গোত্র তাদের গাদ্দারীর মজা ভোগ করেছে। তারা চুক্তি ভঙ্গ করলে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর মুসলমানরা তাদেরকে বহিষ্কার করে দেয়। আর ইতিপূর্বে নিকট-অতীতে মক্কাবাসীরাও বদর যুদ্ধে শাস্তি ভোগ করেছে। আর একই

www.icsbook.info

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلۡتَنۡظُرۡ نَفۡسٌ
مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا
تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۸﴾ وَلَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنۡسٰهُمۡ
اَنۡفُسَهُمۡ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسۡتَوِىۡۤ اَصۡحٰبُ

রুকুঃ ৩

[১৮] হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করো, (তোমাদের, প্রত্যেকেরই উচিত (ভালো করে) তাকিয়ে দেখা যে, আগামী কাল (আল্লাহর সামনে পেশ করার) জন্যে কি (আমল নামা সেখানে) সে পেশ করছে [৩৪], তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, কেননা আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই তোমরা যা কিছু করছো, তার পূর্ণাংগ খবর রাখেন [৩৫]।

[১৯] তোমরা তাদের মতো হয়োনা, যারা (দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে) আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং এর ফলে আল্লাহও তাদের নিজ নিজ অবস্থা ভুলিয়ে দিয়েছেন। আসলে এরা হচ্ছে (আল্লাহর) নাফরমান [৩৬]।

পরিণতি দেখে নাও বনু নযীরেরও। তারা দুনিয়াতে মুসলমানদের হাতে দন্ড ভোগ করেছে আর আখেরাতের বেদনাদায়ক আযাব তো গোটাটাই বাকী রয়েছে।

৩৩. মানে শয়তান প্রথম প্রথম মানুষকে কুফরী আর পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ তার প্রতারণার জালে জড়িয়ে পড়লে সে—বলে আমি তোমার থেকে দূরে, আর তোমার কাজে আমি অসন্তুষ্ট। আমি তো আল্লাহকে ভয় পাই (তার একথা বলাও লোক দেখানো এবং প্রতারণা)। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নিজেও সে জাহান্নামের কাষ্ঠ হয়েছে আর মানুষকেও করেছে জাহান্নামের ইন্ধন। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) বলেনঃ শয়তান আখেরাতে একথা বলবে আর বদর যুদ্ধের দিনও জনৈক কাফেরের রূপ ধারণ করে সে লোকদের মধ্যে যুদ্ধ বাধায়। আর ফেরেশতা দেখে পলায়ন করে। সূরা আনফাল-এ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরকমই মোনাফেকদের দৃষ্টান্তও।' তারা বনু নযীরকে সঙ্গ দেয়ার আর সাহায্য-সহায়তা করার নিশ্চয়তা দিয়ে ময়দানে নামায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যখন বিপদে জড়িয়ে যায়। তখন দূরে সরে দাঁড়ায়, কিন্তু এভাবে তারা কি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে? কখনো না। উভয়ের ঠিকানাই হচ্ছে জাহান্নাম।

৩৪. মানে আল্লাহকে ভয় করে এবাদাত-আনুগত্য আর নেকীর পুঁজি সঞ্চয় কর আর চিন্তা করে দেখ আগামী দিনের জন্য কি সঞ্চয় করেছ, যা মৃত্যুর পর সেখানে তোমাদের কাজে আসবে।

৩৫. মানে তোমাদের কোন কর্মই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। সুতরাং তাঁকে ভয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন কর এবং পাপাচার থেকে নিবৃত্ত থাক।

النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا

مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا

هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ

[২০] জাহান্নামের অধিবাসীরা ও জান্নাতের অধিবাসীরা কখনো এক হতে পারে না, জান্নাতবাসীরা অবশ্যই সফলকাম [৩৭]!

[২১] আমি যদি এই কোরআনকে কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম, তাহলে তুমি (অবশ্যই) তাকে দেখতে—কি ভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে [৩৮]। আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্যে এ কারণেই বর্ণনা করছি, যেন তারা (ভালো করে নিজেদের অবস্থান) সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পারে [৩৯]।

[২২] তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তার জানা, তিনি দয়াময় তিনি করুনাময়।

[২৩] তিনিই আল্লাহ তায়ালা তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি শান্তি [৪০], তিনি বিধায়ক [৪১], তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহারে একক অধিকারী। তারা যে সব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যদের) শেরক করছে আল্লাহ তায়ালা সে সব কিছু থেকে অনেক পবিত্র [৪২]।

---

৩৬. মানে যারা আল্লাহর অধিকার বিস্মৃত হয়েছে, তার স্মরণ থেকে অবহেলা-অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেছে, আল্লাহও স্বয়ং তাদের নিজেদের প্রাণ আর জীবন সম্পর্কেও তাদেরকে করে দিয়েছেন গাফেল-বেখবর-অমনোযোগী। আর তা করেছেন এভাবে যে, অনাগত বিপদ থেকে বাঁচার কোন চিন্তাই তারা করেনি। আর নাফরমানীতে নিমজ্জিত হয়ে চিরন্তন ক্ষতি আর অনন্ত ধ্বংসে পতিত হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ মানুষের উচিত হচ্ছে নিজেকে জান্নাতের যোগ্য আর উপযুক্ত করা। আর কোরআনুল করীমের হেদায়াতের সামনে অবনত হওয়া ছাড়া জান্নাতের ভিন্ন কোন পথ নেই।

৩৮. মানে মানুষের অন্তরে কোরআনের কোন ছাপ, কোন প্রভাব না পড়া বিস্ময় আর আফসোসের বিষয়। অথচ কোরআন মজীদের প্রভাব এতই প্রচন্ড-এতই শক্তিশালী যে, তা যদি

www.icsbook.info

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ
لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

[২৪] তিনি আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির উদ্ভাবক, [৪৩] সব কিছুর রূপকার[৪৪] তিনি। তার জন্যেই মানায় সকল প্রকারের উত্তম নাম [৪৫]। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু আছে, তার সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে [৪৬], তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময় [৪৭]।

পর্বতের মতো কঠিন বস্তুর ওপরও নাযিল করা হতো এবং তার মধ্যে বুঝবার উপদান থাকতো- তবে সে পর্বতও বক্তার আযমত-শ্রেষ্ঠত্বের সম্মুখে অবনত হতো এবং ভয়ের চোটে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো।

৩৯. হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'মানে কাফেরদের অন্তর বড় কঠিন ! এ বাণী শ্রবণ করেও তারা ঈমান আনে না। বুঝতে পারলে পর্বতও ধসে যেতো এতো হচ্ছে সে বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব! পরে বক্তা তথা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

৪০. মানে সব ত্রুটি, সব দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র, সকল খুঁত আর সকল বিপদ থেকে নিরাপদ। কোন মন্দ তাঁর দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, পারবেও না।

৪১. মোমেন শব্দের তর্জমা করা হয় নিরাপত্তাদাতা। কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন 'মুসাদ্দেক' মানে কথায় এবং কাজে নিজের এবং নিজের পয়গাম্বরদের সত্যায়নকারী অথবা মোমেনদের ঈমানের ওপর সত্যায়নের মোহর ছাপকারী।

৪২. মানে সত্তা, গুণাবলী এবং কর্মে কেউ তাঁর শরীক হতে পারে না।

৪৩. খালেক আর বারী-এর পার্থক্য সম্পর্কে সূরা বনী ইস্‌রাঈলে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

৪৪. যেমন বীর্যের ওপর মানুষের চিত্র অংকন করেছেন।

৪৫. মানে সেসব নাম, যা উন্নত গুণাবলী আর পূর্ণতার প্রমাণ উপস্থাপন করে।

৪৬. অবস্থার ভাষায় বা মুখের কথায়, যা আমরা বুঝতে পারি না।

৪৭. আল্লাহর যত পূর্ণতা, যত গুণাবলী, সবই প্রত্যাবর্তন করে 'আযীয' আর 'হাকীম'—এ দু'টি গুণের প্রতি। কারণ, আযীয বুঝায় কুদরতের পূর্ণতা আর হাকীম বুঝায় জ্ঞানের পূর্ণতা। আল্লাহর বাকী যত গুণাবলী বলা হয়েছে, তা কোন না কোন ভাবে জ্ঞান ও কুদরত এ দু'টি গুণের সঙ্গে যুক্ত। সূরা হাশর-এর শেষ তিনটি আয়াতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মোমেনদের উচিত সকাল-বিকাল এ আয়াতগুলো নিয়মিত তিলাওয়াত করা।

www.icsbook.info

সূরা আল মুমতাহেনা

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৬০, আয়াতঃ ১৩, রুকুঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ

اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ

مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا

بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ

مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ

اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা [১], তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশমনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা (এটা কেমন কথা যে) তোমরা তাদের প্রতি দয়া দেখাচ্ছো[২], অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য (জীবন বিধান) এসেছে তারা তাকে অস্বীকার করেছে [৩], তারা আল্লাহর রসূল এবং তোমাদেরও (নিজেদের জন্ম ভূমি থেকে) বের করে দিয়েছে—শুধু এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো [৪]. যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে ও (শুধু) আমারই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘর বাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাকো [৫], তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়তে পারো। তোমরা যে কাজ গোপনে করো (তা যেমন আমি ভালো করেই জানি, তেমনি) তোমরা যে কাজ প্রকাশ্যে করো (তাও) আমি সম্যক অবগত আছি [৬]। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (আমার দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) একাজ করে তাহলে সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলো [৭]।

www.icsbook.info

১. মক্কাবাসীদের সঙ্গে নবী সন্ধি স্থাপন করেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ চুক্তি দু' বৎসর স্থায়ী ছিল। পরে কাফেররা এ চুক্তি ভঙ্গ করে। তখন নবী নীরবে সৈন্য সংগ্রহ করে মক্কা বিজয়ের সংকল্প করেন। মক্কার কাফেররা যাতে নবীর প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে পেরে যুদ্ধের জন্য তৈরী হওয়ার সুযোগ না পায়, সে জন্য তিনি খবরের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। মক্কায় জানাজানি হয়ে গেলে হেরেম শরীফেও যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়তে পারে, সে উদ্দেশ্যেও তিনি এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। হাতিব ইবনে আবু বুলতাআ নামে একজন মুসলমান (যিনি ছিলেন মোহাজের এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী) মক্কাবাসীদেরকে পত্র মারফত জানান যে, নবীর সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নবী ওহীর মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীকে নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন যে, তোমরা মক্কার পথে অমুক স্থানে একজন মহিলাকে পাবে। মহিলার কাছে একখানা পত্র আছে, তা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। সাহাবীরা দ্রুত ছুটে যান এবং মহিলাকে ঠিক সে স্থানে পাকড়াও করেন। মহিলা নানা টাল-বাহানার পর অবশেষে পত্র তাঁদের হাতে তুলে দেয়। পত্র পাঠে জানা যায় যে, হাতিব ইবনে আবু বুলতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কাফেরদের নিকট পত্রখানা লেখা। এতে মুসলমানদের অভিযান সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়েছে। নবী হাতিবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি কান্ড? তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি কুফরী অবলম্বন করিনি এবং ইসলামও ত্যাগ করিনি। সত্য কথা এই যে, আমার পরিবার-পরিজন মক্কায় রয়ে গেছে। সেখানে তাদের সহায়তা করার কেউ নেই। কাফেরদের প্রতি একটা অনুগ্রহ আমি চেয়েছিলাম, তারা যেন এর বিনিময়ে আমার পরিবারের দেখাশুনা করে, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে (আমি মনে করেছিলাম যে, এতে আমার কিছু উপকার হবে এবং এতে ইসলামেরও কোন ক্ষতি হবে না)। বিজয় আর সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কেউ তা রোধ করতে পারবে না (মূল পত্রেও একথা ছিল যে, খোদার কসম, রসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি একাও তোমাদের ওপর হামলা চালান, তাহলেও আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন, তাঁকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অবশ্যই তা পূরণ করবেন)। সন্দেহ নেই যে, এটা ছিল হাতিব-এর এক বড় অন্যায়, বিরাট অপরাধ। কিন্তু রাহমাতুল লিল আলামীন তথা সারা বিশ্বের করুণা বললেনঃ ভালো ছাড়া তাকে কিছুই বলবে না। নবী আরো বললেন, হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। তোমরা কি জান যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অপরাধ-পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সূরাটির এক বিরাট অংশ এ কাহিনী প্রসঙ্গে অবতীর্ণ।

২. মানে মক্কার কাফেররা আল্লাহর দুশমন, দুশমন তোমাদেরও। তাদের বন্ধুসুলভ আচরণ করা এবং বন্ধুসুলভ পয়গাম দেয়া তোমাদের জন্য শোভা পায় না।

৩. একারণেই তারা হয়েছে আল্লাহর দুশমন।

৪. মানে পয়গাম্বরকে এবং তোমাদেরকে কি রকম কষ্ট দিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। কেবল এ অপরাধে যে, তোমরা কেন এক আল্লাহকে তোমাদের পালনকর্তা স্বীকার কর, যিনি তোমাদের সকলেরই পালনকর্তা। এর চেয়ে বড় দুশমনী আর এর চেয়ে বড় যুলুম আর কী হতে পারে? এমন লোকদের প্রতি তোমরা বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করছো। কি অবাক কান্ড!

৫. মানে তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি বিধান, আমার রাস্তায় জেহাদ করা এবং খালেস আমার পরিতুষ্টির উদ্দেশ্যেই সকলকে দুশমনে পরিণত করে থাক, তাহলে সে দুশমনদের সঙ্গেই দুস্তী পাতার কী অর্থ হতে পারে? যাদেরকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছিলে, এখন কি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করতে চাও? আল্লাহ পানাহ!

www.icsbook.info

سَوَاءَ السَّبِيلِ (১) إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا
لَوْ تَكْفُرُونَ (২) لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (৩)

[২] (তাদের চরিত্র হচ্ছে এই যে) এরা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হবে; শুধু তাই নয় নিজেদের হাতও কথা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে। (আসলে) এরা এটাই চায় যে তোমরাও তাদের মতো কাফের হয়ে যাও [৮]!

[৩] (কিন্তু মনে রেখো, তেমনটি করলে) কেয়ামতের (মহা বিচারের) দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি কোনোটাই তোমাদের কোনো উপকারে আসবেনা।সেদিন আল্লাহ তোমাদের মাঝে (যাবতীয় ব্যাপারেই) বিচার ফায়সালা করে দেবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন [৯]।

---

৬. মানে মানুষ যদি কোন কাজ সারা দুনিয়া থেকেও গোপনে করতে চায়, তবে কি সে তা আল্লাহর থেকে গোপন করতে পারবে? দেখ, হাতিব কতই না চেষ্টা চালিয়েছে, যাতে পত্র সম্পর্কে কেউ জানতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রসূলকে অবহিত করেছেন। সময়ের আগেই তিনি রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন।

৭. মানে মুসলমান হয়ে কেউ এমন কাজ করবে এবং মনে করবে যে, তা গোপন রাখায় আমি সফল হবো—এটা বড় ভুল, বিরাট অন্যায়।

৮. মানে বর্তমান অবস্থায় সেসব কাফেরের পক্ষ থেকে কোন কল্যাণের আশা করবে না। তোমরা যতই উদারতা প্রদর্শন কর আর যতই বন্ধুত্ব জাহির কর না কেন, তারা কিছুতেই তোমাদের কল্যাণকামী শুভার্থী হতে পারে না। চূড়ান্ত উদারতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তারা যদি কখনো তোমাদেরকে কাবু করতে পারে, তবে যে কোন ক্ষতি করতে, যে কোন রকম দুশমনী করতে তারা দ্বিধা করবে না, করবে না বিন্দুমাত্রও ভুল। হাত আর যবান দ্বারা তারা যে কোন কষ্ট দেবে তোমাদেরকে। তারা এটাই চাইবে, তারা নিজেরা যেমনি সত্যকে অস্বীকার করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, তেমনি যে কোন রকমে তোমাদেরকেও যাতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীতে পরিণত করতে পারে। যারা এতই দুষ্ট-পাষন্ড, যাদের অভ্যন্তর এতই কদর্য আর বীভৎস, তারা কি বন্ধুত্বের পয়গাম পাওয়ার যোগ্য হতে পারে?

৯. হাতিব পত্র লিখেছিল তার পরিবার-পরিজনের খাতিরে। এতে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সন্তান-সন্ততি আর আত্মীয়-স্বজন কোন কাজেই আসবে না। আল্লাহ সকলের কণা পরিমাণ আমলও দেখেন। তদনুযায়ী তিনি ফয়সালা করবেন। পুত্র-পৌত্র আর

www.icsbook.info

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْٓ اِبْرٰهِیْمَ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗ ۚ

اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ

وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰی تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗۤ اِلَّا قَوْلَ

اِبْرٰهِیْمَ لِاَبِیْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ

مِنْ شَیْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَیْكَ اَنَبْنَا وَاِلَیْكَ

[৪] তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের (ঘটনার) মাঝে রয়েছে (অনুকরণকরার মতো) আদর্শ, তারা তাদের (কাফের) জাতিকে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর বদলে তোমরা যাদের উপসনা করো, তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই [১০], (আমরা এসব কিছুর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট) আমরা তোমাদের এসব দেবতাদের অস্বীকার করছি [১১]। আমাদের ও তোমাদের মাঝে (এখন থেকে) চিরদিনের জন্যে এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো (এই শত্রুতা চলতে থাকবে) যতোদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাকেই মাবুদ বলে স্বীকার না করবে [১২], কিন্তু (এ চির শত্রুতা থেকে) ইব্রাহীমের পিতার উদ্দেশে বলা একথাটি (ব্যাতিক্রম, যখন সে বলেছিলো) আমি অবশ্যই তোমার জন্যে (আল্লাহর দরবারে) ক্ষমা (কিংবা অন্য কিছু) প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছ থেকে (ক্ষমা আদায় করার আমার কোনোই এক্তিয়ার নেই [১৩], (ইব্রাহীম ও তার অনুসারীরা আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করলো) হে আমাদের মালিক আমরা তো কেবল তোমারই ওপরই ভরসা করেছি এবং (অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে) আমরা তো তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং (সব শেষে আমাদের) তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে [১৪]।

স্বজন-প্রিয়জন তাঁর ফয়সালা রোধ করতে পারবেনা। তাহলে একজন মুসলমান-পরিবার পরিজনের খাতিরে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে এটা কোন্ বুদ্ধিমানের কাজ? মনে রাখবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সব কিছুর চেয়ে অগ্রগণ্য। তিনি সন্তুষ্ট হলে তাঁর অনুগ্রহে সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু তিনি অসন্তুষ্ট হলে কেউ কোন কাজেই আসবে না।

১০. মানে যারা মুসলমান হয়ে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গী হয়েছিল, স্ব-স্ব সময়ে তাদের প্রত্যেকেই কথায় এবং কাজে এ বিচ্ছিন্নতা আর এ অসন্তুষ্টিও ঘোষণা করেছেন।

www.icsbook.info

الْمَصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا

رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن

يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ عَسَى اللَّهُ أَن

[৫] হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফেরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না [১৫], হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের গুনাহ্ খাতাক্ষমা করে দাও [১৬], অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী [১৭]।

[৬] তাদের (জীবন চরিত্রের) মাঝে অবশ্যই তোমাদের জন্যে, এবং সে সব লোকের জন্যে অনুকরণযোগ্য আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে শেষ বিচারের দিনে কিছু (একটা পুরস্কার) পাবার আশা করে। আর যদি কেউ আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জেনে রাখে) আল্লাহ্ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনিই সকল প্রশংসার মালিক [১৮]।

---

১১. মানে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করছো, তাঁর বিধানের কোন পরোয়াই করছ না তোমরা। আমরাও অস্বীকার করছি তোমাদের রীতি। আমরা বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না তোমাদের।

১২. মানে এ দুশমনী, এ বৈরিতা কেবল তখনই শেষ হতে পারে, ঘটতে পারে এর অবসান, যখন তোমরা শের্ক ত্যাগ করে সে একমাত্র মালিক-মুনীবের গোলামে পরিণত হবে, আমরা নিজেরাও যাঁর গোলাম।

১৩. মানে আমি কেবল দোয়া করতে পারি। তবে লাভ-ক্ষতি কোন কিছুরই মালিক আমি নই। আল্লাহ্ যা কিছু পৌঁছাতে চান, আমি তা রুখতে পারি না। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'মানে ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম হিজরত করেছেন, অতঃপর আর তাঁর জাতির প্রতি মুখ করেননি। তোমরাও তা-ই কর। ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেন পিতার জন্য যখন তিনি জানতেন না। তোমরা তো জানতে পারলে, সুতরাং তোমরা কাফেরের ক্ষমা কামনা করবে না।' পিতা সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর ক্ষমা প্রার্থনার কাহিনী সূরা বারাআতে উল্লিখিত হয়েছে। ....এ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪. মানে সকলকে ত্যাগ করে তোমারই ওপর ভরসা করেছি, জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি এবং আমি ভালো করেই জানি যে, সকলকে শেষ পর্যন্ত তোমারই পানে ফিরে আসতে হবে।

১৫. মানে আমাদেরকে এমন অবস্থায় রাখবে না, যা দেখে কাফেররা খুশী হয়, যাতে ইসলাম আর মুসলমানদের ওপর টিপপনি কাটতে পারে এবং আমাদের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করার সুযোগ পায়।

www.icsbook.info

يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ
وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑦ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ⑧ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ

রুকুঃ ২

[৭] এটা (মোটেই) অসম্ভব কিছু নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং যাদের সাথে আজ তোমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মাঝে কখনো বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন, আল্লাহ তায়ালা তো সবই করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু [১৯]।

[৮] যারা দ্বীনের ব্যাপারে কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও কখনো বের করে দেয়নি তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও ন্যায় প্রদর্শন করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেন না। কারণ আল্লাহ তায়ালা ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিদেরই ভালোবাসেন [২০]।

---

১৬. মানে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর, অপরাধ মার্জনা কর।

১৭. তোমার মহান কুদরত আর হেকমতের নিকট এটাই আমাদের প্রত্যাশা, দুশমনদের মোকাবেলায় তুমি তোমার ওফাদার-অনুগতদেরকে পরাভূত ও রোষাণল নিপতিত করবে না। আমাদেরকে বিপর্যস্ত-পর্যুদস্ত হতে দেবে না।

১৮. মানে তোমরা মুসলমানদেরকে, অন্য কথায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশা তোমরা যারা পোষণ কর, তাদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে তাঁদের পথ ও রীতিনীতি, বিশ্ব তোমাদেরকে যতই সংকীর্ণমনা আর যতই পাষাণপ্রাণ বলুক না কেন, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ তাওহীদবাদী তাঁর কর্মধারা দ্বারা যে পথ নির্ণয় করে গেছেন, সে পথ থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেবে না। সে পথে চলার মাধ্যমেই ভবিষ্যতে চিরন্তন সাফল্য অর্জিত হতে পারে। আর সে পথের বিপরীতে চললে এবং আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে স্বয়ং নিজেরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারো বন্ধুত্ব আর দুশমনীর কি পরোওয়া থাকতে পারে আল্লাহর? তিনি তো নিজ সত্তায়ই সমস্ত পূর্ণতা আর সব রকম সৌন্দর্যের অধিকারী। কোন কিছু আর কোন কেউই তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

www.icsbook.info

فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى

اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الظّٰلِمُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ

[৯] আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং (এই একই কারণে) তোমাদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের (এভাবেবাড়ি ঘর থেকে) উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। (এসব কথা খোলাখুলি বলে দেয়ার পরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে—তারা অবশ্যই যালেম [২১]।

১৯. মানে আজ যারা নিকৃষ্ট দুশমন, কাল তাদেরকে মুসলমানে পরিণত করা আল্লাহর কুদরত আর হেকমতের পক্ষে এমন কী অসম্ভব? এভাবে তাদের আর তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ-ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াও কি অসম্ভব? মক্কা বিজয়ে তা-ই হয়েছে। প্রায় গোটা মক্কাবাসীই মুসলমান হয়েছে। যারা একে অপরের ওপর তরবারি উত্তোলন করতো, এখন তারা একে অন্যের জন্য জান কোরবান করতে উদ্যত। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অসহযোগের এ জেহাদ সামতিক—মাত্র গুটি কতক দিনের জন্য। অতঃপর আর এ অসহযোগের প্রয়োজন হবে না, অবশ্য তোমাদের উচিত হচ্ছে, বর্তমান এ অসহযোগ-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা, এ নীতিতে অটল-অবিচল থাকা। আর কারো দ্বারা কোন অন্যায়-বিচ্যুতি ঘটে গেলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া, অপরাধ মার্জনা করিয়ে নেয়া কর্তব্য। তিনি দয়াময় মেহেরবান।

২০. মক্কায় এমন কিছু লোকও ছিল, যারা নিজেরা মুসলমান হয়নি এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের কোন বিদ্বেষও ছিল না। দ্বীনের ব্যাপারে তারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়নি। মুসলমানদেরকে উত্ত্যক্ত করা আর দেশান্তরিত করার কাজে তারা যালেমদের সহযোগিতাও করেনি। এ ধরনের কাফেরদের সঙ্গে সদাচার করতে ইসলাম বারণ করে না। তারা যখন তোমাদের সঙ্গে কোমলতা আর উদারতা দেখাচ্ছে, তখন ইনসাফের দাবী এই যে, তোমরাও তাদের সঙ্গে সদাচার করবে এবং বিশ্বকে দেখিয়ে দেবে ইসলামী আখলাখের মান কতটা উন্নত। একদল কাফের মুসলমানদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে বলে কোন রকম তমীয-তারতম্য না করে সব কাফেরকে একই লাঠি দিয়ে তাড়া করবে এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। এরকম করা প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তা এবং ইনসাফের পরিপন্থী। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-যুবক এবং সন্ধিকামী আর বিদ্বেষকামীর মধ্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী পার্থক্য করা প্রয়োজন। সূরা মায়েদা এবং সূরা আলে ইমরানে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

২১. এমন যালেমদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করা নিঃসন্দেহে বড় যুলুম এবং গুনাহের কাজ।

(যোগ সূত্র) এ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে কাফেরদের দু'টি পক্ষের (বিদ্বেষকামী আর সন্ধি-শান্তিকামীদের) সঙ্গে আচরণ প্রসঙ্গে। পরে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব নারীর সঙ্গে আচরণ

www.icsbook.info

مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ
عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَاهُنَّ
حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّاۤ اَنْفَقُوْا ؕ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَاۤ
اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ

[১০] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন কোনো ঈমানদার নারী হিজরত করে (আশ্রয়ের জন্যে) তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা তাদের (ঈমানের ব্যাপারটা ভালো করে) পরীক্ষা করে নিয়ো, অবশ্য তাদের ঈমানের (সত্যতা সম্পর্কিত অন্তরের) বিষয়টা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন [২২], অতপর একবার যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা (আসলেই) ঈমানদার তাহলে কোনো অবস্থায়ই তাদের তোমরা কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। কারণ (যারা ঈমানদার নারী) তারা তাদের (কাফের স্বামীদের) জন্যে (আর কোনো অবস্থায়ই) 'হালাল' নয়। এবং (যারা কাফের) তারাও তাদের (ঈমানদার স্ত্রীদের) জন্যে বৈধ নয়। (তবে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার সময়) তোমরা তাদের মোহরানার অংশ ফেরত দিয়ে দিয়ো এবং (এভাবে) অতপর তোমরা (কেউ একজন) যদি তাদের বিয়ে করো, তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না। অবশ্য তোমাদের (এজন্যে) তাদের মোহর আদায় করে দিতে হবে [২৩]। (অপরদিকে) তোমরাও কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না, (এ অবস্থায়) তোমরা তাদের যে মোহর দিয়েছো তা তাদের আদায় করে দিতে বলবে। একই ভাবে (যারা কাফের স্বামী) তারা তাদের (মুসলমান স্ত্রীদের) যে মোহর দিয়েছে তাও ফেরত চাইবে এটাই হচ্ছে (এ ব্যাপারে) আল্লাহর বিধান। (এভাবেই তিনি তোমাদের মাঝে (এই বিষয়টির) ফায়সালা করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী [২৪]।

www.icsbook.info

أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ

أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ

مُؤْمِنُونَ ⑪ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

[১১] তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়, (পরে যখন তোমাদের সুযোগ আসবে), তখন যারা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে—তাদের (বিয়ের সময়) তারা যে পরিমাণ মোহর দিয়েছে তোমরাও তার সমপরিমাণ মোহর আদায় করে দেবে। (এসব লেনদেনের সময় অবশ্যই) তোমরা সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো [২৫]।

প্রসঙ্গে, যারা 'দারুল হরব' থেকে 'দারুল ইসলাম'-এ আগমন করেছে বা 'দারুল হারব'-এ অবস্থান করছে। ঘটনা এই যে, হোদায়বিয়ার সন্ধিতে মক্কাবাসীরা কথা দিয়েছিল যে, আমাদের যেসব লোক তোমাদের কাছে চলে যাবে, তাদেরকে ফেরত দিতে হবে। নবী একথা মেনে নেন। এরপর কয়েকজন পুরুষ মদীনায় চলে এলে নবী তাদেরকে ফেরত পাঠান। এরপর আসে কয়েকজন মুসলিম নারী। এদেরকে ফেরত পাঠালে কাফের পুরুষের গৃহে মুসলিম নারীরা হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতগুলো নাযিল হয়। জানা যায় যে, এরপর মুসলিম নারীদেরকে ফেরত দেয়ার জন্য কাফেররা চাপ সৃষ্টি করেনি। করলে চুক্তিই বহাল থাকতো না।

২২. মানে মনের অবস্থা তো আল্লাহ-ই ভালো জানেন; কিন্তু বাহ্যিকভাবে তাদের পরীক্ষা করে নেবে, যাচাই করে দেখবে যে, সে নারীরা কি সত্যি সত্যিই মুসলমান। কেবল ইসলামের খাতিরেই কি তারা দেশ ত্যাগ করে এসেছে? পার্থিব বা মানসিক কোন স্বার্থ তো হিজরতের কারণ হয়নি? কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত উমর (রাঃ) সেসব নারীকে ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করতেন এবং নবীর পক্ষ থেকে তিনি তাদের বায়য়াত গ্রহণ করতেন। আবার কখনো নবী নিজেই তাদের বায়য়াত গ্রহণ করতেন। সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩. এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন যদি মুসলমান অপরজন মোশরেক হয়-তবে এ বিভিন্নতার পর বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকে না। কোন কাফেরের স্ত্রী যদি মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে আগমন করে, তবে যে মুসলমান তাকে বিয়ে করবে, তার কর্তব্য হবে সে কাফের এ স্ত্রীর জন্য যত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, তা স্বামীকে ফেরত দেয়া। আর এখন নারীর যে মোহরানা সাব্যস্ত হয়, তা নিজের কাছে পৃথক করে রাখবে। কেবল তখন সে নারীকে বিবাহের বন্ধনে আনতে পারে।

২৪. অন্যদিকে প্রথম নির্দেশের বিপরীতে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে মুসলমানের স্ত্রী কাফের রয়ে গেছে, সে মুসলমান ঐ স্ত্রীকে তালাক দেবে। পরে যে কাফের পুরুষ সে নারীকে বিয়ে করবে, সে মুসলিম স্বামীর ব্যয় করা অর্থ ফেরত দেবে। এমনিভাবে উভয় পক্ষ একে অন্যের নিকট থেকে নিজ নিজ অধিকার আদায় করে নেবে। এ হুকুম নাযিল হলে মুসলমানরা

www.icsbook.info

عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ

وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ

اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾ يٰٓاَيُّهَا

[১২] হে নবী, যখন কোনো ঈমানদার নারী তোমার কাছে আসবে এবং এই বলে তোমার সাথে আনুগত্যের শপথ করবে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না [২৬], নিজ হাত ও নিজ পায়ের মাঝখান সংক্রান্ত (তথা অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের স্বামীর বলে দাবী করার) কোনো মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসবে না [২৭] এবং কোনো সৎ কাজে তোমার নাফরমানী করবে না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো [২৮] এবং তাদের (আগের কার্যকলাপের) জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু [২৯]।

দেয়ার জন্যও প্রস্তুত হয়, নেয়ার জন্যও প্রস্তুত হয়। কিন্তু কাফেররা সম্পদ ফেরত দিতে রাজী না হলে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়।

২৫. অর্থাৎ যে মুসলমানের স্ত্রী চলে গেছে এবং কাফের মুসলিম স্বামীর ব্যয় করা অর্থ ফেরত দেয় না, তাহলে যে কাফেরের স্ত্রী মুসলমানদের নিকট আগমন করবে, তার জন্য ব্যয় করা যে অর্থ ফেরত দেয়ার কথা ছিল, তা সে কাফেরকে ফেরত দেয়া হবে না। বরং তা দিয়ে দেয়া হবে সে মুসলমানকে যার হক মারা গেছে। অবশ্য সে মুসলমানের হক দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ফেরত দেয়া হবে না। কোন কোন আলেম লিখেছেন যে, কোন মুসলমান যদি কাফেরের ব্যয় করা অর্থ ফেরত দিতে অসমর্থ হয়, তবে তা বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করা হবে। আল্লাহু আকবার! কি পরিমাণ সুবিচার-ন্যায় নীতির শিক্ষা। কিন্তু এ শিক্ষা কার্যকর করবে সে ব্যক্তি, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, আল্লাহর প্রতি যার ঈমান আছে।

হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রঃ) 'ফাআকাবতুম' এ শব্দের দু'টি তরজমা করেছেন। এক,অতঃপর তোমরা হাত মারবে। দুই, অতঃপর তোমাদের পালা আসবে। দ্বিতীয় তরজমা অনুযায়ী আমরা তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। প্রথম তরজমা অনুযায়ী কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে গনীমতের মাল হস্তগত হওয়া। অর্থাৎ গনীমতের মাল থেকে সে মুসলমানের ব্যয় করা অর্থ পরিশোধ করতে হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

২৬. যেমন জাহেলী প্রচলন ছিল তথাকথিত লাজলজ্জার কারণে কন্যা জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। কোন কোন সময় দারিদ্রের আশংকায়ও সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো।

২৭. কারো হাতে-পায়ে তুফান বাঁধা মানে মিথ্যা দাবী করা, বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা কোন ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে মিথ্যা কসম খাওয়া। এ অর্থও হতে পারে যে, সন্তান

www.icsbook.info

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿١٣﴾

[১৩] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ্ তায়ালা যে জাতির ওপর গযব দিয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না ৩০। তারা তো শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সেভাবেই নিরাশ হয়ে পড়েছে যেমনি ভাবে কবরে পড়ে থাকা কাফেরা হতাশ হয়ে গেছে।

জন্ম নিয়েছে অন্য কারো ঔরসে আর তাকে চালিয়ে দেয় স্বামীর নামে, বা অন্য কোন নারীর সন্তান নিয়ে প্রতারণা করে তাকে নিজের সন্তান বলে দাবী করা। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি একজনের সন্তানকে অন্য জনের নামে চালাবে, তার জন্য জান্নাত হারাম।

২৮. আগে বলা হয়েছে, নারীদেরকে যাচাই করে নেবে (যারা হিজরত করে মদীনায় আসবে)। এখানে বলে দেয়া হয়েছে, তাদের যাচাই করা এই যে, এ আয়াতে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অরা তা মেনে নিলে তাদেরকে ঈমানদার মনে করবে। এ আয়াতকে বায়য়াতের আয়াত বলা হয়। নবীর নিকট নারীরা বায়য়াত গ্রহণ করলে এ অঙ্গীকারই করতো। কিন্তু বায়য়াতকালে কখনো কোন নারীর হস্ত নবীর হস্ত স্পর্শ করেনি।

২৯. মানে এসব ব্যাপারে আগে যেসব ত্রুটি হয়ে গেছে বা পরে যেসব ত্রুটি হবে, সে ক্ষেত্রে আপনি তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করুন। আপনার বরকতে আল্লাহ্ তাদের ত্রুটি ক্ষমা করবেন।

৩০. সূরার শুরুতে যে প্রসঙ্গ ছিল, সূরার পরিশিষ্টে পুনরায় তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নয়, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, সঙ্গীর মতো আচরণ করা মোমেনের শান নয়। যার প্রতি আল্লাহ্‌র গোস্‌সা-গযব, আল্লাহ্‌র বন্ধুদেরও তার প্রতি গোস্‌সা-গযব থাকা উচিত।

৩১. অর্থাৎ কেউ কবর থেকে উঠে আসবে, ভিন্ন জীবনে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হবে, অবিশ্বাসীরা তা আশা করে না। এ কাফেররাও অনুরূপেই হতাশ।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে...... কাফের-এর ব্যাখ্যা-বিশেষণ। অর্থাৎ যে সব কাফেরর কবরে পৌছেছে, সেখানকার অবস্থা দেখে আল্লাহর মেহেরবানী আর সন্তুষ্টি সম্পর্কে তারা যেমন নিরাশ হয়েছে সম্পূর্ণরূপে, তেমনি এ কাফেররাও আখেরাতের ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে।

www.icsbook.info

সূরা আস সাফ

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৬১, আয়াতঃ ১৪, রুকূঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا
تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে —

রুকূঃ ১

[১] এই আসমানসমূহ ও যমীনের (যেখানে) যা কিছু আছে—তা সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

[২] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা সে সব কথা বলো কেন—যা তোমরা (নিজেরা) করো না।

[৩] আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা সে সব কথা বলে বেড়াবে, যা (নিজেদের জীবনে) তোমরা করবে না [১]।

১. অহংকার আর লম্বা লম্বা দাবী করা এবং বড় বড় কথা বলার সময় বান্দার ভয় করা উচিত যে, পরে হয়তো মুশকিল হবে। মুখে একটা কথা বলে দেয়া সহজ, কিন্তু তা রূপায়িত করা সহজ নয়। যে ব্যক্তি মুখে অনেক কিছু বলে কিন্তু করে না কিছুই—এমন লোকের প্রতি আল্লাহ ভীষণ অসন্তুষ্ট। বর্ণনায় আছে, একদা এক স্থানে কিছু মুসলমান সমবেত হন। তারা বললেন কোন্ কাজটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় তা জানতে পারলে আমরা সে কাজটাই করতাম। সে প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। মানে, মুখ সামলে কথাবার্তা বলবে। শোন, আমরা বলে দিচ্ছি, আল্লাহ সেসব লোককে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দুশমনদের মোকাবেলায় লৌহ প্রাচীরের মতো দাঁড়ায়, যুদ্ধের ময়দানে এমন ভাবে সারিবদ্ধ হয়, যেন সকলে মিলে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর, যেন শিশা গলিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এ প্রাচীর। যে প্রাচীর গাত্রের কোথাও বিন্দুমাত্র ফাটল ধরানো সম্ভব নয়। সকলে নিজেদেরকে এ মানদন্ডে যাচাই-পরখ করে নাও। সন্দেহ নেই যে, তোমাদের মধ্যে অনেকেই এমন রয়েছে, যারা এ

www.icsbook.info

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ
بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ④ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ
تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا
زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفٰسِقِيْنَ ⑤ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

[৪] আল্লাহ্ তায়ালা (বরং) তাদের কাজকেই পছন্দ করেন, যারা তার পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক শিশা-ঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর।

[৫] (তোমরা স্মরণ করো মূসার সে ঘটনা) যখন মূসা নিজের জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো—অথচ তোমরা একথাটি ভালো করেই জানো যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল [২]। অতপর (তার জাতির) লোকেরা যখন বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহও তাদের হৃদয়, মনকে। বাঁকা করে দিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা কখনো (এই বাঁকা মনের) না-ফরমান লোকদের সঠিক পথের দিশা দেন না [৩]।

মানদণ্ডে পরিপূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্রও পাওয়া যাবে, যেখানে তাদের কর্ম মুখের এ দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করে। ওহোদ যুদ্ধে সে শিশা গলানো প্রাচীর কোথায় অটুট ছিল? জেহাদের বিধান নাযিল হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো নিশ্চিত এমন কথাও বলেছিল ঃ

'পরওয়ারদেগার! কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ অবধারিত করে দিলে? কেন নিকটবর্তী মেয়াদ পর্যন্ত আমাদেরকে অবকাশ দিলেনা?' যাই হোক, মুখে বেশী দাবী করবে না। বরং আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী পেশ কর। এতেই সর্বোচ্চ সাফল্য নসীব হবে। মূসার জাতিকে দেখ না? মুখে মুখে তো গর্ব-অহংকারের কথা তারা অনেক বাড়িয়েই বলেছিল, কিন্তু আমলের ময়দানে তারা ছিল শূন্য। সুযোগ পেলেই তারা পিছিয়ে পড়ে। নিতান্ত কষ্টদায়ক কথাও তারা বলতে শুরু করে। পরিণতি যা কিছু হয়ে ছিল, তা পরে বলা হচ্ছে।

২. মানে উজ্জ্বল নির্দশন আর স্পষ্ট মু'জেযা দেখে তোমরা অন্তরে বিশ্বাস কর যে, আমি আল্লাহর সাচ্চা পয়গাম্বর। তাহলে কঠিন এবং পীড়াদায়ক আচরণ দ্বারা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? কোন মা'মূলী উপদেশদাতা আর কল্যাণকামীর সঙ্গেও তো এমন আচরণ করা ঠিক নয়। আল্লাহর রসূলের সঙ্গে তো এমন আচরণ করার প্রশ্নই উঠে না। তোমাদের এসব বেয়াদবীসুলভ আচরণ দ্বারা কি আমার অন্তর ব্যথিত হয় না? তোমরা কখনো প্রাণহীন বাছুর বানিয়ে তার পূজা শুরু করে দাও। তাকে তোমাদের এবং মূসার খোদা বলতে শুরু কর। কখনো 'আমালেকাদের' বিরুদ্ধে জেহাদের হুকুম হলে তারা বলতে শুরু করে—আমরা যাবো না কিছুতেই, তুমি আর

إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ
التَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهُۥٓ
أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑥

[৬] (স্মরণ করো ঈসার কথা)। যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা তাদের বললো, হে বণী ইসরাইলের লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে পাঠানো আল্লাহর এক নবী, আমার আগে যে তাওরাত (কেতাব তোমাদের কাছে নাযিল হয়েছে) আমি তার সত্যতা স্বীকার করি [৪] এবং তোমাদের জন্যে আমি এক সুসংবাদাতা, (সে সুসংবাদ হচ্ছে) আমার পর এক রসূল আসবে, তার নাম হবে আহমদ [৫]। অতপর সত্যিই যখন (সে আহমদ) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হাজির হলো, তখন তারা বললো এতো এক সুস্পষ্ট যাদু [৬]:

তোমার খোদা গিয়ে লড়াই কর। আমরা এখানেই বসে থাকবো। ইত্যাদি আরো কত আজে বাজে কথা। এসবে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

'পরওয়ারদেগার! আমি তো কেবল আমার নিজের আর আমার ভাইয়েরই ব্যাপারে (কথা বলার) অধিকার রাখি (অন্য কারো ওপর তো আমার কোন কর্তৃত্ব নেই) সুতরাং আমাদের আর পাপাচারী জাতির মধ্যে তুমি পার্থক্য সূচিত কর।'

৩. পাপ আর অন্যায় করতে করতে অন্তর অত্যন্ত কঠিন আর কালো হয়ে যায়। এটাই নিয়ম। এমন কি নেক কাজ করার কোন অবকাশই আর অবশিষ্ট থাকে না। তাদের অবস্থাও হয়েছিল এমনই। কথায় কথায় রসূলের সঙ্গে হঠকারিতা শুরু করে, সব সময় তেড়া-বাঁকা চাল চালে। অবশেষে তারা হয়ে পড়ে মরদূদ—বিতাড়িত। আর আল্লাহ তাদের অন্তরকেও করে দেন বাঁকা। সোজা কথা মেনে নেয়ার যোগ্যতাই থাকেনা। এমন হঠকারী-নাফরমানদের সঙ্গে এমন করাই আল্লাহর স্বভাব।

৪. মানে মূল তাওরাত যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, আমি তার সত্যায়ন করছি এবং তার বিধান আর বিধিতে বিশ্বাস করছি। আর যা কিছু আমার শিক্ষা, মূলত তা এ নীতির অধীনেই, যে নীতি বলে দেয়া হয়েছে তাওরাতে।

ইবনে কাছীর প্রমুখ ..... এর অর্থ করেছেনঃ 'আমার অস্তিত্বই তাওরাতের বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করে। কারণ, তাওরাতে যেসব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, আমি নিজে তার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত হয়েছি।' আল্লাহই ভালো জানেন।

৫. মানে অতীতদেরকে সত্যায়ন করছি আর ভবিষ্যতদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছি। অন্যান্য অতীত নবীরাও খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ শোনায়ে আসছিলেন নিয়মিত। কিন্তু যতটা স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং গুরুত্ব সহকারে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম মহানবী (সঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, ততটা অন্য কারো থেকে উল্লেখ নেই। সম্ভবত যুগের নৈকট্যের কারণে এ বৈশিষ্ট তাঁর ভাগে পড়েছে বেশী। কারণ, তাঁর পর শেষ

www.icsbook.info

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑦

[৭] (এখন তুমিই বলো) তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে, আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। অথচ তাকে (আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান) ইসলামের (কাছে আত্মসমর্পন করার) দিকেই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে ৭, (মূলতঃ) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না ৮।

যমানার নবী ছাড়া অন্য কোন নবী আগমন করার ছিল না। এটা সত্য যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের অপরাধমূলক অবহেলা এবং ইচ্ছামূলক হস্তক্ষেপ আজ বিশ্বের হাতে মূল তাওরাত-ইঞ্জীল ইত্যাদির কোন নির্ভুল কপি অবশিষ্ট রাখেনি, যা থেকে আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি যে, অতীত নবীরা বিশেষ করে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম খাতিমুল আম্বিয়া সম্পর্কে কোন্ ভাষায় আর কোন্ শিরোনামে সুসংবাদ দান করেছিলেন। এ কারণে কোরআন মজীদের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিবরণকে বিকৃত বাইবেলে উল্লেখ না থাকার অজুহাতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অধিকার কারো নেই। এতদসত্ত্বেও এটাকেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জেযা মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা বিকৃতকারীদেরকে এতটা ক্ষমতা দেননি যে, তারা তাঁর আখেরী পয়গাম্বর সম্পর্কিত সমস্ত সুসংবাদকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলবে, যাতে তাঁর কোন নিশানই অবশিষ্ট না থাকে। বর্তমান বাইবেলেও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে নবীর উল্লেখ প্রায় স্পষ্টভাবেই বর্তমান রয়েছে। জ্ঞান-বুদ্ধি আর ইনসাফ যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের জন্য এর কদর্থ করার বা অস্বীকার করার আদৌ কোন অবকাশই নেই। আর ইউহান্নার ইঞ্জীলে তো ফারকালীত (বা পিরকলুতুস) সংক্রান্ত সুসংবাদ এতটা স্পষ্ট যে, তার সোজা অর্থ আহমদ (প্রশংসিত) ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারেনা। তাই আমরা দেখতে পাই যে, আহলে কেতাবের কোন কোন পন্ডিতও স্বীকার বা আধা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এ সুসংবাদ পুরোপুরি রূহুল কুদ্স সম্পর্কেও খাপ খায় না, খাপ খায় না সরওয়ারে আলম ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে। আলহামদু লিল্লাহ, আমাদের ওলামায়ে কেরাম নবীর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাফসীরে হাক্কানীর বিজ্ঞ গ্রন্থকার মাওলানা আব্দুল হক হাক্কানী সূরা সাফ-এর তাফসীরে ফারকালীত-এর সুসংবাদ এবং বাইবেলের বিকৃতি সম্পর্কে দীর্ঘ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁকে নেক জাযা দিন।

৬. মানে হযরত মাসীহ (আঃ) স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছেন, অথবা তিনি যে সুসংবাদ দিয়েছেন, শেষ নবী সেসব স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করলে লোকেরা তাঁকে জাদু বলে অভিহিত করা শুরু করে।

৭. মানে তাদেরকে মুসলমান হতে বলা হলে তারা সত্যকে গোপন করে এবং মিথ্যা কথা রচনা করে নবীর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করে। আল্লাহকে মানুষ আর মানুষকে আল্লাহ বানাবার মিথ্যা তো রয়েছেই, তারা আসমানী কেতাব বিকৃতি সাধন করে তাতে বাস্তবে যা কিছু রয়েছে তা অস্বীকার করে এবং যা তাতে ছিল না, তারা তাতে তা যোগ করে। এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি হতে পারে?

www.icsbook.info

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ

وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى

وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۹﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى

تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۱۰﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ

وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ

[৮] এই (নির্বোধ) লোকেরা এক ফুৎকারেই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে, চায় অথচ (এই নূরের ব্যাপারে আল্লাহর নিজস্ব ফায়সালা হচ্ছে যে) তিনি তার এই নূরকে পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করে দেবেন।—তা কাফেরদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় (ব্যাপার) হোক না কেন [৮]!

[৯] তিনিই তার রসূলকে একটি স্পষ্ট পথ নির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন,যেন সে (রসূল) এই (ব্যবস্থা) কে দুনিয়ার প্রচলিত সব কয়টি ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে—তা মোশরেকদের কাজে যতোই অপছন্দনীয় (ব্যাপার) হোকনা কেন [১০]!

রুকু ঃ ২

[১০] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আমি কি তোমাদের এমন একটি লাভজনক ব্যবসার সন্ধান দেবো, যা তোমাদের (মহা বিচারের দিন) কঠোর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে!

[১১] (আর তা হচ্ছে এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে জেহাদ করবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্যে মংগল,

৮. মানে এমন বে-ইনসাফদের কি করে হেদায়াত নসীব হবে? এ যালিমরা যতই অস্বীকৃতি, বিকৃতি আর কদর্থ করুক না কেন, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের পথ দেখাবেন না—এখানে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে। যেন এর অর্থ দাঁড়ায়, নবী সংক্রান্ত যেসব বিষয় তারা গোপন বা নিশ্চিহ্ন করতে চায়, তা গোপন করতে পারবেনা, পারবেনা তা মুছে ফেলতে। তাই তো হাজারো ধরনের কাটছাঁট সত্ত্বেও অদ্যাবধি শেষ যমানার নবী সম্পর্কে সুসংবাদের এক বিরাট ভান্ডার বর্তমান রয়েছে।

www.icsbook.info

ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ

যদি তোমরা (কথাটা) বুঝতে পারতে!

[১২] (যদি যথার্থ ভাবে ঈমান আনো, তাহলে) আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন। এবং শেষ বিচারের দিন তোমাদের তিনি প্রবেশ করাবেন—এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত [১১]হবে। (সর্বোপরি) তিনি তোমাদের আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাস স্থলের সুন্দর সুন্দর ঘরে [১২]। আর এটিই হবে (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো সাফল্য।

[১৩] (তিনি তোমাদের দান করবেন) আরো একটি (বড়ো ধরনের) অনুগ্রহ যা তোমাদের একান্ত কাম্য (এবং তা হচ্ছে) আল্লাহর সাহায্য ও (ময়দানের) আসন্ন বিজয় [১৩]। (যাও, মোমেন বান্দাদের গিয়ে) এসুসংবাদ দাও [১৪]।

---

৯. মানে অবিশ্বাসীদের যতই খারাব লাগুক না কেন, আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করা এরকম, যেমন কোন আহাম্মক মুখের ফুঁৎকারে সূর্যের আলো নিভিয়ে ফেলার কোশেশ চালায়। নবীর বিরুদ্ধবাদী এবং চেষ্টা-সাধনারও এ একই অবস্থা। এ শব্দ দ্বারা এখানে এ দিকেও তো ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুসংবাদ অস্বীকার আর গোপন করার জন্য তারা যেসব মিথ্যা রচনা করে, তা সফল হবে না। তারা যতোই চেষ্টা করুক না কেন যে, ফারকালীত তিনি নন, কিন্তু আল্লাহ তা স্বীকার করিয়েই ছাড়বেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ ফারকালীত হতেই পারে না।

১০. এ আয়াত সম্পর্কে সূরা বারাআতে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

১১. মানে দ্বীন ইসলামকে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করাতো আল্লাহর কাজ। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঈমানের ওপর পুরোপুরি অটল-অবিচল থেকে তাঁর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জেহাদ করা। এটা এমন এক ব্যবসা, যাতে কোন সময়ই ক্ষতি হয় না। দুনিয়াতে মানুষ হাজারো রকমের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার করে, তাতে সমুদয় পুজি বিনিয়োগ করে, কেবল এ আশায় যে, তাতে লাভ হবে, মুনাফা হবে, পুঁজি হ্রাস পাওয়া বা খোয়ানো থেকে রক্ষা পাবে। সে নিজে এবং তার পরিবার-পরিজন অভাব-অনটনের তিক্ততা থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু মোমেনরা তাদের জান-মালের পুঁজি সবচেয়ে বড় এ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে কেবল দুনিয়ার কয়েক দিনের অভাব-অনটন আর দারিদ্র থেকেই নয়, বরং আখেরাতের ভয়ংকর আযাব আর ধ্বংসাত্মক ক্ষয়-ক্ষতি থেকেও রক্ষা পাবে, নিরাপদে থাকবে। মুসলমানরা বুঝতে পারলে এ ব্যবসা হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসার চেয়ে উত্তম। পরিপূর্ণ ক্ষমা আর চিরন্তন জান্নাতের আকারে

اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ
أَنْصَارِيٓ إِلَى اللّٰهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ
فَآمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ ۖ
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

[১৪] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা সবাই আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও [১৫], যেমনি করে মরিয়ম পুত্র ঈসা (তার) সাথী (ভক্তদের বলেছিলো, কে আছো তোমরা আল্লাহর দ্বীনের পথে আমার সাহায্যকারী হতে প্রস্তুত? তার (সাথী ভক্তরা বলেছিলো, হাঁ আমরা আছি আল্লাহর পথে (তোমার) সাহায্যকারী [১৬]। অতপর বনী ইসরাইলের একটি দল (তার এ আহবানে) ঈমান আনলো, আরেকদল (তা) অস্বীকার করলো। পরে আমি (আমার) দুশমনদের ওপর ঈমানদার ব্যক্তিদের সাহায্য করলাম, ফলে (যারা ঈমানদার) তারাই বিজয়ী হলো।

এ ব্যবসার মুনাফা পাওয়া যাবে। এর চেয়ে বড় কামিয়াবী এর চেয়ে বিরাট সাফল্য আর কী হতে পারে?

১২. মানে যে বাগানে মোমেনরা বসবাস করবে, এসব পরিচ্ছন্ন স্থান হবে সে বাগানে। এ-তো হচ্ছে আখেরাতের সাফল্য। পরে আলোচনা করা হচ্ছে দুনিয়ার সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে।

১৩. মানে আসল কামিয়াবী তো হবে তা-ই, যা পাওয়া যাবে আখেরাতে, যার সম্মুখে সপ্ত মহাদেশের রাজত্বও তুচ্ছ কিন্তু দুনিয়াতেও একটা জিনিস দেয়া হবে, যা স্বভাবতই তোমাদের প্রিয় এবং কাম্য। আর তা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ ধরনের সাহায্য এবং অতি শীঘ্র অর্জিতব্য বিজয়, এ দুটো পরস্পরে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দুনিয়া দেখতে পেয়েছে যে, প্রথম যুগের মুসলমানদের সঙ্গে এ ওয়াদা কেমন স্বচ্ছ-নির্মলভাবে পালিত হয়েছে। আজও যদি মুসলিম জাতি সত্যিকার অর্থে ঈমান আর আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের ওপর অটল-অবিচল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে সাফল্য তাদের পদচুম্বন করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

১৪. কারণ, এ সুসংবাদ শোনানোও একটা স্বতন্ত্র পুরস্কার।

১৫. মানে আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর পয়গাম্বরের সাহায্যকারী হয়ে যাও।

১৬. হাওয়ারী তথা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীরা ছিলেন গুটিকতক লোক। বংশ-মর্যাদার বিচারে তাদেরকে সম্মানিত বলে গণ্য করা হতো না। কিন্তু তারা হযরত মাসীহ (আঃ)-কে গ্রহণ করেন এবং অনেক বড় কোরবানী আর ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর বাণী আহবানকে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেন। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর তাঁর সঙ্গীরা অনেক পরিশ্রম করেছেন; তবেই তো তাঁর দ্বীন প্রসারিত-প্রচারিত হয়েছে। আমাদের নবীর পর খোলাফারা তাদের চেয়েও বেশী করেছেন।' এজন্য সকল প্রশংসা আল্লাহর।

www.icsbook.info

সূরা আল জুমুয়া

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৬২, আয়াতঃ ১১, রুকুঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] আসমান সমূহ ও যমীনের যেখানে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি বাজাধিরাজ, তিনি পুত পবিত্র, তিনি মহা পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

[২] তিনিই সেই মহান সত্বা, যিনি একান্ত সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন। (যার দায়িত্ব হচ্ছে) সে তাদের আল্লাহর আয়াত সমূহ পড়ে শোনাবে, (সেই আয়াতের আলোকে) তাদের জীবনকে (জাহেলিয়াত থেকে) পবিত্র করবে, তাদের (আমার) গ্রন্থের (কথা) ও সে অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার কৌশল শিক্ষা দেবে, অথচ এই লোকগুলোই (রসূল আসার) আগে (পর্যন্ত) এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো [১]।

---

১. উম্মী (নিরক্ষর—পড়তে জানে না যে) বলা হয়েছে আরবদেরকে, যাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুই ছিল না, ছিল না কোন আসমানী কেতাব। মা'মূলী লেখাপড়াও জানতো খুব কম লোকই। তাদের অজ্ঞতা-বর্বরতা ছিল প্রবাদ তুল্য। তারা আল্লাহকে একেবারেই ভুলে বসেছিল। মূর্তিপূজা, কল্পনাপূজা এবং অন্যায়-পাপাচারের নাম রেখেছিল তারা 'মিল্লাতে ইব্রাহীমী'—হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম। প্রায় গোটা জাতিই স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। অকস্মাৎ আল্লাহ তায়ালা সে জাতির মধ্যে এক রসূলের আবির্ভাব ঘটালেন। যাঁর পার্থক্যসূচক উপাধি হচ্ছে 'উম্মী নবী'। কিন্তু উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আপন জাতিকে পাঠ

www.icsbook.info

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيْمِ ④ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا

[৩] **(শুধু তাই নয়) তাদের মধ্যকার সে সব ব্যক্তিও (মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত) যারা এখনো তাদের (এই বর্তমান লোকদের) সাথে মিলিত (হবার জন্যে যাদের এখনো জন্মই) হয়নি [২]। আর তিনিই মহা পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী [৩]**

[৪] **(মানুষদের সঠিক পথ প্রদর্শন ও তার জন্যে রসূল পাঠানো) এটা সত্যিই আল্লাহ তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি (এই অনুগ্রহ) দান করেন, আল্লাহ তায়ালা (সত্যিই) মহা অনুগ্রহশীল [৪]।**

করে শুনান আল্লাহর আযীমুশশান কেতাব—মহাগ্রন্থ। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন বিস্ময়কর জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয়, তাদেরকে পরিণত করেন এমন জ্ঞানী আর সুসভ্য জাতিতে, যাতে দুনিয়ার বড় বড় জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, পন্ডিত আর তাত্ত্বিকরাও তাদের সম্মুখে মাথানত করতে বাধ্য হয়। সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরানেও এ ধরনের আয়াত ছিল। সেখানে ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

২. মানে অনাগত জাতিসমূহের জন্যও ইনিই হচ্ছেন রসূল। সূচনা আর পরিণতি এবং আসমানী শরীয়ত সম্পর্কে পরিপূর্ণ এবং সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে সেসব অনাগত জাতিকেও উম্মী-ই বলা চলে। যেমন পারস্য, রোম, চীন, হিন্দুস্তান ইত্যাদি দেশের লোকেরা, যারা পরবর্তীকালে উম্মীদের দ্বীন আর ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উম্মীদের মধ্যেই পরিগণিত হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ

'আল্লাহ তায়ালা প্রথমে আরবদেরকে পয়দা করেন ইসলামকে উর্ধে তুলে ধরার জন্য। পরে আজমে আরবের বাইরেও এদের মতো কামেল লোকের আবির্ভাব ঘটে''। 'হাদীস শরীফে উল্লিখিত কথা সম্পর্কে নবীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) স্বন্ধে হস্ত স্থাপনপূর্বক বলেন—জ্ঞান বা দ্বীন যদি সপ্তর্ষি মন্ডলেও গিয়ে পৌঁছে, তবে পারস্যবাসীদের একজন সেখান থেকেও তা নিয়ে আসবে। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী প্রমুখ স্বীকার করেন যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী বহুলাংশে সত্য প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৩. যাঁর মহান ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা এ মহান নবীর মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আরব-আজমের শিক্ষা আর পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করেছে।

৪. মানে রসূলকে দিয়েছেন এক বড় শ্রেষ্ঠত্ব আর উম্মতকে দান করেছেন এমন মহান নবী। এ দান আর অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে এ দান-অনুগ্রহের মূল্য ও মর্যাদা দেয়া এবং মহানবীর শিক্ষা ও তাযকিয়া দ্বারা উপকৃত ও ধন্য হতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি-আলস্য না করা। শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পরে ইহুদী জাতির দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে, নিজেদের

www.icsbook.info

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤ قُلْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ

النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ

[৫] যাদের (আল্লাহর কেতাব) তাওরাত বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা এটা বহন করেনি। তাদের উদাহরণ হচ্ছে—সেই গাধার মতো যে কেতাবের বোঝাই শুধু বহণ করলো [৫] (তার অনুসরণ সংক্রান্ত কিছুই বুঝতে পারলোনা) তার চাইতেও নিকৃষ্ট উদাহরণ সে জাতির, যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করলো [৬]। আল্লাহ তায়ালা (কখনো) এ ধরনের যালেম জাতিদের হেদায়াত করেন না [৭]।

[৬] (হে রসূল তুমি এদের) বলো, হে ইয়াহুদীরা, যদি তোমরা মনে করে থাকো যে, অন্য সব লোক বাদে কেবল তোমরাই হচ্ছো আল্লাহর বন্ধু, তাহলে (সে অনুযায়ী আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি) তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও!

কেতাব আর পয়গাম্বর দ্বারা ধন্য ও উপকৃত হতে যারা মারাত্মক অবহেলা আর ত্রুটির পরিচয় দিয়েছে।

৫. অর্থাৎ ইহুদীদের ওপর তাওরাতের বোঝা স্থাপন করা হয়েছিল এবং তাদেরকে এজন্য দায়িত্বশীল করা হয়েছিল। কিন্তু ইহুদীরা তাওরাতের শিক্ষা আর হেদায়াতের কোন পরোয়াই করেনি, তা সংরক্ষণ করেনি, অন্তরে তাকে স্থান দেয়নি, তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহর অনুগ্রহ আর পুরস্কার দ্বারা নিজেদেরকে ধন্যও করেনি, হয়নি তার দ্বারা নিজেরা উপকৃত। তাদেরকে যে তাওরাতের ধারক-বাহক করা হয়েছিল, নিঃসন্দেহে তা ছিল জ্ঞান-প্রজ্ঞা আর হেদায়াতের এক খোদায়ী ভান্ডার। কিন্তু তারা যখন তদ্দারা উপকৃত হলো না, তখন তাদের দৃষ্টান্ত দাঁড়ালো এরকমঃ

'হলো না বিশেষজ্ঞ, হলে না জ্ঞানী
গ্রন্থের বোঝা বয়ে জন্তু হয় না জ্ঞানী।'

একটা গাধার পৃষ্ঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতো গ্রন্থই চাপাওনা কেন, বোঝার নীচে চাপা পড়া ছাড়া কোন লাভ হবে না। গাধা তো থাকে সর্বদা তাজা ঘাষের খোঁজে। তার পিঠে মণিমুক্তার বোঝা, না ইট-পাথরের বোঝা, সে নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। সে গাধা যদি গর্ব করে বলে এই দেখ, আমার পৃষ্ঠে কত মূল্যবান বইয়ের বোঝা, সুতরাং আমি বড় জ্ঞানী, অনেক সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত, তবে এটা হবে আরো বড় গাধা হওয়ার প্রমাণ।

৬. মানে আল্লাহ তায়ালা তাওরাত ইত্যাদি গ্রন্থে শেষ যমানার নবীর যেসব সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর রিসালাতের যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন, সেসব অস্বীকার করা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করা।

www.icsbook.info

اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۞ قُلْ اِنَّ
الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

[৭] কিন্তু (এটা জানা কথা যে) এরা (সারা জীবন ধরে) নিজেদের হাত দিয়ে যা (কর্ম কান্ড) অঞ্জাম দিয়ে এসেছে সেই পরিণামের ভয়ে এরা কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা। আর আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই যালেমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

[৮] (হে নবী) তুমি এদের আরো বলে দাও, যে মৃত্যুর কাছ থেকে তোমরা আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছো, একদিন কিন্তু তোমাদের সে মৃত্যুর সামনা সামনি হতেই হবে, তারপর তোমাদের সে মহান আল্লাহর দরবারে হাযীর করা হবে, যিনি মানুষের দেখা অদেখা যাবতীয় কিছু সম্পর্কেই (পুরোপুরি) জ্ঞান রাখেন। অতপর তিনি সেদিন তোমাদের সবাইকে (একে একে) বলে দেবেন, তোমরা দুনিয়ায় জীবনে (কে) কি করে এসেছো [৯]।

৭. অর্থাৎ এমন বিদ্বেষপরায়ণ, হঠকারী এবং বেইনসাফ লোকদেরকে আল্লাহ হেদায়াতের তাওফীক দেন না।

৮. অর্থাৎ এহেন গাধাপনা, এহেন অজ্ঞতা আর আহাম্মকী সত্ত্বেও তারা দাবী করে যে, আমরাই আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর ওলী, এ ব্যাপারে অন্য কেউ আমাদের শরীক নেই। কেবল আমরাই জান্নাতের হকদার, ব্যস দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েই আমরা জান্নাতে পৌঁছে যাবো। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস থেকে থাকে এবং দাবীর ব্যাপারে তারা যদি হয়ে থাকে সত্যবাদী এবং নিষ্ঠাবান, তবে তাদের উচিত ছিল পৃথিবীর পংকিল-কদর্য আরাম-আয়েশে মন ডুবিয়ে না রেখে সত্যিকার মাহবুবের কামনা আর জান্নাতুল ফিরদাউসের আকাংখায় মৃত্যুবরণ করার জন্য উদগ্রীব থাকা। যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর দরবারে আমার বড় স্থান রয়েছে এবং মৃত্যুর পর আমার কোন শংকা নেই। সে ব্যক্তি অবশ্যই সানন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে, আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিয়ে পুলকিত বোধ করবে। মৃত্যুকে সে মনে করবে একটা সেতু, যে সেতু বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মিলন ঘটায়। এমন লোকের মুখে ফুটে উঠবে এসব কথা ঃ

'আগামী কালই তো আমরা মিলিত হবো বন্ধুর সঙ্গে—মোহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর দলবলের সঙ্গে। জান্নাত কতই না চমৎকার, জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া সুখকর আর জান্নাতের শরাব সুশীতল। মৃত্যু তো হচ্ছে প্রিয় বন্ধু, যে আগমন করেছে উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে। বৎস! তোমার পিতা কোন পরোয়া করে না, সে মৃত্যুর ওপর পতিত হয়েছে, না মৃত্যু তার ওপর পতিত হয়েছে ইত্যাদি। এ হচ্ছে আল্লাহর সেসব বন্ধুদের উক্তি, দুনিয়ার কোন বিপদাপদে পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে নয়, বরং নির্ভেজাল আল্লাহর দীদার আর জান্নাতের আগ্রহে তারা মৃত্যু কামনা করতেন। আর তাদের কর্মকান্ড এবং গতিবিধিই সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার তাবৎ সুস্বাদু বস্তুর চেয়েও মৃত্যু ছিল তাদের নিকট বেশী সুস্বাদু।

أٰمَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ

اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨ فَإِذَا

قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ

اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑩ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً

রুকুঃ ২

[৯] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, জুমুয়ার দিনে যখন তোমাদের নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হবে, তখন তোমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণের জন্যে দ্রুতগাতিতে এগিয়ে যাও এবং (সে সময়ের জন্যে) কেনা বেচা ছেড়ে দাও [১০], এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা তা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে পারো [১১]!

[১০] অতপর যখন (জুমুয়ার) নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা (আবার কাজে কর্মে) পৃথিবীর (এদিকে সেদিকে) ছড়িয়ে পড়ো এবং (তার বুকে ছড়িয়ে থাকা) আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, (তবে সর্বাবস্থায়ই) আল্লাহকে বেশী স্মরণ করতে থাকবে। আশা করা যায় (এতে) তোমরা (সত্যিকার অর্থে) সাফল্য লাভ করতে পারবে [১২]।

নবী করীম (সঃ) বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় নিহত হতে, পুনরায় জীবিত হয়ে নিহত হতে আমি ভালোবাসি।

পক্ষান্তরে সে মিথ্যা দাবীদারদের কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, মৃত্যুকে তাদের চেয়ে বেশী ভয় করার আর কেউই নেই। মৃত্যুর নাম শুনেই তারা ঘাবড়ে যায়, পলায়ন করে। এটা এজন্য নয় যে, বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারলে বেশী নেক কাজ করতে পারবে; বরং কেবল এজন্য যে, দুনিয়ার লোভে কখনো তাদের পেট ভরে না। তারা মনে মনে পাকড়াও হবো, কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হবে। মোট কথা, তাদের সমস্ত কর্মকান্ড আর আচার-আচরণ থেকে তো দিবালোকের ন্যায় এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ক্ষণেকের তরেও তারা মৃত্যু কামনা করতে পারে না। সম্ভবত সে কালের ইহুদীরা কোরআন মজীদের এ দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য মিছেমিছি মুখে মুখে মৃত্যু কামনা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সে ক্ষমতাও দেননি। বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কোন ইহুদী মৃত্যু কামনা করলে তৎক্ষণাৎ দম বন্ধ হয়ে সে মারা পড়তো।

'এ বিষয়ের আয়াত সূরা বাকারায়ও ছিল। সেখানে ব্যাখ্যা দেখে নেয়া যেতে পারে।' কোন কোন অতীত মনীষীর মতে মৃত্যু কামনা মানে মুবাহালা করা—বদদোয়া করা অর্থাৎ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদীদেরকে বলা হয় যে, সত্যি সত্যিই তারা যদি নিজেদেরকে আওলিয়া তথা আল্লাহর বন্ধু বলে বিশ্বাস করে আর মুসলমানদেরকে মনে করে থাকে বাতিল-মিথ্যা, তাহলে তারা কামনা করুক যে, আমাদের মধ্যে যে পক্ষ মিথ্যা, সে মারা যাক। কিন্তু তারা এটা করবে না কখনো, কারণ, তারা নিজেরা যে যালেম, মিথ্যাবাদী, তা তারা ভালো করেই জানে। ইবনে

www.icsbook.info

أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ
خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ⑪

[১১] (এ সত্বেও এদের অবস্থা হচ্ছে যে) এরা যখনি কোনো ব্যবসায়িক কাজ কর্ম কিংবা ক্রিড়াকৌতুক দেখতে পায়, তখন সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তোমাকে (এবাদাতের কাজে) একা দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে রাখে। তুমি (এদের) বলো, আল্লাহর তায়ালার কাছে যা কিছু (অনুগ্রহ ও পুরস্কার) রয়েছে, তা অবশ্যই খেলাধুলা ও বেচা কেনার চাইতে (বহুগুন) বেশী উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহ তায়ালাই (তার সৃষ্টির) সর্বোত্তম রেযেক দাতা [১৩]।

কাছীর, ইবনে কাইয়্যেম প্রমখ এ ব্যাখ্যা-ই গ্রহণ করেছেন।

৯. মানে মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে কোথায়? হাজার কোশেশ কর না কেন, ছাড়বে না। আর মৃত্যুর পর থাকবে আল্লাহর আর তোমরা।

(যোগসূত্র) ইহুদীদের বড় দোষ ছিল এই যে, অসংখ্য গ্রন্থ পৃষ্ঠদেশে বহন করছে, কিন্তু সেসব দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না। দ্বীনের অনেক ব্যাপারই তারা বুঝতো ঠিকই, কিন্তু দুনিয়ার খাতিরে তা ত্যাগ করতো। দুনিয়ার ধান্দায় নিমগ্ন হয়ে তারা আল্লাহর স্মরণ আর আখেরাতের ধারণাকেও ভুলে বসেছিল। এমন রীতি অবলম্বন করতে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে। আর একারণেই জু'ময়ার কথা বলা হয়েছে যে, তখন দুনিয়ার কাজে লেগে থাকবে না, বরং পূর্ণ মনোযোগ আর নীরবতার সঙ্গে খোতবা শুনবে এবং নামায আদায় করবে। হাদীস শরীফে আছে, খোতবার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে, সে হচ্ছে ঐ গাধার মতো, যার পৃষ্ঠে অনেক কেতাবের বোঝা চাপানো হয়েছে। মানে তার দৃষ্টান্ত ইহুদীর মতো হলো। আল্লাহ পানাহ!

১০. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'সব আযানের এ হুকুম নয়। কারণ, জামায়াত পরেও পাওয়া যাবে। আর জুময়া তো একই স্থানে হয়, পরে কোথায় পাওয়া যাবে।' আল্লাহর স্মরণ মানে খোতবা, তবে তার ব্যাপকতায় নামাযও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এমন সময় মসজিদে যাবে, যাতে খোতবা শুনতে পায়, তখন ক্রয়-বিক্রয় হারাম। আর দৌড়ানো'র অর্থ ভালোভাবে তৈয়ার হয়ে গুরুত্ব সহকারে গমন করা, ছুটে যাওয়া এর অর্থ নয়।

এখানে অর্থ সে আযান, যা আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় দেয়া হচ্ছিল, মানে খোতবা শুরুর আগে ইমামের সামনে যে আযান দেয়া হয়। কারণ এর আগের আযান অর্থাৎ জুমার প্রথম পরবর্তীকালে হযরত ওসমানের শাসনামলে সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু কেনাবেচা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এ আযানের বিধানও পূর্ববর্তী আযানের বিধানের অনুরূপ (অর্থাৎ আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় হারাম)। কেননা, কারণ এক হলে তার বিধানও একই হয়। অবশ্য পরাতন আযানে মানে জুমার শেষ আযানে এ বিধান হবে নিশ্চিত এবং কোরআন থেকে উৎসারিত আর নতুন অর্থাৎ পরবর্তীকালে প্রবর্তিত জুমার প্রথম আযানে এ বিধান হবে ইজতিহাদী এবং যন্নী। এ ব্যাখ্যার ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক সকল জটিলতার অবসান ঘটবে। উপরন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে এমন এক সাধারণ নিয়ম, যা থেকে কিছুকে খাস করে বাদ দেয়া হয়েছে। উসুলে ফিক্হের পরিভাষায় যাকে ভিন্ন কিছু বলা হয়। কারণ, সর্বসম্মত

www.icsbook.info

সিদ্ধান্ত মতে কিছু কিছু মুসলমান (যথা মুসাফের এবং অসুস্থ) ব্যাক্তির ওপর জুমা ফরয নয়।

১১. এটা স্পষ্ট যে, আখেরাতের মুনাফার সামনে দুনিয়ার কল্যাণের কি-ই বা মূল্য থাকতে পারে।

১২. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'ইহুদীদের নিকট এবাদাতের দিন হচ্ছে শনিবার, গোটা দিন কেনাবেচা ছিল নিষিদ্ধ। এজন্য বলা হয়েছে যে, নামাযের পর জীবিকা সন্ধান করবে আর জীবিকার সন্ধানে আল্লাহর স্মরণ ভুলবে না।'

১৩. একবার নবী জুমার খোতবা দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই খাদ্যশস্য নিয়ে একটা বিদেশী বাণিজ্য কাফেলা এসে পৌঁছেছে। প্রচারের জন্য কাফেলা নাকারা বাজাচ্ছিলো। তখন শহরে ছিল খাদ্যাভাব। তখন কাফেলার দিকে সকলে ছুটে যায় (তাঁদের ধারণা ছিল, খোতবার হুকুম সাধারণ ওয়াযের মতো। প্রয়োজনে উঠা যায়। ফিরে এসে নামায পড়া যাবে। অথবা নামায শেষ হয়েছিল, যেমন কারো কারো মতে তখন জুমার নামায পড়া হতো খোতবার আগে। যাই হোক, খোতবার হুকুম তাঁদের জানা ছিল না), সকলে উঠে চলে যায়। নবীর সঙ্গে কেবল ১২ জন লোক ছিলেন (এদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনও ছিলেন)। এ ঘটনা উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয় অর্থাৎ কেনাবেচা আর দুনিয়ার খেল-তামাশা কোন্ ছার! সে চিরন্তন সম্পদ অর্জন কর, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে আর যা পাওয়া যায় পয়গাম্বরের সংসর্গ এবং যেকের ও এবাদাতের মজলিসে। বাকী রইলো দুর্ভিক্ষের খটকা, যে কারণে তোমরা উঠে চলে গিয়েছিলে, তবে তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জীবিকা আল্লাহর হাতে আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোচ্চ জীবিকাদাতা। সে মালিকের যারা গোলাম, তাদের জীবিকার শংকা থাকা ঠিক নয়। এ সতর্কতা আর আদব শিক্ষা দেয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের যে অবস্থা হয়েছিল, সূরা নূর-এ তার বর্ণনা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে- তারা এমন লোক, তেজারত আর কেনাবেচা যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করতে পারে না।

'লাহ্‌বুন' বলা হয় সেসব বস্তুকে, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে ফেলে। যেমন খেলাধুলা। সম্ভবত নাকারার আওয়াজকে বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

সূরা আল মোনাফেকুন

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৬৩, আয়াতঃ ১১, রুকুঃ ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ①
اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ
سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ② ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] যখন এই মোনাফেকরা তোমার কাছে আসে, তখন তারা বলে (হে মোহাম্মদ) আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল [১]—আল্লাহ তায়ালাতো অবশ্যই জানেন যে তুমি তার রসূল—(কিন্তু এদের ব্যাপারে) আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই মোনাফেকরা হচ্ছে (চরম) মিথ্যাবাদী [২]।

[২] এরা (ঈমানের ব্যাপারে) তাদের এই শপথকে (বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে) ঢাল বানিয়ে রেখেছে [৩]। এবং তারা (এভাবেই এই ঢালের আড়ালে দুনিয়ার মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। কতো নিকৃষ্ট ধরনের কার্যকলাপ, যা এরা করে যাচ্ছে [৪]।

---

১. আপনি যে রসূল, তা আমরা মনে বিশ্বাস করি।

২. মানে তারা যে বলছে মনে বিশ্বাস করে, তা মিথ্যা কথা। আসলে তারা আপনার রেসালাত স্বীকারই করে না। নিছক নিজেদের স্বার্থে কথার জাল বুনছে আর তারা যে মিথ্যা বলছে, মনে মনে তাও জানে। কেবল এখানেই কি সীমাবদ্ধ? মিথ্যা বলা তাদের বিশেষ স্বভাব আর রীতিতে পরিণত হয়েছে। তারা কথায় কথায় মিথ্যা বলে। বর্তমান সূরায় একটা ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তারা স্পষ্ট মিথ্যা বললে আল্লাহ আসমান থেকে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেন।

৩. মানে মিথ্যা কসম করে তারা বলে, আমরা মুসলমান। ইসলামের মোজাহেদদের হাত থেকে নিজেদের জান-মাল হেফাযত করার জন্য তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। পাকড়াও করার

www.icsbook.info

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ

أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ

مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ

فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

[৩] এটা এ কারণেই যে, এরা ঈমান আনার পরই কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে ওদের মনের ওপর মোহর এঁকে দেয়া হয়েছে। পরিণামে ওরা (আজ ন্যায় অন্যায়ের) বোধ শক্তি (টুকু) ও হারিয়ে ফেলেছে [৫]।

[৪] তুমি যখন তাদের দিকে তাকাবে, তখন তাদের (বাইরের) দেহাবয়ব তোমাকে খুশী করে দেবে, আবার যখন তারা তোমার সাথে কথা বলবে, তখন তুমি (একান্ত আগ্রহ ভরে) তাদের কথা শুনতেও চাইবে [৬], কিন্তু (তাদের কথাবার্তা যেমন প্রাণহীন তেমনি) তারা (ও তাদের সেই দেহের উদাহরণ হচ্ছে) যেমন কতিপয় দেয়ালে ঠেকানো কাঠের টুকরো [৭](যার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই; শুধু তাই নয় তারা এতো ভীত সন্ত্রস্থ থাকে যে) প্রতিটি (বড়ো) আওয়াজকেই তারা মনে করে, তাদের বিরুদ্ধে [৮] (বুঝি কোনো কিছু একটা হতে যাচ্ছে। আসলে) এরাই হচ্ছে (তোমাদের আসল) দুশমন, এদের ব্যাপারে তোমরা হুশিয়ার থেকো [৯], আল্লাহর মার তো তাদের জন্যেই। কোথায় কোথায় (এদিক সেদিক) এরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে [১০]?

মতো কোন কাজ তাদের দ্বারা হয়ে গেলে এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে ধরার আশংকা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ মিথ্যা কসম করে তারা রক্ষা পেতো।

৪. মানে মুসলমানদের সম্পর্কে বাজে কথা বলে এবং তাদের দোষ খুঁজে অন্যদের ইসলামে প্রবেশ বাধা দেয় আর বাহ্যত এদেরকে মুসলমান দেখে মানুষ প্রতারিত হয়। তাদের মিথ্যা কসমের ক্ষতি ও বিপর্যয় কেবল তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্যদের পর্যন্ত তা সংক্রামিত হয়। এর চেয়ে বড় খারাব কাজ আর কি হতে পারে? (কিন্তু কোন ব্যক্তি যতক্ষণ দ্বীনের জরুরী বিষয় মেনে নেয়, সে যতই মিথ্যা আর প্রতারণার আশ্রয় নিক না কেন, ইসলাম তাকে হত্যা করার অনুমতি দেয় না)।

৫. মানে মুখে ঈমান এনেছে, কিন্তু অন্তর থেকে অবিশ্বাসীই রয়ে গেছে এবং ঈমানের দাবীদার হয়েও কাফেরদের মতোই কাজ করেছে। এ বেঈমানী আর চরম প্রতারণার ফল এ হয়েছে যে, তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে। ফলে তাদের অন্তরে ঈমান ও কল্যাণ আর সত্য ও সততা প্রবেশ করার আদৌ কোন অবকাশই অবশিষ্ট নেই। এ অবস্থায় পৌঁছার পর তারা যে বুঝবে, এমন আশা কি করে করা যেতে পারে? অপকর্ম আর বেঈমানীতে মানুষের মন যখন একেবারেই বিকৃত হয়ে যায়, তখন ভালো-মন্দ বুঝবার মতো যোগ্যতাই আর থাকে কোথায়?

www.icsbook.info

تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ

يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ

[৫] এদের যখন বলা হয় যে, তোমরা আসো, (ইসলামের পথে) তাহলে আল্লাহর রসূল তোমাদের (গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়ার) জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন এরা (অবজ্ঞা ভারে) মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি (এও) দেখতে পাবে যে, তারা গর্বের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে [১১]।

৬. মানে অন্তর তো বিকৃত হয়েছেই, কিন্তু দেহের দিকে তাকালে দেখবে সুঠাম সুন্দর কথা বলবে। পান্ডিত্যপূর্ণ, খুব মেপে মেপে এমন ভঙ্গিতে কথা বলবে যে, শ্রোতা খুব সহজেই আকৃষ্ট হবে তার প্রতি। কথাবার্তার বাহ্যিক ধরন-প্রকরণ দেখে তা গ্রহণ করতে মন উদ্যত হবে। কবি কি চমৎকার বলেছেন—

ভেতর থেকে দেখবে যেন ঠেট কাফেরের গোর
বাইরে থেকে দেখতে যেন মহান খোদার কহর
ভোর থেকে নিন্দা জানায় বায়েজীদের পক্ষে
বাইরে থেকে লজ্জা পায় খোদ এযীদে।

৭. শুষ্ক প্রাণহীন কাষ্ঠখন্ড, যা দেয়ালের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে, তা নিছক প্রাণহীন, একেবারেই অন্তসারশূন্য। দেখতে যতই মোটাসোটা দেখা যাক না কেন, আশ্রয় ছাড়া তা এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, পারে না টিকে থাকতে। প্রয়োজনে শুধু জ্বালানির কাজে লাগতে পারে। এসব লোকেরও ঠিক এ অবস্থাই। এদের মোটাসোটা দেহ আর হৃষ্ট-পুষ্টতা সবই বাহ্যিক ঠোল। ভেতর থেকে একেবারেই খালি, প্রাণহীন, কেবল জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ারই যোগ্য।

৮. মানে বযদিল, ভীরু-কাপুরুষ, সামান্য হৈচৈ শুনলেই এদের অন্তর কেঁপে উঠে। আমাদের ওপরই বুঝি কোন বিপদ এসে পড়লো! মারাত্মক অপরাধ আর বে-ঈমানীর কারণে সর্বদা মনে খটকা লেগেই থাকে, আমাদের প্রতারণার যবনিকা উন্মোচিত হয়ে পড়ছে না তো? আমাদের কর্মকান্ডের শাস্তি হিসাবে কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হচ্ছে না তো!

৯. মানে এরাই ভয়ংকর আতংকজনক দুশমন। এদের চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকবে।

১০. মানে ঈমান যাহির করে এ বে-ঈমানী, সত্যের আলো আসার পর অন্ধকারকে পছন্দ করা, এটা কতই না বিস্ময়কর।

১১. কোন কোন ক্ষেত্রে যখন এসব মোনাফেকের কোন অন্যায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেতো, উন্মোচিত হতো তাদের মিথ্যা আর বিশ্বাসঘাতকতার কথা, তখন লোকেরা বলতো যে, (এখনো সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়নি। এসো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হই, আল্লাহর নিকট থেকে নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেই। নবীর ক্ষমা প্রার্থনার বরকতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন। তখন অহংকার আর অহমিকাবশত তারা এজন্য প্রস্তুত হয় না। বেপরোয়াভাবে গর্দান হেলিয়ে মাথা নেড়ে এরা দাঁড়িয়ে থাকতো। বরং কোন কোন বদবখ্ত তো স্পষ্ট বলে দিতো, রসূলুল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনার কোন দরকার নেই আমাদের।

www.icsbook.info

أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑥ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑦ يَقُولُونَ لَئِن

[৬] (আসলে) তুমি এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো—কিংবা না করো (এ দুটোই) তাদের জন্যে সমান কথা, (কারণ) আল্লাহ্ তায়ালা কখনোই তাদের (এই বিশ্বাস ঘাতকদের) ক্ষমা করবেনা, আল্লাহ্ তায়ালা কখনো কোনো নাফরমান জাতিকে হেদায়াত দান করেন না [১২]।

[৭] এরাই হচ্ছে সে সব লোক, যারা (আনসারদের) বলে, রসূলের (সাথে আসা তার মোহাযের) সাথীদের জন্যে তোমরা (আর কোনো রকম) অর্থ ব্যয় করোনা (তাহলে অর্থের সংকটের কারণেই) এরা (রসূলের কাছ থেকে) সরে পড়বে, অথচ [১৩] (এই নির্বোধরা কি জানেনা যে) আসমান সমূহ ও যমীনের সমূদয় ধন ভান্ডার তো আল্লাহ তায়ালারই; কিন্তু মোনাফেকরা (স্বার্থপর হওয়ার কারণে এ কথাটার) কিছুই বুঝতে পারে না [১৪]।

---

১২. মানে দয়া-অনুগ্রহের আতিশয্যে বর্তমান অবস্থায় আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ কোন অবস্থায়ই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আর আল্লাহর দরবার থেকে এমন নাফরমানদের হেদায়াতও তাওফীক হয় না। সূরা বারাআতেও এধরনের একটা আয়াত রয়েছে। উল্লিখিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩. এক সফরে দু' ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, একজন মোহাজের, সদায়, অন্যজন আনসার। উভয়ে সাহায্যার্থ স্ব-স্ব দলকে আহ্বান জানায়। এতে বেশ হট্টগোল সৃষ্টি হয়। খবরটা পৌছে মোনাফেককুল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর নিকটেও। সে চলতে শুরু করে, আমরা যদি আমাদের শহরে এসব মোহাজেরকে স্থান না দিতাম, তবে এরা কিভাবে আমাদের সঙ্গে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ পেতো। তোমরা যখন খবরগিরী কর, তখন এরা রসূলুল্লাহর নিকট একত্র থাকে। তোমরা খবরগিরী ছেড়ে দাও, দেখবে ব্যয় নির্বাহ করতে অপারগ হয়ে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। গোটা কোলাহল থেমে যাবে। সে একথাও বলে যে, এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আমরা মদীনায় ফিরে এলে শহরে যাদের শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, তাদের উচিত মূল্যহীন এই তুচ্ছদেরকে বহিষ্কার করে দেয়া (মানে আমরা হচ্ছি সম্মানিত, তুচ্ছ-লাঞ্ছিতদেরকে আমরা বহিষ্কার করবো)। যায়েদ ইবনে আরকাম নামে জনৈক সাহাবী একথাগুলো শুনে নবীর নিকট হুবহু পৌছান। নবী আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমুখকে ডেকে অনুসন্ধান চালালে তারা কসম খেয়ে অস্বীকার করে। তারা বলে, যায়েদ ইবনে আরকাম আমাদের সঙ্গে দুশমনী

www.icsbook.info

رَجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ

الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الْخٰسِرُوْنَ ۝٩

[৮] তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সবল (মোনাফেকদের) দল দুর্বল (মুসলমান) দলকে অবশ্যই সেই (শহর) থেকে বের করে দেবে। কিন্তু যাবতীয় শক্তি সম্মান তো আল্লাহ তায়ালা, তার রসূল ও তার অনুসারী মোমেনদের জন্যেই; কিন্তু মোনাফেক দল একথাটা জানেইনা [১৫]!

রুকূঃ ২

[৯] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ঐশ্বর্য্য ও সন্তানাদি যেন কখনো তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে এবং যারাই এই (উদাসীনতার জঘন্য) কাজটি করবে তারাই চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে [১৬]।

করে মিথ্যা বলছে। অনেকেই যায়েদকে টিটকারি করতে শুরু করে। এতে তিনি বেশ লজ্জা পান। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। নবী যায়েদকে বলেন, আল্লাহ তোমাকে সত্য প্রতিপন্ন করেছেন।

১৪. মানে এ আহাম্মক কি এতটুকুও বুঝতে পারেনা যে, আসমান-যমীনের সমস্ত ভান্ডারের মালিক তো আল্লাহ তায়ালা। তবে কি আল্লাহ তাদেরকে না খাইয়ে মারবেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর পয়গাম্বরের খেদমতে নিয়োজিত থাকে? তারা কি মনে করে যে, মানুষ তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিলে তিনিও জীবিকার সকল দরজা বন্ধ করে দেবেন? সত্য বলতে কি, যেসব লোক সে আল্লাহওয়ালাদের জন্য ব্যয় করে, তা-তো আল্লাহই তাদের দিয়ে করান। তাঁর তাওফীক না হলে নেক কাজে কেউ ব্যয় করতে পারে না।

১৫. মানে মোনাফেকেরা জানে না কে শক্তি-প্রতিপত্তি আর মর্যাদার অধিকারী। স্মরণ রাখবে, মৌল আর সত্তাগত মর্যাদা তো আল্লাহর জন্য। অতঃপর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে স্তরে স্তরে রসূলের এবং ঈমানদারদের মর্যাদা। বর্ণনায় রয়েছে, 'সম্মানিতরা লাঞ্ছিতদেরকে বহিষ্কার করবে'—আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এহেন দম্ভোক্তি তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ শুনতে পেয়ে তরবারি উত্তোলন করে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হন। বললেন, রসূলুল্লাহ মর্যাদার অধিকারী আর তুমি নিজে লাঞ্ছিত-অপমানিত একথা স্বীকার না করলে মদীনায় আমি তোমায় প্রবেশ করতে দেবো না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করে ছাড়েন।

www.icsbook.info

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ
اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ
قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ
اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

[১০] আমি তোমাদের (জীবনের উপকরণ হিসেবে) যা কিছু অর্থ সম্পদ দিয়েছি, তা থেকে তোমরা (আগ্রহ চিত্তে) ব্যয় করো—তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই (তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করে যাও, কেননা কারো সামনে মৃত্যু এসে দাঁড়ালে) সে বলবে, হে মালিক, তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কালের অবকাশ দিতে তাহলে আমি তোমার পথে দান করতাম এবং এভাবেই আমি তোমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম!

[১১] কিন্তু বান্দার (জন্যে তার) নির্ধারিত কাল যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ আর কোনো অবস্থায়ই তাকে (এক মুহূর্তও এখানে থাকার) অবকাশ দেবেন না [১৭]। তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করছো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পুরোপুরি অভিহিত রয়েছেন [১৮]।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাঁর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। মোনাফেকদের নিন্দা আর ভর্ৎসনার পর মোমেনদেরকে এখানে কিছু হেদায়াত দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ায় আটকা পড়ে আল্লাহর আনুগত্য আর আখেরাতের স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়ে পড়বে না, যেমন হয়ে পড়েছে এসব লোক।

১৬. মানে অবিনশ্বরকে ত্যাগ করে নশ্বরকে গ্রহণ করা এবং তাতে প্রবৃত্ত হয়ে পড়া আর উত্তমকে ছেড়ে অধম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়া মানুষের জন্য বড়ই ক্ষতিকর কাজ। মাল আর আওলাদের মধ্যে তা-ই উত্তম, যা আল্লাহর স্মরণ আর এবাদাত থেকে বিমুখ করে না। এসব ধান্দায় পড়ে যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে আখেরাতও খুইয়েছে এবং দুনিয়ায় মানসিক শান্তিও তার নসীবে জুটলো না।

'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবিকা, আর কেয়ামতের দিন আমরা তাকে সমবেত করবো অন্ধ করে।'

১৭. সম্ভবত এটা হচ্ছে মোনাফেকদের উক্তির জবাব। ব্যয় করায় তো স্বয়ং তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ। সদকা-খয়রাত যা কিছু করার তাড়াতাড়ি করে নাও; অন্যথায় মৃত্যু মাথার ওপর এসে পড়লে আফসোস করবে, মনস্তাপ করবে যে, আল্লাহর রাস্তায় কেন আমরা ব্যয় করলাম না। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন কৃপণ লোকেরা আকাংখা করবে, পরওয়ারদেগার! আরো কিছু দিনের জন্য আমার মৃত্যুকে মুলতবী করে দাও, যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে

নেককার হয়ে হাজির হতে পারি। কিন্তু তখন তো মলতবী করার কোন সুযোগ থাকবে না। যার বয়স যত নির্ধারিত করা হয়েছে, যার যে মেয়াদ বেঁধে দেয়া হয়েছে, তা পূর্ণ হওয়ার পর এক মুহূর্তও ঢিল দেয়া হবে না, কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এ আকাংখাকে গ্রহণ করেন কেয়ামত অর্থে অর্থাৎ হাশর ময়দানে আকাংখা করবে হায়—কিছু সময়ের জন্য যদি আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে দেয়া হতো, তবে বেশ সদকা-খয়রাত করে নেককার হয়ে ফিরে আসতাম।

১৮. তিনি জানেন যে, মৃত্যু মলতবী করা হলে বা হাশর ময়দান থেকে পুনরায় দুনিয়াতে আসার সুযোগ দেয়া হলে তখন তোমরা কেমন কর্ম করবে। তিনি সকলের আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা সম্পর্কে জানেন। সকলের যাহেরী-বাতেনী সব আমল সম্পর্কেও তিনি খবর রাখেন আর তদনুযায়ী তিনি সকলের সঙ্গে আচরণ করবেন।

www.icsbook.info

সূরা আত্ তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৬৪, আয়াতঃ ১৮, রুকুঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ

كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ② خَلَقَ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] (এই) আসমান সমূহে (যেখানে) যা কিছু আছে ও (এই) যমীনে যেখানে (যা কিছু আছে) তা সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব (যেমন) তার জন্যে (তেমনি যাবতীয়) প্রশংসাও তার (একার) জন্যে [১], তিনি সকল কিছুর ওপর প্রবল ক্ষমতাবান।

[২] তিনি তোমাদের সবাইকেই সৃষ্টি করেছেন (কিন্তু সৃষ্টির পর) তোমাদের মধ্যে কিছু লোক (তার ওপর ঈমান এনে) মোমেন হলো [২], আবার কিছু লোক (তাকে অস্বীকার করে) কাফের থেকে গেলো, অথচ তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তায়ালা (তার) সব কিছুই দেখেন।

---

১. দুনিয়ায় যা কিছুরই রাজত্ব দেখা যায়, তা সব তাঁরই, আর যা কিছুই প্রশংসা করা হয়, মূলত তা আল্লাহরই।

২. মানে সমস্ত মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাদের কর্তব্য ছিল, সকলে মিলে তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং সে আসল দাতার আনুগত্য করা। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে এই যে, কিছু লোক অবিশ্বাসী হয়ে গেছে আর কিছু লোক হয়েছে বিশ্বাসী—ঈমানদার। সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে দু'দিকে যাওয়ার যোগ্যতা-ক্ষমতাই রেখেছেন। কিন্তু প্রথমত সকলকে সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ এ প্রকৃতির ওপর অবিচল রয়েছে। আর কেউ আশ-পাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকৃতি বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করেছে। স্বেচ্ছায়-সানন্দে কে কোন্ পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহর সে জ্ঞান চিরন্তন। মানুষ স্বেচ্ছায় যে পথ অবলম্বন করবে, সে অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার পাবে। আর এ বিষয়টাই আল্লাহ তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী লিখে দিয়েছেন

www.icsbook.info

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ

وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ

مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى

اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ

[৩] তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতপর (এই পৃথিবীর বুকে তোমাদের তিনি (মানুষের) আকৃতি দিয়েছেন—তাও আবার অতি সুন্দর করে (তোমাদের বানিয়েছেন [৩], আর সব কিছুর শেষে) তার কাছেই (তোমাদের আবার) ফিরে যেতে হবে।

[৪] আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে (যেখানে) যা কিছু আছে তা (পুংখনুপুংখ বিষয় সহ) তিনি জানেন, তিনি (আরো) জানেন, তোমরা যা কিছু গোপন করে, আর যা কিছু প্রকাশ করো। আল্লাহ্ তায়ালা মনের (ভেতরে লুকিয়ে থাকা) কথাও জানেন।

[৫] তোমাদের কাছে কি সে সব লোকের খোজ খবর কিছুই পৌছেনি, যারা এর আগে (বিভিন্ন নবীর সময়ে) আল্লাহ্ তায়ালাকে অস্বীকার করেছিলো। অতপর (সে অনুযায়ী তারা (দুনিয়াতেই) নিজেদের কর্মফল ভোগ করে নিয়েছে। (দুনিয়ার এই শাস্তিই কিন্তু তাদের শেষ শাস্তি নয় পরকালেও) তাদের জন্যে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে [৪]।

[৬] (তাদের এ আযাব) একারণে যে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে যখনি আল্লাহর কোনো রসূল আসতো, তখনি তারা (এক অভিনব কথা) বলতো যে, (আমাদের মতো কতিপয়) মানুষই কি (তাহলে) আমাদের পথের সন্ধান দেবে? (এভাবেই) তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং (জেনে বুঝে ঈমানের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো [৫]। অবশ্য আল্লাহ্ তায়ালারও (তাদের কাছ থেকে) কিছু পাওয়ার দরকার ছিলো না, আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, (যাবতীয় প্রশংসায়) প্রশংসিত তিনি [৬]।

www.icsbook.info

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْۤ
اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

[৭] (আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকারকারী) এই কাফেররা ধারণা করে নিয়েছে যে, একবার মরে গেলে কখনো তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না [৭]। তুমি (তাদের) বলে দাও, না, তা কখনো (হবার) নয়। আমার মালিকের শপথ, মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকেই আবার (জীবিত করে কবর থেকে) উঠানো হবে এবং (সেদিন) তোমাদের (এক এক করে) বলে দেয়া হবে তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কে কি কাজ করে এসেছো আর আল্লাহ তায়ালার পক্ষে এটা অত্যন্ত সহজ কাজ [৮]।

[৮] (এই যখন অবশ্যম্ভাবী সত্য তখন) তোমরা আল্লাহ তার রসূল এবং (জাহেলিয়াতের অন্ধকারে পথ চলার জন্যে) আমি যে আলো তোমাদের দিয়েছি (তার বাহক কোরআনের) ওপর ঈমান আনো [৯], তোমরা এখানে যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে ভালো করেই অবগত আছেন [১০]।

যে, এরকম হবে। দুনিয়ায় মানুষের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের কোন ক্ষমতাই থাকবে না আল্লাহর সর্বাত্মক জ্ঞানের জন্য এটা অপরিহার্য নয়। বিষয়টি নিতান্ত সূক্ষ্ম ও দার্শনিক। এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনার অভিপ্রায় রইলো।

৩. সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষের সুরত সর্বোত্তম। দেখতেও সুদর্শন এবং শক্তি-সামর্থ্যেও সারা বিশ্বের মধ্যে বিশিষ্ট। বরং সকলের সমষ্টি এবং নির্যাস। একারণে সুফিয়ারা মানুষকে বলেন, 'ক্ষুদে পৃথিবী'।

৪. মানে তোমাদের পূর্বে 'আদ', 'সামুদ' ইত্যাকার অনেক জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে আর আখেরাতের আযাব তো স্বতন্ত্র রয়েছেই। এ সম্বোধন মক্কাবাসীদের জন্য।

৫. মানে আমাদের মতো মানুষকেই কি হেদায়াতকারী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে? প্রেরণ করার হলে আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকে প্রেরণ করতো। যেন তাদের মতে মনুষ্যত্ব আর রেসালাতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। এজন্যই তারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং রসূলদের কথা মেনে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে।

রসূলকে যে মানুষ বলে, সে কাফের এ আয়াত থেকে একথা প্রমাণ করা চরম অজ্ঞতা ও বিধর্মিতা। পক্ষান্তরে কেউ যদি একথা বলেন যে, আয়াতটি তো সেসব লোকের কুফরী প্রমাণ করছে, যারা বনী আদমের মধ্যে রসূলদের মানুষ হওয়া অস্বীকার করে, তবে সে দাবীটি হবে প্রথম দাবীর চেয়ে শক্তিশালী।

৬. মানে আল্লাহর কি পরোয়া? তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহও সেদিক থেকে রহমতের দৃষ্টি সরিয়ে নেন।

৭. মানে রেসালাতের মতো মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকেও অস্বীকার করে।

www.icsbook.info

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٠

[৯] (এখনো স্মরণ করো, সেদিনের কথা) যেদিন তোমাদের (আগে পরের সমস্ত মানুষ ও জ্বিনকে) একত্র করা হবে, সেদিন হবে তোমাদের মহা সমাবেশের দিন। (তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে (হে মানুষ ও জ্বিন) আজকের দিনটিই হচ্ছে (আসল) লাভ লোকসানের দিন [১১]। (আজ লাভের দিন হচ্ছে তার) যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং (সেই ঈমানের দাবী মোতাবেক ব্যবহারিক জীবনে) নেক কাজ করেছে (এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আজ আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে) তিনি তার সব গুনাহ মোচন করে দেবেন [১২], তাকে তিনি এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে, (আর সেদিনের জন্যে) এটাই হবে চরমতম সাফল্য [১৩]।

[১০] (আর লোকসানের দিন হচ্ছে তার জন্যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে এবং আমার 'আয়াত' সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (এমন লোকদের ব্যাপারে সেদিন আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে) এরা সবাই জাহান্নামের অধিবাসী (হবে) সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। কতো নিকৃষ্ট সে আবাস স্থল!

---

৮. অর্থাৎ পুনরুত্থিত করা এবং সকলের হিসাব-কিতাব গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য এমন কি কঠিন? ভালো রকমে বিশ্বাস করবে যে, এটা অবশ্যই হবে। কারো অস্বীকার করায় সে অনাগত সময়টিতে কোন নড়চড় হবে না। সুতরাং অস্বীকার করা ত্যাগ করে সে সময়ের কথা চিন্তা করাই সমীচীন।

৯. মানে কোরআনুল করীমের প্রতি।

১০. অর্থাৎ ঈমানের সঙ্গে আমলও থাকতে হবে।

১১. মানে সেদিন জাহান্নামীরা হারবে আর জান্নাতীরা জিতবে। হারা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর দেয়া ক্ষমতার অপচয় করে পজিও হারিয়ে বসেছে। আর জিতা হচ্ছে এই যে, কিছু লোক একের বিনিময়ে হাজার হাজার গুণ বেশী পেয়েছে। পরে এর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑪
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑫ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ

রুকুঃ ২

[১১] আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত (কোনো সৃষ্টির ওপর) কোনো বিপদই আসেনা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (এই অমোঘ সত্যের) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে (বিপদ আপদে বিভ্রান্ত না করে) তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন [১৪], আর আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছেন [১৫]।

[১২] তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তার) রসূলের, (মনে রেখো) তোমরা যদি (এই আনুগত্য করা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে (তার জন্যে রসূলকে মোটেই দায়ী করা হবে না, কারণ) আমার রসূলের দায়িত্ব (হচ্ছে কেবলমাত্র আমার কথাগুলোকে) সুস্পষ্ট ভাবে (তোমাদের কাছে) পৌঁছে দেয়া [১৬]।

---

১২. মানে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, ঈমান আর নেক আমলের বরকতে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।

১৩. যে জান্নাতে পৌঁছতে পেরেছে, তার সমস্ত আকাংখা পূর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি আর দীদারের স্থানও তা-ই।

১৪. আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপ্রায় ছাড়া দুনিয়াতে কোন বিপদ, কোন কঠোরতা আসে না। মোমেন যখন একথা বিশ্বাস করে, তখন এজন্য দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সর্বাবস্থায় সত্যিকার মালিকের ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং একথা বলা উচিত —

'তব তরবারি ধ্বংস হবে, তা হবে না দুশমনের নসীব
বন্ধুর মাথা নিরাপদ, চালনা কর তুমি তরবারি।'

এভাবে আল্লাহ তায়ালা মোমেনের অন্তরকে সবর আর সমর্পণের পথ বলে দেন, যার পরে আত্মদর্শন আর দিব্য জ্ঞানের বিস্ময়কর পথ উন্মুক্ত হয়। উন্মোচিত হয় বাতেনী তরক্কী আত্মিক উন্নতির স্তর।

১৫. মানে যে কষ্ট আর বিপদ তিনি প্রেরণ করেছেন, তা করেছেন একান্ত জ্ঞান আর হেকমত অনুযায়ী। তোমাদের মধ্যে কে সত্যিকার সবর-দৃঢ়তা এবং সমর্পণ ও সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করেছে, আর কার অন্তর কোন্ অবস্থার যোগ্য তা তিনিই ভালো জানেন।

১৬. মানে কোমলতা-কঠোরতা আর সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশ মেনে চলবে। এমনটি যদি না কর তবে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। রসূল ভালো-মন্দ সব কিছু

www.icsbook.info

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٣ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ

وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا

وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٤ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ

[১৩] আল্লাহ তায়ালা মহান সত্তা, তিনি ছাড়া কোনোই মাবুদ নেই। অতএব প্রতিটি ঈমানদার বান্দার উচিত তার ওপরই সর্ব বিষয়ে নির্ভর করা [১৭]।

[১৪] হে ঈমানদার লোকেরা, অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মাঝে তোমাদের কিছু কিছু দুশমন রয়েছে [১৮]। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। অবশ্য তোমরা যদি তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও—তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের মাফ করার নীতি অবলম্বন করো (তাহলে বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন, কারণ) আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু [১৯]।

বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছেন। তোমাদের আনুগত্য আর অবাধ্যতা দ্বারা আল্লাহর কোন ক্ষতি হতে পারে না।

১৭. মানে এবাদাত পাওয়ার যোগ্য কেবল তাঁর সত্তাই, কেবল তাঁর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে। অন্য কারো বন্দেগী করা যাবে না, ভরসারও যোগ্য নয় অন্য কেউ।

১৮. মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভালোবাসা চিন্তায় পতিত হয়ে আল্লাহ এবং তাঁর বিধানকে ভুলে বসে। সেসব সম্পর্কের পেছনে কতো খারাব কাজ করে আর কতো ভালো কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। স্ত্রী আর সন্তানদের আব্দার-ফরমায়েশ আর মনস্তুষ্টি তাকে এক মুহূর্তও দম নিতে দেয় না। এ চক্করে পড়ে আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। যে সব পরিবার-পরিজন এত বড় ক্ষতির কারণ হয়, বস্তুত তাদেরকে তার যে বন্ধু বলা যায় না, এটা তো স্পষ্ট। বরং সে সব হচ্ছে তার জন্য নিকৃষ্ট দুশমন, যাদের দুশমনীর অনুভূতিই অনেক সময় মানুষের জাগে না। একারণে এসব দুশম সম্পর্কে হুশিয়ার থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি আরো সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এমন পন্থা অবলম্বন থেকে বিরত থাকবে, তাদের দুনিয়া গুছানোর খাতিরে নিজের দ্বীন বরবাদ করা ছাড়া যার পরিণতি অন্য কিছুই নয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার সব স্ত্রী আর সব সন্তান এরকমই হবে। আল্লাহর এমন অনেক অনুগত বান্দীও আছেন, যারা স্বামীদের দ্বীনের হেফাযত করেন, নেক কাজে তাদের সহযোগিতাও করেন। আর এমন সৌভাগ্যবান কতো সন্তানই রয়েছে, যারা পিতা-মাতার জন্য 'বাকিয়াতুস সালিহাত' তথা স্থায়ী সৎকর্মে পরিণত হয়।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

১৯. মানে তারা যদি তোমাদের সঙ্গে দুশমনী করে এবং তোমাদের দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন ক্ষতি সাধিত হয়, তবে এর প্রতিক্রিয়া এ হওয়া উচিত নয় যে, তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণের

www.icsbook.info

فِتْنَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ⑮ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ
يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑯ اِنْ تُقْرِضُوا
اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ
حَلِيْمٌ ⑰ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑱

[১৫] (আসলে) তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি (এ সবই) হচ্ছে (তোমাদের জন্যে একটি) পরীক্ষা মাত্র (আর এই পরীক্ষায় কামিয়াব হতে পারলে তোমাদের জন্যে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা পুরস্কার রয়েছে [২০]।

[১৬] অতএব তোমরা সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করো, তোমরা (রসূলের আদেশ) শুনো এবং (তার) কথামতো চলো [২১]। (আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ থেকে তারই উদ্দেশ্যে) খরচ করো, এতে তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণ রয়েছে [২২], (জেনে রাখবে) যে ব্যক্তিকে মনের লোভ লালসা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। (সে এবং) তার মতো লোকেরাই সত্যিকার অর্থে সফলকাম [২৩]।

[১৭] যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ঋন দাও—উত্তম ঋন, তাহলে (কেয়ামতের দিন) তিনি তাকে বহুগুন বাড়িয়ে দেবেন [২৪]। এবং (পরিনামে) তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ তায়ালা বড়োই গুনগ্রাহী ও পরম ধৈর্য্যশীল [২৫]।

[১৮] দেখা-অদেখা (সব কিছুই) তিনি জানেন, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় [২৬]।

পেছনে পড়বে, আর তাদের প্রতি শুরু করে দেবে অসমীচীন কঠোরতা। এমন করলে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। জ্ঞান-বুদ্ধি আর শরীয়ত অনুযায়ী যতটুকু অবকাশ থাকে, তাদের বোকামি আর দুর্বলতা ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা আর মার্জনা কাজে লাগাও। এসব সদ্ব্যবহারের কারণে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সঙ্গে মেহেরবানী করবেন এবং তোমাদের অন্যায়-অপরাধ মার্জনা করবেন।

২০. মানে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ আর সন্তান দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, এসব নশ্বর আর ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে কে আখেরাতের অবিনশ্বর আর চিরন্তন নেয়ামতকে অস্বীকার করে, কে তা বিস্মৃত হয়, আর কে এসব উপকরণকে আখেরাতের পাথেয় করে আর

www.icsbook.info

আখেরাতের মহা প্রতিদানকে অগ্রাধিকার দেয় এখানকার হিসসা আর আকর্ষণীয় বস্তুর ওপর।

২১. মানে আল্লাহকে ভয় করে এ পরীক্ষায় যতটা সম্ভব অবিচল থাকবে এবং তাঁর কথা শুনবে ও মানবে।

২২. মানে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে।

২৩. মানে সিদ্ধি লাভ করতে পারে, অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে সে ব্যক্তিই, অন্তরের লোভ থেকে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, যে ব্যক্তি নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকে লোভ আর কার্পণ্য থেকে।

২৪. মানে নিষ্ঠা-আন্তরিকতা আর সদুদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় পাক-পবিত্র সম্পদ ব্যয় করলে তিনি তার চেয়ে অনেক বেশী দান করবেন এবং তোমাদের দুর্বলতাগুলো ক্ষমা করে দেবেন। এরকম বিষয় ইতিপূর্বেও কয়েক স্থানে ছিল। সেখানে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

২৫. কদর করা, মূল্য দেয়া হচ্ছে এই যে, সামান্য কাজে তিনি অনেক সাওয়াব দেন আর ধৈর্য ধারণ এই যে, পাপ করতে দেখেও তিনি তৎক্ষণাৎ আযাব প্রেরণ করেন না। আবার অনেক অপরাধীকে তিনি একেবারেই ক্ষমা করে দেন, আবার অনেকের তিনি দন্ড লাঘব করেন।

২৬. মানে যাহেরী আমল আর বাতেনী নিয়ত সম্পর্কে তিনিই খবর রাখেন। আপন পরাক্রম, ক্ষমতা আর প্রজ্ঞা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন।

www.icsbook.info

সূরা আত্ তালাক্ব

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৬৫, আয়াতঃ ১২, রুকুঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ
بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] হে নবী (মুসলমান সাথীদের বলো), যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও (বা দিতে ইচ্ছা করো) তাদের ইদ্দতের (অপেক্ষার সময়টুকুর) প্রতি (লক্ষ্য রেখে) তালাক দিয়ো [১], এই ইদ্দতের (সময়টুকুর) যথার্থ হিসেব রেখো [২] এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। ইদ্দতের (এই অপেক্ষার সময়ে) তাদের কোনো অবস্থায়ই তাদের নিজের বসত বাড়ি থেকে বের করে দিয়োনা [৩]। (এই সময়ের ভেতরে) তারা নিজেরাও যেন তাদের ঘর থেকে বের হয়ে না যায়—তবে যদি তারা কোনো জঘন্য অশ্লীলতার কাজে লিপ্ত হয় [৪] (তাহলে তা ভিন্নকথা। ইদ্দতের নীতিমালার ব্যাপারে) এগুলোই হচ্ছে আল্লাহর (বেঁধে দেয়া) সীমারেখা যে ব্যক্তি আল্লাহর (বেধে দেয়া) এই সীমারেখাকে অতিক্রম করতে চায় সে যেন, এটা করে নিজের ওপরই নিজে যুলুম করলো [৫], (কারণ) তুমি তো জানো না [৬] (এই সীমারেখার ভেতরে থাকলে) এর পর আল্লাহ তায়ালা হয়তো (পূনরায় তোমাদের মাঝে সহৃদতার কোনো) একটা পথ বের করেও দিতে পারেন [৭]।

www.icsbook.info

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ

[২] অতপর যখন তারা তাদের (ইদ্দতের) সেই নির্ধারিত সময়ের (শেষে এসে) উপনীত হয়, তখন তাদের হয় সম্মানজনক পন্থায় (বিয়ের বন্ধনে) রেখে দেবে, না হয় (যথাবিধি) সম্মানের সাথে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে [৮] এবং (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের দুজন ন্যায় পরায়ন লোককে তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখবে [৯], (যারা সাক্ষী হবে, তাদেরও তুমি বলে দাও) তোমরা শুধু আল্লাহর জন্যেই (এই) স্বাক্ষ্য দান করবে [১০], (তোমাদের মাঝে) যারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনে [১১] (এ সব বিধি বিধানের দ্বারা)তাদের সবাইকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ তায়ালা (তাকে) তার জন্যে (সংকট থেকে বের হয়ে আসার) একটা পথ তৈরী করে দেবেন [১২]।

---

১. এখানে নবীকে উদ্দেশ্য করে গোটা উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। মানে কোন ব্যক্তি যখন কোন প্রয়োজনে এবং একান্ত বাধ্য হয়ে নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অভিপ্রায় করে, তখন তার উচিত হচ্ছে ইদ্দতের মধ্যে তালাক দেয়া। সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়েয—তিন ঋতু (এটা হানাফীদের মযহাব)। 'মাসিকের' পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া উচিত, যাতে গোটা 'মাসিক' গণনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ঋতুস্রাবকালে যদি তালাক দেয়, তাহলে দু অবস্থার যে কোন একটা হতে পারে। যে ঋতুতে তালাক দিয়েছে, তাকে ইদ্দতে শুমার করবে বা করবে না। প্রথম অবস্থায় তালাক সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ঋতুর যে সময়টা অতিক্রান্ত হবে, তা ইদ্দত থেকে হ্রাস পাবে। আর ইদ্দতের পূর্ণ তিন ঋতু অবশিষ্ট থাকবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় যদি বর্তমান ঋতু বাদেও তিন ঋতু গ্রহণ করা হয়, তবে এ ঋতু হবে তিন 'মাসিকের' চেয়েও বেশী। এ কারণে শরীয়তসম্মত পন্থা এই যে, 'তোহর' তথা হায়েয থেকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে হবে। আর হাদীস দ্বারা এ শর্তও প্রমাণিত যে, সে 'তোহরে' সংগম করা যাবে না।

২. মানে ইদ্দত স্মরণ রাখা নারী-পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য। অবহেলা বা ভুলের কারণে অসতর্কতা বা গড়বড় যেন না হয়। ওপরন্তু তালাক দিতে হবে এমনভাবে, যাতে ইদ্দতের দিন গণনায় কম-বেশী করতে বাধ্য হতে না হয়। উপরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।.

৩. মানে আল্লাহকে ভয় করে শরীয়তের বিধান যথাযথভাবে মেনে চলা উচিত। এসব

www.icsbook.info

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ⓷

[৩] তিনি তাকে এমন (সব উৎস থেকে) রেজেক দান করবেন যার সম্পর্কে তার কোনো ধারণাও নেই [১৩]। যে ব্যক্তি (সুখে দুঃখে) আল্লাহর ওপরই ভরসা করে, তার জন্যে আল্লাহ্ হন যথেষ্ট। (কেননা) আল্লাহ্ তায়ালা তার (অভীষ্ট) কাজ পূর্ণ করেই নেন, (তাছাড়া) আল্লাহ্ তায়ালা (এই দুনিয়ায়) প্রতিটি জিনিষের জন্যে একটি পরিমাণ (ও পরিমাপ) ঠিক করে রেখেছেন [১৪], (এর বাইরে যাওয়ার যেহেতু কারোই সাধ্য নেই, তাই সর্বাবস্থায় তারই ওপর ভরসা করা উচিত)।

বিধানের একটা হচ্ছে এই যে, ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া স্ত্রীকে তার গৃহ থেকে বের হতে দেয়া যাবে না ইত্যাদি।

৪. মানে স্ত্রীরা নিজেদের মর্জি মতো স্বেচ্ছায়ও বহির্গত হবে না। কারণ, এ বাসস্থান কেবল বান্দাহর হক নয় যে, কেবল তার সন্তুষ্টিতেই এ হক রহিত হয়ে যাবে বরং এটা হচ্ছে শরীয়তের হক। অবশ্য কেউ যদি স্পষ্ট বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা করে, যেমন অপকর্ম বা চুরি করে বসে, বা কোন কোন আলেমের মতে যদি গালিগালাজ করে এবং প্রতিমুহূর্তে দুঃখ আর যাতনা হয়, তবে তখন গৃহ থেকে বহির্গত হওয়া জায়েয। আর যদি অকারণে বের হয়, তবে এটা হবে স্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ।

৫. মানে পাপী হয়ে আল্লাহর নিকট শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত হবে।

৬. তরজমা করা হয়েছে 'সে জানে না, তার খবর নেই।' এ তরজমা করা হয়েছে এ জন্য, যাতে বুঝা যায় যে, এখানে নবীকে নয়, বরং কোন তালাকদাতাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

৭. মানে হতে পারে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং তালাকের জন্য লজ্জিত হবে।

৮. মানে রজঈ তালাকে যখন ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে আসবে, তখন দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটির ইখতিয়ার রয়েছে তোমাদের। হয় ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই নিয়ম অনুযায়ী সঙ্গম করে স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে থাকতে দেবে, অথবা ইদ্দত সমাপ্ত হলে যুক্তিযুক্ত পন্থায় তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তাৎপর্য এই যে, রাখতে হয় বা বিদায় দিতে হয়, সর্বাবস্থায় মানবতা আর ভদ্রতার আচরণ করবে। এমন আচরণ করবে না যে, রাখারও ইচ্ছা নেই, শুধু শুধু ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার জন্য প্রত্যাবর্তন করবে। অথবা এমনও যেন না হয় যে, রাখার অবস্থায় তাকে শুধু কষ্ট দেবে, গাল-মন্দ করবে।

৯. অর্থাৎ তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি বিবাহ বন্ধনে রাখতে চায়, তাহলে প্রত্যাবর্তনে দু'জনকে সাক্ষ্য করে নেবে, যাতে মানুষের মধ্যে তোমরা অভিযুক্ত না হও।

১০. এখানে সাক্ষীদেরকে হেদায়াত করা হচ্ছে যে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয়ার সময় বাঁকা কথা না বলে। সত্য এবং সোজা কথা বলে। তাদেরকে সত্য এবং সোজা কথা বলতে হবে।

www.icsbook.info

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ

الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ

يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ

[৪] তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা (বয়েস কিংবা অন্য কারণে) ঋতুবতি হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইদ্দতের) ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে (তোমরা জেনে রেখো যে,) তাদের ইদ্দতের (অপেক্ষায়) সময় হচ্ছে তিন মাস। (এই তিন মাসের বিধান) তাদের জন্যেও—যাদের এখনও ঋতুকাল শুরুই হয়নি [১৫]। গর্ভবর্তী নারীর জন্যে ইদ্দতকাল হচ্ছে তার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত [১৬]। (বস্তুত) কেউ যদি আল্লাহকেই (সত্যিকার অর্থে) ভয় করে আল্লাহ তায়ালা (একে একজনকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধে দিয়ে) তার জন্যে এ ব্যাপারটার সহজ করে দেন।

---

১১. জাহেলী যুগে নারীদের ওপর অনেক যুলুম হতো। তাদেরকে মনে করা হতো গরু-মহিষ বা নিতান্ত তুচ্ছ বা নিরুপায় কয়েদী। কেউ কেউ নারীকে শত শত বার তালাক দিতো। এরপরও তার মুসীবতের অবসান ঘটতো না। কোরআনে স্থানে স্থানে এসব পাশবিক-বর্বর যুলুম আর দয়াহীনতার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছে। বিবাহ এবং তালাকের অধিকার আর সীমারেখা সম্পর্ক স্পষ্ট আলোকপাত করেছে। বিশেষ করে বর্তমান সূরায় অন্যান্য বিজ্ঞতাপূর্ণ হেদায়াত-নসিহতের মধ্যে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাত্মক মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছেঃ

'হয় তাদেরকে ভালোভাবে রাখবে, না হয় তাদেরকে ভালোভাবে বিদায় দেবে।' এ মূলনীতির সারকথা হচ্ছে এই যে, তাদেরকে রাখতে হলে যুক্তিযুক্ত পন্থায় রাখবে, আর বিদায় দিতে হলে যুক্তিযুক্ত পন্থায় বিদায় দেবে। কিন্তু এসব সোনালী উপদেশ দ্বারা কেবল সে ব্যক্তিই উপকৃত হতে পারে, আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি যার দঢ়বিশ্বাস রয়েছে । কারণ, এ দৃঢ় বিশ্বাসই মানব মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। আর এ ভয়ের কারণে মানুষ একথা মনে করে যে, যেমনি এক অবলা নারী ঘটনাক্রমে কপালের ফেরে পড়ে আমার কাছে এসেছে, আমার কবজা আর অধিকারে এসেছে, তেমনি আমরা প্রত্যেকেই রয়েছি এক প্রতাপশালী সত্তার কব্জা ও অধিকারে। এ একমাত্র চিন্তা, যা মানুষকে সর্বাবস্থায় যুলুম আর বাড়াবাড়ি থেকে নিবৃত্ত করতে পারে—পারে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করতে। একারণে বর্তমান সূরায় তাকওয়া-পরহেযগারী আর খোদাভীতির ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

১২. মানে আল্লাহকে ভয় করে সর্বাবস্থায় তাঁর বিধান মেনে চলবে। তাতে যতই বিপদ আর কঠোরতার সম্মুখীন হতে হোক না কেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ করে দেবেন। আর তিনি কঠোরতার মধ্যেও দিন গুজরান করার উপায় করে দেবেন।

www.icsbook.info

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ⑤ أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ
وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ
أُخْرَىٰ ⑥

[৫] (তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে) এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আদেশ, যা তিনি তোমাদের (কাছে মেনে চলার) জন্যে পাঠিয়েছেন। অতপর (এই আদেশ মেনে) যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, তিনি (মহা বিচারের দিন) তার গুনাহ সমূহ (তার হিসেব থেকে) মুছে দেবেন এবং তিনি তাকে একটা বড়ো (ধরনের) পুরস্কারও দেবেন [১৭]।

[৬] (ইদ্দতের এই সময়ে) তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের সে ধরনের বাড়িতে থাকতে দিয়ো, যে ধরনের বাড়িতে তোমরা নিজেরা বসবাস করো [১৮]। কোনো অবস্থায় তাদের ওপর সংকট সৃষ্টি করার মতলবে তাদের কষ্ট দিয়ো না [১৯]। আর যদি তারা সন্তান সম্ভবা হয়, তাহলে (ইদ্দতের নিয়ম অনুযায়ী) তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের (যাবতীয়) খোরপোষ দিতে থাকো [২০]। (সন্তান জন্ম দানের পর) যদি তারা তোমাদের সন্তানদের (জন্যে নিজের) বুকের দুধ খাওয়াতে চায় তাহলে (যেহেতু সে তোমার স্ত্রী হিসেবে তা করছেনা তাই) তোমরা তাদের সে পরিমাণ পারিশ্রমিক আদায় করে দেবে এবং (এই পারিশ্রমিকের অংক নির্ধারণ ও সন্তানের অন্যান্য কল্যাণের ব্যাপারটা) ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে ন্যায় সংগত পন্থায় সমাধান করে নেবে [২১]। যদি তোমরা (পারিশ্রমিক ও অন্যান্য প্রাসংগিক ব্যাপারে) একে অন্যের সাথে জেদ করো, তাহলে অন্য কোনো মহিলা এই সন্তানকে দুধ খাওয়াবে [২২]।

---

১৩. আল্লাহর ভয় হচ্ছে উভয় জাহানের ধন-ভান্ডারের চাবিকাঠি। এতে মুশকিল সহজ হয়, ধারণা-কল্পনার অতীত জীবিকা লাভ হয়। গুনাহ মাফ হয়, জান্নাত লাভ হয়, প্রতিদান বৃদ্ধি পায় এবং এক বিস্ময়কর শান্তি-নিরাপত্তা পাওয়া যায়। এর পরে আর কোন কঠোরতাই থাকে না। ভেতরে ভেতরেই সকল অস্থিরতা উবে যায়। এক হাদীসে নবী বলেন, 'সারা বিশ্বের তাবৎ মানুষ এ আয়াত গ্রহণ করলে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।'

www.icsbook.info

১৪. মানে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, নিছক কার্যকারণের ওপর নির্ভর করবে না। আল্লাহর কুদরত সেসব কার্যকারণ মানতে বাধ্য নয়। যে কাজ আল্লাহ করতে চান, তা অবশ্যই সম্পন্ন হবে। কার্যকারণও আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের অনুগত। অবশ্য তাঁর দরবারে সব কিছুর একটা পরিমাণ আছে। সে পরিমাণ মতে তা প্রকাশ পায়। একারণে কোন কিছু অর্জিত হতে বিলম্ব দেখে তাওয়াক্কুলকারীর ঘাবড়ানো ঠিক নয়। নিরাশ হওয়াও উচিত নয়।

১৫. মানে তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত কোরআন তিন ঋতু নির্ণয় করেছে (সূরা বাকারা দ্রষ্টব্য)। যদি সন্দেহ হয় যে, ঋতু হয় না, বা বয়স হওয়ার কারণে তা মওকুফ হয়ে গেছে, তবে তার ইদ্দত কি হবে? সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এমন নারীর ইদ্দত হবে তিন মাস।

১৬. জমহুর তথা অধিকাংশের মতে গর্ভবতীর ইদ্দত গর্ভ খালাস পর্যন্ত। এক মিনিট পর গর্ভ খালাস হোক, বা দীর্ঘ সময় পর। আসলে তালাকপ্রাপ্তা আর স্বামী-হারা স্ত্রীর ইদ্দত এক সমান। হাদীস শরীফে এটা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৭. কয়েক বাক্য পরপরই আল্লাহর ভয়ের কথা বিভিন্ন ভঙ্গিতে পুনরুক্ত হয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য, যাতে পাঠক নারীদের ব্যাপারে সতর্ক হয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

১৮. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দত পর্যন্ত থাকার জন্য বাসগৃহ (যাকে 'সুকনা' বলা হয়) দেয়া পুরুষের ওপর কর্তব্য। যেহেতু এ 'সুকনা' দেয়া তার কর্তব্য, সুতরাং 'নাফাকা' তথা ব্যয়ভার বহন করাও তারই কর্তব্য। কারণ, তারই কারণে স্ত্রী এত দিন গৃহে বন্দী হয়ে থাকবে। কোরআন মজীদে এ শব্দমালায়ও সেদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, সামর্থ আর অবস্থা অনুযায়ী তাকে নিজ গৃহে থাকতে দেবে। স্পষ্ট যে, সামর্থ অনুযায়ী থাকতে দেয়ায় খোরপোশ দেয়ার ব্যবস্থা করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)—এর মাস্হাফে আয়াতটি ছিল এরকমঃ

'তোমরা তাদেরকে বাস করতে দেবে এবং তাদেরকে 'নাফাকা' দেবে, যেমন তোমাদের সামর্থ রয়েছে। হানাফী মযহাব মতে 'সুকনা' আর 'নাফাকার' এ বিধান সব ধরনের তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। রজঈ নারীর কোন শর্ত নেই। কারণ, পূর্ব থেকে যে বিষয়ের বর্ণনা চলে আসছে, যেমন 'আয়েসা' তথা মাসিক সম্পর্কে হতাশ নারী, কম বয়সের নারী এবং গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের প্রসঙ্গ, তাতে কোন রকম বিশেষ স্থান ও অবস্থার কথা ছিল না। তা হলে এ ব্যাপারে কেন অকারণে স্থান ও অবস্থার কথা বলা হবে? অবশ্য ফাতিমা বিনতে কয়েস-এর হাদীস, যাতে তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে 'সুকনা' আর 'নাফাকা' আদায় করিয়ে দেননি। এ হাদীস সম্পর্কে প্রথমত বলতে হয় যে, হযরত ফারূকে আযম (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবী এ হাদীসটিকে অস্বীকার করেছেন। বরং ফারূকে আযম (রাঃ) তো এ পর্যন্ত বলে দিয়েছেন যে, মাত্র একজন নারীর কথায় আমরা আল্লাহর কেতাব আর রসূলের সুন্নাহকে ত্যাগ করতে পারি না। সে নারী ভুলে গেছে, নাকি স্মরণ রাখতে পারেনি, তা আমাদের জানা নেই। জানা যায় যে, হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) আল্লাহর কেতাব থেকে এটাই বুঝেছিলেন যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য 'নাফাকা-সুকনা' ওয়াজিব। আর এর সমর্থনে রসূলের সুন্নাহ্ও তাঁর নিকট বর্তমান ছিল। তাহাবী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে হযরত উমর (রাঃ) একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মাসয়ালাটি আমি নবী করীম (সঃ)-এর নিকট শুনেছি। আর দারা কুতনী গ্রন্থে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে এ প্রসঙ্গে একটি দ্ব্যর্থহীন হাদীসও রয়েছে। যদিও সে হাদীসের কোন

www.icsbook.info

কোন বর্ণনাকারী এবং হাদীসটি মরফূ মওকূফ সে সম্পর্কে কথাবার্তা রয়েছে। দ্বিতীয়ত এটাও সম্ভব যে, নবী হযরত ফাতিমা বিনতে কয়েসের জন্য নাফাকা উসূল এজন্য করেননি যে, শ্বশুর বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে তিনি কটূক্তি আর কঠোর কথাবার্তা বলেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় সে কথাও বলা হয়েছে। তাই নবী তাঁকে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর 'সুকনা' না থাকায় 'নাফাকা'ও রহিত হয়ে যায়। যেমন তা রহিত হয় নাশেযা তথা স্বামীর সঙ্গে নাফরমানী-অবাধ্যতা করে স্বামী গৃহ ছেড়ে চলে যাওয়া নারী সম্পর্কে। তার গৃহে ফিরে না আসা পর্যন্ত তা রহিত থাকবে (আবু বকর রাযী তদীয় গ্রন্থ আহকামুল কোরআন-এ প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন সতর্কতার সঙ্গে)। তদুপরি জামে তিরমিযী মিনী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, তাকে পানাহারের নিমিত্ত খাদ্যশস্য দেয়া হয়েছিল। সে তার চেয়ে বেশী পরিমাণের দাবী জানায়, যা মন্‌যুর হয়নি। তাহলে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পুরুষের পক্ষ থেকে যা দেয়া হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশীর প্রস্তাব করেননি নবী। সঠিক ব্যাপার আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, নাসায়ী, তাবারানী এবং মুসনাদে আহমাদ-এর কোন কোন বর্ণনায় ফাতিমা বিনতে কয়েস নবীর স্পষ্ট উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, 'সুক্‌না আর নাফাকা' কেবল সে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য, যার প্রতি স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। এসব বর্ণনার নদ তেমন শক্তিশালী নয়। যায়লায়ী তাখ্‌রীজে হেদায়া গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে দেখা যেতে পারে।

১৯. মানে উত্ত্যক্ত করবে না, যাতে অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে যেতে সে বাধ্য হয়।

২০. মানে সন্তান জন্ম দানের পর সে যদি তোমার খাতিরে শিশুকে দুধপান করাতে চায়, তাহলে অন্যান্য ধাত্রীকে যে বিনিময় দিতে, তা তাকেও দিতে হবে। যুক্তিযুক্ত পন্থায় নিয়ম মাফিক পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে বিষয়টা নিষ্পত্তি করে নেবে। শুধু শুধু হঠকারিতা আর বক্রতা অবলম্বন করবে না। একে অন্যের সঙ্গে নেকীর আচরণ করবে। নারীও দুধ পান করাতে অস্বীকার করবে না, আর পুরুষও তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন নারী দ্বারা দুধ পান করাবে না।

২১. মানে পরস্পরের বাক-বিতন্ডার কারণে স্ত্রী যদি দুধ পান করাতে সম্মত না হয়, তবে বিষয়টি কেবল তার ওপরই নির্ভরশীল নয়, দুধ পান করাবার জন্য অন্য নারী পাওয়া যাবে। তার এতটা গোঁড়ামি করা উচিত নয়। আর পুরুষ যদি শুধু শুধু শিশুকে মায়ের দুধ পান না করাতে চায়, তবে যাই হোক না কেন, অন্য নারী শিশুকে দুধ পান করাতে আসবে আর শেষ পর্যন্ত তাকেও কিছু দিতে হবে। তা হলে শিশুর মাতাকেই কেন কিছু দেয়া হবে না?

২২. মানে শিশুর তরবিয়ত-প্রতিপালনের ব্যয় নির্বাহ করা পিতার কর্তব্য। সামর্থবানকে ব্যয় করতে হবে তার সামর্থ অনুযায়ী, আর কম সামর্থবানকে ব্যয় করতে হবে তার পরিমাণ অনুযায়ী আর অবস্থা অনুযায়ী। কারো ভাগ্যে যদি আল্লাহ বেশী প্রশস্ততা না জুটান, কাউকে আল্লাহ যদি নিতান্তই মাপাঝোপা জীবিকা দিয়ে থাকেন, তবে সে তার মধ্য থেকেই নিজের অবকাশ আর সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে। আল্লাহ কাউকে সাধ্য-সামর্থের অতীত কষ্ট দেন না। যখন সংকীর্ণতার সময় তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করবে, তখন তিনি টানাটানি আর সংকীর্ণতাকে প্রশস্ততা আর সরলতায় পর্যবসিত করে দেবেন। তিনি তা পরিবর্তিত করে দেবেন।

www.icsbook.info

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝٩

[৭] বিত্তশালী ব্যক্তি—তার (আর্থিক) সংগতি অনুযায়ীই (স্ত্রীদের) খোরপোষ দেবে। আবার যে ব্যক্তির (জীবনের উপকরণ ও) অর্থনৈতিক সংগতি সীমিত করে রাখা হয়েছে, সে ব্যক্তি ততোটুকু পরিমানই খোরপোষ দেবে যতোটুকু আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দান করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা যাকে যে পরিমান (শক্তি) সামর্থ দান করেছেন তার বাইরে কখনো (কোনো গুরুতর) বোঝা তার ওপর তিনি চাপাননা। (আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকলে) আল্লাহ্ তায়ালা অচিরেই অভাব অনটনের পর পর স্বচ্ছলতা ও সংগতি দান করতে পারেন [২৩]।

রুকুঃ ২

[৮] কতো জনপদ (এমন ছিলো—যেখানকার মানুষরা) নিজেদের মালিক ও তার (পাঠানো) রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (সেই বিদ্রোহের) কঠোর হিসাব আদায় করে নিয়েছি, আমি ওদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি [২৪]।

[৯] এরপর তারা ভালো করেই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো। মূলত তাদের পরিণাম ফল (ছিলো) চরম ক্ষতি [২৫]।

---

২৩. মানে শরীয়তের বিধান (বিশেষ করে নারীদের প্রসঙ্গে) পুরোপুরি মেনে চলবে, যথাযথভাবে পালন করবে। যদি নাফরমানী-অবাধ্যতা কর, তবে মনে রাখবে, আল্লাহ্ এবং রসূলের নাফরমানী-অবাধ্যতার শাস্তিতে আল্লাহ্ কতো জনপদকে বিনাশ করে দিয়েছেন। তারা যখন দম্ভ-অহমিকা প্রদর্শন করে সীমা লংঘন করে যায়, তখন আমি তাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করি এবং তা করি কঠোরভাবেই। কোন একটা কর্মকেও আমি তাদের ক্ষমা করিনি। আমি তাদেরকে এমন বিরল আপদে ফেলে দেই, যা কস্মিনকালেও চক্ষু দর্শন করতে পারেনি।

২৪. মানে সারা জীবন যা কেনাবেচা করেছিল, তাতে সে প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যা কিছু পুঁজি আর চালান ছিল, সবই হারিয়ে যায়।

২৫. আগে পার্থিব আযাবের কথা বলা হয়েছিল, এখানে পরকালীন আযাব সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

www.icsbook.info

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ
الَّذِينَ اٰمَنُوا ۛ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ
اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ۚ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

[১০] আল্লাহ্ তায়ালা পরকালে তাদের জন্যে এক কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন [২৬]। অতএব হে (মানুষ তোমরা) যারা জ্ঞান (ও বোধ)সম্পন্ন—যারা তোমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো [২৭], আল্লাহ্ তায়ালা (তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে) তোমাদের কাছে তার কেতাব পাঠিয়েছেন [২৮]।

[১১] (তিনি তোমাদের কাছে আরো পাঠিয়েছেন) তার রসূল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত পড়ে শোনায় [২৯]। যাতে করে সে (রসূল), তোমাদের সে সব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং (সে মোতাবেক) ভালো কাজ করেছে, তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (হেদায়াতের) আলোতে নিয়ে আসতে পারে [৩০], তোমাদের যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং (ঈমানের প্রদর্শিত পথে চলে) ভালো কাজ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকেই (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (এমন এক জান্নাত) যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। এমন লোকের জন্যে অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন [৩১]।

---

২৬. মানে এসব শিক্ষণীয় ঘটনা সম্পর্কে শ্রবণ করে বুদ্ধিমান ঈমানদারদের উচিত সর্বদা ভয় করে চলা, তাদের দ্বারাও যেন এমন অসম-অসমীচীন কর্ম সংঘটিত না হয়, যাতে তারাও আল্লাহর ধর-পাকড়ে পড়ে যায়।

২৭. মানে কোরআন। অথবা যিক্র অর্থ স্মারক হলে তখন এর মর্ম হবেন স্বয়ং রসূল।

২৮. মানে স্পষ্ট-দ্ব্যর্থহীন আয়াত, যাতে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে আল্লাহর বিধান।

২৯. মানে কুফ্‌রী-জাহালাত-অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান আর জ্ঞান ও কর্মের উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে এসেছেন।

৩০. জান্নাতের চেয়ে উত্তম জীবিকা কোথায় আর পাওয়া যাবে?

www.icsbook.info

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ

عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ⑫

[১২] আল্লাহ তায়ালা—যিনি এই সাত আসমান ও তাদের অনুরূপ সংখ্যক যমীন সৃষ্টি করেছেন [৩২] (আবার) এদের উভয়ের মাঝখানে (যেখানে যা কিছু আছে তাদের সবার জন্যে তার কাছ থেকে আলাদা আলাদা) নির্দেশ জারী হয় [৩৩], যাতে করে তোমরা একথা অনুধাবন করতে পারো যে, (আকাশ পাতালের) সকল কিছুর ওপর তিনিই (একক) ক্ষমতাবান। এবং (এই সৃষ্টি লোকের) প্রতিটি বস্তুই তার একান্ত গোচরীভূত [৩৪]।

---

৩১. মানে যমীনও তিনি পয়দা করেছেন সপ্ত স্তরে, যেমন তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। এসব স্তরের কিছু দৃষ্ট হয়, আর কিছু দৃষ্ট হয় না, আর যা দৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয়ে থাকে নক্ষত্রপুঞ্জ। যেমন মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে অধুনা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এই যে, তাতে পর্বত, নদী-নালা আর জনপদ রয়েছে। অবশ্য যেসব হাদীসে সে যমীন এ যমীনের নীচে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভবত তা বলা হয়েছে কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে। আবার কোন কোন অবস্থায় সে যমীন হয়ে যায় এ যমীনের নীচে। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর যে হাদীসে 'তাদের আদম তোমাদের আদমেরই' অনুরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার স্থান এটা নয়। তাফসীরে রূহুল মাআনী গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উপযুক্ত আলোচনা করা হয়েছে। হযরত মওলানা কাসিম (রঃ)-এর কোন কোন রেসালায় (ক্ষুদে পুস্তিকায়) এ বিষয়টির কোন কোন দিক অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৩২. মানে বিশ্বের শৃংখলা বিধান আর পরিচালনার নিমিত্ত আল্লাহর প্রাকৃতিক এবং সাংবিধানিক বিধি আসমান এবং যমীনে অনবরত অবতীর্ণ হয়।

৩৩. মানে আসমান-যমীনের সৃজন করা এবং তাতে প্রশাসনিক বিধি জারী করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান ক্ষমতার গুণ প্রকাশ করা (আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যেম তদীয় 'বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ আলোচনা করেছেন)। আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলী কোন না কোন ভাবে এই দু'টি গুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুফিয়ায়ে কেরাম একটা হাদীস নকল করেন, মানে 'আমি ছিলাম একটা গুপ্ত ভান্ডার, অতঃপর আমি প্রকাশিত-পরিচিত হতে ভালোবাসলাম, পছন্দ করলাম।' হাদীসটি যদিও মুহাদ্দেসদের নিকট বিশুদ্ধ নয়, কিন্তু তার বিষয়বস্তু সম্ভবত এ আয়াতের বিষয়বস্তু থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

সূরা আত্ তাহ্রীম

মদীনায় অবতীর্ণ

সূরাঃ ৬৬, আয়াতঃ ১২, রুকুঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ
اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ② وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে —

রুকুঃ ১

[১] হে নবী [১], আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন, তা তুমি (তোমার ওপর) কেন হারাম করতে চাও, তুমি কি (এর মাধ্যমে) তোমার স্ত্রীদের খুশী করতে চাও [২]? (এ ধরনের কিছুর জন্যে আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো, কারণ) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমার আধার ও পরম দয়ালু [৩]।

[২] আল্লাহ তায়ালা তো (তোমাকে) তোমার শপথ থেকে রেহাই পাবার একটা পথ (কাফফারার পদ্ধতি) বাতলেই দিয়েছেন। মূলত (যে কোনো সংকটে) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র সহায়, (সংকট থেকে রেহাই পাবার পন্থা তিনিই বলে দিতে পারেন, কারণ) তিনিই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ তিনিই হচ্ছেন প্রজ্ঞাময় [৪]।

---

১. সূরা আহযাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়। তখন 'আয্ওয়াজে মোতাহ্হারাত তথা নবীর সহধর্মিণীদেরও ধারণা জেগে থাকবে যে, সকলেই যখন পরিতৃপ্তির জীবন যাপন করছে, তখন আমরাই বা কেন পরিতৃপ্ত হবো না। এ প্রসঙ্গে তাঁরা সকলে মিলে নবীর নিকট অতিরিক্ত খোর-পোশের দাবী জানান। মুসলিম শরীফের একটা বিশুদ্ধ হাদীসে আছেঃ 'আর তারা আমার চারিপার্শ্বে সমবেত হয়ে আমার নিকট খোরপোশের দাবী তোলে।' আর বুখারী শরীফে 'মানাকিব তথা ফযীলত অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

www.icsbook.info

'আর তাঁর আশপাশে জড়ো হয় নারীরা, তাঁরা কথা বলে এবং অতিরিক্ত কিছুর দাবী জানায়। এতে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশাকে (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) হযরত হাফসাকে (রাঃ) শাসিয়ে দেন। অবশেষে স্ত্রীরা ওয়াদা করলেন যে, ভবিষ্যতে আমরা এমন কিছু দাবী করবো না, যা তাঁর কাছে নেই। এরপরও ঘটনা প্রবাহের গতি এমন খাতে প্রবাহিত হয়, যাতে নবীকে এক মাসের জন্য স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা করতে হয়। অবশেষে সূরা আহযাবে সন্নিবিষ্ট আয়াতে 'তাখ্‌ঈর' তথা গ্রহণ করা না করার ইখ্‌তিয়ারের আয়াত নাযিল দ্বারা এ ঘটনার অবসান ঘটানো হয়। ইতিমধ্যে আরো কিছু ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনা দ্বারা নবীর পবিত্র মন-মানসের ওপর চাপ পড়ে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, নবীর সঙ্গে আয্‌ওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের যে ভালোবাসা আর সম্পর্ক ছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আর টানাটানি সৃষ্টি করে দেয়। প্রতিটি স্ত্রীরই আকাংখা আর চেষ্টা ছিল নবীর সর্বাধিক লক্ষ্যবস্তুর কেন্দ্রে পরিণত হয়ে উভয় জাহানের কল্যাণ আর বরকতে ধন্য হওয়া। পুরুষের জন্য এ সময়টা হয়ে থাকে ধৈর্য-স্থৈর্য, দৃঢ়তা-স্থিরতা, প্রজ্ঞা-বিচক্ষণতা পরীক্ষার এক নাজুক মুহূর্ত। কিন্তু এহেন নাজুক মুহূর্তেও নবীর দৃঢ়তা-স্থিরতা তেমনি অটল-অবিচল ছিল, যেমনটি আশা করা যায় সকল নবীর সর্দার-এর পবিত্র জীবনীর নিকট। নবীর অভ্যাস ছিল, আসরের নামাযের পর কিছুটা সময় স্ত্রীদের নিকট অবস্থান করা। একদা হযরত যয়নবের নিকট কিছুটা বেশী সময় ব্যয়িত হয়ে যায়। জানা যায় যে, তিনি নবীকে মধু খেতে দিয়েছিলেন, তা পান করতে একটু বেশী সময় কাটে। এরপর এটাই নিয়ম ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) আর হযরত হাফসা (রাঃ) মিলে কৌশল আঁটলেন, নবী সেখানে মধুপান করা ছেড়ে দিক। নবী তা ত্যাগ করলেন এবং হাফসাকে বললেন, আমি যয়নবের নিকট মধুপান করেছিলাম; কিন্তু এখন কসম করছি, আর পান করবো না। যয়নব এটা জানতে পারলে শুধু শুধু মনে কষ্ট পাবে-এ চিন্তা করে হাফসাকে নিষেধ করে দেন যে, একথা কাউকে জানাবে না। হযরত মারিয়া কিবতিয়া প্রসঙ্গেও এরকম একটা কাহিনী আছে (যিনি নবীর কাছে ছিলেন এবং যাঁর গর্ভে হযরত ইব্‌রাহীম জন্ম গ্রহণ করেছেন)। তাতে নবী স্ত্রীদের খাতিরে কসম করেন যে, মারিয়ার কাছে যাবো না। একথাটা তিনি বলেন হযরত হাফসার কাছে এবং তাঁকে বলে দেন যে, অন্য কারো কাছে যেন একথা প্রকাশ না পায়। হযরত হাফসা গোপনে তা প্রকাশ করেন হযরত আয়েশার নিকট এবং তাঁকেও বলেন যে, অন্য কাউকে জানাবে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নবীকে অবহিত করে দেন। নবী হযরত হাফসাকে শুধালেন, আমি না তোমাকে বারণ করেছিলাম, তুমি কেন অমুক কথা আয়েশাকে বলে দিলে? তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে কে বলেছে? হয়তো তাঁর ধারণা ছিল আয়েশা সম্পর্কে। নবী বললেনঃ মহাজ্ঞানী সর্বাভিজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবহিত করেছেন। এসব ঘটনা প্রসঙ্গে আয়াতগুলো নাযিল হয়।

২. হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করার তাৎপর্য এই যে, বিশ্বাসগত দিক থেকে উক্ত বস্তুকে হালাল এবং মোবাহ মনে করেও প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে উক্ত বস্তু ব্যবহার করবো না। এমন করা যদি কোন সুস্থ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে শরীয়ত মতো তা জায়েয এবং বৈধ। কিন্তু কোন স্ত্রীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যা আগামীতে উম্মতের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার কারণ হতে পারে—এমন ঘটনা নবীর মহান শানের অনুকূল ছিল না। একারণে আল্লাহ তায়ালা নবীকে সতর্ক করে দেন যে, স্ত্রীদের সঙ্গে অবশ্যই সদাচার বজায় রাখতে হবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা এতটা হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, যাতে একটা হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করার কষ্টে পতিত হতে হয়।

www.icsbook.info

إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ
أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۚ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ

[৩] (সেই ঘটনাটি স্মরণ করো, যার মাধ্যমে এই প্রজ্ঞাময়তা প্রকাশিত হয়েছে একদিন, যখন (আল্লাহর) নবী তার স্ত্রীদের একজনকে (একান্ত) চুপিসারে কিছু একটা কথা বললো এবং সে (তা অন্যদের কাছে) প্রকাশ করে দিলো, আল্লাহ তায়ালা তার (প্রকাশ করে দেয়ার) এই বিষয়টা (তার) নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তায়ালা (নবীকে) কিছু কথা জানিয়ে দিলেন (আবার) কিছু কথা এড়িয়েও গেলেন। অতপর (এই ওহী মোতাবেক) নবী যখন তার সে স্ত্রীর কাছ থেকে (সমগ্র বিষয়টা) জানতে চাইলো, তখন সে বললো, তোমাকে এই (গোপন) খবরটা কে জানালো, নবী বললো, আমাকে জানিয়েছেন (সেই মহান আল্লাহ তায়ালা,) যিনি সর্বজ্ঞ ও (সব ব্যাপারেই) সম্যক জ্ঞাত [৫]।

---

৩. তিনি গুনাহ ক্ষমা করেদেন। আর আপনার দ্বারা তো কোন গুনাহও সংঘটিত হয়নি। কেবল আপনার জায়গায় উত্তমের পরিপন্থী একটা কাজ হয়েছে মাত্র।

৪. মানে সে মালিক আপন জ্ঞান আর প্রজ্ঞা অনুযায়ী তোমাদের জন্য উপযুক্ত বিধান আর হেদায়াত দান করেন। সে সবের একটা এই যে, কেউ যদি কোন অসমীচীন বিষয়ে কসম খায়, তবে কাফ্ফারা দিয়ে (সূরা মায়েদায় যে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) কসম খুলতে পারে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'এখন কেউ যদি নিজের সম্পদ সম্পর্কে বলে এটা আমার জন্য হারাম, তবে কসম হয়ে গেল। কাফ্ফারা দিয়ে তা কাজে লাগাতে পারে—খাদ্য হোক, কাপড় হোক কিংবা দাসী।' (আর এটাই হচ্ছে হানাফী মযহাবের মত)।

৫. সূরার শুরুতে আমরা মধু এবং মারিয়া ফিরতিয়ার কাহিনী উল্লেখ করেছি। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বান্দাহ কোন বিষয় গোপন করার যতোই চেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহ যদি তা প্রকাশ করতে চান, তবে কিছুতেই তা গোপন থাকতে পারে না। ওপরন্তু এ থেকে নবীর সুন্দর সামাজিকতা এবং চরিত্রের ব্যাপ্তিরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্বভাব-প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্যক্রম সম্পর্কেও তিনি কতটা সহজ এবং চক্ষু এড়িয়ে চলার কাজ করবেন, ক্ষমা আর দয়াপরবশ হয়ে কিভাবে কোন কোন বিষয় এড়িয়ে যেতেন। শেকায়াত আর অভিযোগের ক্ষেত্রেও তিনি পুরোপরি অভিযোগ পেশ করতেন না। 'মূযেহুল কোরআনে' আছে, কেউ কেউ বলেনঃ

'সে হেরেম (মারিয়া কিবতিয়াকে) মওকুফ করার কথা তিনি হযরত হাফসাকে বলেন এবং কাউকে জানাতে বারণ করেন। এতদসঙ্গে আরো কিছু কথাও বলেছিলেন। তিনি হযরত আয়েশাকে সব কিছু বলে দেন। কারণ, উভয় কথায় উভয়েরই মতলব ছিল। অতঃপর ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে নবী বিবি হাফসাকে হেরেম এর বিষয় সম্পর্কে অভিযোগ দেন এবং অন্য

www.icsbook.info

صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ

وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُ

[৪] (যে দু'জন স্ত্রী এর সাথে জড়িত, নবী তাদের উভয়কে ডেকে বললো) তোমরা দু'জন যদি (অন্যায় স্বীকার করে) আল্লাহর কাছে তাওবা করে নাও—কারণ তোমাদের উভয়ের মন অন্যায় ও বাঁকা পথের দিকে (কিছুটা) ঝুকে পড়েছিলো[৬]—(তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন) আর যদি তোমরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে (কোনো কিছু একটা করার জন্যে) একে অপরের পৃষ্ট পোষকতা করো (তাহলে জেনে রাখো, সংকটে সমস্যায়) আল্লাহ তায়ালাই তার (নবীর) সহায়, তাছাড়াও তার সাথে রয়েছে জিবরাইল ফেরেস্তা ও নেককার মুসলমানের দল, এরপরও (প্রয়োজন পড়লে) আল্লাহর সমগ্র ফেরেস্তাকুল তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে [৭]

বিষয়টির উল্লেখও করলেন না। কী ছিল সে ভিন্ন প্রসঙ্গটি? সম্ভবত এ ছিল যে, আয়েশার পিতার পরে তোমার পিতা খলীফা হবেন। গায়েব তো আল্লাহই জানেন। যে প্রসঙ্গটি আল্লাহ এবং রসূল উল্লেখ করেননি, আমরা তা জানবো কেমনে? তাঁরা উল্লেখ করেননি এজন্য, যেন অপ্রয়োজনে চর্চা না হয়, যাতে অন্য লোকেরা খারাব মনে না করে।' খেলাফত সংক্রান্ত এ প্রসঙ্গটি কোন কোন দুর্বল বর্ণনায় স্থান পেয়েছে এবং কোন কোন শিয়া আলেমও তা মেনে নিয়েছেন।

৬. এখানে আয়েশা এবং হাফসাকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা তাওবা করতে চাইলে অবশ্যই তাওবার সুযোগ রয়েছে। কারণ, তোমাদের অন্তর ভারসাম্যের পথ থেকে সরে গিয়ে এক দিকে নুয়ে পড়েছিলো।। সুতরাং ভবিষ্যতে এহেন সরে পড়া থেকে বিরত থাকবে।

৭. স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক বিষয় কোন কোন সময় শুরুতে খুবই মা'মূলী এবং তুচ্ছ বলেই মনে হয়; কিন্তু রশি একটু ঢিলা করে দিলে শেষ পর্যন্ত নিতান্তই ধ্বংসকর এবং ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। বিশেষ করে কোন উঁচু পরিবারের সঙ্গে যদি স্ত্রীর সম্পর্ক থাকে, তবে স্বভাবতই পিতা, ভাই এবং পরিবার সম্পর্কেও তার অহমিকা থাকতে পারে। এজন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা দু'জনে যদি এহেন কার্যক্রম আর প্রদর্শনী করে চলো, তবে স্মরণ রাখবে যে, এতে পয়গাম্বরের কোনই ক্ষতি হবে না। কারণ, আল্লাহ, ফেরেশতা এবং নেকবখ্‌ত্ ঈমানদাররা পর্যায়ক্রমে যাঁর সঙ্গী এবং সহায়ক, তার সম্মুখে মানুষের কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হতে পারে না। অবশ্য তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

কোন কোন অতীত মনীষী 'সালিহুল মোমেনীন-এর ব্যাখ্যায় আবু বকর এবং উমর (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত এটা হয়ে থাকবে আয়েশা এবং হাফসার প্রসঙ্গক্রমে। আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ
قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝ يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

[৫] (আজ) নবী যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তার মালিক তোমাদের বদলে এমন সব স্ত্রী তাকে দিতে পারেন, যারা তোমাদের চাইতে হবে উত্তম, যারা (হবে একান্তভাবে আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পনকারী, বিশ্বস্থ, ফরমাঁবরদার, অনুশোচনাকারী, অনুগত, রোযাদার—(তারা হতে পারে) কুমারী, (হতে পারে) অকুমারী [৮]।

[৬] হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (জাহান্নামের সেই কঠিন) আগুন থেকে বাঁচাও—যে আগুনের (একমাত্র) জ্বালানী হবে—মানুষ আর পাথর [৯]। (সে) জাহান্নামের (নিয়ন্ত্রণ ভার যাদের) ওপর (অর্পিত) সে সব ফেরেস্তা (তারা)সবাই হচ্ছে নির্মম ও কঠোর স্বভাব সম্পন্ন [১০]। তারা (দন্ডাদেশ জারী করার ব্যাপারে) আল্লাহর কোনো আদেশই অমান্য করবেনা, তারা তাই করবে, যা তাদের করার জন্যে আদেশ করা হবে [১১]।

---

৮. মানে এমন ধারণাকে মনের কোনেও স্থান দেবে না যে, শেষ পর্যন্ত পুরুষের তো স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ই, আর আমাদের চেয়ে উত্তম নারী কোথায় পাওয়া যাবে, তাই বাধ্য হয়ে আমাদের সব বিষয় সয়ে নেয়া হবে। মনে রাখবে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের চেয়েও উত্তম নারী পয়দা করতে পারেন তাঁর নবীর জন্য। কারণ, আল্লাহর কাছে কিছুরই কমতি নেই।

'সায়্যিবাত' তথা বিধবার উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, কোন কোন দিক থেকে মানুষ তাদেরকে কুমারী নারীদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

৯. নিজের সঙ্গে পরিবারের লোকজনকেও দ্বীনের পথে নিয়ে আসা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে, আদরযত্ন করে, মারধোর করে যেভাবেই সম্ভব দ্বীনের পথে আনার আর দ্বীনদার বানাবার চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি তারা সোজা পথে না আসে, তবে এটা তাদের দুর্ভাগ্য। এতে অন্য কারো কোন দোষ নেই।

১০. মানে দয়াপরবশ হয়ে অপরাধীকে ছেড়ে দেন না এবং তাঁর শক্ত পাকড়াও থেকে পালিয়েও কেউ রক্ষা পেতে পারেনা।

১১. মানে তাঁরা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেন না, তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করায় আলস্যও করেন না। বিলম্ব করেন না এবং নির্দেশ মেনে চলতে তাঁরা অক্ষমও নন।

www.icsbook.info

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا

الْيَوْمَ ۚ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۚ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ

سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ

لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى

بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا

وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ

[৭] (সেদিন অস্বীকারকারীদের তারা বলবে) হে (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) কাফেররা, আজ তোমরা (দোষ ছাড়ানোর জন্যে কোনো রকম অজুহাত তালাশ করো না, (আজ) তোমাদের সেই বিনিময়ই দেয়া হবে—যা তোমরা দুনিয়ায় করে এসেছো [১২]।

[৮] হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর দরবারে তাওবা করো—একান্ত খাঁটি তোবা [১৩] আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা (এই তাওবার ফলে) তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং এর বিনিময়ে (পরকালে) তিনি তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন (সুরম্য) জান্নাতে—যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা। সেদিন আল্লাহ তায়ালা (তার) নবী এবং তার সাথী ঈমানদারদের কখনো অপমানিত করবেন না [১৪], (সেদিন) তাদের (ঈমানের) জ্যোতি তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশ দিয়ে (বিচ্ছুরিত হয়ে এমন ভাবে) ধাবমান হবে [১৫] (যে সর্বদিক থেকেই তাদের এ আলো পর্যবেক্ষণ করা যাবে)। তারা (একান্ত খুশী ভরে) বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের জন্যে আমাদের (ঈমানের) জ্যোতিকে (জান্নাতের জ্যোতি দিয়ে তুমি) পূর্ণ করে দাও, তুমি আমাদের (গুনা সমূহ) ক্ষমা করে দাও, অবশ্য তুমি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান [১৬]।

১২. মানে কেয়ামতের দিন যখন জাহান্নামের আযাব সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন অবিশ্বাসীদেরকে বলা হবে, টাল-বাহানা করবে না, ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেবে না। আজ কোন ছল-চাতুরীই কাজে আসবে না। বরং যা কিছু করে এসেছ, তার পুরোপুরি দন্ডভোগ করার দিন হচ্ছে আজ। আমার পক্ষ থেকে কোন যুলুম, কোন বাড়াবাড়ি করা হবে না। তোমাদের আমলই আযাবের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

www.icsbook.info

الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ۝ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ
لُوْطٍ ۭ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ
يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

[৯] হে নবী তুমি—কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ (ঘোষণা) করো এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করো [১৭]। (কারণ, পরকালে) তাদের স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর (জাহান্নাম সত্যিই) এক নিকৃষ্ট নিবাস [১৮]!

[১০] আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের (শিক্ষা গ্রহণ করার) জন্যে নূহ ও লুত-এর উদাহরণ পেশ করেছেন, তারা দুজনই ছিলো আমার দু'জন নেক বান্দার (বিবাহিতা) স্ত্রী। কিন্তু তারা উভয়েই সে দু'জন বান্দার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু আল্লাহর (আযাব) থেকে তারা কোনোক্রমেই এদের বাঁচাতে পারলোনা, বরং (তাদের ব্যাপারে আল্লাহর) হুকুম (ঘোষিত) হলো, তোমরা (আজ) ঢুকে যাও জাহান্নামের আগুনে—আরো যারা এখানে ঢোকার উপযুক্ত তাদের সবার সাথে।

---

১৩. সাফ দিলের তাওবা হচ্ছে এই যে, অতঃপর সে গুনাহের কথা আর মনেই করবে না। তাওবার পরও যদি সেসব পাপের কথা মনে জাগে, তবে মনে করতে হবে, তাওবায় কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। পাপের শেকড় এখনো মন থেকে উপড়ে ফেলা হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ আর সাহায্যের বদৌলতে আমাদেরকে তেমন তাওবার এক বিপুল অংশ দান করুন। তিনি তো সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৪. মানে নবীর কথা তো কি আর বলা! নবীর সঙ্গীদেরকেও তিনি লাঞ্ছিত-অপদস্থ করবেন না; বরং অতীত সম্মান আর মর্যাদার সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বুলন্দ পদে আরোহণ করে নেবেন।

১৫. সূরা হাদীদ-এ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. মানে আমাদের আলো শেষ পর্যন্ত অটুট রাখুন, নিভতে দেবেন না। যেমন মোনাফেকদের সম্পর্কে সূরা হাদীদ-এ বলা হয়েছে যে, আলো নিভে যাবে এবং তারা অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাফসীরকাররা-সাধারণত এ অর্থই করেছেন; কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (রঃ) .....এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখছেনঃ

'ঈমানের আলো অন্তরে, অন্তর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে গোটা দেহে এবং অতঃপর গোশ্ত আর অস্থিমজ্জায়' ছড়িয়ে পড়ে।

১৭. নবীর চরিত্র এবং কোমল স্বভাব এতটা বর্ধিত হয়েছিল যে, আল্লাহ অন্যদেরকে বলেন ধৈর্য ধারণ করার জন্য, আর নবীকে বলছেন, কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য।

www.icsbook.info

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ
قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ

[১১] (একই ভাবে) আল্লাহ্ তায়ালা মোমেনদের জন্যেও ফেরাউনের স্ত্রীকে (অনুকরণ যোগ্য) এক উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন [১৯], (সে প্রার্থনা করলো) হে মালিক, জান্নাতে তোমার পাশে তুমি আমার জন্যে একখানা ঘর বানিয়ে দিয়ো [২০]। আর (দুনিয়ার এই ঘরে ও) তুমি আমাকে ফেরাউন ও তার (যাবতীয়) কর্মকান্ড থেকে বাঁচিয়ে রেখো, তুমি আমাকে (আরো) উদ্ধার করো এ যালেম সাম্প্রদায়ের (যাবতীয় অনাচার) থেকে [২১]।

---

১৮. আগে মোমেনদের ঠিকানা বলে দেয়া হয়েছিল, আর এখানে তার বিপরীতে কাফের-মোনাফেকদের নিবাসের কথা বলা হচ্ছে।

১৯. অর্থাৎ হযরত নূহ এবং হযরত লূত কেমন নেক বান্দা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের গৃহে স্ত্রীরা ছিলেন মোনাফেক। বাহ্যত তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাদের যোগ ছিল কাফেরদের সঙ্গে। অবশেষে কী হয়েছে? সাধারণ জাহান্নামীদের সঙ্গে আল্লাহ্ তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন। পয়গাম্বরের সহধর্মিণীর সম্পর্ক আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও রক্ষা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে ফিরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া বিনতে মুজাহেম ছিলেন পাকা ঈমানদার, কামেল মহিলা আর তাঁর স্বামী ফিরাউন আল্লাহদ্রোহী। আল্লাহর সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী। সে নেক স্ত্রী স্বামীকে রক্ষা করতে পারেননি আল্লাহর আযাব থেকে। স্বামীর পাপ-নষ্টামি আর বিদ্রোহের কারণে স্ত্রীর গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগেনি। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'মানে নিজের ঈমান দুরস্ত কর, স্বামী রক্ষা করতে পারবেনা, পারবে না স্ত্রীও। এ সাধারণ বিধান সকলকে শুনিয়ে দেয়া হলো। এমন ধারণা যেন না করা হয় যে, (খোদা না করুন) নবীর স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাদের জন্য তো তা-ই বলা হয়েছে, (যা রয়েছে সূরা নূর-এ) 'পবিত্র স্ত্রীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য'। আর যদি তর্কের খাতিরে এমনই ধারণা করা হয়, তবে ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত কার ওপর প্রয়োগ করবে?'

২০. মানে আপন নৈকট্য-ধন্য কর এবং জান্নাতে আমার জন্য স্থান প্রস্তুত কর।

২১. মানে ফিরাউনের পাঞ্জা থেকে রক্ষা কর এবং তার যুলুম থেকে নাজাত দাও। হযরত মূসাকে তিনি প্রতিপালন করেছেন এবং তাঁর সাহায্য করেছেন। কথিত আছে যে, ফিরাউন জানতে পেরে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে নানা রকম কষ্ট দেয়। এ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে জান্নাতের মহল প্রদর্শন করা হতো। এতে তাঁর সব কষ্ট সহজ হয়ে যেতো। অবশেষে ষড়যন্ত্র করে ফিরাউন তাঁকে হত্যা করে। শাহাদাতের পেয়ালা পান করে তিনি সত্যিকার মালিকের সান্নিধ্যে চলে যান। তিনি যে কামেল ছিলেন, নবী সহীহ হাদীসে তা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্

www.icsbook.info

عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

[১২] (আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের অনুসরণের জন্যে আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) এমরানের মেয়ে মরিয়মের। যে (আজীবন) তার সতিত্ব রক্ষা করেছে [২২], অতপর (একদিন) তার মাঝে আমি, আমার পক্ষ থেকে, একটি 'জীবন' ফুঁকে দিলাম [২৩]। সে (এই সন্তানের ব্যাপারে) তার মালিকের কথা ও (হেদায়াতের ব্যাপারে) তার (প্রেরীত) গ্রন্থের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেছে [২৪]। (সত্যিই) সে ছিলো আমার একান্ত অনুগত বান্দাহদেরই একজন [২৫]!

তায়ালা হযরত মারইয়ামের সঙ্গে তাঁর উল্লেখ করেছেন। সে পাক রূহের ওপর হাজার হাজার রহমত বর্ষিত হোক।

২২. মানে হালাল-হারাম সব কিছু থেকে হেফাযতে রেখেছেন।

২৩. মানে ফেরেশতার মাধ্যমে একটা রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) কাপড়ের অভ্যন্তরে ফুঁৎকার দেন, এর পরিণতিতে গর্ভে সন্তান স্থান পায়। জন্ম হয় হযরত মাসীহ (আঃ-এর।

আল্লাহ এ ফুঁৎকারকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন এজন্য যে, সত্যিকার কর্তা এবং সর্বময় ক্রিয়াকারক তো তিনিই। প্রতিটি নারীর উদরে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তার স্রষ্টাও তো তিনি ভিন্ন আর কে? কোন কোন বিশেষজ্ঞ এখানে এর অর্থ করেছেন কাপড়ের টুকরা। তখন এর অর্থ হবে কারো হস্ত তাঁর কাপড় পর্যন্ত পৌছতে দেননি। এটা তাঁর সতীত্বের এক অতি উন্নত মানের রূপক বর্ণনা। যেমন, আমাদের পরিভাষায় বলা হয়, অমুক নারী বড় পাক দামান। আরবে বলা হয় ঃ

'আর এর অর্থ গ্রহণ করা হয় পবিত্রাত্ম বলে।' কাপড়ের কাহা এর অর্থ হয় না। এ ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত সর্বনামের উদ্দেশ্য হবে আভিধানিক অর্থে। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

২৪. রব-এর কথা হবে সেগুলো, সূরা আলে ইমরানে ফেরেশতাদের যবানীতে যা বর্ণিত হয়েছে,

'আর কেতাবের অর্থ হবে সাধারণ আসমানী কেতাব।'

২৫. মানে বন্দেগী-আনুগত্যে পুরুষদের মতো দৃঢ়পদ ছিলেন, অথবা এমন বলা যায়, কানিতীনদের পরিবারভুক্ত ছিলেন।

www.icsbook.info

সূরা আল মুলক

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৬৭, আয়াত সংখ্যাঃ ৩০, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرُ ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ
اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (কতো) মহান সেই পূন্যময় মহান সত্বা- যার হাতে নিবদ্ধ রয়েছে (আসমান জমীনের) যাবতীয় সার্বভৌমত্ব। (এই সৃষ্টি জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান [১]।

[২] তিনিই তোমাদের জন্যে জন্ম ও মৃত্যু বানিয়ে রেখেছেন। (যাতে করে এই দুনিয়ায়) তিনি তোমাদের যাচাই বাছাই করে নিতে পারেন যে, (সঠিক) কর্মক্ষেত্রে কে তোমাদের মধ্যে বেশী ভালো [২] (মানুষ), তিনি (শুধু যে) সর্বশক্তিমান (তাই নয়) তিনি অসীম ক্ষমাশীলও বটে [৩]।

---

১. মানে সমস্ত রাজত্বই তাঁর এবং গোটা সাম্রাজ্যে কেবল তাঁরই কর্তৃত্ব-ইখতিয়ার চলে।

২. মানে জন্ম-মৃত্যুর ধারা তিনিই স্থাপন করেছেন। পূর্বে আমরা কিছুই ছিলাম না (তাকে মৃত্যুই মনে কর), এরপর তিনি সৃষ্টি করেছেন, এরপর আবার মৃত্যু প্রেরণ করেছেন, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন। আল্লাহ বলেনঃ

-তোমরা ছিলে মৃত, তিনি জীবিত করেছেন, আবার মৃত্যুবরণ করাবেন এবং পুনরায় জীবিত করাবেন, অবশেষে তোমরা তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে। জন্ম-মৃত্যুর এ গোটা ধারা, এ প্রক্রিয়া এজন্য যে, তোমাদের কার্যকলাপ যাচাই করা হবে। তোমাদের মধ্যে কে খারাপ কাজ করে, কে ভালো কাজ করে আর কে ভালোর চেয়েও ভালো কাজ করে, তা যাচাই-পরখ করা

www.icsbook.info

سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ

فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ③ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

৩। (উর্ধালোকের দিকে তাকিয়ে দেখো) তিনিই সাতটি মজবুত আসমান বানিয়েছেন (এবং এর) একটাকে আরেকটার ওপর (অপরূপ ভাবে) স্থাপন করে রেখেছেন [৪]। অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার এই (নিপুণ) সৃষ্টির কোথায়ও কোনো খুঁত তোমার নজরে পড়বে না [৫], (চোখ থেকে অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে) আবার (তাকিয়ে) দেখোতো। কোথায়ও কোনো রকম অসংগতি কিংবা ফাটল দেখতে পাও কি [৬]?

হবে। প্রথম জীবনে এটা পরীক্ষা, আর দ্বিতীয় জীবনে সে পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল দেয়া হয়। ধরে নাও, প্রথম জীবনই যদি না হতো, তবে কে কিভাবে আমল করতো? আবার মৃত্যুই যদি না আসতো, তাহলে মানুষ সূচনা আর সমাপ্তি সম্পর্কে অমনোযোগী আর নিশ্চিন্ত হয়ে আমল করা কাজ করা, ত্যাগ করে বসে থাকতো আর পুনরায় জীবিত করা না হলে আগের খারাপ কাজের প্রতিফল কোথায় পেতো?

৩. মানে পরাক্রমশালী, যাঁর পাকড়াও থেকে কেউ বের হয়ে যেতে পারে না এবং ক্ষমাশীলও অনেক বড়।

৪. হাদীস শরীফে আছে, এক আসমানের ওপর দ্বিতীয় আসমান, আর দ্বিতীয় আসমানের ওপর তৃতীয় আসমান—এভাবে উপরে-নীচে সপ্ত আসমান রয়েছে। আর এক আসমান থেকে অপর আসমান পর্যন্ত পাঁচশ' বছরের দূরত্ব। উপরে যে নীলাভ বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা-ই আসমান কি-না, কোরআন-হাদীসে স্পষ্ট করে তা বলা হয়নি। হতে পারে, সপ্ত আসমান এরও উপরে আর এ নীলাভ বস্তুটি নীচের দিক থেকে আসমানের ছাদের কাজ করছে।

৫. মানে প্রকৃতি তার ব্যবস্থাপনা আর কারিগরীতে কোথাও কোন রকম পার্থক্য করেনি, রাখেনি কোন ব্যবধান। মানুষ থেকে শুরু করে জন্তু জানোয়ার, উদ্ভিদ, উপাদান, উর্ধলোকের গ্রহ-নক্ষত্র, সপ্ত আসমান এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলী পর্যন্ত সব কিছুতেই প্রকৃতি একই ধরনের কারিগরী আর কর্মকুশলতার ছাপ রেখেছে। এমন নয় যে, কোন একটাকে পয়দা করেছেন বেশ প্রজ্ঞা আর বিচক্ষণতার সঙ্গে, আবার অন্য একটাকে সৃষ্টি করেছেন কোন রকমে, দায়সারাভাবে, যা একেবারেই খাপ-ছাড়া, অসামঞ্জস্যশীল, বেকার এবং অহেতুক (নাউযুবিল্লাহ)। কোথাও কারো এমন ধারণা জন্মালে বুঝতে হবে, তার জ্ঞান এবং দৃষ্টিতে ত্রুটি রয়েছে।

৬. মানে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিলোক একটা বিধান এবং এক সুন্দর ব্যবস্থায় শক্তভাবে বাঁধা। এক কাঠির সঙ্গে অপর কাঠি যুক্ত ও জড়িত। কোথাও ফাঁক-ফাটল, ছেঁদা বা আঁচড় পর্যন্ত নেই এর সৃজনে পাওয়া যায় না ত্রুটি। প্রতিটি বস্তুই ঠিক তেমন, যেমন তার হওয়া উচিত। এ আয়াতগুলো যদি কেবল আসমান সম্পর্কিত হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে দর্শক! উপরে আকাশ পানে দৃষ্টি মেলে দেখ, কোথাও উঁচু-নীচু বা ফাঁক দেখতে পাবে না, পাবে না কোথাও সামান্যতম ফাটল আর জোড়া। বরং দেখতে পাবে স্বচ্ছ, সমান, একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত-জড়িত এবং সুশৃংখল বস্তু। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কতো সুদীর্ঘ সময় গুজরে

www.icsbook.info

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا

لِّلشَّيٰطِيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِيْنَ

كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾

إِذَآ أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ﴿٧﴾ تَكَادُ

[৪] আবার তোমার দৃষ্টি ফেরাও (নভমন্ডলের প্রতি, যতোই দেখবে ততোই) তোমার দৃষ্টি (মহান কৌশলীর সৃষ্টি কুশলের কাছে হার মানবে এবং) ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে বার বার তোমার কাছেই তা ফিরে আসবে [৭]।

[৫] (তোমাদের একান্ত) নিকটবর্তী আকাশটিকে (দেখোনা কেন! তাকে কী ভাবে কতিপয় অনন্য স্বাধারণ) প্রদ্বীপমালা দিয়ে আমি সাজিয়ে রেখেছি [৮]। (এই প্রদীপ মালা যে শুধু সৌরমন্ডলকে নিকশ আধারের বদলে এক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিতই করে রেখেছে তাই নয় উর্ধালোকের দিকে গমনকারী) শতয়ানদের তাড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে এই প্রদীপগুলোকে আমি (মারনাস্ত্র হিসেবেও) সংস্থাপন করে রেখেছি [৯]। (এই মেরে তাড়ানোই তাদের শেষ পরিনাম নয়, চূড়ান্ত বিচারের দিন) এদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডলীর ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থাও আমি (যথাযথভাবে) প্রস্তুত করে রেখেছি [১০]।

[৬] (শুধু এরাই নয়- মহাকাশ জুড়ে এতো নিদর্শন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও) যারা (এই সব কিছুর) স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যেও রয়েছে জাহান্নামের কঠোরতম শাস্তি [১১]। (মূলত) জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্টতম স্থান!

[৭] (এই নিকৃষ্টতম) জাহান্নামে যখন তাদের ছুড়ে ফেলা হবে তখন (নিক্ষিপ্ত হবার আগেই) তারা তার ক্ষিপ্ত হওয়ার বিকট গর্জন শুনতে পাবে। (অবস্থা দৃষ্টে মনে হবে)

গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও কোন ফাটল সৃষ্টি হয়নি, দেখা দেয়নি কোথাও কোন ব্যবধান, কোন ব্যতিক্রম।

৭. মানে এক-আধবার দেখলে দৃষ্টিভ্রম ঘটতে পারে। এ কারণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে বারবার দেখ। কোথাও কোন ফাটল দেখা যাচ্ছে না তো! খুব চিন্তা-ভাবনা আর পুনঃ দৃষ্টি মেলে দেখ, প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় কোথাও অঙ্গুলি নির্দেশ করার স্থান নেই তো? মনে রাখবে, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং ব্যর্থ-লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। কিন্তু আল্লাহর কারিগরীতে,

www.icsbook.info

تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا

وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

[৮] জাহান্নাম যেন প্রচন্ড ক্রোধের মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণের কারণে ফেটে দীর্ন বিদীর্ন হয়ে যাবে [১২]। যখনই একদল নতুন পাপীষ্টদের সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখনই (জাহান্নামের দোরগোড়ায় কর্মরত আল্লাহর) নিরাপত্তা প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে (ওহে হতভাগ্য লোকেরা এই জাহান্নামের কথা বলে দেয়ার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী (আল্লাহর নবী রসূল) কেউ আসেনি [১৩]?

[৯] (হতভাগ্যরা) সবাই বলবে (হাঁ, এই দিনের ভয়াবহ আযাবের কথা বলার জন্যে বার বার) আমাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাবধানকারী (নবী রসূল) এসেছিলো. কিন্তু আমরা (তাদের কথায় কর্ণপাত করিনি, বরং) তাদের অস্বীকার করেছি. (শুধু তাই নয় আমরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে বলেছি যে. এই দিন সংক্রান্ত) কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেননি। (আরো এক ধাপ এগিয়ে আমরা তাদের বলেছি) বরং তোমরাই চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো [১৪]।

আল্লাহর সৃষ্টিতে কোথাও কোন ত্রুটি নির্দেশ করতে সক্ষম হবে না।

৮. মানে আসমান পানে তাকিয়ে দেখ, রাতের বেলা নক্ষত্রের আলোর মেলা, কেমন রওশন, কতো উজ্জ্বল! এসব হচ্ছে কুদরতী আলোকবর্তিকা, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দুনিয়ার বহুবিধ কল্যাণ।

৯. 'সূরা হিজ্‌র' ইত্যাদিতে কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১০. মানে দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় শিহাব তথা নক্ষত্র, আর আখেরাতে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে জাহান্নামের অগ্নি।

১১. মানে শয়তানের সঙ্গে কাফেরের ঠিকানাও হবে সে জাহান্নামেই।

১২. মানে তখন জাহান্নামের নিনাদ হবে কঠোর কর্কশ এবং ভয়ংকর ভীতিকর। আর সীমাহীন জোশ আর উত্তেজনায় এমন মনে হবে, যেন গোস্‌সায় ফেটে পড়ার উপক্রম (আল্লাহ আপন দয়া-উদারতা আর মেহেরবানীতে আমাদেরকে মুক্তি দিন জাহান্নাম থেকে)।

১৩. এ জিজ্ঞাসা করা হবে আরো বেশী লাঞ্ছিত-আচ্ছাদিত করার জন্য। মানে তোমরা যে এ বিপদে আটকা পড়েছ, কেউ কি তোমাদেরকে সতর্ক করেনি? কেউ কি তোমাদেরকে ভয় দেখায়নি যে, এ পথে চলবে না? তা না হলে সোজা জাহান্নামে গিয়ে পড়বে. যেখানে থাকবে এরকম আযাব!

১৪. মানে লজ্জা আর অনুতাপে অপমানিত হয়ে জবাব দেবে, হাঁ ভীতি প্রদর্শনকারীরা এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি, মানিনি, বরং রীতিমতো তাদেরকে

www.icsbook.info

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ
السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ
كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۭ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾

[১০] এই জাহান্নামী ব্যক্তিরা (আরো) বলবে। কতো ভালো হতো যদি (সেদিন) আমরা নবী রসূলদের কথা শুনতাম এবং বিবেক দিয়ে তা অনুধাবন করতাম- তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের বাশিন্দাদের মধ্যে গণ্য হতে হতো না [১৫]।

[১১] এই ভাবে সেদিন নিজেরাই তারা নিজেদের যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করে নেবে। ধিক্কার ও অভিশাপ এই জাহান্নামের অধিবাসী হতভাগ্য মানুষদের ওপর [১৬]।

[১২] (অপর দিকে) যে সব (সৌভাগ্যবান) মানুষ যারা নিজেরা চোখে না দেখেও তাদের সৃষ্টিকর্তাকে (ও তার এই আযাবকে) ভয় করেছে [১৭] তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

[১৩] তোমরা যাই বলো- হোক না তা তোমাদের নিজেদের মনে লুকানো কিংবা প্রকাশ্য কিছু, (আল্লাহর কাছে এর উভয়টাই সমান) কারণ তিনি হৃদয়ের কোণে লুকিয়ে রাখা বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেবহাল [১৮]।

[১৪] তাছাড়া যিনি (তোমাদের মনের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ ও আকাশ জমীনের) সব কিছু বানিয়েছেন তিনি এর গহীন বিষয় জানবেন না (এটা কেমন কথা?) বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সুক্ষদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত [১৯]।

অস্বীকার করে বলেছি, তোমরা মিথ্যা বলছো ভুল বলছো। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রেরণ করেননি, তিনি প্রেরণ করেননি ওহী-ও; বরং তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধির পথ হারিয়ে কঠিন বিভ্রান্তি-বিপথগামিতায় নিমজ্জিত হয়েছ।

১৫. মানে আমরা কি জানতাম যে, এসব ভীতিপ্রদর্শনকারীরাই সত্য প্রতিপন্ন হবে! আমরা যদি তখন কোন উপদেশ-দাতার কথা শুনতাম বা জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ব্যাপারটির মূল তত্ত্ব অনুধাবন করতাম, তাহলে আজ কি আর জাহান্নামীদের দলভুক্ত হতাম? তবে কি আজ তোমাদেরকে গাল-মন্দ বকার সুযোগ পেতাম?

১৬. মানে তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আমরাই অপরাধী-পাপাচারী। শুধু শুধু বিনা দোষে আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না। কিন্তু সে

www.icsbook.info

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ
اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ
مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ
كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾

রুকুঃ ২

[১৫] এই আল্লাহ তায়ালা যিনি (এই) ভূমিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। (এমনি অধীন যে) তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর ওপর দিয়ে চলাচল করতে পারো (এবং এর ভেতর থেকে বের করে আনা) এই ভূমি থেকে উৎপাত এর অগণিত দান উপভোগ করতে পারো। (কিন্তু তোমাদের জানা উচিত যে, এই উপভোগ টুকুই শেষ নয়- সব কিছুর শেষে) একদিন তোমাদের সবাইকে মূল মালিকের কাছেই ফিরে যেতে হবে [২১]।

[১৬] তোমরা কিভাবে নির্ভয়ে নিজেদের নিরাপদ ভাবছো (সেই মহান শক্তিধর) আকাশের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে, তিনি কি এই ভূমন্ডলকে উপড়ে তোমাদের এর ভেতর বিধস্ত করে দেবেন না? (আর এমনি অবস্থা যখন দেখা দেবে) তখন এই কম্পমান ভূমন্ডল তোমাদেরও বিলীন করে দেবে [২১]।

[১৭] অথবা তোমরা কি নিশ্চিত যে, আকাশের অধিপতি মহান আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ কারী এক প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করবেন না [২২]? (এমন দিন আসলে) তোমরা সেদিন অবশ্যই জানতে পারবে যে, আমার সাবধান বাণী (উপেক্ষা করা) কতো ভয়ংকর হতে পারে [২৩]।

অসময়ের স্বীকার দ্বারা কোনই কল্যাণ সাধিত হবে না। এরশাদ হবে জাহান্নামীরা এখন নিস্তব্ধ হয়ে যাক। রহমতের আশপাশে কোথাও তাদের জন্য নেই কোনই ঠিকানা।

১৭. মানে আল্লাহকে দেখেনি, কিন্তু তাঁর প্রতি এবং তাঁর গুণাবলীর প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহর মাহাত্ম আর সম্মানের কথা চিন্তা করে কেঁপে উঠে এবং তাঁর আযাবের কথা খেয়াল করে থরথর করে কেঁপে উঠে। অথবা এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের সমাবেশ থেকে দূরে গিয়ে একান্তে নির্জনে আপন পরওয়ারদেগারকে স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

১৮. মানে তোমরা তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাদেরকে ঠিকই দেখছেন। আর তোমাদের গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয় তা একান্তে হোক, কি কোলাহলে সব কিছুই তিনি জানেন। বরং

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ
وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ
الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي

[১৮] তোমাদের আগেও কতিপয় নরাধম এভাবে আমার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেছে। (আজ তাদের পরিণামও) দেখো, আমাকে অস্বীকার করার কি মূল্য দিতে হলো তাদের [২৪]!

[১৯] এ সব লোকেরা কি তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখীগুলোকেও দেখে না- কী ভাবে (এরা একবার উড়ার জন্যে) নিজেদের পাখা বিস্তার করে আবার (একসময়) পাখা গুটিয়ে নেয়। (আর পাখা গুটিয়ে নেয়ার পর) পরম দয়ালু আল্লাহ ছাড়া এদের (মহাশূন্যে) আর কে স্থির করে রাখেন! (হাঁ এ সবই আল্লাহ তায়ালা করেন) কারণ তিনি তার সৃষ্টির সবারই দেখাশোনা করেন [২৫]।

[২০] (তোমরা কি একবারও নিজেদের সামর্থের কথা ভেবে দেখো না) বলো তো তোমাদের কার কাছে এমন একটি বিশাল সৈন্য বাহিনী আছে যা দিয়ে তারা অসীম দয়ালু আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবে? (সত্যি কথা হচ্ছে) এই অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা হামেশাই এই বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে [২৬]

তোমাদের মনে যেসব ভাবের উদয় হয়, তা-ও তিনি জানেন। তার খবরও রাখেন তিনি। মোট কথা, তিনি তোমাদের থেকে গায়েব বটে; কিন্তু তোমরা তাঁর থেকে গায়েব নও।

১৯. মানে তোমাদের এবং তোমাদের কথা ও কাজ সব কিছুরই স্রষ্টা তিনিই আর সব কিছুর ইখতিয়ারও কেবল তাঁরই। স্রষ্টা আর অধিকারী যা কিছু সৃষ্টি করবেন। তার পরিপূর্ণ জ্ঞানও তাঁর থাকা অপরিহার্য অন্যথায় সৃষ্টি করাই সম্ভব নয়। তাহলে যিনি সৃজন করেছেন, তিনি জানবেন না এটা কেমন করে হতে পারে?

২০. মানে ভূমিকে তোমাদের সম্মুখে কেমন হীন-তুচ্ছ এবং অবনত করে দিয়েছেন, যাতে মাটিকে যা খুশী এবং যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পার। ইচ্ছা করলে ভূমির ওপর এবং ভূমিতে স্থাপিত পর্বতের ওপর গমনাগমন করতে পার, পার জীবিকা উপার্জন করতে। কিন্তু এটুকু স্মরণ রাখবে, যিনি জীবিকা দান করেছেন, তাঁর সমীপেই একদিন ফিরে যেতে হবে।

২১. আগে দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এখন কহর আর ইনতিকাম তথা ক্রোধ ও প্রতিশোধের শানের কথা স্মরণ করিয়ে ভীতি প্রদর্শন করাচ্ছেন। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ভূমিকে

www.icsbook.info

يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوا۟ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

[২১] বলতে পারো, যদি দয়াবান আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবিকার উপকরণ সরবরাহ বন্ধ করে দেন তাহলে এই বিশ্ব চরাচরে এমন দ্বিতীয় আর কে আছে যে তোমাদের সেই উপকরণ পুনরায় সরবরাহ করতে পারে [২৭]? (এই অমোঘ সত্য জানা সত্ত্বেও) এরা আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহ করে এবং (সত্যকে পরিহার করার) গোড়ামীতে অবিচল হয়ে থাকে [২৮]।

তোমাদের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, তার ওপর কর্তৃত্ব কিন্তু সে আসমানওয়ালারই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে মাটি চাপা দিয়ে মারতে পারেন। তখন ভূমিকম্পে মাটি থরথর করে কেঁপে উঠবে। আর তোমরা গিয়ে পড়বে মাটির নীচে। সুতরাং সে মালিক-অধিকারী সম্পর্কে নির্ভয়-নিঃশংক হয়ে অন্যায় শুরু করে দেয়া আর তাঁর ঢিল দেয়ায় গর্বিত-প্রতারিত হওয়া মানুষের জন্য উচিত নয়, বৈধ নয়।

২২. মানে মাটির বুকে চলাফেরা করবে, জীবন-জীবিকা আহরণ করবে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহকে ভুলবে না। অন্যথায় তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের ওপর কঠোর ঝড় চাপাতে পারেন, বা প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন। তখন তোমরা কি করবে? তোমাদের সকল চেষ্টা-সাধনাই তো তখন বিফল যাবে।

২৩. মানে যে আযাব সম্পর্কে ভয় দেখানো হচ্ছিল, তা কতই না ধ্বংসাত্মক এবং ভয়ংকর ছিল!

২৪. মানে আদ, সামূদ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। দেখে নাও, তাদের আচরণে আমি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম আর আমার কেমন আযাবের রূপ ধারণ করে প্রকাশ পেয়েছে!

২৫. পূর্বে আসমান-যমীনের উল্লেখ করা হয়েছিল। আর এখানে বলা হচ্ছে এর মাঝখানের বস্তুর কথা। মানে আল্লাহর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে পক্ষীকুল কখনো পাখা মেলে, আবার কখনো বাজু গুটিয়ে কিভাবে উড়ে বেড়ায়। কেন্দ্র অভিমুখী স্থূল দেহ হওয়া সত্ত্বেও নীচে পড়ে যায় না। মৃত্তিকার আকর্ষণশক্তি এ ক্ষুদ্র পাখীকেও টেনে আনতে পারে না নিজের দিকে। বল দেখি, দয়াময় ছাড়া কার হস্ত পক্ষীকে শূশ্যলোকে ধরে রেখেছে? সন্দেহ নেই যে, দয়াময় আপন রহমত আর হেকমতে তাদের গঠনই এমন করেছেন এবং তাতে এমন শক্তি নিহিত রেখেছেন, যাতে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা কোন রকম কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই শূন্যলোকে অবস্থান করতে পারে।

সব কিছুর যোগ্যতা-ক্ষমতা সম্পর্কে তিনিই জানেন। তিনি গোটা সৃষ্টিকুলকেই নিজের সম্মুখে রাখেন। পক্ষীকুলের দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা এখানে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ আসমান থেকে আযাব প্রেরণ করতে সক্ষম এবং কাফেররা কুফরী আর অন্যায়ের কারণে আযাবের উপযুক্ত। কিন্তু যেভাবে দয়াময়ের রহমত পক্ষীকূলকে হাওয়ায় তথা শূন্য লোকে ধারণ করে রেখেছে, তেমনি তাঁর রহমতে আযাবও বন্ধ রয়েছে।

২৬. মানে অবিশ্বাসীরা ভীষণ প্রতারণায় পতিত রয়েছে। তারা যদি মনে করে থাকে যে, বাতিল মা'বুদ আর মনগড়া দেবতা তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে, তা হলে ভুল

www.icsbook.info

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

[২২] (বিবেকের দুয়ারে কষাঘাত করে আরেকবার ভেবে দেখো তো?) যে ব্যক্তি জমিনের ওপর দিয়ে উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সত্যাদর্শী? না, যে (ব্যক্তি প্রাকৃতিক নিয়ম মোতাবেক) এই জমিনে সোজা সুজি মাথা উঁচু করে সঠিক পথ ধরে চলে– সে অধিক পরিমাণে হেদায়াত প্রাপ্ত [২৯]?

[২৩] (হে নবী) তুমি এদের বলে দাও (হাঁ) আল্লাহ তায়ালাই তো তোমাদের পয়দা করেছেন। (পয়দা করে তোমাদের তিনি অকর্মন্য করেও রাখেননি তোমাদের দেহে) তিনি (সব কিছু শোনার ও দেখার জন্যে) কান ও চক্ষু দিয়েছেন। আরো দিয়েছেন (সেই মোতাবেক চিন্তা ভাবনা করার মতো) একটি অন্তর। কিন্তু তোমাদের খুব কম লোকই আমার এসব দানের কৃতজ্ঞতা আদায় করে [৩০] (সঠিক পথের অনুসারী হয়)।

[২৪] এদের আরো বলে দাও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তো এই ভূখন্ডে (সংখ্যা বৃদ্ধি করে) তোমাদের সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন। আবার (একদিন চারদিক থেকে জড়ো করে) তারই সম্মুখে তোমাদের উপস্থিত করা হবে [৩১]।

করা হবে। ভালোভাবে জেনে রাখবে যে, দয়াময় থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না।

২৭. মানে আল্লাহ যদি জীবিকার উপকরণ বন্ধ করে দেন, তাহলে তোমাদের ওপর জীবিকার দ্বার খুলে দেয়ার ক্ষমতা কার রয়েছে?

২৮. মানে অন্তরে তারাও বুঝে যে, আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউই ক্ষতি রোধ করতে পারে না, পারে না উপকার করতে। কিন্তু কেবল পাপ আর বিদ্রোহ-অবাধ্যতার দরুণ তাওহীদ ও ইসলামের দিকে ফিরে আসতে ভয় পায়, ইতস্তত করে।

২৯. মানে যারা সোজা-সরল পথে মানুষের মতো সোজা হয়ে চলে, কেবল তারাই বাহ্যিক সাফল্যের পথ পাড়ি দিয়ে সত্যিকার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে। যে ব্যক্তি উঁচু নীচু পথে নীচের দিকে মাথা দিয়ে চলে, সে যে মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে পারবে, এমন আশা কি করে করা যায়? এ হচ্ছে একজন তাওহীদবাদী এবং শের্কবাদীর দৃষ্টান্ত। হাশর ময়দানেও উভয়ের চাল-চলনে এমন পার্থক্যই থাকবে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা শোনাব জন্য কান, দেখার জন্য চোখ এবং উপলব্ধি করার জন্য

www.icsbook.info

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ
إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا
رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا
الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ
اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ

[২৫] এরা (যখনি তোমাদের এসব কথা শুনে তখন) বলে তোমরা যা বলছো তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে (আমাদের বলে দাও) কবে তা বাস্তবায়িত হবে [৩২]?

[২৬] (এই নির্বোধদের) তুমি বলো (আল্লাহর এসব প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় কাল আমি জানবো কি?) এই তথ্য তো একমাত্র তার কাছেই রয়েছে। আমার কাজ তো তোমাদের সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবধান করে দেয়া [৩৩]।

[২৭] (পরে) যখন (সত্যিই একদিন) এই প্রতিশ্রুতিকে তারা সত্য হতে দেখবে, যারা দুনিয়ার জীবনে একে অস্বীকার করেছিলো তাদের সবার মুখমন্ডল তখন বিকৃত হয়ে যাবে। তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, এই হচ্ছে সেই মহা ধ্বংসের দিন যেদিনের জন্যে তোমরা বিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলে [৩৪]!

[২৮] তুমি এদের বলো- তোমরা (কখনো) কি এ কথাটা ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং আমার সংগী সাথীদের ধ্বংস করে দেন কিংবা তিনি আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করেন (সবই অবশ্য তার একক মরজী) কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের সেদিন কে এই ভয়াবহ আযাব থেকে বাচাবে [৩৫]?

অন্তর দান করেছেন। এসব দিয়েছেন তিনি এজন্য যে, আল্লাহর অধিকার স্বীকার করে এসব শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবে, আল্লাহর আনুগত্য আদেশানুবর্তিতায় প্রয়োগ করবে। কিন্তু আল্লাহর এমন শোকরগুজার, এমন কৃতজ্ঞ বান্দা অনেক কম। কাফেরদের প্রতি দৃষ্টি মেলে দেখ, তারা এসব নেয়ামতের কী হক আদায় করেছে? তাঁর দেয়া শক্তি ব্যয় করেছে তাঁরই বিরুদ্ধে।

৩১. মানে তাঁর থেকেই সূচনা হয়েছে এবং তাঁতে গিয়েই হবে তার সমাপ্তি। যেখান থেকে এসেছে, যেতে হবে সেখানেই। উচিত ছিল তাঁর থেকে একটুও গাফেল না হওয়া। মালিকের সম্মুখে যাতে খালি হাতে যেতে না হয়, সে চিন্তা করা উচিত ছিল। কিন্তু এমন বান্দা নিতান্তই নগণ্য।

৩২. মানে কখন একত্র করা হবে? কেয়ামত কবে আসবে? শীঘ্র তা ডেকে আনো।

عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ

اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

[২৯] তুমি এদের (এও) বলে দাও যে, (হাঁ সেদিন বাঁচাতে পারেন) একমাত্র দয়াময় আল্লাহ তায়ালাই, তার ওপরই আমরা ঈমান এনেছি। আমরা সে অনুযায়ী তার ওপরই সর্বদা নির্ভর করেছি [৩৬], (হাঁ) অচিরেই তোমরা জানতে পারবে (আমাদের মধ্যে) সুস্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে নিমজ্জিত ছিলো কে [৩৭]?

[৩০] (হে নবী) তুমি এদের জিজ্ঞেস করো- তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, (পৃথিবীর বুকে প্রবাহমান) তোমাদের পানির এ ধারা যদি কখনো উধাও হয়ে যায় (শুকিয়ে যায়) তাহলে কে (ভেতর থেকে) তোমাদের জন্যে পুণরায় এই প্রবাহ ধারা বের করে আনবে [৩৮]?

---

৩৩. মানে সময় আমি নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না। সে জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। অবশ্য যা নিশ্চিত আসবে, অবশ্যই যা ঘটবে, সে বিষয়ে সতর্ক করা এবং ভয়ংকর ভবিষ্যত সম্পর্কে ভয় দেখানো ছিল আমার কর্তব্য। সে কর্তব্য আমি পালন করেছি।

৩৪. মানে এখনতো তাড়াহুড়ার জন্য চিৎকার পাড়ছে। কিন্তু যখন সে প্রতিশ্রুত সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন বড় বড় বিদ্রোহীর মুখ বিগড়ে যাবে। তখন তাদের চেহারায় বিরাজ করবে উদাসীনতা।

৩৫. কাফেররা কামনা করতো, নবী শীঘ্র ইনতিকাল করুন, এতেই তারা বুঝি অব্যাহতি পাবে। এখানে তার জবাবে বলা হচ্ছে মনে কর, তোমাদের ধারণা মতে আমি এবং আমার সমস্ত সঙ্গী-সাথীরা সকলেই দুনিয়া থেকে বিনাশ হয়ে গেলো, বা আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে আল্লাহ সফল করলেন, এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটাই হলো, তাতে তোমাদের কী লাভ? দুনিয়ায় আমাদের পরিণতি যাই হোক, আখেরাতে অবশ্যই আমাদের কল্যাণ হবে। আমরা তাঁর পথেই চেষ্টা-সাধনা করছি। কিন্তু তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। এ কুফরী আর বিদ্রোহ-অবাধ্যতায় যে ভয়ংকর আযাব আসবে, যা আসা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তা থেকে কে রক্ষা করবে তোমাদেরকে? আমাদের আশংকার কথা বাদ দাও, নিজেদের কথা চিন্তা কর। কারণ, কাফের কোন অবস্থায়ই আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। পেতে পারে না।

৩৬. মানে তাঁর প্রতি যখন আমাদের ঈমান রয়েছে, তখন ঈমানের বদৌলতে আমাদের মুক্তি নিশ্চিত। সত্যিকার অর্থে আমরা যখন তাঁর ওপরই ভরসা করি, তখন উদ্দেশ্যে সাফল্য নিশ্চিত।

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাঁর কাজকে চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছাবেন। তোমাদের মধ্যে এ দুদুটোর কোনটাই নেই—ঈমানও নেই, তাওয়াক্কুলও নেই। তবে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার কেমনে?

www.icsbook.info

৩৭. মানে তোমাদের ধারণা মতে আমরা? না আমাদের বিশ্বাস মতে তোমরা?

৩৮. মানে জীবন আর বিনাশের সমস্ত কার্যকারণ এক আল্লাহর হাতে নিহিত। তারই কব্জায় সব কিছু। কেবল পানির কথাই চিন্তা করে দেখ। সব কিছুরই প্রাণ এ পানি। মনে কর, সমস্ত ঝর্না আর কূয়ার পানি শুকিয়ে মাটির নীচে চলে গেছে, যেমন হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালে, তবে মোতির মতো স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন পানি এত বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করার ক্ষমতা কার রয়েছে, যা তোমাদের জীবন ধারণ এবং টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট হবে? সুতরাং তাওয়াক্কুলকারী একজন মোমেন ব্যক্তিকে সে সর্বময় স্রষ্টা আর সর্বময় কর্তার ওপরই নির্ভর করতে হবে। এখান থেকে একথাও বুঝে নেবে যে, হেদায়াতের সমস্ত ফোয়ারা যখন শুষ্ক হয়ে যায়, তখন হেদায়াত আর মা'রেফাতের সে চিরন্তন ফোয়ারা, যা কখনো শুষ্ক হবার নয়, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকারে জারী করা, প্রবাহিত করা, এটাও হতে পারে সে মহান সর্বময় দয়ালুর কাজ, যিনি আপন অনুগ্রহে সকল প্রাণীর যাহেরী-বাতেনী জীবনের সমস্ত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। খোদা না করুন এ ফোয়ারা যদি শুকিয়ে যায়, যেমন হতভাগারা কামনা করছে, তবে এমন কে আছে, যে গোটা সৃষ্টিকুলের জন্য এমন পাক-পাক এ স্বচ্ছ পানি সরবরাহ করবে?

www.icsbook.info

সূরা আল কালাম

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৬৮, আয়াত সংখ্যাঃ ৫২, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

بِمَجْنُوْنٍ ۝٢ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَاِنَّكَ لَعَلٰى

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] নূ-ন- (আমি) শপথ করছি (লেখার বাহন) কলমের (আরো) শপথ করছি (এই কলম দিয়ে পুণ্যাত্মা) মানুষেরা যা লিখে চলেছে সেই জিনিস (এই কোরআনের)।

[২] তোমার মালিকের অসীম দয়ায় তুমি পাগল নও [১]।

[৩] (কোরআনের সম্মানিত বাহক হিসেবে) তোমার জন্যে অবশ্যই রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক মহা পুরস্কার, যা কোনোদিনই নিঃশেষ হবে না [২]।

---

১. মক্কার মোশরেকেরা নবীকে দীওয়ানা ও পাগল বলতো (নাউযুবিল্লাহ)। কেউ বলতো, শয়তানের ক্রিয়ায় হঠাৎ করে গোটা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমনসব কথা বলা শুরু করেছে, যা কেউ মানতে পারে না, পারে না স্বীকার করে নিতে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এসব বাজে কথার প্রতিবাদ করে নবীকে শান্ত্বনা দান করেছেন। মানে যাঁর প্রতি আল্লাহ তায়ালার এমন সব দান আর এতসব অনুগ্রহ, যা প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করছে, যেমন উন্নত স্তরের ভাষা, বিজ্ঞান আর প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তার কথাবার্তা, সমর্থক আর বিরোধীর অন্তরে এমন শক্তিশালী ক্রিয়া করা এবং এত উন্নত ও পূত্র-পবিত্র চরিত্র—এমন লোককে পাগল বলা কি তাদের নিজেদেরই পাগল হওয়ার প্রমাণ নয়? দুনিয়া থেকে কত পাগল চলে গেছে, আর কত মহান সংস্কারকরা অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন, শুরুতে জাতি যাদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু মানুষের লেখনী-শক্তি ঐতিহাসিক তথ্যের যেসব ভান্ডার কাগজের বুকে সংরক্ষিত করে রেখেছে, তা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সত্যিকার পাগল আর যাদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাদের উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের মতো কত তফাৎ, কত ব্যবধান। আজ আপনাকে পাগল (নাউযুবিল্লাহ) বলে বিশেষিত করা ঠিক সে রকম, যেমন দুনিয়ার সকল সেরা সেরা সংস্কারককে স্মরণ করেছিল সকল যুগের দুষ্ট আর নির্বোধ লোকেরা। কিন্তু ইতিহাস সেসব সংস্কারকের উন্নত কীর্তির ওপর স্থায়িত্বের মোহর অংকিত করেছে, আর যারা পাগল বলেছিল, তাদের নাম-নিশানাও ইতিহাস অবশিষ্ট রাখেনি। লেখনী আর লেখনীর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা লিপিকা আপনার শুভ আলোচনা, আপনার নযীরবিহীন কীর্তি এবং আপনার জ্ঞান আর প্রজ্ঞাকে চিবতরে

www.icsbook.info

خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨

[৪] নিঃসন্দেহে তুমি নৈতিক চরিত্রের এক শীর্ষস্থানে অবস্থান করছো [৩]।

[৫] সেদিন খুব দূরে নয় যখন তুমি ও (তোমাকে যারা পাগল বলে) তারা সবাই (নিজেদের চোখে) দেখতে পাবে।

[৬] তোমাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে কে ছিলো বিকার গ্রস্থ ও যাবতীয় পাগলামীর শিকার [৪]।

[৭] তোমার মালিক আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন এদের কোন ব্যক্তি (হেদায়াতের পথ হারিয়ে) পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে আবার যারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেবহাল রয়েছেন [৫]।

[৮] (এই যখন ব্যাপার তখন কোনো অবস্থায়ই) তুমি এই (অন্যায় অভিযোগকারী) মিথ্যাবাদীদের (চাপের সামনে) নতি স্বীকার করবে না।

উজ্জ্বল রাখার সময় এখন নিকটবর্তী হয়েছে। আর যারা আপনাকে পাগল বলে অভিহিত করছে, তাদের অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতা থেকে চিরতরে মুছে যাবে, যেন এ নামের কেউ কখনো বিদ্যমানই ছিল না। এমন এক সময় আসবে, যখন সমগ্র বিশ্ব আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উচ্ছসিত প্রশংসা করবে এবং আপনার সবচেয়ে পূর্ণতর মানুষ হওয়ার বিষয়টিকে একটা সামগ্রিক বিশ্বাস হিসাবে স্বীকার করে নেবে। মহান আল্লাহ যার ফযীলত আর শ্রেষ্ঠত্বকে অনাদি কালে নিজের নূরের কলমে লওহে মাহফূযের ফলকে অংকিত করে রেখেছেন, কিছু পাগল আর ফেৎনাবাজের প্রলাপোক্তিতে তার একটা বিন্দু-বিসর্গ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কার রয়েছে? যে এরকম ধারণা করে, সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের পাগল অথবা সবচেয়ে নিম্ন স্তরের অজ্ঞ।

২. মানে আপনি দুঃখিত হবেন না, বিষণ্ন হবেন না। আপনাকে পাগল বলায় আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার সত্ত দ্বারা বনী আদমের অপরিসীম কল্যাণ সাধিত হবে, তারা লাভ করবে অশেষ হেদায়াত। আর তার অপরিসীম পূন্য ও বিনিময় পাবেন আপনি। পাগল আর দীওয়ানার এমন শানদার আর স্থায়ী ভবিষ্যত কেউ কি কখনো দেখতে পেয়েছে? না কি কোন পাগলের পরিকল্পনা এমনভাবে সফল হওয়ার কথা কেউ কোন দিন শুনেছে? তাহলে আল্লাহর নিকট যার মর্তবা এত বড়, গুটিকতক আহাম্মকের দীওয়ানা বলার কী পরোয়া তাঁর থাকতে পারে?

৩. অর্থাৎ যেসব উন্নত চরিত্র আর যোগ্যতা-প্রতিভা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, পাগলদের মধ্যে কি সেসব চরিত্র আর যোগ্যতার কথা কল্পনাও করা যায়? একজন পাগলের কথা আর কাজের মধ্যে আদৌ কোন শৃংখলা থাকে না, থাকে না কোন সুবিন্যস্ত ধারা। তার কথা আর কাজে থাকে না কোন মিল, কাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না কথার।

পক্ষান্তরে আপনার যবান হচ্ছে কোরআন আর আপনার আমল-আখলাক হচ্ছে কোরআন মজীদের নীরব তাফসীর। যেসব নেকী, যেসব গুণ আর যেসব কল্যাণের প্রতি কোরআন আহবান জানায়, তা স্বভাবতই আপনাতেই বিদ্যমান রয়েছে। আর কোরআন মজীদ যেসব মন্দকর্ম এবং নীচতা থেকে বারণ করে, আপনি স্বভাবতই তা থেকে অনেক দূরে, সেসবে আপনি থাকেন অসন্তুষ্ট। জন্মগত ভাবেই আপনার গঠন আর লালন এমন ভাবে গড়ে উঠেছে, যাতে আপনার কোন আচরণ, কোন কিছুই ভারসাম্যের সীমারেখা থেকে এক ইঞ্চিও এদিক-সেদিক সরে যেতে পারেনি। আপনার সুন্দর স্বভাব অনুমতি দিতো না অজ্ঞ-মূর্খ আর নীচ লোকদের গাল-মন্দে কান দেয়ার। যে ব্যক্তির চরিত্র এমনই মহান, যাঁর দৃষ্টির সীমা এমনই উন্নত, তিনি কি কোন পাগলের পাগল বলায় কর্ণপাত করতে পারেন? যারা তাঁকে পাগল বলতো, তাদের কল্যাণ কামনায়ই তো তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিতেন, যার বদৌলতে .....এ খেতাব শোনারও অবকাশ হয়েছিল। বস্তুত, চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে গভীর দিক হচ্ছে এই যে, মানুষ দুনিয়ার তুচ্ছ ব্যক্তিদের সঙ্গে আচরণ করতে গিয়ে মহান আল্লাহর বিশাল স্বত্ত্বা সম্পর্কে অমনোযোগী হবে না, ভুলে বসবেনা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে। এ বিষয়টা যতক্ষণ অন্তরে বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ সকল বিষয় সুবিচার আর আখলাকের পাল্লায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবে। কী চমৎকারই না বলেছেন শায়খ জুনাইদ বাগদাদী-

'মহান আল্লাহ তাঁর চরিত্রকে মহান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, আল্লাহ ছাড়া তাঁর আর কোন সাহসই ছিল না। তিনি নিজের চরিত্র দ্বারা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন আর অন্তর দিয়ে ছিলেন তাদের থেকে দূরে। তাই তাঁর যাহের ছিল সৃষ্টির সঙ্গে আর বাতেন ছিল স্রষ্টার সঙ্গে।'

কোন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর ওসিয়ত তথা অন্তিম উপদেশবাণীতে বলে গেছেন—

'তুমি সৃষ্টিকুলের সঙ্গে সদাচার করবে আর স্রষ্টার সঙ্গে বজায় রাখবে সততা ও সত্যতা।

৪. মানে অন্তর দিয়ে তো পূর্ব থেকেই উপলব্ধি করতো, কিন্তু অনতিবিলম্বে উভয় পক্ষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে যে, উভয়ের মধ্যে কে বিচক্ষণ আর পরিণামদর্শী ছিল, আর কার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, সে কারণে পাগলের মত আবোল-তাবোল বকবক করেছিল।

৫. মানে পরিপূর্ণ জ্ঞান তো রয়েছে কেবল আল্লাহ তায়ালারই। কারা সোজা রাস্তায় আসবে আর কারা সরল পথ ভ্রষ্ট হবে, তা তো কেবল তিনিই জানেন। কিন্তু পরিণতি যখন প্রকাশ পাবে, তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে, কে সাফল্যের লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে আর শয়তানের রাহাজানীর কারণে কে হয়েছে ব্যর্থ মনোরথ।

৬. মানে সৎপথে যারা আসবে আর যারা আসবে না, সবই আল্লাহর সর্বাত্মক জ্ঞানে সিদ্ধান্ত করা। সুতরাং দাওয়াত আর তাবলীগের ব্যাপারে কোন রকম রাখি-ঢাকি করার কোনই প্রয়োজন নেই। যার পথে আসার, সে আসবেই। আর অনাদি কালের সিদ্ধান্তে যে বঞ্চিত, কোন বিনয় আর ভদ্রতা-উদারতা দ্বারাও সে আসবে না। মক্কার কাফেররা নবীকে বলতো, মূর্তিপূজা সম্পর্কে আপনি কঠোর ভূমিকা পরিত্যাগ করুন। আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দাবাদ করবেন না আমরাও আপনার আল্লাহর সম্মান করবো এবং আপনার রীতিনীতি আর চলার পথে বাধ সাধবো না, প্রতিরোধ গড়ে তুলবো না। যে মহান সংস্কারককে সৃষ্টিই করা হয়েছে মহান চরিত্র দিয়ে, সে মহান সংস্কারকের অন্তরে এমন ধারণা জাগা সম্ভব যে, সামান্য কোমলতা আর ঢিল দিলেই যেহেতু কাজ হয়ে যায়, তবে কয়েকটা দিন কোমল পন্থা অবলম্বন করায় দোষ কি? অবশ্য নবীর মনে এধারণার উদয় হয়ে থাকবে সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্যে—পুরো নেক নিয়তে। এতে মহান আল্লাহ

www.icsbook.info

وَدُّوۡا لَوۡ تُدۡهِنُ

فَيُدۡهِنُوۡنَ ﴿۹﴾ وَ لَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيۡنٍ ﴿۱۰﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ

بِنَمِيۡمٍ ﴿۱۱﴾ مَّنَّاعٍ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ ﴿۱۲﴾ عُتُلٍّۭ بَعۡدَ ذٰلِكَ

[৯] তারা তো (তোমার নমনীয়তাই) চায় তুমি (তাদের) কিছু গ্রহণ করতে রাজী হও তারাও (তোমার) কিছু গ্রহণ করে নেবে [৬]।

[১০] যারা কথায় কথায় এবং যত্রতত্র কসম করে (পদ পদে) লাঞ্ছিত হয় এমন সব লোকদের কথা তুমি কখনো শুনো না [৭]।

[১১] যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (বিনা দরকারে) মানুষদের অভিশাপ দেয় এবং পশ্চাতে নিন্দাবাদ করে।

[১২] যে ভালো কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে, অন্যায়ভাবে সীমা লংঘন করে (সর্বোপরি দুষ্কর্মের অংশীদার) পাপীষ্ট। ১৩) যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী- যার জন্ম পরিচয়ও শোবা সন্দেহের উর্ধে নয় [৮]।

সতর্ক করে দেন যে, আপনি সেসব অবিশ্বাসী-মিথ্যাবাদীদের কথা শুনবেন না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে ঢিলা করা। ঈমান আনা আর সত্যকে মেনে নেয়া আদৌ তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। আপনাকে প্রেরণ করার মূল লক্ষ্য এতে অর্জিত হতে পারে না। আপনি সকল দিক থেকে দৃষ্টি সংযত করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যান। কাউকে মানাতে এবং পথে নিয়ে আসতে আপনি দায়ী নন।

'মুদাহানাত' আর 'মুদারাত'—এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্তটি নিন্দনীয় আর শেষোক্তটি প্রশংসনীয়। উভয়ের এ পার্থক্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

৭. অর্থাৎ যার অন্তরে আল্লাহর নামের মাহাত্ম্য নেই, মিথ্যা কসম খাওয়াকে যে মনে করে সাধারণ ব্যাপার, আর যেহেতু মানুষ তার কথায় বিশ্বাস করবে না, একারণে মানুষের মনে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য সে বারবার কসম খেয়ে মূল্যহীন এবং তুচ্ছ-অপদস্থ হয়।

৮. মানে এসব স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে বদনাম-দুর্নাম এবং বিশ্বের কলংকও বটে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ

'এসব হচ্ছে কাফেরের গুণ। মানুষ নিজের অভ্যন্তর দেখবে এবং এসব স্বভাব ত্যাগ করবে।'

কোন কোন অতীত মনীষীর মতে, এর অর্থ হারামযাদা, জারজ সন্তান। যে কাফের প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, সে এমনই ছিল।

৯. মানে দুনিয়াতে কাউকে যদি ভাগ্যবান দেখায়, যেমন তার আছে অগাধ ধন-সম্পদ আর প্রচুর সন্তানাদি, কেবল এতটুকুর কারণে সে এমন যোগ্যতা লাভ করতে পারে না যে, তার কথা মেনে নিতে হবে। আসল বস্তু হচ্ছে মানুষের স্বভাব-চরিত্র। যার মধ্যে ভদ্রতা আর স্বচ্চরিত্রতা

www.icsbook.info

زَنِيْمٍ ﴿١٣﴾ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٤﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا
قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾ اِنَّا
بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا
مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ

[১৪] যদিও তার হাতে রয়েছে (বিপুল পরিমাণ) ধনরাশী ও (অনেকগুলো) সন্তান সন্ততি [৯]। (তুমি কোনো অবস্থায়ই তাদের কথা শুনবে না)।

[১৫] এই (জাতের) লোককে যখন আমার 'আয়াত' পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে এগুলো তো হচ্ছে আগের দিনের গল্প কাহিনী মাত্র [১০]।

[১৬] (এই বৈষয়িক অহংকার সত্ত্বেও তুমি তাকে জানিয়ে রাখো যে) অচিরেই আমি (পাপকর্মের কালিমা দিয়ে) তার শুড়ে দাগ দিয়ে (তাকে চিহ্নিত করে) দেবো [১১]।

[১৭] আমি এই (জনপদের) মানুষদের পরীক্ষা করেছি- তেমনি আমি (অতীতে) একটি ফলের বাগানের কতিপয় মালিককে পরীক্ষা করেছিলাম [১২]। (সেই পরীক্ষার ক্ষণটি ছিলো এমন যে) একদিন তারা সবাই (একযোগে) শপথ করে বলেছিলো যে, সকাল হতেই তারা বাগানের ফল পাড়তে যাবে।

[১৮] (একথা বলার সময়) তারা এর সাথে ভিন্ন কিছু যোগ করেনি [১৩] (এবং বলেনি যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলেই আমরা এ কাজটি করবো)।

নেই, এমন লোকের প্রতারণামূলক কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা আল্লাহওয়ালাদের কাজ নয়।

১০. মানে এ বলে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার-অবিশ্বাস করে।

১১. কথিত আছে যে, কুরাইশ দলপতি ওলীদ ইবনে মুগীরার মধ্যে এসব বিশেষণের সমাবেশ ঘটেছিল। আর নাকে দাগ দেয়ার অর্থ তার অপমান-অপদস্থ হওয়া। হতে পারে দুনিয়ায় দৈহিকভাবেও তার নাকে দাগ পড়েছিল অথবা আখেরাতে তার নাক দাগানো হবে।

১২. মানে অধিক সন্তান আর সম্পদের অধিকারী হওয়া গ্রাহ্য হওয়ার কোন লক্ষণ নয়। আল্লাহর দরবারে এর কোন মূল্য নেই। সুতরাং মক্কার কাফেরদের জন্য এতে গর্বিত হওয়ার কিছুই নেই। এসব তো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের পরীক্ষা মাত্র। এ পরীক্ষা ইতিপূর্বেও করা হয়েছে।

১৩. পিতা মারা যাওয়ার সময় রেখে যায় একটা ফলের বাগান। সন্তানরা ছিল কয়েক ভাই। বাগান ছাড়াও ছিল চাষাবাদের জমি। উৎপন্ন ফলে আর ফসলে গোটা পরিবার ছিল সুখী। পিতার সময় একটা নিয়ম ছিল ফল আর ফসল কাটার দিন অভাবী ফকীর-মিসকীনরা সকলে জড়ো হতো। পিতা সকলকে কিছু কিছু দান করতেন। এতে বরকত হতো। পিতার মৃত্যুর পর সন্তানরা ভাবলো, ফকীর-মিসকীনরা এতসব নিয়ে যায়; তা নিজেরা ভোগ করলেই তো ভালো হয়।

رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا

مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا

[১৯] (এই সংকল্প মনে নিয়ে) তারা সবাই যখন রাতের বেলা ঘুমিয়ে ছিলো, তখন (ভোর হতে না হতেই) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সেই বাগানের ওপর এক বিপর্যয় এসে হাযীর হলো।

[২০] (যার ফলে সকাল পর্যন্ত) দেখা গেলো বাগান (ও তার সমস্ত ফলমূল) ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে তৃণসম (অর্থহীন বস্তুতে) পরিণত হয়ে গেলো [১৪]।

[২১] (কিছু আগেও এ বিপর্যয়ের কিছু তারা জানতে পারলো না) সকাল হতেই তারা একে অপরকে ডাকতে লাগলো।

[২২] যদি (সত্যিই) তোমরা ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল বাগানের দিকে চলো।

[২৩] (এই উদ্দেশ্যে) তারা সেদিকে রওনা দিলো (পথিমধ্যে) ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলো।

[২৪] আজ (এই মোক্ষম সময়ে খেয়াল রাখবে) কোনো অবস্থায়ই যেন কোনো দুস্থ ও মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের সাথে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে।

[২৫] এই সংকল্পে সংকল্পবদ্ধ হয়ে তারা তাড়াহুড়ো করে সকাল বেলায় এমনভাবে বাগানে এসে হাযীর হলো- যেন তারা (নিজেরাই অন্য কারো সাহায্য ব্যতিরেকে ফল তুলতে) সক্ষম [১৫].

আমরা কি এমন কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারি না, যাতে ফকীরদেরকে কিছুই দিতে না হয়? সব উৎপন্ন ফল আর ফসল ঘরে তুলে আনবো। নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, অতি প্রত্যুষে ফল আর ফসল আহরণ করে গৃহে এনে তুলবে। ফকীর-মিসকীনরা খামার আর বাগানে গিয়ে কিছুই দেখতে পাবেনা। আর এ কৌশল সম্পর্কে তাদের এমনই আস্থা ছিল যে, 'ইনশা আল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা চাইলে' একথাটি পর্যন্ত বলেনি।

১৪. মানে রাতে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়, আগুন লেগে যায় বা অন্য কোন দুর্যোগে গোটা ক্ষেতই হয়ে পড়ে উজাড়।

১৫. মানে এমন দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, এখন গিয়ে সমস্ত ফসল নিজেদের অধিকারে আনব।

www.icsbook.info

رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالُوْا

سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾ عَسٰى رَبُّنَآ

[২৬] অতঃপর যখন তারা বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলো তখন (হতভম্ব হয়ে নিজেরাই বলতে লাগলো, (এতো আমাদের বাগান নয়) আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলে এখানে চলে এসেছি।

[২৭] আমরা তো (আজ) সব হারিয়ে বঞ্চিত হয়ে গেছি, [১৬] (আমাদের কপাল পুড়েছে)।

[২৮] (তাদের এই বঞ্চনা ও হতাশা পর্বে) তাদেরই মধ্যকার একজন ভালো মানুষ তখন তাদের বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, (কোনো কাজের ব্যাপারে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো) তোমরা আল্লাহ তায়ালার মহান নামের 'তসবীহ' পড়লে না কেন [১৭],

[২৯] (এবার তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো এবং) সবাই (একযোগে) বললো- (সত্যিই) আমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, অনেক পবিত্র। (সংকল্প করার আগে আল্লাহর নাম না নিয়ে) আমরা সত্যিই নিজেরা নিজেদের ওপর অবিচার করেছিলাম।

[৩০] (এভাবেই তারা এই অন্যায়ের দায়িত্ব একে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাইলো এবং) পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করতে লাগলো [১৮]।

[৩১] তারা আরো বললো কতো হতভাগ্য আমরা (আমরাই আমাদের অবস্থার জন্যে দায়ী) সত্যিই এই ব্যাপারে আমরা সীমা লংঘন করে ফেলেছিলাম।

---

১৬. ভূমির গাছপালা আর ফসল এমনই উজাড় হয়ে যায় যে, সেখানে পৌছে চিনতেই কষ্ট হয়। তারা ভাবলো, আমরা বুঝি পথ ভুলে অন্য কোথাও এসে পৌছেছি! কিন্তু ভালোভাবে দেখে বুঝতে পারে, না, জায়গা তো ঠিকই আছে। আমাদের ভুল হয়নি, কিন্তু আমাদের পোড়া কপাল। আল্লাহর দরবার থেকেই তো বঞ্চিত হয়েছি আমরা।

১৭. তাদের মধ্যে মেজ ভাই ছিল বেশ চতুর। পরামর্শ করার সময় সে বলেছিল, দেখ, আল্লাহকে ভুলে যাবে না। এসব কিছুকেই মনে করবে আল্লাহর দান আর ফকীর-মিসকীনদের সেবায়ও ত্রুটি করবে না। কেউ তার কথায় কর্ণপাত না করায় সে চুপ থাকে এবং তাদের সঙ্গেই যোগ দেয়। এখন ধ্বংসযজ্ঞ দেখে সে আগের কথা স্মরণ করায়।

www.icsbook.info

أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ

الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ

الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

[৩২] এটাও সম্ভব যে, আমাদের মালিক (দুনিয়ার) এই (সামান্য) বাগানের বদলে (আখেরাতে) এর চাইতে উৎকৃষ্ট মানের বাগান দান করবেন। আমরা (আমাদের ভুল স্বীকার করে) একনিষ্টভাবে আমাদের মালিকের কাছেই ফিরে যেতে চাই [১৯]।

[৩৩] এই ছিলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর এই জাগতিক) আযাব আর পরকালের আযাব, তাতো অনেক বড়ো অনেক গুরুতর। কতো ভালো হতো এই মানুষরা যদি তা জানতে পেতো [২০]।

রুকুঃ ২

[৩৪] (অপর দিকে) যারা (প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলে তাদের জন্যে অবশ্যই তাদের মালিকের কাছে (অফুরন্ত) নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত রয়েছে[২১]।

[৩৫](তোমার কি মনে হয়?) যারা আমার আনুগত্য করে আর যারা অপরাধ করে বেড়ায় এই দু'দল লোকের সাথে কি আমি একই ধরনের আচরণ করবো?

[৩৬] এ কি হলো তোমাদের (আমার ইনসাফ সম্পর্কে) এই কি ভাবছো তোমরা [২২]?

---

১৮. এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সাধারণ বিপদকালের মতো একে অপরকে দোষারোপ করতে শুরু করে। বিপদকালে এটাই সাধারণ নিয়ম। একে অপরকে এ বিপদ আর ধ্বংসের জন্য দায়ী করে।

১৯. অবশেষে সকলে মিলে বলে, এসবের জন্য আমরাই দায়ী, অপরাধী আমরা নিজেরাই। কিন্তু এখনো আমরা পরওয়ার-দেগার সম্পর্কে নিরাশ নই। তিনি নিজ রহমতে পূর্বের বাগানের চেয়েও উন্নত বাগান আমাদেরকে দান করতে পারেন। আল্লাহর পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব নয়।

২০. মানে এটা ছিল দুনিয়ার আযাবের এক ছোট দৃষ্টান্ত, যা কেউ ঠেকাতে পারল না। তাহলে আখেরাতের সে মহা বিপদ কে টেকাবে? বুদ্ধি থাকলে তাদের তো একথাটা বুঝা উচিত।

২১. মানে দুনিয়ার বাগ-বাগিচা নিয়েই তুষ্ট হচ্ছ? আখেরাতের বাগান এর চেয়ে অনেক উত্তম। তাতে রয়েছে সব রকম নেয়ামত। কিন্তু সে বাগান তো কেবল মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।

২২. মক্কার কাফেররা অহংকারের কারণে মনে মনে কল্পনা করে রেখেছে যে, কেয়ামতের দিন মুসলমানদের ওপর অনুগ্রহ আর করুণা হলে তার চেয়ে বেশী এবং উত্তম করুণা হবে

www.icsbook.info

أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَٰدِقِينَ ﴿٤١﴾

[৩৭] তোমাদের কাছে কি এমন কোনো আসমানী কেতাব আছে, যাতে তোমরা (এ কথাটা) পড়েছো যে,

[৩৮] (হিসাব কিতাবের দিন) তোমাদের জন্যে সে ধরনের সব কিছুই সরবরাহ করা হবে যা তোমরা তোমাদের জন্যে পছন্দ করবে।

[৩৯] না, তোমরা আমার কাছ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পালন করার এমন কোনো ওয়াদা আদায় করে নিয়েছো। যার মাধ্যমে তোমাদের কামনা বাসনা অনুযায়ী সব কিছুই সেদিন সেখানে মজুত পাবে।

[৪০] তুমি এদের জিজ্ঞেস করো তোমাদের মধ্যে কে এই (কথা ও কাজের) দায়িত্ব নিতে পারে, [২৩]

[৪১] (নিজেরা দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে তারা বলুক) তাদের কি নিজেদের (অন্য কোনো) অংশীদার আছে? (যারা এসব কথার দায়িত্ব নিতে পারে, যদি সত্যি সে ধরনের তাদের কেউ থাকে) তাহলে তারা তাদের যোগাড় করে আনুক, যদি তারা নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হয় [২৪]!

আমাদের ওপর। আল্লাহ দুনিয়াতে যেমন আমাদেরকে আরাম-আয়েশ আর প্রাচুর্যের মধ্যে রেখেছেন, আখেরাতেও এসব প্রাচুর্যের মধ্যে রাখা হবে আমাদেরকে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা কেমন করে হতে পারে? এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, একজন অনুগত ভৃত্য, যে মুনীবের আদেশ শিরোধার্য করার জন্য হা প্রস্তুত থাকে, আর এজন অপরাধী বিদ্রোহী উভয়ের পরিণতি এক হবে। এবং অপরাধী আর বিদ্রোহী অনুগত ভৃত্যের চেয়েও ভালো এটা এমন একটা কথা, সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি আর সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি এমন কথা মেনে নিতে পারে না।

২৩. মানে মুসলিম আর অমুসলিমকে এক করা হবে বাহ্যতই এমন কথা জ্ঞান-বুদ্ধি আর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এর সপক্ষে কোন উক্তি ভিত্তিক প্রমাণ কি তোমাদের কাছে আছে? কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে কি এমন কথা তোমরা পাঠ করেছ যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ করবে, তা-ই তোমরা পাবে? তোমাদের মনের সমস্ত কামনা-বাসনাই পূর্ণ করা হবে? না কি কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ এমন কোন কসম খেয়ে রেখেছেন যে, তোমরা মনে মনে যা সাব্যস্ত করবে, তা-ই তোমাদেরকে দেয়া হবে? আজ যেমন আরাম-আয়েশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থায় তোমাদেরকে রাখা হবে। তাদের মধ্যে যে এমন দাবী করবে

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا

يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ

كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِيْ

[৪২] (চূড়ান্ত হিসাব কিতাবের দিনের কথা স্মরণ করো যেদিন যাবতীয় রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে- আল্লাহর সামনে মানুষদের সেজদাবনত হতে বলা হবে- এই সব (হতভাগ্য) ব্যক্তিরা (সেদিন কোনো অবস্থায়ই) সেজদা করতে সক্ষম হবে না [২৫]।

[৪৩] (সেজদা করতে না পারার কারণে) তারা নিজেদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখবে, [২৬] অপমান ও লাঞ্ছনায় তারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে অথচ (দুনিয়ার জীবনে) যখন এরা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছিলো তখনো তাদের এভাবে আল্লাহর সম্মুখে সেজদা করতে বলা হয়েছিলো, [২৭] (কিন্তু তারা সেদিন তা করতে অস্বীকার করেছিলো। এবং এ কারণেই আজ তারা অক্ষম অবস্থায় অপমানিত ও পদদলিত হলো)।

এবং তা প্রমাণ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করবে, সে প্রমাণ করুক। তাকে সম্মুখে উপাস্থিত কর। সে কোথা থেকে কি বলে, তা আমরাও দেখবো।

২৪. অর্থাৎ যদি যুক্তি ভিত্তিক এবং উক্তি ভিত্তিক কোন প্রমাণই না থাকে, কেবল মিথ্যা দেবতার ভিত্তিতে এ দাবী করা হয় যে, তারা আমাদেরকে এমন করে দেবে, তেমন করে দেবে, এমন এমন মর্যাদা দান করবে; কারণ, তারা নিজেরা খোদায়ীতে অংশীদার, তখন এমন দাবীতে তাদের সত্য হওয়া তখন প্রমাণিত হবে, যখন তারা সেসব অংশীদারকে আল্লাহর মোকাবিলায় ডেকে আনবে এবং তাদের দ্বারা নিজেদের মর্জী মতো কোন কার্যক্রম করাতে পারবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সে উপাস্যরা উপাসনাকারীদের চেয়েও বেশী অক্ষম, বেশী অসহায়। তারা তোমাদের কি সাহায্য করবে, তারা তো নিজেদের সাহায্যই করতে পারে না।

২৫. বুখারী-মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা নিজ পায়ের গোড়ালি (সাক্ব) প্রকাশ করবেন। এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একটা বিশেষ সিফাত বা সত্তা। কোন বিশেষ কারণে এ সিফাতকে 'সাক্ব' বলা হয়েছে। যেমন কোরআন মজীদে 'হাত' এবং চেহারার উল্লেখ রয়েছে। এসবকে বলা হয় 'মুতাশাবিহাত'। আল্লাহ তায়ালার সত্তা, অস্তিত্ব, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি গুণের মতো এসব মুতাশাবিহাত সম্পর্কেও পুরোপুরি ঈমান রাখতে হবে। উক্ত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, এ তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করে মোমেন নারী-পুরুষ সকলে সেজদায় অবনত হয়ে পড়বে। কিন্তু (দুনিয়ায় যে ব্যক্তি) লোক দেখানোর জন্য সেজদা করতো, সে কটি-দেশ নাড়াতে পারবে না, তা কাঠের মতো কঠিন হয়ে যাবে। রিয়াকার আর মোনাফেকরা যখন সেজদা করতে সক্ষম হবে না, তখন কাফেররা যে সক্ষম হবে না, তাতো ভালোভাবেই বুঝা যায়। হাশর ময়দানে এসব কিছু করা হবে এজন্য যাতে মোমেন আর কাফের এবং নিষ্ঠাবান আর

وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿৪৪﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿৪৫﴾
اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿৪৬﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ
الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿৪৭﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ
كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿৪৮﴾ لَوْلَآ اَنْ

[৪৪] (হে নবী) যারা আমার এই কেতাবকে অস্বীকার করে তাদের সাথে কি করতে হবে তা আমার ওপরই ছেড়ে দাও, আমি ধীরে ধীরে এদের এমন চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবো যে, এরা তা জানতেও পারবে না [২৮]।

[৪৫] আমি এদের সময় দিয়ে রাখি, (অপরাধীদের পাকড়াও করার) এটা আমর একটা অমোঘ কৌশল মাত্র [২৯]।

[৪৬] তুমি কি এদের কাছে কোনো (বৈষয়িক) পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, এরা এই ঋণের বোঝায় একেবারে অক্ষম ও অচল হয়ে পড়েছে?

[৪৭] না তাদের কাছে রয়েছে অজানা জগতের কোনো খবর যা তারা লিখে দিতে পারে [৩০]?

[৪৮] (হে নবী, তুমি অস্থির হয়ো না) বরং তোমার মালিকের কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তুমি ধৈর্য ধারণ করো, এবং সেই মাছের ঘটনার সাথী (নবী ইউনুসের) মতো হয়ো না, [৩১] সে যখন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে একান্ত নিরুপায় হয়ে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় পার্থনা করেছিলো [৩২]।

কপট তথা মোখলেস ও মোনাফেক ভালোভাবে প্রকাশ পায়। যাতে সকলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চাক্ষুণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

'মুতাশাবিহাত' সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে মুতাশবিহাত সম্পর্কে অতি উন্নতমানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে।

২৬. মানে লজ্জার কারণে চক্ষু ওপরে তুলতে পারবে না।

২৭. মানে দুনিয়াতে যখন সুস্থ-সবল ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সেখানে স্বেচ্ছায় সেজদা করতে পারতো, কিন্তু সেখানে কখনো নিষ্ঠার সঙ্গে সেজদা করেনি। এর প্রতিক্রিয়া দাঁড়িয়েছে এই যে, সেজদা করার যোগ্যতা-ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। এখন ইচ্ছা করলেও সেজদা করতে পারবে না।

www.icsbook.info

تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ

[৪৯] তখন যদি তার মালিকের অনুগ্রহ (ও সান্ত্বনা) তার ওপর না বর্ষিত হতো, তাহলে সে শুধু বালুকাময় ময়দানে নিন্দিত ও পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতো [৩৩]।

[৫০] শেষ পর্যন্ত তার মালিক তাকে (নবী হিসেবে) বাছাই করে নিলেন এবং তার নেক বান্দাহদের কাতারে শামিল করে নিলেন [৩৪]।

---

২৮. মানে তাদের যে শাস্তি হবে, তা নিশ্চিত কিন্তু কয়েকটা দিন আযাব মওকুফ থাকায় আপনি দুঃখ পাবেন না। তাদের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি নিজেই তাদের মোকাবেলা করবো এবং পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে এমনভাবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেই পারবে না। তারা নিজেদের অবস্থায় নিমগ্ন থাকবে এবং ভেতর থেকেই তাদের শেকড় উপড়ে যাবে।

২৯. মানে আমার সূক্ষ্ম এবং গোপন তদবীর এমনই পাকা-পোক্ত, যার মোকাবেলা করা তো দূরের কথা, তারা তা বুঝতেই পারবে না।

৩০. অর্থাৎ দুঃখ আর অবাক হওয়ার কথা যে, তারা এমনিভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার কথা শুনছে না, মানছেনা। তা মেনে না নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে? আপনি কি তাদের কাছে কোন বিনিময় (বেতন, কমিশন ইত্যাদি) দাবী করছেন। যার বোঝার নীচে তারা চাপা পড়ে যাচ্ছে? নাকি তাদের কাছে গায়বের খবর এবং আল্লাহর নিকট থেকে ওহী আসে? আর তারা তা হেফাযত করার জন্য কোরআনের মতোই কিছু লিখে রাখে? একারণে তারা আপনার আনুগত্য করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। শেষ পর্যন্ত কোন একটা কারণ তো থাকতে হবে। তাদের ওপর যখন কোন বোঝা চাপানো হয় এবং তা না মেনে তাদের উপায়ও নেই, তখন বিদ্বেষ আর হঠকারিতা ছাড়া না মানার আর কি কারণ থাকতে পারে?

৩১. অর্থাৎ মাছের পেটে যাওয়া পয়গাম্বর (হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম)-এর মতো অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে মনের সংকীর্ণতা আর শংকা প্রকাশ করবেন না। ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে তাঁর কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে।

৩২. মানে জাতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন ক্রুদ্ধ। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি আযাব আসার দোয়া এমনকি ভবিষ্যদ্বাণী পর্যন্ত করে বসেন।

কোন কোন তাফসীরকার অর্থ করেছেনঃ 'দুঃখে তিনি গলে যাচ্ছিলেন আর এ দুঃখ ছিল কয়েকটা দুঃখের সমষ্টি। একে তো জাতির ঈমান না আনার দুঃখ, তার ওপর সময় মতো আযাব না আসার দুঃখ, তদুপুরি কোন স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার দুঃখ। আরো একটা দুঃখ ছিল মাছের পেটে আটক থাকার। তখন তিনি আল্লাহকে ডাকলেন এবং দোয়া করলেন-

'তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, তুমি পাক-পবিত্র। আমি নিজে যালিম-অপরাধী-অন্যায়কারীদের একজন'। এতে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়। মাছের পেট থেকে তিনি মুক্তি পান।

www.icsbook.info

الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِينَ ﴿٥٢﴾

[৫১] (এই কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে এই যে) এরা যখন আল্লাহর কেতাব শুনে তখন এমন ভাবে তাকায় যে এক্ষুনি বুঝি এরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে শেষ করে দেবে (শুধু তাই নয়) নিজেরা বলে যে, (এই কেতাবের বাহক যে) সে তো হচ্ছে এক জন পাগল ৩৫।

[৫২] অথচ (এই নির্বোধরা জানে না যে) এই কেতাব তো মানব মন্ডলীর জন্যে একটি উপদেশ বৈ কিছুই না ৩৬।

---

৩৩. মানে তাওবা কবুল হওয়ার পর আল্লাহর অতিরিক্ত দয়া-অনুগ্রহ না হলে সে বিজন প্রান্তরেই তিনি পড়ে থাকতেন অভিযুক্ত অবস্থায়, যে প্রান্তরে তাঁকে ফেলে দেয়া হয়েছিল মাছের পেট থেকে বের করে। আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে সেসব মর্যাদাও অবশিষ্ট রাখা হতো না, যেসব অবশিষ্ট ছিল পরীক্ষা কালেও।

৩৪. অর্থাৎ তাঁর মর্তবা অতঃপর আরো বৃদ্ধি করেছি এবং তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করেছি উন্নত স্তরের নেক এবং মার্জিত মানুষদের মধ্যে। হাদীস শরীফে নবী বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এমন কথা না বলে যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা'র চেয়ে উত্তম।'

৩৫. অর্থাৎ কোরআন শ্রবণ করে তারা গোস্সায় ফুলে উঠে এবং এমন তক্ষ দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকায়, যেন তোমাকে স্থানচ্যুত করে ছাড়বে। মুখেও টিপ্পনি কাটে যে, লোকটা তো পাগলই হয়ে গেছে। তার কোন কথাই তো কর্ণপাত করার মতো নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এভাবে আপনাকে বিচলিত করে ধৈর্য ও দৃঢ়তা-স্থিরতার স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া। কিন্তু আপনি নিয়মিত আপনার মত আর পথে স্থির থাকুন। মনক্ষুণ্ন হয়ে কোন ব্যাপারেই বিচলিত হবেন না, তাড়াহুড়া করবেন না এবং ঢিলেমিও অবলম্বন করবেন না।

কেউ কেউ .....এর অর্থ করেছেন- বদনযর লাগাবার ব্যাপারে কাফেরা ছিল খ্যাত। নবীকে বদনযর লাগাবার জন্য তারা কিছু লোককে নিয়োজিত করেছিল। নবী যখন কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করছিলেন, তখন তাদের একজন এসে বেশ সাহস করে নযর লাগাবার চেষ্টা করে। নবী 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করলে লোকটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। অবশ্য নযর লাগা না লাগার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার স্থান এটা নয়। অধুনা 'ম্যাসমারিজম' একটা যথারীতি শিল্পে পরিণত হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে বেশী কিছু বলা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

৩৬. অর্থাৎ কোরআন মজীদে পাগলামি-মাতলামির কথা কোন্‌টি আছে, যাকে তোমরা পাগলামি বলছ? কোরআন মজীদ তো সমগ্র গোটা মানব জাতির সংস্কার-সংশোধন। এর মাধ্যমেই একদিন পাল্টে যাবে বিশ্বের চেহারা। যেসব লোক এ কালামে মজীদের দীওয়ানা নয়, তারাই পাগল সাব্যস্ত হবে।

www.icsbook.info

সূরা আল হাক্কাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৬৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৫২, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَآقَّةُ ۝١ مَا الْحَآقَّةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ

ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝٤ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] একটি অনিবার্য সত্য ঘটনা। [২] কি সেই অনিবার্য সত্য ঘটনা [১]?

[৩] তুমি কি জানো যে, সেই অনিবার্য (ও অবশ্যম্ভাবী) ঘটনাটা আসলেই কি [২]?

[৪] (নিকট অতীতের ঘটনাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো একদিন) আদ ও সামুদ জাতির লোকেরা (এমনিভাবে আকস্মিকভাবে নিপতিত) মহা প্রলয়কে অস্বীকার করেছিলো [৩]।

[৫] (আর এরই পরিণামে দাম্ভিক) সামুদ গোত্রের লোকদের এক প্রলয়ংকারী বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে [৪]।

---

১. অর্থা কেয়ামতের সে মুহূর্ত, অনাদি কাল থেকে আল্লাহর জ্ঞানে যার আগমন নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, সত্য যখন মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে, যখন সত্যের ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়, থাকবে না, যখন সমস্ত তত্ত্ব আর রহস্য পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হবে আর কেয়ামতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিবাদে বিতর্কে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা যখন হবে পরাজিত-পরাভূত। তুমি কি জান, কী সে মুহূর্তটি? কোন্ ধরনের অবস্থা আর ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে তার অভ্যন্তরে?

২. মানে কোন মহা মানব যতই চিন্তা-ভাবনা করুক না কেন, সেদিনের প্রাণান্তকর এবং ভয়াল-ভয়ংকর দৃশ্য কিছুতেই সে অনুভব করতে পারে না। অবশ্য বুঝবার সুবিধার জন্য উদাহরণ স্বরূপ কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে। এ দুনিয়ার সে বড় কেয়ামতের নিদর্শন উপস্থাপনার কাজে এসব ঘটনা একেবারেই তুচ্ছ-নগণ্য এবং অসম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত হতে পারে। যেন সে বড় 'হাক্কার' (সত্যের) বিবরণের জন্য এসব ক্ষুদে 'হাক্কা' (ঘটনা) ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে।

www.icsbook.info

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ
سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا
صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ
بَاقِيَةٍ ۝٨ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩
فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠ اِنَّا لَمَّا

[৬] আর (শক্তিশালী গোত্র) আ'দদের ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝার আঘাতে [৫]।

[৭] একটানা সাত দিন ও আট রাত ধরে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর দিয়ে এই প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করে রেখেছিলেন। (তাকিয়ে দেখলে) তুমি দেখতে পেতে তারা যেন পুরনো খেজুর গাছের কতিপয় অর্থহীন কান্ডের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে এখানে সেখানে (উপুড় হয়ে) পড়ে আছে।

[৮] (আবার তাকিয়ে দেখো সে ধ্বংসলীলার প্রতি) তাদের একজনও কি আল্লাহর এই গজব থেকে রক্ষে পেয়েছে বলে তুমি দেখতে পাচ্ছো?

[৯] (ঘটনার এখানেই শেষ নয়- দাম্ভিক) ফেরাউন, তার আগের কিছু লোক ও উপড়ে ফেলা জনপদের অধিবাসীরাও (একই) অপরাধে লিপ্ত হয়েছিলো।

[১০] এরা সবাই (নিজ নিজ যুগে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে যারা রসূল হয়ে এসেছে তাদের প্রকাশ্য অবাধ্যতা করেছে, ফলে আল্লাহ তায়ালা (তাদের বিদ্রোহের শাস্তি দিলেন এবং) তাদের কঠোর ভাবে পাকড়াও করলেন [৮]।

৩. অর্থাৎ আদ আর সামূদ জাতি সে মুহূর্তটিকে অস্বীকার করেছিল। গোটা আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত এবং মানবকুল সবকিছুকেই তছনছ করে ছাড়বে সে মুহূর্তটি। কঠিন থেকে কঠিনতর বস্তুকেও তা করে ছাড়বে টুকরা টুকরা। এরপর দেখে নাও, কী পরিণতি হয়েছে সে দু'টি জাতির—আদ আর সামূদ-এর।

৪. মানে এক বজ্র— নিনাদে আগত তীব্র ভূমিকম্প সকলকে উথাল-পাতাল ও লন্ডভন্ড করে দিয়েছিল।

৫. অর্থাৎ সে বায়ু এমনই তীব্র ছিল যে, তা কাবু করা কোন মানুষেরই আয়ত্তাধীন ছিলনা। এমন কি সে বায়ু প্রবাহে নিয়োজিত ফেরেশতারাও তা কাবু করতে পারতেন না।

৬. মানে যে জাতি মাজায় শক্ত করে গামছা বেঁধে দম্ভভরে হুংকার ছেড়ে বলেছিল, কে আছে আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী? সে জাতি আমাদের বায়ুরই মোকাবেলা করতে পারেনি। এমন জাঁদরেল পাহালওয়ানরা বায়ুর আঘাতে এমনই লুটিয়ে পড়েছিল, যেন খুলখুলে আর নিষ্প্রাণ খেজুর বৃক্ষের কান্ড, যার মস্তক ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন।

طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً
وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ
وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً
وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ

[১১] (আরো অতীতের কথা স্মরণ করো আমার নবী নূহের যুগে) যখন পানি (তার নিদৃষ্ট) সীমা লংঘন (করে জলোচ্ছাসের রূপ ধারণ) করলো, তখন তোমাদের আমি (চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে) নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলাম [৯]।

[১২] (যুগ যুগান্তর ধরে এই ঘটনাটি) যেন তোমাদের জন্যে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা হয়ে থাকে (তাই ছিলো এর উদ্দেশ্য) এবং (তোমাদের) উৎসাহী কানগুলো যেন এই সাবধান বাণীকে (অনাদি কাল ধরে পরবর্তি) মানুষদের কাছে পৌছে দিতে পারে।

[১৩] একদিন যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। (এবং তা হবে) একবারের প্রচন্ড ফুঁ।

[১৪] (তখন) ভূমন্ডল ও পাহাড় পর্বতের একটাকে আরেকটার ওপর ফেলে চূর্ণবিচূর্ণ করে (লন্ডভন্ড করে) দেয়া হবে।

[১৫] (ঠিক) সেদিনই সেই মহা ঘটনাটি সংঘটিত হবে [১০]।

৭. মানে পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকে এমনই নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে যে, আজ তাদের বীজও কোথাও অবশিষ্ট নেই।

৮. অর্থাৎ আদ আর সামূদ জাতির পর বড় বড় কথা বলে হাজির হয়েছিল ফেরাউন। তার আগে পাপের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হয় আরো কয়েকটি জাতি (যেমন—নূহ জাতি, শোয়াইব জাতি এবং লূত জাতি, যাদের জনপদকে উল্টে দেয়া হয়েছিল)। এরা সকলেই নিজ নিজ পয়গম্বরের নাফরমানী করেছিল। প্রস্তুত হয়েছিল আল্লাহর সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য। তাদের সকলকেই আল্লাহ পাকড়াও করলেন শক্তভাবে। আল্লাহর সম্মুখে টিকতে পারেনি তাদের কেউ-ই।

৯. মানে নূহের যমানায় যখন প্লাবন এলো, তখন বাহ্য কারণে তোমাদের কেউই রক্ষা পেতো না। সমস্ত অবিশ্বাসীকে ডুবিয়ে মেরে নূহ এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে আমি রক্ষা করেছি। এটা ছিল আমার কুদরত, হেকমত আর এনাম ও এহসান। এমন মহা প্লাবনে একটা কিশ্তী টিকে থাকা, নিরাপদ থাকার কী আশা ছিল? কিন্তু আমি আমার কুদরত আর হেকমতের চমক দেখিয়েছি। যাতে দুনিয়া যতদিন টিকে থাকে, ততদিন মানুষ এ ঘটনার কথা স্মরণ করে। আর যেসব কান যুক্তিযুক্ত কথা শুনে তা সংরক্ষণ করে, সেসব কান যেন কিছুতেই বিস্মৃত না হয় যে,

فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ

[১৬] সেদিন আকাশ ফেটে পড়বে। বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক বাঁধন।

[১৭] এবং আল্লাহর ফেরেস্তারা (আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্যে) আকাশের পাদদেশে অবস্থান করবে [১১]। আর (তাদেরই) আটজন ফেরেস্তা (এই প্রলয়ংকরী ধ্বংসের সময়) তোমার মালিকের 'আরশ'কে তাদের মাথার ওপর দিয়ে বহন করে রাখবে [১২]।

[১৮] সেদিন তোমাদের (ন্যায় অন্যায়ের পাওনা বুঝে নেয়ার উদ্দেশে) আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালার সামনে পেশ করা হবে। (সেই শাহেনশাহর সামনে সেদিন) তোমাদের কোনো কথাই গোপন থাকবে না [১৩]।

[১৯] (হিসাব কেতাবের ফায়সালা শুনানোর পর) সেদিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে (খুশীতে লোকজনদের ডেকে) বলবে, তোমরা (কে কোথায় আছো) আসো এবং তোমরাও আমার আমলনামার পুস্তকটি পড়ে দেখো [১৪]।

এককালে আমাদের প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ ছিল। আর মানুষ যাতে একথাও বুঝতে পারে যে, দুনিয়ার ধরপাকড়ের কোন লাহলে অনুগতদেরকে পৃথক রাখা হয় নাফরমান অপরাধীদের থেকে, কেয়ামতের ভয়ংকর হাক্কায়ও ঠিক তাই করা হবে। পরে এদিকেই বাকধারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ যে আসমান আজ এত মযবূত, এত সুন্দর, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যাতে কোথাও বিন্দুমাত্র ফাটল ধরেনি, সেদিন সে আসমান ভেঙ্গে খানখান হয়ে পড়বে। আর যখন মধ্যখান থেকে ফাটল শুরু হবে, তখন ফেরেশতারা কি প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেবেন।

১১. বর্তমানে চারজন ফেরেশতা মহান আরশ বহন করেন। সে মহান আরশ যে কত বড়, তা কেবল আল্লাহই জানেন। কেয়ামতের দিন মহান আরশ বহন করার জন্য চারজন ফেরেশতার সঙ্গে আরো চারজন ফেরেশতা লাগবে। তাফসীরে আযীযীতে এ সংখ্যার রহস্য এবং ফেরেশতাদের তত্ত্ব সম্পর্কে সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহ হলে সেখানে দেখা যেতে পারে।

১২. মানে সেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর আদালতে হাজির করা হবে। কারো কোন নেকী-বদী সেদিন গোপন থাকবে না। সব কিছুই প্রকাশ্যে ফাঁস করা হবে।

১৩. মানে সেদিন যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে আনন্দে সকলকে দেখাবে—এ নাও আমার আমলনামা, পড়ে দেখ। সেদিন ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে মুক্তি পাওয়ার আলামত।

www.icsbook.info

فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلٰقٍ

حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي

الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ

[২০] আমি (অবশ্যই) জানতাম যে, আমাকে একদিন এমনি এক হিসেব নিকেশের দিনের সামনা সামনি হতে হবে [১৫]।

[২১] (এরপর) বেহেস্তের উদ্যানে সে (কাংখীত চির) সুখের জীবন যাপন করবে।

[২২] সে (উদ্যান) হবে উন্নত মানের জান্নাতে।

[২৩] এই সুরম্য জান্নাতের ফল মূল তাদের নাগালের পাশেই ঝুলতে থাকবে [১৬]।

[২৪] (আল্লাহর পক্ষ থেকে এবার অভিনন্দনের ঘোষণা আসবে) অতীত জীবনে যা তোমরা কামাই করে এসেছো তারই পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এর সব কিছু) খাও এবং তৃপ্তি সহকারে এর পানীয় গ্রহণ করো [১৭]।

---

১৪. মানে দুনিয়ায় আমার খেয়াল ছিল, একদিন অবশ্যই আমার হিসাব-কেতাব হবে। এ খেয়ালে আমি ভয়করতাম এবং আমার নিজের নাফসের মোহাসাবা করতাম—আত্মসমালোচনা করতাম। আজ তার যে ফল দেখতে পাচ্ছি, তাতে খুশীতে মন ভরে যায়। আল্লাহর ফযলে আমার আমলনামা একেবারেই পরিষ্কার।

১৫. দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় অতি সহজে সে ফল আহরণ করা যাবে।

১৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহর খাতিরে নিজেদের নাফসের খাহেশকে দমন করেছিলে, ক্ষুধা-পিপাসা ইত্যাদির কষ্ট ভোগ করেছিলে। আজ আর কোন বাধা-বিপত্তি নেই; স্বেচ্ছায়-সানন্দে খাও, পান কর, মন বিষিয়ে উঠবে না, বদহযমী হবে না, রোগ-ব্যাধি দেখা দেবেনা এবং হাতছাড়া হওয়ারও কোন খটকা থাকবে না।

১৭. অর্থাৎ পেছন দিক থেকে বাম হাতে যাকে আমলনামা দেয়া হবে, সে বুঝতে পারবে যে, আমার দুর্ভাগ্যের মুহূর্ত সমাগত হয়েছে। তখন সে নিতান্ত অনুতাপের সূরে কামনা করবে—হায়! আমার হাতে আমলনামা যদি না-ই দেয়া হতো; হিসাব-কেতাব কী বস্তু, তা যদি আমি না-ই জানতাম, হায়! মৃত্যু যদি আমার কিসসা শেষ করে দিতো চিরতরে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া যদি আমার ভাগ্যে না জুটতো। বা পুনরুত্থিত হলেও এখন মৃত্যু এসে আমাকে গ্রাস করে নিতো। দুঃখের বিষয়, সেসব অর্থ-সম্পদ, বিত্ত বৈভব, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কিছুই কোন কাজে আসেনি। আজ সেসবের মধ্যে কোন কিছুরই পাত্তা নেই। আমার কোন যুক্তি-প্রমাণ চলে না। নেই ক্ষমা প্রার্থনার কোন অবকাশ।

www.icsbook.info

يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

[২৫] (আর সেই হতভাগ্য ব্যক্তি!) যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেয়া হবে সে (দুঃখ ও অপমানে) বলবে কতো ভালো হতো আজ যদি আমার আমলনামা নাই দেয়া হতো!

[২৬] আমার হিসাবের খাতা যদি আমি নাই জানতাম!

[২৭] হায়! মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত বিষয় হতো, (তাহলেও তো এদিন আমায় দেখতে হতো না!)।

[২৮] আমার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য (এই দিনে) কোনোই তো কাজে লাগলো না।

[২৯] (আজ) আমার (যাবতীয়) কর্তৃত্ব (ও প্রভূত্বের বাহাদুরীও) নিঃশেষ হয়ে গেলো [১৮]।

[৩০] (আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পাপীষ্ঠের জন্যে প্রহরীদের প্রতি আদেশ দেয়া হবে) তোমরা পাকড়াও করো এই ব্যক্তিকে, তার গলায় শিকলের বেড়ি পরিয়ে দাও।

[৩১] অতপর জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে তাকে পুড়িয়ে দাও।

[৩২] (সামান্য পরিমাণ শিকলের বেড়িতে নয়) অতঃপর তাকে সত্তর গজ শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো [১৯]।

[৩৩] (এই ভয়াবহ আযাবের কারণ হচ্ছে) এই ব্যক্তি (নিঃসন্দেহে বেঈমান ছিলো) মহান আল্লাহর ওপর কখনো বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

---

১৮. ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেয়া হবে তাকে পাকড়াও কর, তার গলায় শেকল লাগাও; অতপর জাহান্নামের আগুনে ডুবাও, সত্তরগজ দীর্ঘ জিঞ্জীরে তাকে আবদ্ধ কর, যেন জ্বলা কালে বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করতে না পারে। সেখানে জ্বলা কালে একটু নড়াচড়া করার সময়ও কিছুটা হাল্কা বোধ করবে।

(গজ অর্থ সেখানকার গজ, যার পরিমাণ কেবল আল্লাহই জানেন।)

১৯. মানে সে দুনিয়ায় অবস্থান করে আল্লাহকে চিনতে পারেনি, চিনতে পারেনি মানুষের অধিকার। নিজে ফকীর-অভাবীদের সেবা করা তো দূরের কথা, সেদিকে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধও করেনি। আল্লাহর ওপর যখন যথাযথ ঈমান আনেনি, তখন মুক্তি কোথায়? ছোট-বড় কোন কল্যাণ কর্মই যখন করা হয়নি, তখন আযাব হ্রাস করারও কোন উপায় নেই।

www.icsbook.info

الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ
الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا
الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿٣٧﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

[৩৪] (শুধু তাই নয়- তার জীবদ্দসায়) সে কখনো দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের খাবার দিয়ে (তাদের উৎসাহ দিতো না [২০]।

[৩৫] (আর এই কারণেই) আজকের এই দিনে তার প্রতি দয়া দেখানোর কোনো বন্ধু এখানে নেই [২১]।

[৩৬] এবং ক্ষত নিসৃত পুঁজ ছাড়া আজ (তার জন্যে) দ্বিতীয় কোনো খাবারও এখানে নেই

[৩৭] একান্ত অপরাধী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ আজ এটা খাবে না [২২]।

রুকুঃ ২

[৩৮] তোমরা যা কিছু দেখতে পাও আমি তার শপথ করে বলছি।

[৩৯] আমি আরো শপথ করছি সেই সব বস্তুর যা তোমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে আছে।

---

২০. মানে আল্লাহকে যখন বন্ধু করেনি, তখন আজ কে তাঁর বন্ধু হতে পারবে? যে বন্ধু সহায়তা করে আযাব থেকে বাঁচাবে বা বিপদকালে কিছু সান্ত্বনার কথা শোনাবে।

২১. খাদ্য দ্বারা মানুষ শক্তি সঞ্চয় করে; কিন্তু জাহান্নামীরা এমন কোন পছন্দসই খাদ্য লাভ করবে না, যা তৃপ্তি আর শক্তির কারণ হতে পারে। অবশ্য তাদেরকে পরিবেশন করা হবে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ, গলিত পদার্থ, সেসব পাপিষ্ঠরা ছাড়া অন্য কেউ তা পান করতে পারে না। তাও তারা পান করবে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে, ভুল করে এবং এটা ধারণা করে যে, এতে কিছুটা হলেও তো কাজ হবে। পরে প্রকাশ পাবে যে, এটা খাওয়া ক্ষুধার আযাবের চেয়েও বড় আযাব। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়া-আখেরাতে সব ধরনের আযাব থেকে নাজাত দান করুন।

২২. অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নামের যেসব বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা কোন কাব্য নয়, নয় তা গন্যকার গনৎকারের উক্তি, বরং তা হচ্ছে কোরআন-আল্লাহর কালাম যা আসমান থেকে নিয়ে এসেছেন একজন মহান ফেরেশতা এবং নাযিল করেছেন আরো এক মহানতর পয়গাম্বরের ওপর। যিনি আসমান থেকে বহন করে এনেছেন আর যিনি পৃথিবীবাসীদের নিকট পৌঁছিয়েছেন, উভয়ই হচ্ছেন মহা সম্মানিত, মহা মর্যাদাবান রসূল। একজন যে সম্মানিত আর মর্যাদাবান, তাতো তোমরা প্রত্যক্ষ করছো স্বচক্ষেই। আর অপর জনের শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় প্রথম জনের উক্তিতেই।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا
مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

[৪০] নিঃসন্দেহে এই কেতাব একজন সম্মানিত রসূলের (আনীত) বাণী [২৩]।

[৪১] তা কোনো কবির কাব্য কথা নয়। কিন্তু (তোমাদের সমস্যা হচ্ছে,) তোমরা খুব কমই তা বিশ্বাস করো [২৪]।

[৪২] এটা কোনো গনক কিংবা জোতিষীর কথাও নয়- মূলত তোমরা খুব কমই বিবেক বিবেচনা করে চলো [২৪]।

বিশ্বে দু'ধরনের বস্তু রয়েছে। এক, যা মানুষ চাক্ষু প্রত্যক্ষ করতে পারে। দুই, যা মানুষ চাক্ষু প্রত্যক্ষ করতে পারে না, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। যেমন, আমরা যতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাই না কেন, ঘূর্ণায়মান পৃথিবী আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না, কিন্তু বিজ্ঞানীদের যুক্তি-প্রমাণের নিকট হার মেনে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের চক্ষু ভুল করছে। আর নিজেদের বা অন্য বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা এসব ভুল সংশোধন করে নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে কারুরই জ্ঞান-বুদ্ধি ভুল আর অক্ষমতা-সংকীর্ণতার উর্ধে নয়, নয় তা থেকে মুক্ত এবং নিরাপদ। তাহলে সে ভুলের সংশোধন আর সংকীর্ণতা-দুর্বলতার অপসারণ হবে কিসের দ্বারা? সারা বিশ্বে কেবল খোদায়ী ওহীই এমন একটা শক্তি, যা নিজে ভুল-ভ্রান্তির উর্ধে উঠে সকল বৃদ্ধিবৃত্তিক শক্তির সংশোধন সাধনপূর্বক তাকে দান করতে পারে পূর্ণতা। যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেখানে গিয়ে অক্ষম হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে আসে। তেমনি যে ক্ষেত্রে নিছক বুদ্ধি কোন কাজে আসে না বা ঠোকর খায়, সেখানে খোদার ওহী আমাদের হস্ত ধারণপূর্বক সেসব উচ্চমার্গের তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত-পরিচিত করে। সম্ভবত এখানে-এর কসম খাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির যেসব তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, অনুভূতির স্তর থেকে উন্নত হওয়ার কারণে সেসব যদি তোমাদের বোধগম্য না হয়, তবে বস্তুনিচয়ের মধ্যে দৃশ্যমান আর অদৃশ্যমান, বা অন্য কথায় অনুভূত আর অননুভূত-এর শ্রেণী বিভাগ থেকে বুঝে নাও যে, এ হচ্ছে রাসূলে কারীমের কালাম, যা খোদার ওহীর মাধ্যমে জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত উচ্চমার্গের তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করে। আমরা যখন অনেক অননুভূত, এমন কি অনুভূতির বিপরীত বস্তুকেও নিজেদের বুদ্ধি বা অন্যদের অনুকৃতি দ্বারা স্বীকার করে নেই, তাহলে রাসূলে কারীমের কথায় আরো উন্নত কিছু তত্ত্ব মেনে নিতে অসুবিধা কোথা? কিসের আপত্তি?

২৩. মানে কোরআন যে আল্লাহর কালাম, সে বিষয়ে তোমাদের অন্তরে বিশ্বাসের কিছু ঝিলিক দেখা দেয়, কিন্তু তা এতই সামান্য যে, নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। অবশেষে তাকে কবির কল্পনা ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দাও। তোমরা কি সত্যি সত্যি ইনসাফের সঙ্গে বলতে পারবে, এটা কোন কবির কাব্য হতে পারে, হতে পারে কোন রকম কাব্য? কবিতায় ছন্দ আর অন্তমিল ইত্যাদি অপরিহার্য, কিন্তু কোরআনে তার কোন নাম-গন্ধও নেই। কবিদের কাব্য

www.icsbook.info

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ
الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ

[৪৩] বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এই কেতাব তার রসূলের ওপর নাযিল করা হয়েছে [২৫]।

[৪৪] রসূল যদি এই গ্রন্থ নিজে বানিয়ে আমার নামে চালিয়ে দিতো-

[৪৫] আমি শক্ত হাতে তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।

[৪৬] অতপর (এই কাজের জন্যে) আমি তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলে দিতাম।

[৪৭] আর তোমাদের কেউই তাকে আমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারতে না [২৬]।

অধিকন্তু মূল্যহীন, ভিত্তিহীন হয়ে থাকে আর কাব্যের অধিকাংশ বিষয়বস্তু থাকে নিছক কালপনিক, একেবারেই অনুমান ভিত্তিক। পক্ষান্তরে কোরআন মজীদ বর্ণিত হয়েছে বাস্তব প্রতিষ্ঠিত সত্য ও তত্ত্ব আর দ্ব্যর্থহীন মূলনীতি আর এসব প্রমাণ করা হয়েছে দ্ব্যর্থহীন দলীল আর নিশ্চিত যুক্তিদ্বারা।

২৪. মানে ভালোভাবে মনোনিবেশ করলে জানা যাবে যে, এটা কোন কাহেন তথা ভবিষ্যদ্বক্তা বা জাদুকরের বাণীও নয়। আরবে কাহেন বলা হতো সেসব লোককে, ভূত-প্রেত বা জিনের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল। তারা গায়েবের কোন আংশিক বিষয় এদেরকে ছন্দোবদ্ধ কথায় বলে দিত কিন্তু জিনদের কথা এমন ছিল না, যেরকম কথা অন্য কেউ বলতে পারে না। একজন জিন কোন একজন কাহেনকে যে রকম কথা শেখায়, সে রকম কথা অন্য কোনও জিন শেখাতে পারে অন্য কোন কাহেনকে। আর এ কালাম অর্থাৎ কোরআনুল করীম এমনই অক্ষমকারী অর্থাৎ অলৌকিক কালাম, জিন এবং ইনসান উভয়ে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালিয়েও যার সমকক্ষ, যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কালামও রচনা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কাহেনদের কথায় কেবল ছন্দ আর অন্তমিলের জন্য এমন অনেক শব্দ যোগ করা হয়, যা একেবারেই অর্থহীন এবং বেকার-অপ্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে কোরআন মজীদ হচ্ছে এমন এক মোজেযাপূর্ণ কালাম, যাতে একটা অক্ষর এমনকি একটা বিন্দু বিসর্গও অর্থহীন-অপ্রয়োজনীয় নেই। কাহেনদের কথায় থাকে কিছু আংশিক অর্থহীন এবং মামুলী বিষয়ের খবর; কিন্তু জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া, দ্বীন ও শরীয়তের মূলনীতি এবং জীবন-জীবিকা আর পরপারের জীবনের আইন-বিধান অবগত হওয়া এবং ফেরেশতা ও আসমানের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কোরআন মজীদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাতো এসব বিষয়েই পরিপূর্ণ।

২৫. এ কারণে সারা বিশ্বের বিন্যাসের উন্নত এবং সুন্দর মূলনীতি তাতে বর্ণিত হয়েছে।

www.icsbook.info

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى

الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

[৪৮] (সত্যি কথা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে এই কেতাবতো তাদের জন্যে উপদেশ বৈ কিছু নয়!

[৪৯] আমি একথা ভালো করেই জানি যে, তোমাদের একদল লোক (হামেশাই) সত্যকে অস্বীকার করবে।

[৫০] নিঃসন্দেহে এটি তাদের জন্যে গভীর অনুতাপ ও হতাশার কারণ- যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে [২৭]।

[৫১] আর এই মহাগ্রন্থ হচ্ছে এক অমোঘ সত্য।

[৫২] অতএব (হে নবী) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো [২৮]।

---

২৬. হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেন,

'অর্থাৎ কোরআন যদি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো, তবে আল্লাহ হতেন তার দুশমন; তিনিই তার হস্ত ধারণ করতেন। ঘাড়ে আঘাত করার এটাই নিয়ম। জল্লাদ নিজের বাম হাত দিয়ে তার ডান হাত ধরে রাখে, যাতে সরে যেতে না পারে।' আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেন,

'এর সর্বনাম দ্বারা নবীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া যায় যে, রসূল কোন অক্ষর আল্লাহর বলে চালিয়ে দেন, বা তিনি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর বাণীতে কিছু যোগ করেন, তখনই তার ওপর এ আযাব নাযিল করা হবে (নাউযু বিল্লাহ)। কারণ স্পষ্ট নিদর্শন আর স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন যদি এহেন কথার ওপর তাৎক্ষণিক আযাব আর শাস্তির ব্যবস্থা না করা হয়, তবে খোদায়ী ওহীর ওপর থেকে নিরাপত্তা দূর হয়ে যাবে এবং এমন সংশয় ও অমিল দেখা দেবে, যার সংশোধন অসম্ভব হয়ে পড়বে, যা হবে শরীয়তের বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির রসূল হওয়া সুস্পষ্ট নিদর্শন আর যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ প্রকাশ্যে তাঁর রসূল হওয়া অস্বীকার করে, তবে তার কথাও অর্থহীন এবং প্রলাপোক্তিই হবে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার কথাকে কোন পাত্তাই দেবে না, আল্লাহর মেহেরবাণীতে আল্লাহর দ্বীনে কোন সন্দেহ-সংশয় আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বও দেখা দেবে না। অবশ্য মোজেযা ইত্যাদি দ্বারা এমন লোককে সত্য প্রতিপন্ন করা অসম্ভব হবে। তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা আর অপদস্থ করার জন্য আল্লাহর এমন কিছু বিষয় প্রকাশ করা অপরিহার্য, যা তার রাসূলের দাবীর বিপরীত। তার দৃষ্টান্ত এমন মনে করবে যে, একজন বাদশাহ কোন একজন মানুষকে একটা পদে নিযুক্ত করে সনদ আর ফরমান দিয়ে কোন এক দিকে প্রেরণ করেছেন। এখন যদি সে লোকের দ্বারা সে কাজে কোন মিথ্যা আরোপ করা প্রমাণিত হয়, তবে বাদশাহ বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ বিষয়টি তদারক করেন এবং

সে ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন। কিন্তু সড়ক নির্মাণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিক তা রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার জন্য নিযুক্ত মালী যদি বলে বেড়ায় যে, সরকার আমাকে এ ফরমান দিয়েছেন, বা সরকার আমার মাধ্যমে অমুক অমুক বিধান জারী করেছেন, তাহলে তার কথায় কে কর্ণপাত করবে? কে তার দাবীকে পাত্তা দেবে? যাই হোক, বর্তমান আয়াতে নবীর নবুওয়্যাত প্রমাণ করা হয়নি, বরং এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মজীদ খালেস আল্লাহর কালাম, যাতে নবী নিজের পক্ষ থেকে একটা অক্ষর, এমনকি একটা বিন্দু-বিসর্গও যোগ করতে পারেন না। আর আল্লাহ্ যে কথা বলেননি, তা তিনি বলেছেন বলে চালিয়ে দেয়াও নবীর শান নয়। তাওরাত দ্বিতীয় বিবরণ অষ্টাদশ অধ্যায় বিংশতম স্রোত্রে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহস পূর্ব্বক তাহা বলে, সেই ভাববাদীকে 'মরিতে হইবে' (বাইবেলের উর্দু সংস্করণে কতল বা হত্যা করিতে হইবে বলা হইয়াছে। হত্যার অনুবাদ 'মরিতে হইবে' করা বাইবেলে পরিবর্তনের একটা নমুনা—অনুবাদক)। সার কথা, যিনি নবী হবেন, তাঁর দ্বারা এমন করা সম্ভব নয়। সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালার উক্তি এ আয়াতের নযীর—

'তোমার নিকট সে জ্ঞান পৌঁছার পরও তুমি যদি তাদের মনস্কামনার অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর কবল থেকে তোমাকে উদ্ধারকারী কোন বন্ধু, কোনও সাহায্যকারী নেই' (সূরা বাকারাঃ ১২১)।

২৭. মানে যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা এ কালাম শ্রবণ করে উপদেশ গ্রহণ করবে, আর যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, তারা এ কালামকে অস্বীকার করবে, অবিশ্বাস করবে। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে, যখন এ কালাম এবং তাদের এ অবিশ্বাস কঠোর অনুতাপ আর লজ্জার কারণ হবে। তখন তারা অনুতাপ করে বলবে—আফসোস, কেন আমরা এমন সত্য বাণীকে অস্বীকার করলাম, যার ফলে আজ এ বিপদ দেখতে হচ্ছে!

২৮. মানে এ গ্রন্থ তো এমন এক বস্তু, যাকে বিশ্বাস করতে হয় সবচেয়ে বেশী। কারণ, এর বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত সত্য এবং সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অনেক উর্ধে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে এ কালামের প্রতি ঈমান এনে আপন পালনকর্তার তাসবীহ্ আর প্রশংসায় প্রবৃত্ত হওয়া।

www.icsbook.info

সূরা আল মায়ারেজ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭০, আয়াত সংখ্যাঃ ৪৪, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝١ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝٢

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝٣ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝٤

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] একজন প্রশ্নকারী ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুত) আযাব পেতে চাইলো- (সেই ভয়াবহ আযাব) যা অমোঘ ও অবধারিত।

[২] এই আযাব তাদের জন্যে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, (তাদের জন্যে নির্ধারিত) এই আযাব প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নাই [১]।

[৩] (কেননা) সমুন্নত মর্যদার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই কাফেরদের জন্যে এই শাস্তির বিধান [২] (করা হয়েছে।)

[৪] ফেরেশতাকূল ও? (তাদের নেতা জিব্রাইল) [৩] আল্লাহর দিকে আরোহণ করে- এমন একটি দিনে যার পরিমাণ (বৈষয়িক হিসেবে) পঞ্চাশ হাজার বছর [৪]।

---

১. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন,

'অর্থাৎ পয়গাম্বর তোমাদের জন্য আযাব চেয়েছেন, কারো থেকে তা অপসারণ করা হবে না।' অথবা যারা আযাব দাবী করেছে, তারা কাফের, যারা বলতো—যে আযাবের ওয়াদা করা হয়েছে, তা কেন তাড়াতাড়ি আসছে না? হে আল্লাহ! মোহাম্মদ (সঃ)-এর কথা যদি সত্য হয়, তবে আসমান থেকে আমাদের ওপর প্রস্তরের বৃষ্টি বর্ষণ কর। তারা এসব কথা বলতো অস্বীকৃতি আর বিদ্রূপচ্ছলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, যারা আযাব দাবী করছে, তারা এমন এক বিপদ ডেকে আনছে, যা নিশ্চিতভাবে তাদের ওপর আপতিত হবে, কারো প্রতিরোধেই তা রোধ

www.icsbook.info

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَنَرَاهُ
قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

[৫] (একটা দিনের পরিমাণ যেখানে এতো বিশাল সেখানে কাফেরদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিলের সময়টুকুর জন্যে হে নবী) তুমি (আরো) সুন্দর করে ধৈর্য ধারণ করো [৫]।

[৬] কাফেররা একে (অবধারিত আযাবকে) মনে করে বহু দূরের ব্যাপার।

[৭] আর আমি তো (এই আযাবকে) দেখতে পাচ্ছি একেবারে আসন্ন [৬]।

[৮] (সেই প্রলয়ংকরী আযাবের দিন) যেদিন আসমান গলিত তামার মতো হয়ে যাবে [৭]।

হবে না। হতে পারে না। কাফেররা নিজেদের পক্ষ থেকে এমন কিছু দাবী করছে, এটা তাদের নিতান্ত বোকামি বা ঔদ্ধত্য বটে।

২. মানে ফেরেশতা এবং মোমেনদের রূহ স্তরে স্তরে সকল আসমান অতিক্রম করে আল্লাহর দরবারে তাঁর সান্নিধ্যে উপনীত হয়। অথবা আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর নির্দেশ শিরোধার্য করার মনেপ্রাণে চেষ্টা করে এবং সৎ স্বভাবে বিভূষিত হয়ে নৈকট্য ও সান্নিধ্যের আত্মিক স্তর থেকে তরক্কী করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং দূর আর নিকটের মাপকাঠিতে সেসব স্তর এক নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন স্তর এমন যে, এক পলকেই তা অতিক্রম হয়ে যায়, যেমন মুখে ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করা, আবার কোন কোন স্তর এমন যে, এক ঘন্টায় তা অতিক্রম হয়, যেমন নামায আদায় করা, আবার কোন কোন স্তর অতিক্রম করা হয় গোটা এক দিনে, যেমন রোযা, অথবা এক মাসে, যেমন গোটা রমযান মাসের রোযা, অথবা তা অতিক্রম হয় গোটা এক মাসে, যেমন হজ্ব আদায় করা। অনুরূপ অন্যান্য আমল। তদ্রূপ কোন দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা এবং রূহের উর্ধগমন। সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর তাদের উর্ধগমনের স্তর আর পর্যায়ও ভিন্ন ভিন্ন। আর মহান আল্লাহর তদবীর এবং ব্যবস্থাপনার উঠা-নামারও রয়েছে অসংখ্য স্তর আর পর্যায়।

৩. মানে অন্য লোকদের রূহ পেশ করার জন্য ফেরেশতারা হাজির হবেন।

৪. পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দিন কেয়ামতের। অর্থাৎ প্রথম দফা সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া থেকে শুরু করে জান্নাতীদের জান্নাতে এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে স্থান গ্রহণ করা পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বৎসরের মুদ্দত হবে। আর সমস্ত ফেরেশতা এবং সমস্ত মখলুকাতের রূহ এ তদবীরে শরীক থাকবে সেবক হিসাবে। আর এ বড় কাজ আনজাম পাওয়ার মুদ্দত অতিক্রান্ত হলে ফেরেশতারা উপরে উঠে যাবেন।

হাদীস শরীফে নবী বলেছেন, 'খোদার কসম, ঈমানদার ব্যক্তির নিকট সে (দীর্ঘ) দিন এত ক্ষুদ্র মনে হবে, যতটা সময়ে ফরয নামায আদায় হয়।'

৫. অর্থাৎ অবিশ্বাস আর উপহাসের ছলে এ কাফেররা শীঘ্র আযাব কামনা করলেও আপনি তা করবেন না, বরং আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন। মনে কষ্ট পাবেন না, অভিযোগের শব্দও মুখে আনবেন না। আপনার সবর আর তাদের উপহাস বৃথা যাবে না কোনটাই। উভয়ের ফল অবশ্যই দেখা দেবে।

www.icsbook.info

كَالْعِهْنِ ۝٩ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝١١

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـْٔوِيهِ ۝١٣ وَمَنْ فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝١٤ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝١٥ نَزَّاعَةً

[৯] আর পাহাড় গুলো হবে রঙ বেরংয়ের ধুনা পশমের মতো [১০]।

[১০] (সেই মহা সংকটের দিন) আপন বন্ধুও আরেক বন্ধুর খবর নিতে চাইবে না।

[১১] অথচ তারা একজন আরেকজনকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে [৯], সেদিন অপরাধী ব্যক্তি কঠোর আযাব থেকে নিজের জান বাচানোর জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে (সহজেই দিয়ে) দিতে চাইবে নিজের সন্তান সন্ততি।

[১২] নিজের স্ত্রী ও নিজের ভাইকে।

[১৩] নিজের পরিবার ভুক্ত এমন আপনজনদের যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

[১৪] (শুধু এই কয়জন মানুষই নয়- সম্ভব হলে) ভূমন্ডলের সব কিছু (দিয়েও সে) অতপর চাইবে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে।

১৫] না [১০], (কোনো কিছুর বিনিময়েই সেদিন জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না) জাহান্নাম হচ্ছে একটি প্রজ্জলিত আগুনের লেলিহান শিখা।

---

৬. মানে তাদের ধারণায় কেয়ামত আসাটা সম্ভাবনার চেয়েও অনেক দূরে এবং জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। আর আমরা তো তা এতই নিকটে দেখতে পাচ্ছি যেন এসেই পড়লো আর কি!

৭. কেউ কেউ এর তরজমা করেছেন তেলের গাছ।

৮. তূলা-রুইয়ের রং বিভিন্ন হয়ে থাকে। পর্বতের রংও এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে নানা বর্ণের গিরিপথ—সাদা, লাল ও নিকষ কালো' (সূরা ফাতির ২৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, মানে পর্বতমালা ধুনিত রঙ্গীন পশমের মতো উড়বে (কারিয়াহ্)।

৯. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন,

'সবই তারা দেখতে পাবে, মানে তাদের বন্ধুত্ব ছিল অকেজো।' একে অপরের অবস্থা দেখবে, কিন্তু কোনই সাহায্য-সহায়তা করতে পারবে না। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।'

১০. অর্থাৎ তারা চাইবে সম্ভব হলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এমনকি সারা দুনিয়া ফিদিয়ায় দিয়েও নিজের প্রাণ বাচাতে; কিন্তু তা সম্ভব হবে না।

www.icsbook.info

لِّلشَّوٰى (١٦) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّٰى (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعٰى (١٨)
إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠)
وَّإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ
عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ

[১৬] যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংস খুলে খুলে বের করে দেবে [১১]।

[১৭] সেদিন জাহান্নাম সে সব লোকদের (সমস্বরে নিজের দিকে) ডাকবে যারা সত্যের প্রতি অনিহা দেখিয়ে তার দিক থেকে ফিরে এসেছিলো।

[১৮] (যারা দুনিয়ার জীবনে) ধনরাশি জমা করে তাকে একান্তভাবে আগলে রেখেছিলো[১২],

[১৯] মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুব সংকীর্ণ মনের ভীরু জীব হিসাবে।

[২০] যখনি তার ওপর কোনো বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায় হতাশ হয়ে পড়ে।

[২১] আবার যখন তার স্বচ্ছলতা ও স্বচ্ছন্দ কাল ফিরে আসে তখন (সে আগের কথা ভুলে যায় এবং) কৃপণতা করতে আরম্ভ করে [১৩]।

২২] (তবে এই সব স্বভাবজাত দূর্বলতা সত্ত্বেও) তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা (রীতিমতো) নামায প্রতিষ্ঠা করে [১৪]।

[২৩] যারা নিজেদের নামাযে সার্বক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

[২৪] এবং (যারা বিশ্বাস করে যে) তাদের ধন সম্পদে (অবশই) সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে।

[২৫] এমন সব লোকদের যারা (অভাবের তাড়নায়) চেয়ে বেড়ায় এবং যারা বঞ্চিত [১৫]।

---

১১. মানে সে আগুন অপরাধীকে কি ছাড়বে? সে তো খাল খুলে ভেতর থেকে কলিজা বের করে নেবে!

১২. অর্থাৎ জাহান্নামের দিক থেকে একটা আকর্ষণ, একটা চিৎকার হবে; দুনিয়ায় যতো লোক সত্যকে পশ্চাতে ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, নেক কাজ এড়িয়ে চলতো এবং অর্থ সঞ্চয় করে রাখায় ছিল মত্ত, তারা সকলেই আকৃষ্ট হবে জাহান্নামের প্রতি। কোন কোন হাদীসে আছে, জাহান্নাম প্রথমে অবস্থার ভাষায় ডাকবে,

'হে কাফের, হে মোনাফেক, হে অর্থ সঞ্চয়কারী, আমার দিকে ছুটে এসো। অতপর বেরিয়ে

بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ

مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ

[২৬] এবং যারা (এই জীবনের শেষে) একটি বিচার দিনের সত্যতা স্বীকার করে [১৬]।

[২৭] (তদোপুরি সেই দিনের শাস্তি) তোমার মালিকের আযাবকে যারা ভয় করে [১৭]।

[২৮] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আযাবের বিষয়টি এমন যে, এ থেকে নিশ্চিত থাকা যায় না [১৮]।

[২৯] যারা নিজেদের যৌন অংগ সমূহের হেফাজত করে।

[৩০] অবশ্য নিজেদের স্ত্রীদের বেলায় কিংবা এমন সব মহিলাদের বেলায় যারা তাদের মালিকানাধীন- (এদের ব্যাপারে যৌন সংযম না করা হলে) এ জন্য কোনো তিরস্কার করা হবেনা।

আসবে এক দীর্ঘ ঘাড়, যা বাছাই করে কাফেরদেরকে গিলে খাবে, যেমন জন্তু মাটির ওপর থেকে শস্য তুলে খায় (নাউযুবিল্লাহ)।

১৩. মানে কোন রকম পরিপক্বতা আর হিম্মত দেখায় না, কোন সাহসিকতার পরিচয় দেয় না। দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য-রোগ-ব্যাধি আর কষ্ট-ক্লেশ ও কঠোরতা আপতিত হলে অধৈর্য হয়ে ঘাবড়ে ওঠে, বরং নিরাশই হয়ে যায়; যেন বিপদ থেকে উদ্ধারের এখন কোন উপায় নেই। আর ধন-দৌলত, সুস্থতা আর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করলে নেকী আর কল্যাণের কাজে হস্ত প্রসারিত হয় না, মালিকের রাস্তায় ব্যয় করার তাওফীক হয় না। অবশ্য তাঁরা ব্যতিক্রম, যাঁদের সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

১৪. মানে ভ্রষ্ট নয়, বরং নিয়মিত নামায আদায় করে এবং নামাযের অবস্থায় নিতান্ত শান্ত মনে কেবল নামাযের প্রতিই মনোনিবেশ করে।

১৫. সূরা আল-মোমেনূন-এ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. মানে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভালো কাজ করে, যা সেদিন কাজে আসবে।

১৭. মানে আযাবের ভয়ে অন্যায় কাজ ত্যাগ করে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহর আযাব এমন কোন বস্তু নয় যে, বান্দাহ সে সম্পর্কে নিরাপদ আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে।

www.icsbook.info

ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون ﴿٣١﴾ والذين

هم لأمنتهم وعهدهم رعون ﴿٣٢﴾ والذين هم

بشهدتهم قائمون ﴿٣٣﴾ والذين هم على صلاتهم

يحافظون ﴿٣٤﴾ أولئك في جنت مكرمون ﴿٣٥﴾ فمال

الذين كفروا قبلك مهطعين ﴿٣٦﴾ عن اليمين وعن

[৩১] (নির্ধারিত সীমারেখার) বাইরে যারা (যৌন সম্ভোগের জন্যে) অন্য কিছু পেতে চাইবে তারা সবাই সুস্পষ্ট সীমা লংঘনকারী [১৯]।

[৩২] যারা তাদের (কাছে গচ্ছিত) আমানত ও (অন্যদের দেয়া) নিজেদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি রক্ষা করে [২০]।

[৩৩] এবং যারা সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে সত্যের ওপর (হামেশা) অটল থাকে [২১]।

[৩৪] সর্বোপরি যারা নিজেদের নামাযের (যথাযথ) হেফাজত করে [২২]।

[৩৫] (পরকালের বিচারে) আল্লাহর জান্নাতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা সহকারে এরাই অবস্থান করবে [২৩]।

রুকুঃ ২

[৩৬] কিন্তু তুমি (বলতে পারো হে নবী) এই কাফেরদের (আজ হঠাৎ করে) কি হলো- এরা কেন এই ভাবে উর্ধশ্বাসে তোমার দিকে ছুটে আসছে।

---

১৯. মানে স্ত্রী আর স্বামী ছাড়া অন্য কোথাও লালসা চরিতার্থ করার স্থান যারা সন্ধান করে, তারা ভারসাম্য আর বৈধতার সীমার বাইরে পা বাড়ায়।

২০. এতে আল্লাহর এবং বান্দার সমস্ত হকই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, মানুষের নিকট যে,পরিমাণ শক্তি রয়েছে, সবই আল্লাহর আমানত। সেসব শক্তি ব্যয় করতে হবে তারই প্রদর্শিত পথে। আর অনাদিকালে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এসেছে, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।

২১. মানে প্রয়োজন হলে কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি না করে এবং কোন পক্ষপাতিত না করে সাক্ষ্য দেয়। সত্যকে গোপন করে না।

২২. অর্থাৎ নামাযের সময়, শর্ত এবং আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তার বাহ্যিক আর আভ্যন্তরীণ তত্ত্বকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

www.icsbook.info

الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ

جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ

بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَن

[৩৭] (ছুটে আসছে এরা) ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে দলে দলে।

[৩৮] তাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তি কি এই (মিথ্যে) আশা পোষণ করে যে, তাকে আল্লাহর নেয়ামত ভরা জান্নাতে দাখিল করা হবে?

[৩৯] না, তা কখনো সম্ভব নয় [২৪]- আমি তাদের এমন এক জিনিস দিয়ে বানিয়েছি যার (মূল কথা) তারা ভালো করেই জানে [২৫] (যে, এই সৃষ্টির প্রকৃতিই হচ্ছে স্বাভাবিক মৃত্যু- আর মৃত্যু মানেই হিসাব কিতাবের সম্মুখীন হওয়া তাই এখানে অন্যায় করে ন্যায়ের আশা কিছুতেই করা, যাবে না)।

[৪০] আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের মালিকের শপথ করছি [২৬], অবশ্যই আমি (এদের ধ্বংস সাধনে) সক্ষম।

---

২৩. জান্নাতীদের এ আটটা গুণ, যা নামায দ্বারা শুরু করা হয়েছে এবং নামায দ্বারাই শেষ করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য, যাতে বুঝতে পারে যে, আল্লাহর নিকট নামায কত বড় গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। যাদের মধ্যে এসব গুণ থাকবে, সে হবে না ভীরু ও কাঁচা-মনা, বরং সে হবে বীর, সাহসী পুরুষ।

২৪. মানে কোরআন তেলাওয়াত আর জান্নাতের কথা শুনে কাফেররা চতুর্দিক থেকে দলে দলে তোমার দিকে ছুটে আসে বিদ্রূপ আর উপহাস করে। কিন্তু এরপরও কি তারা লোভ করে যে, তাদের সকলেই জান্নাতের বাগানে প্রবেশ লাভ করবে? তারা বলে থাকে, আল্লাহর দিকে আমাদেরকে যদি ফিরেই যেতে হয়, তবে সেখানে আমাদের কেবল কল্যাণ আর কল্যাণই হবে। না, কক্ষনো না। সে মহান ন্যায়পরায়ণ আর হেকমত ও প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহর দরবারে এমন অবিচার হতে পারে না। ইবনে কাছীর এ আয়াতগুলোর এ অর্থ করেছেন যে, তোমার কাছের এসব অবিশ্বাসীদের হয়েছে টা কি যে, তারা দ্রুত হটে আসে ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে—দলে দলে। মানে কোরআন শ্রবণ করে কেন তারা এতটা ভয় পায়, কেন তারা এমন করে পলায়ন করে? এমন ভয় আর ঘৃণা সত্ত্বেও কি তারা আশা করে যে, তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই নির্দ্বিধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে? আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

'তাদের হলো কী যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ, হট্টগোলের কারণে পলায়নপর' (সূরা মুদ্দাছছির ৫০-৫১)।

২৫. অর্থাৎ মৃত্তিকার মতো তুচ্ছ অথবা বীর্যের মতো হীন বস্তু থেকে সৃষ্ট মানুষ কি করে জান্নাতের যোগ্য হতে পারে? অবশ্য ঈমানের বদৌলতে পাক-সাফ এবং শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত হলে অবশ্যই সে জান্নাতের যোগ্য হবে। দ্বারা কয়েক আয়াত পূর্বে এ আয়াতে উল্লেখিত-এর দিকেই

www.icsbook.info

نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ

৪১] (আমি আরো সক্ষম এদের ধ্বংস করে) এদের জায়গায় এমন কাউকে বসাতে যারা সব দিক থেকেই এদের চাইতে উৎকৃষ্ট (মানের অধিকারী)। (এসব কাজে) কোনো কিছুই আমার অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারে না [২৭]।

[৪২] (এই যখন আমার ক্ষমতা তখন এই সামান্য কয়জন মানুষ নিয়ে তুমি ভেবো না) বরং তুমি এদের ছেড়ে দাও- কিছুদিন এরা (অর্থহীন বাকবিতন্ডা ও) খেল তামাশায় মগ্ন থাক- ঠিক তাদের সেই দিনটির সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত যেদিনের (আগমনের ব্যাপারে বার বার) তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে [২৮]।

[৪৩] (কেয়ামতের সেদিন যখন এরা (নিজ নিজ) কবর থেকে বের হয়ে আসবে তখন এরা এমনি দ্রুত গতিতে দৌড়াতে থাকবে যেন তারা কোনো এক (প্রতিযোগিতার) লক্ষ্য বস্তুর দিকে ছুটে চলেছে [২৯]।

ইঙ্গিত করা হতে পারে। অর্থাৎ সৃষ্টি হয়েছে এসব গুণ নিয়ে, কিন্তু এর ব্যতিক্রমী গুণাবলীতে নিজেকে বিভূষিত করেনি। তাহলে জান্নাতের যোগ্যতা হবে কি করে? এ ক্ষেত্রে যুক্ত হবে আগের আরবী শব্দের সংগে।

২৬. সূর্য প্রতিদিন এক নতুন বিন্দু থেকে উদিত হয় এবং এক নতুন বিন্দুতে অস্ত যায়। এটাকেই বলা হয়েছে 'মাশারেক' এবং 'মাগারেব' তথা উদয়স্থল ও অস্তস্থল।

২৭. অর্থাৎ তিনি যখন তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উন্নত সৃষ্টিকে এনে দাঁড় করাতে পারেন, তখন তাদেরকে কেন পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না? তারা কি আমাদের কব্জা থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে? অথবা এর অর্থ তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা। কারণ, আযাব হোক, বা সাওয়াব, পরবর্তী জীবন সর্বাবস্থায় এ জীবন থেকে পূর্ণতরই হবে। অথবা এ অর্থ হতে পারে—মক্কার কাফেরদেরকে হাসি-ঠাট্টা করতে দিন, ইসলামের খেদমতের জন্য আমরা তাদের চেয়ে উত্তম জাতির উত্থান ঘটাবো। তাই দেখা যায়, কুরাইশের স্থলে তিনি দাঁড় করিয়েছেন মদীনার আনসারদেরকে। আর এরপরও মক্কাবাসীরা তাঁর কব্জা থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অন্যায় ও পাপের মজা ভোগ করতে হয়েছে।

www.icsbook.info

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

[৪৪] সেদিন তাদের (সবার) দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের (সব কিছু) থাকবে আচ্ছন্ন। (অতপর তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে) এই হচ্ছে সেই (মহান) দিবস (দুনিয়ায়) তোমাদের কাছে যেদিনের ওয়াদা করা হয়েছিলো [৩০]।

সম্ভবত মাশ্‌রেক আর মাগরেব তথা উদয়স্থল আর অস্তস্থলের কসম খাওয়া হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রতিদিন মাশ্‌রেক আর মাগরেবের পরিবর্তন ঘটান, তবে তোমাদের পরিবর্তন ঘটানো তাঁর জন্য এমন কি কঠিন?

২৮. অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্য ঢিল দেয়া হয়েছে, পরে শাস্তি দেয়া নিশ্চিত।

২৯. অর্থাৎ যেমন কোন চিহ্নের দিকে দ্রুত ছুটে যায় এবং একে অপরের পূর্বে পৌঁছার চেষ্টা চালায়। অথবা অর্থ মূর্তি, যা কা'বা রীফের চতুর্দিকে স্থাপিত হয়েছিল। ভক্তি আর আগ্রহ নিয়ে সেসব মূর্তির দিকেও তারা ছুটে যায়।

৩০. মানে কেয়ামতের দিন।

www.icsbook.info

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭১, আয়াত সংখ্যাঃ ২৮, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن
يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②
أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ③ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] আমি (আমার নবী) নূহকে তার জাতির লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম- (তাকে আমি আদেশ দিয়ে বলেছিলাম হে নূহ) তুমি তোমার লোকদের ওপর একটি ভয়াবহ আযাব আসার আগেই তাদের সে সম্পর্কে সাবধান করে দতও [১]।

[২] আমার আদেশ পেয়ে (নূহ তার জাতিকে) বললো- হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা। (আল্লাহর বিরুদ্ধে চলার পরিণাম সম্পর্কে) তোমাদের জন্যে আমি অত্যন্ত খোলাখুলি ভাষায় সতর্ককারী ব্যক্তি মাত্র।

[৩] (আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি তোমাদের বলছি) তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো সর্বাবস্থায় তাকেই ভয় করো- (আর এই পথে চলার বাস্তব উদাহরণ হিসেবে) তোমরা আমার কথা মেনে চলো [২]।

---

১. অর্থাৎ কুফরী আর অন্যায়ের কারণে দুনিয়ায় তুফান আর আখেরাতে জাহান্নামের আযাবের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে।

২. মানে আল্লাহকে ভয় করে কুফরী-পাপাচার ত্যাগ কর এবং এবাদাত-আনুগত্যের পথ ধর।

www.icsbook.info

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ

لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ④ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ⑤

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ⑥ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ

[৪] (এই ভাবে আমার মাধ্যমে আল্লাহকে আনুগত্য স্বীকার করে নিলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (ঈমান পূর্ববর্তী সময়ের) গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন- এবং (সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বর্জন করার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ [৩] দেবেন আর নিশ্চয়ই আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় (আসবে) হাঁ একবার যখন তা এসে যাবে তখন তাকে কেউই পিছিয়ে দিতে পারবে না [৪]। কতো ভালো হতো তোমরা যদি (একথা গুলো) বুঝতে [৫]!

[৫] সে (এবার আল্লাহর উদ্দেশ্যে) বললোঃ হে আমার মালিক আমি আমার জাতির মানুষগুলোকে দিনে রাতে (সব সময়ই ঈমানের) দাওয়াত দিয়েছি।

[৬] কিন্তু আমার এ (দিবানিশি) দাওয়াতের ফলে (সত্যকে) এড়িয়ে চলা (এবং এর কাছ থেকে) পালিয়ে বেড়ানোর মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই তাদের বৃদ্ধি হয়নি [৬]।

---

৩. মানে ঈমান আনলে ইতিপূর্বে আল্লাহর যে সব হক লংঘন করেছ, তিনি সেসব ক্ষমা করে দেবেন এবং কুফ্‌রী-অন্যায়ের জন্য যে আযাব সাব্যস্ত হয়েছে, ঈমান আনলে তা আসবে না। বরং তিনি ঢিল দেবেন; যাতে স্বাভাবিক বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এমন কি প্রাণীকুলেরও মৃত্যু হবে জীবন-মৃত্যুর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে। কারণ, ভালো-মন্দ কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না।

৪. অর্থাৎ ঈমান না আনার অবস্থায় যে আযাবের ওয়াদা রয়েছে, কেউ তা রদ করতে পারবে না, এক মিনিটও তাকে অবকাশ দেয়া হবে না। অথবা এ অর্থ যে, নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসা অপরিহার্য, তাতে বিলম্ব হতে পারে না। প্রথম অর্থই স্পষ্ট। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নভাবে—'অর্থাৎ বন্দেগী কর, যাতে মানব জাতি কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকতে পারে, আর কেয়ামতে তো বিলম্ব ঘটবে না। আর সকলেই যদি বন্দেগী ত্যাগ কর, তবে এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে।' তূফান-প্লাবন এসেছিল এমনভাবে যে, একজন মানুষও রক্ষা পায়নি। হযরত নূহ (আঃ)-এর বন্দেগী দ্বারা তারা রক্ষা পেয়েছে।

৫. মানে তোমরা বুঝতে পারলে একথাগুলো বুঝবার আর আমল করবার।

৬. মানে হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয় শ' বৎসর পর্যন্ত তাদেরকে বুঝাতে থাকেন। যখন আশার কোন আলোই আর অবশিষ্ট রইলো না, তখন হতাশ আর বিষণ্ন হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন—পরওয়ারদেগার! আমি নিজের পক্ষ থেকে প্রচার আর প্রসারে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। দিনের আলোয় আর রজনীর অন্ধকারে বরাবর তাদেরকে ডেকেছি তোমার দিকে। কিন্তু ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তাদেরকে যতোই তোমার দিকে ডেকেছি, এ হতভাগারা ততোই সেদিক

www.icsbook.info

لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَابِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا ⑦ ثُمَّ إِنِّىٓ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ⑧

ثُمَّ إِنِّىٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ⑨ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا

رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ⑩ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ⑪

[৭] যতোবার আমি তাদের (তোমার পথে) ডেকেছি, (ডেকেছি আমি) যেন (নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে) তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও (ততোবারই) তারা কানে আংগুল ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং [৭] নিজেদের (অহংকার ও অজ্ঞতার) কাপড় দিয়ে নিজেদের মুখ মন্ডল ঢেকে রেখেছে [৮]। (শুধু তাই নয় ক্ষমাহীন এক) জেদ ও অহমিকা প্রদর্শন তারা করেছে, হেদায়াতকে অবজ্ঞা করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে [৯]।

[৮] অতপর আমি তাদের কাছে প্রকাশ্য ভাবে (তোমার দ্বীনের) দাওয়াত পেশ করেছি [১০]।

[৯] তাদের জন্যে আমি অতপর দ্বীনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি। (এই প্রকাশ্য ঘোষণার পাশাপাশি) আমি চুপে চুপেও তাদের কাছে দ্বীনের কথা পেশ করেছি [১১]।

[১০] (বার বার) আমি তাদের বলেছি (জাহেলিয়াতের অহংকার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে) তোমরা তোমাদের মালিকের দুয়ারে নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ক্ষমাশীল [১২]।

[১১] (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করবেন।

থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করেছে। আমার পক্ষ থেকে যতই কোমলতা আর মনের জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে ততোই ঘৃণা আর অবহেলা-অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. কারণ, আমার কথা শোনা তাদের অসহ্য। তারা চায়, আমার আওয়াজ যেন তাদের কানে না যায়।

৮. যাতে তারা আমার এবং আমি তাদের চেহারা দেখতে না পাই। ওপরন্তু কখনো যদি কানের আঙ্গ ঢিলা হয়ে যায়, তাহলে কাপড় দিয়ে তা বন্ধ করে দেয়। মোট কথা, কোন ভাবেই কোন কিছু যেন মনে দাগ কাটতে না পারে।

৯. অর্থাৎ কোন ভাবেই নিজেদের পথ ও পন্থা ত্যাগ করতে চায় না। আর তাদের অহমিকা আমার কথার প্রতি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করার অনুমতি দেয় না।

১০. মানে তাদের সমাবেশে কথা বলেছি এবং সভা-সমিতিতে গিয়েও বুঝিয়েছি।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ
لَّكُمْ أَنْهٰرًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

[১২] (পর্যাপ্ত পরিমাণ) ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্যে বাগবাগিচা ও উদ্যান স্থাপন করবেন। (ফল ফলাদি ও ফসলে ভূমন্ডলকে আবাদ করার জন্যে) তিনি এখানে নদীনালা প্রবাহিত করবেন [১৩]।

[১৩] তোমাদের এ কি হলো- তোমরা আল্লাহ তায়ালার মানমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত কিছু আশা পোষণ করো না [১৪]? (কি ভাবে তোমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে চলেছো)।

[১৪] অথচ তিনিই (ক্ষুদ্র শুক্রকীট থেকে) বিভিন্ন পর্যায়ে (অতিক্রম করে শেষতক মানুষ হিসেবে) তোমাদের সৃষ্টি করেছেন [১৫]।

---

১১. অর্থাৎ সমাবেশ ছাড়াও পৃথক পৃথকভাবে একান্তে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, কথা বলেছি ইশারা-ইঙ্গিতেও। জোরেও কথা বলেছি, কথা বলেছি আস্তে আস্তে—ধীরে-সুস্থেও। মোট কথা, উপদেশের কোন ধরন-প্রকরণই আমি বাদ দেইনি।

১২. মানে শত শত বৎসর ধরে বুঝানোর পর এখনো যদি আমার কথা মেনে নিয়ে নিজেদের মালিকের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছ থেকে নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নাও, তবে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। অতীতের সমস্ত অপরাধ একেবারেই ক্ষমা করে দেবেন।

১৩. অর্থাৎ ঈমান আর ক্ষমা প্রার্থনার বরকতে দুর্ভিক্ষ আর অভাব-অনটন দূরীভূত হবে (যে অভাব-অনটন আর দুর্ভিক্ষে বৎসরের পর বৎসর ধরে তারা ছিল জর্জরিত)। আর মুষলধারে বর্ষণকারী বাদল প্রেরণ করবেন আল্লাহ তায়ালা, যাতে ক্ষেত-খামার আর বাগ-বাগিচা সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠবে। খাদ্যশস্য, ফলমূল পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে, গৃহপালিত পশু মোটা-তাজা হবে, বৃদ্ধি পাবে দুধ-ঘি, কুফরী আর পাপাচারের শাস্তিতে যেসব নারীরা বন্ধ্যা হতে চলেছে, তারা পুত্র সন্তান জন্ম দান করা শুরু করবে। মোট কথা, আখেরাতের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার আরাম-আয়েশেরও বিপুল অংশ পাবে।

হযরত ইমাম আবু হানীফা এ আয়াত থেকে তথ্য উদঘাটন করে বলেন যে, 'সালাতুল ইস্তিসকা' তথা বৃষ্টির নামাযের আসল তত্ত্ব ও মূল প্রাণসত্তা হচ্ছে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর নামায হচ্ছে এর পূর্ণতর রূপ, যা সহীহ-বিশুদ্ধ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

১৪. মানে আল্লাহর মাহাত্ম্যের নিকট আশা রাখতে হবে যে, তোমরা তাঁর ফরমাবরদারী ও আনুগত্য করলে তিনি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং মান-মর্যাদা দান করবেন। অথবা এ অর্থ হতে পারে—তোমরা কেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস কর না, কেন ভয় কর না তাঁর মাহাত্ম্যকে।

১৫. মানে মাতৃগর্ভে তোমাদের নানারূপ পরিবর্তন ঘটেছে, আর মূল উপাদান থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কতো চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে। কত ধরন-প্রকরণ আর কত পর্যায় অতিক্রম করে মানুষ।

www.icsbook.info

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ
فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

[১৫] তোমরা কি দেখতে পাও না কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানকে বানিয়ে স্তরে স্তরে (সাজিয়ে) রেখেছেন [১৬]।

[১৬] এবং কী ভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো ও সূর্যকে (আলো দানকারী) প্রদীপ বানিয়েছেন [১৭]।

[১৭] আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উদ্গত করেছেন মাটি থেকে (ঠিক) একটি তৃণ খন্ডের মতো করে [১৮]।

[১৮] আবার (জীবনের শেষে) তিনি তোমাদের সেই মাটির কাছেই ফিরিয়ে আনবেন। এবং সেই (মাটির কোল) থেকেও তিনি তোমাদের একদিন সহসা বের (করে নতুন করে জীবন দান) করবেন [১৯]।

[১৯] আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে এই জমীনকে বানিয়েছেন বিছানার মতো (সমতল)।

[২০] যাতে করে তোমরা এর বুকে চলাফেরা করতে পার উন্মুক্ত ও প্রশস্থ পথ ধরে [২০]।

---

১৬. অর্থাৎ একের পর এক।

১৭. সূর্যের আলো তীক্ষ্ণএবং গরম, তা আগমন করতেই রাত্রের অন্ধকার বিলীন হয়ে যায়। সম্ভবত এ কারণে সূর্যের উপমা দেয়া হয়েছে জ্বলন্ত বাতির সঙ্গে আর চন্দ্রের আলোকে মনে করতে হবে সে বাতির আলোর বিস্তৃতি। চন্দ্র গ্রহের মধ্যস্থতার কারণে সে আলো শীতল আর ধীর। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

১৮. অর্থাৎ মাটি থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ভালো রকমে জমিয়ে। প্রথমে আমাদের পিতা আদম মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। অতপর সৃষ্টি করেছেন বীর্য থেকে। এ বীর্য থেকেই বনী আদমের সৃষ্টি। এ বীর্য খাদ্যের সার নির্যাস, যা উৎপন্ন হয় মাটি থেকে।

১৯. মানে মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে সবাই মিশে যায়। অতপর কেয়ামতের দিন সে মাটি থেকেই বের করা হবে।

২০. মানে তার ওপর শুবে-বসবে, চলাফেরা করবে, সব দিকে প্রশস্ত রাস্তা বের করে নিয়েছে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এবং তার যদি উপায়-উপকরণ থাকে, তাহলে সারা বিশ্বেও সে ঘুরে বেড়াতে পারে। এপথে নেই কোন প্রতি বন্ধকতা, নেই কোন প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি।

www.icsbook.info

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ

وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ

آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ

রুকুঃ ২

[২১] নূহ বললো, হে আমার মালিক, আমার জাতির লোকেরা আমার কথা অমান্য করেছে- (আমার বদলে) তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কেবল তাদের বিনাশই বৃদ্ধি করেছে [২১]।

[২২] (সত্য ও নিষ্ঠার পথে) এরা সাংঘাতিক ধরনের এক ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছে [২২]।

[২৩] তারা (তাদের নিজেদের লোকদের) বলে, তোমরা (যাদের এদ্দিন ধরে উপাসনা করতে নূহর কথায় সে সব) দেবতাদের কোনো অবস্থায় পরিত্যাগ করো না [২৩]- 'ওয়াদ' 'সূয়া' (নামক দেবতাদের) উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না, 'ইয়াগুস' 'ইয়াউক' ও 'নাছর' নামের দেব দেবীকেও (ছাড়বে) না [২৪]।

[২৪] (অথচ তুমি জানো) এরা বিপুল সংখ্যক এক জনগোষ্ঠীকে পথ ভ্রষ্ট করেছে। তাই তুমিও আজ এদের ভাগ্য লিখনে পথ ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিয়ো না [২৫]।

---

২১. মানে নিজেদের নেতা-কর্তা আর বিত্তবানদের কথা মেনে চলেছে, যাদের সম্পদ আর সন্তানে কোন কল্যাণ নিহিত নেই; বরং সেসব হয়েছে তাদের জন্য আপদ। সে সবের কারণেই তারা দ্বীন থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং নিজেদের চরম ধৃষ্টতা-অবাধ্যতার কারণে অন্যদেরকেও বঞ্চিত করেছে।

২২. মানে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এর কথা শুনবে না-মানবে না, এবং নানা রকম কষ্টদানেও প্রবৃত্ত হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ নিজেদের উপাস্য দেব-দেবীর সাহায্য-সহায়তায় অটল থাকবে এবং নূহের প্রতারণায় পড়বে না। কথিত আছে যে, হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানকে এবং সে সন্তানরা বংশানুক্রমে তাদের সন্তানকে এ মর্মে ওসীয়ত করে যায়—কেউ যেন এ বৃদ্ধ নূহ-এর প্রতারণায় না পড়ে। কেউ যেন পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ না করে।

২৪. এগুলো হচ্ছে তাদের মূর্তির নাম, এক একটি উদ্দেশ্যের জন্য এক একটা মূর্তি নির্মাণ করে রেখেছিল, আর সে মূর্তিগুলোই এসেছে আরবে। হিন্দুস্তানেও এসেছে। এ ধরনের মূর্তি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, হনুমান ইত্যাদি নামে খ্যাত। হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) তাফসীরে আযীযীতে এ সম্পর্কে দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে,

www.icsbook.info

أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

[২৫] তাদের নিজেদের অপরাধের জন্যেই তাদের (মহা প্লাবনে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে : (এখানেই তাদের শাস্তি শেষ নয়, পরকালের বিচারেও) তারা জাহান্নামের কঠিন অনলে নিক্ষিপ্ত হবে [২৬]। এই (সংকটাপন্ন অবস্থায়) তারা নিজেদের প্রয়োজনে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকেই সাহায্যকারী হিসেবে পায়নি [২৭]।

[২৬] নূহ আরও বললো, হে আমার মালিক এই জমীনের অধিবাসী একজন গৃহবাসীকেও তুমি (আজ শাস্তি থেকে) রেহাই দিয়ো না।

অতীতে কোন বুযুর্গ মহা মানবের ওফাতের পর শয়তানের প্ররোচনায় জাতি তাদের স্মৃতিতে মূর্তি তৈরী করে রাখে। অতপর শুরু হয় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পালা। ধীরে ধীরে সেসব স্মৃতি-মূর্তির পূজা শুরু হয়।

২৫. হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেন,

'অর্থাৎ (বিভ্রান্ত হতে থাকে) কোন (সোজা) তদবীর খুঁজে পায়নি।' আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেন, 'অলৌকিক কান্ড হিসেবেও নিজের পরিচয় সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে না।' আর সাধারণ তাফসীরকাররা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ হে খোদ! এ যালেমদের গোমরাহী-পথভ্রষ্টতা আরো বর্ধিত কর, যাতে তাদের দুর্ভাগ্যের পাত্র শীঘ্র পূর্ণ হয়ে তারা খোদায়ী আযাবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। তাফসীরকাররা লিখেন যে, এ বদ দোয়া করেছিলেন তাদের হেদায়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে। সে হতাশা হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে হোক, বা আল্লাহ তায়ালার এ এরশাদ শ্রবণ করে—যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত তোমার জাতির মধ্যে আর কেউ ঈমান আনবে না (সূরা হূদ, রুকূ' ৪)। যাই হোক, এহেন নৈরাশ্যজনক অবস্থায় মনক্ষুণ্ণ আর ক্ষুব্ধ হয়ে এমন দোয়া করা অসম্ভব নয়। হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেন, যখন কোন ব্যক্তি আর দলের পক্ষ থেকে সোজা পথে আসার ব্যাপারে পূর্ণ নৈরাশ্য দেখা দেয় এবং নবী তাদের যোগ্যতা ভালো রকমে যাচাই করে বুঝতে পারেন যে, এদের মধ্যে কল্যাণ প্রবেশের আর বিন্দুমাত্র অবকাশও অবশিষ্ট নেই, বরং তাদের অস্তিত্বই হচ্ছে যেন একটা অকেজো অঙ্গ সম, যা গোটা দেহকেই নিশ্চিতরূপে সংক্রমিত ও বিষাক্ত করে তুলবে, তখন সে অঙ্গ কেটে ফেলা, তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করে ফেলা ছাড়া আর কী চিকিৎসা হতে পারে? লড়াইয়ের হুকুম হলে লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের বিনাশ সাধন করতে হবে। অথবা দর্প চূর্ণ করে তাদের প্রতিক্রিয়া যাতে সংক্রমিত হতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় সর্বশেষ উপায় হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে, তিনি যেন এদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পাক-পবিত্র করেন এবং এদের বিষাক্ত উপাদান থেকে অন্যদেরকে হেফাযত করেন। আল্লাহ বলেন, 'যাই হোক, হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়া এবং সূরা ইউনূসে উল্লিখিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়া ছিল এ ধরনের। আল্লাহই ভালো জানেন।'

www.icsbook.info

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

[২৭] যদি তুমি এদের শাস্তি থেকে আজ অব্যাহতি দাও- তাহলে এরা (মুক্তি পাওয়ার পর) তোমার বান্দাহদের পথভ্রষ্ট করে দেবে। (শুধু তাই নয়) এদের ঔরশে যাদের জন্ম হবে তারাই হবে দুরাচারী পাপী ও কাফের ২৮।

[২৮] হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে- তোমার ওপর ঈমান এনে যারা আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে এমন সব ব্যক্তিদের এবং সব পুরুষ ঈমানদার ও মহিলা ঈমানদার ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দাও ২৯। আর যালেমদের জন্যে (ক্ষমার বদলে)চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।

---

২৬. অর্থাৎ প্লাবন এলো, বাহ্যত পানিতে ডুবে মরলো, কিন্তু আসলে চলে গেল বরযখের আগুনে।

২৭. মানে সেসব মূর্তি (উদ্দ, সূয়া, ইয়াগুস) এ কঠিন সময়ে কোনই কাজে এলো না। এমনি তারা অসহায় অবস্থায় মরে ভূত হয়ে যায়।

২৮. অর্থাৎ একজন কাফেরকেও জীবিত ছাড়বেন না। তাদের মধ্যে কেউই বাঁচিয়ে রাখার যোগ্য নয়। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, তাদের মধ্যে যে-ই বেঁচে থাকবে, তার বীর্য থেকেও জন্ম নেবে- নির্লজ্জ, সত্যের তীব্র বিরুদ্ধাচরণকারী এবং না-শোকর-অকৃতজ্ঞ। যতক্ষণ তাদের মধ্যে কেউ বর্তমান থাকবে, নিজে সোজা পথে আসা তো দূরের কথা, অন্য ঈমানদারকেও করবে গোমরাহ-পথভ্রষ্ট।

২৯. মানে আমার মর্তবা অনুযায়ী আমার দ্বারা যেসব-ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে তা ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আমার পিতা-মাতাকে। আমার গৃহে, আমার কিশতীতে এবং আমার মসজিদে ঈমান নিয়ে যারা আগমন করেছে, তাদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করুন। বরং কেয়ামত পর্যন্ত যেসব নারী-পুরুষ ঈমান আনবে, তাদের সকলকেও ক্ষমা করুন। হে খোদা! হযরত নূহ আলাইহিস সালামের দোয়ার বরকতে এ গুনাহগার অপরাধী বান্দাকেও আপনার রহমত আর করমের বদৌলতে ক্ষমা করুন। ইহলৌকিক-পারলৌকিক কোন রকম আযাব ছাড়াই আপনার সন্তুষ্টি আর মর্যাদার মহলে স্থান দান করুন,

'নিশ্চয়ই তুমি শ্রোতা, নিকটবর্তী, তুমি দোয়া কবুল কর'।

www.icsbook.info

সূরা আল জ্বিন

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭২ . আয়াত সংখ্যাঃ ২৮ . রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا
سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن
نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] হে নবী তুমি বলো: আমার ওপর এই মর্মে ওহী নাযিল করা হয়েছে যে. জ্বিনদের একটি দল (কোরআন) শুনেছে [১], অতপর তারা (নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে কোরআন সম্পর্কে) বলেছেঃ (আজ) আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনে এসেছি.

[২] যা শ্রোতাকে সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে (এই মহান বানী শোনার পরে) আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি- (আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে) আমরা. আর কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক করবো না [২]।

---

১. জিনের অস্তিত্ব আর তত্ত্ব সম্পর্কে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) বর্তমান সূরার তাফসীরে দীর্ঘ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং আরবী ভাষায় এ বিষয়ে 'আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান'-অতি বিস্তৃত গ্রন্থ। আগ্রহীরা সে গ্রন্থ পাঠ করে দেখতে পারেন। এখানে সেসব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ নেই।

২. সূরা আহকাফ্-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী ফজরের নামায পড়ছিলেন, এ সময় কয়েকটা জিন সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় কোরআন তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়ে ঈমান আনে। সত্য মনে ঈমান আনার পর স্বজাতির নিকট ফিরে গিয়ে তারা সবকিছু খুলে বলে—আমরা এমন এক কালাম শুনেছি, যা (ভাষার লালিত্য আর সৌকর্য, বর্ণনাধারা, ক্রিয়া করার ক্ষমতা, বর্ণনার মিষ্টতা, উপদেশধারা আর জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর বিচার-বিবেচনায়) এক বিরল এবং বিস্ময়কর বস্তু। সে কালাম আল্লাহর পরিচয় আর হেদায়াত ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। কল্যাণ অভিসারীর হস্ত ধারণপূর্বক তাকে নিয়ে যায় নেকী আর তাক্ওয়ার মন্‌যিলে। একারণে আমরা শ্রবণ করা মাত্রই কালবিলম্ব না করেই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছি। এমন কালাম যে আল্লাহ ছাড়া

www.icsbook.info

صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝٣ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ
شَطَطًا ۝٤ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا ۝٥ وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ
مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ

[৩] আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রতিপালকের মানমর্যাদা সকল কিছুর উর্ধ্বে। (এই মর্যাদার পরিপন্থী) তিনি কখনো কাউকে স্ত্রী কিংবা পুত্র সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি [৩]।

[৪] (আমরা জানি) আমাদের সমাজের নির্বোধরা হামেশাই অসত্য ও বাড়াবাড়ি মূলক কথাবার্তা বলতো [৪]।

[৫] (অথচ) আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে না [৫]।

[৬] মানুষদের মাঝে কতিপয় (নির্বোধ) ব্যক্তি (বিপদে আপদে) কিছু সংখক জ্বিনদের কাছে আশ্রয় চাইতো আর এই সব করেই তারা জ্বিনদের অহংকার ও অহমিকাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো ৬।

অন্য কারো হতেই পারে না—এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট নেই। এখন সে কালামের শিক্ষা আর হেদায়াত অনুযায়ী আমরা অঙ্গীকার করছি যে, ভবিষ্যতে আমরা কোন কিছুকেই আল্লাহর শরীক-অংশীদার সাব্যস্ত করবো না। আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রসূলকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবগত করান, এরপরও বহুবার জিনেরা নবীর সঙ্গে ঈমান আনে এবং কোরআন মজীদ শিক্ষা করে।

৩. অর্থাৎ দারা-পরিবার রাখা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের শানের পরিপন্থী। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'মানুষের মধ্যে যে সব গোমরাহী বিস্তার লাভ করেছিল, তা জিনদের মধ্যেও ছিল, (খৃষ্টানদের মতো) তারাও আল্লাহর জন্য দারা-পরিবার সাব্যস্ত করতো।'

৪. অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা বেকুফ, তারা আল্লাহ সম্পর্কে এসব কথা নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলে, আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বেকুফ হচ্ছে ইবলীস। সম্ভবত এখানে 'সাফীহ্' বলে ইবলীসকেই বুঝানো হয়েছে।

৫. মানে আমাদের ধারণা ছিল যে, এত বিপুল সংখ্যক জিন আর মানুষ মিলে—যাদের মধ্যে অনেক বড় বড় জ্ঞানীও রয়েছে— আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে সাহস করবে না, ঔদ্ধত্য দেখাবে না। এ ধারণা করে আমরাও বিভ্রান্ত হয়েছি। এখন কোরআন শ্রবণ করে আমাদের বোধোদয় ঘটেছে এবং পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্তি ঘটেছে।

—৩৩

www.icsbook.info

يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ

حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۝٨ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ

لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ وَّاَنَّا

[৭] এই জ্বিনরা মনে করতো- যেমনি মনে করতে তোমরা মানুষরা- যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকে আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন না [৭]।

[৮] (জ্বিনরা আরো বললো) আমরা আকাশ মন্ডলকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষন করেছি- আমরা একে কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিন্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত (সংরক্ষিত অবস্থায়) পেয়েছি।

[৯] আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে কিছু (একটা) শোনার প্রত্যাশায় বসে থাকতাম- কিন্তু (এখন আর সে উপায় নেই) আমাদের কেউ যদি (এসব ঘাটিতে বসে) কিছু শোনার চেষ্টা করে সে প্রতিটি গোপন জায়গায় দেখবে তার জন্যে এক একটি জলন্ত উল্কা পিন্ড [৮](আগে থেকেই ওৎ পেতে আছে)

৬. এ অজ্ঞতা আরবদের মধ্যে বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। তারা জিনের কাছে গায়বের বিষয় জিজ্ঞাসা করতো। তাদের নামে নযর-মান্নত করতো। নৈবেদ্য নিবেদন করতো। কোন ভয়ংকর উপত্যকা দিয়ে কোন কাফেলা অতিক্রম করলে বা সে উপত্যকায় অবস্থান করলে তারা বলতো—এ এলাকার জিনদের যে সর্দার আমরা তার শরণ গ্রহণ করছি, যেন সে তার অধীনস্থ জিনদের থেকে আমাদেরকে হেফাযত করে। এসব কথায় জিনেরা আরো বেশী গর্বিত হয়ে উঠে, আরো বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। অন্যদিকে এসব শের্কী কর্মকান্ড দ্বারা মানুষের পাপাচার আর ঔদ্ধত্যেও ঘটে সংযোজন। তারা নিজেরাই যখন তাদের ওপর জিনদেরকে বসিয়ে নিয়েছে, তখন জিনেরাই বা তাদের বিভ্রান্তি হ্রাস করবে কেন? অবশেষে কোরআন আগমন করে এসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন সাধন করে।

৭. মুসলমান জিনরা এসব কথা বলছিল তাদের স্বজাতির সঙ্গে। অর্থাৎ তোমাদের মতো অনেক মানুষেরও এমন ধারণা রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মৃত ব্যক্তিদেরকে কখনো কবর থেকে উত্তোলন করবেন না অথবা ভবিষ্যতে কোন পয়গাম্বর প্রেরণ করবেন না। সে রসূল পূর্বে এসেছেন তো এসেছেনই। এখন কোরআনের মাধ্যমে জানা গেল যে, আল্লাহ একজন মহান রসূলকে প্রেরণ করেছেন, যিনি মানুষকে বলে দেন যে, তোমরা সকলেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে এবং রত্তি রত্তি হিসাব দিতে হবে তোমাদের সবাইকে।

৮. অর্থাৎ আমরা উড়ে গিয়ে আসমানের নিকটবর্তী হয়ে দেখতে পাই যে, অধুনা অনেক জঙ্গী পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে, যারা কোন শয়তানকে গায়বের খবর শ্রবণ করতে দেয় না। আর যে শয়তান এমন করতে চায়, তাকে অঙ্গার ছুঁড়ে মারা হয়। ইতিপূর্বে এত কড়াকড়ি আর এত বাধা-বিপত্তি ছিল না। জিন আর শয়তানরা আসমানে ওৎ পেতে থেকে এদিক-সেদিকের কিছু খবর শ্রবণ করে আসতো। কিন্তু বর্তমানে এমন কঠিন কড়াকড়ি আর ব্যবস্থা করা

www.icsbook.info

لَا نَدْرِيٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ

رَشَدًا ⑩ وَأَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ

قِدَدًا ⑪ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن

[১০] আমরা বুঝতে পারছিলাম না- পৃথিবীর মানুষদের কোনো অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে (জায়গায় জায়গায় এসব উল্কা পিন্ড বসিয়ে রাখার) এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা- না (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে) তাদের মালিক তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান[৯]।

[১১] (মানুষদের মতো) আমাদের মধ্যেও কিছু আছে সৎকর্মশীল, আবার কিছু আছে ব্যতিক্রম ধর্মী (এই ভাবেই) আমরা ছিলাম দ্বিধা বিভক্ত [১০]।

[১২] আমরা ধরেই নিয়েছি যে, এই ধরার বুকে আল্লাহ তায়ালাকে কিছুতেই আমরা অক্ষম করতে পারবো না। না আমরা কখনো তার (রাজ্য) থেকে পালিয়ে গিয়ে তাকে পরাভূত করতে পারবো[১১]।

হয়েছে যে, কেউ শ্রবণ করার ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্রের অগ্নিবর্ষক গোলা তার পিছু ধাওয়া করে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে সূরা 'হিজ্‌র' ইত্যাদিতে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

৯. অর্থাৎ এসব নিত্য নতুন ব্যবস্থাপনা আর কড়াকড়ি কেন আরোপ করা হয়েছে তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। এসবের কি-ইবা উদ্দেশ্য তা একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো বুঝতে পেরেছি যে, কোরআন মজীদের অবতারণ এবং নবীর আগমনই এর কারণ। কিন্তু কী হবে এর পরিণতি? পৃথিবীবাসীরা কি কোরআন মজীদকে মেনে নিয়ে সোজা পথে আসবে আর আল্লাহ বিশেষ দানে ধন্য করবেন তাদেরকে? নাকি এ অভিপ্রায়ই সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়াত থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তিতে মানুষকে ধ্বংস করা হবে? মানব জাতির বিনাশ সাধন করা হবে? একমাত্র মহাজ্ঞানী, যিনি গায়েব সম্পর্কে ভালো করে জানেন, কেবল তিনিই বলতে পারেন। আমরা কিছুই বলতে পারি না।

১০. অর্থাৎ কোরআন নাযিলের পূর্বেও সব জিন এক পথে এক মতে ছিল না। কিছু ছিল নেক এবং ভদ্র-সভ্য-মার্জিত। আর অনেকেই ছিল বদকার, জঘন্য পাপাচারী-দুরাচারী। আবার এদের মধ্যেও থাকতে পারে অনেক দল-উপদল। কেউ মোশরেক, কেউ ইহুদী, কেউ খৃষ্টান ইত্যাদি। আবার কার্যত এসব দল-উপদলের পথ আর পন্থাও থাকবে ভিন্ন ভিন্ন—স্বতন্ত্র। এখন কোরআন আগমন করে মতপার্থক্য আর বিভিন্নতা ও দলাদলি দূর করতে চায়। কিন্তু সকলে মিলে সত্যকে গ্রহণ করে এক পথে চলার মতো মানুষ কোথায়? সুতরাং এখনো অনিবার্যভাবেই মতদ্বৈধতা থাকবে।

১১. অর্থাৎ কোরআনকে মেনে না নিলে আমরা শাস্তি থেকে রক্ষা পাবো না, পেতে পারি না। রক্ষা পেতে পারি না পৃথিবীতে কোথাও আত্মগোপন করে। পেতে পারি না এদিক-সেদিক পলায়ন করে, না এমনকি মহাশূন্যে বিচরণ করে।

www.icsbook.info

نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ
يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَّاَنَّا مِنَّا
الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا
رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَّاَنْ

১৩] (তাই) আমরা যখন হেদায়াতের বাণী (সম্বলিত কোরআন) শুনলাম, তখন তার ওপর আমরা ঈমান আনলাম শ২- কারণ যে ব্যক্তি আপন মালিকের ওপর ঈমান আনে তার আর নিজের পাওনা কম পাওয়ার আশংকা থাকে না। (অতপর) পরকালেও তাকে আর লাঞ্ছনা ও অপমান পেতে হবে না [১৩]।

[১৪] আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা (আল্লাহর অনুগত) মুসলিম, আবার কিছু সংখ্যক আছে যারা (আল্লাহর বিরোধী) সত্য বিমূখ, (তবে) যারাই আনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে তারা (প্রকারান্তরে এর মাধ্যমে) মুক্তি ও সৎপথই বাছাই করে নিয়েছে।

[১৫] আর যারা অন্যায় ও অসত্যের পথ অবলম্বন করেছে তারা অবশ্যই সবাই জাহান্নামের ঈন্ধন হবে [১৪]।

---

১২. অর্থাৎ আমাদের জন্য এটা গর্বের বিষয় যে, জিনদের মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম কোরআন শ্রবণ করে কালবিলম্ব না করে তাকে মেনে নিয়েছি, গ্রহণ করেছি। ঈমান আনতে আমরা এক মিনিটও বিলম্ব করিনি।

১৩. অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে যে ঈমানদার, আল্লাহর দরবারে তার কোন খটকা নেই, নেই কোন শংকা। ক্ষতিরও কোন আশংকা নেই, তার কোন নেকী আর পরিশ্রমই বৃথা যাবে না, ব্যর্থ হবে না কোন আমল। তার প্রতি বাড়াবাড়ি করারও কোন আশংকা নেই যে, জোরপূর্বক অপরের অপরাধ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। মোট কথা, ক্ষতি, কষ্ট আর অবমাননা-অপদস্থতা সব কিছু থেকেই সে হবে নিরাপদ আর সংরক্ষিত।

১৪. অর্থাৎ কোরআন নাযিলের পর আমাদের মধ্যে দু' ধরনের লোক তৈরী হয়েছে। এক, যারা আল্লাহর পয়গাম শ্রবণ করে মেনে নিয়েছে, তার বিধানের সম্মুখে মস্তক অবনত করেছে আর এরাই হচ্ছে সত্যের সন্ধানে সফল। নিজেদের সত্যানুসন্ধান আর অনুসন্ধিৎসা দ্বারা এরা নেকী ও কল্যাণের পথের সন্ধান লাভ করেছে। দুই, বে-ইনসাফীদের দল, যারা বক্রতা অবলম্বন করে বেইনসাফীর পথ ধরে আপন পালনকর্তার বিধানকে অবিশ্বাস-অস্বীকার আর অমান্য করে। তাঁর আনুগত্য শিরোধার্য করে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বলাই শ্রেয়।

এ পর্যন্ত মুসলমান জিনদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এসব উক্তি করেছিল তারা স্বজাতির নিকট। পরে আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন। যেন বাক্য বিন্যাসে এ বাক্যাংশের সঙ্গে যুক্ত। হযরত মওলানা মাহমূদুল হাসান (রঃ) কোরআন মজীদের তরজমায় 'এ

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾

[১৬] (হে নবী তুমি তাদের বলো যে, তোমার ওপর এই মর্মেও আল্লাহর ওহী এসেছে যে) লোকেরা যদি সত্য ও নির্ভুল পথে দৃঢ় ভাবে কায়েম থাকতো তাহলে আমি তাদের জন্যে প্রচুর পানি বর্ষণ করতাম।

[১৭] পানির এই নেয়ামত দিয়ে আমি তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিতাম ১৫, যদি কোনো মানুষ তার মালিকের কোনো (অবারিত) দান থেকে মুখ ফিরিয়ে (অকৃতজ্ঞ) হয়ে যায়- তার মালিক তাকে অবশ্যই কঠোর আযাবে নিমজ্জিত করবেন ১৬।

[১৮] (তোমার ওপর আরো ওহী পাঠানো হয়েছে এই মর্মে যে) মসজিদ সমূহ (একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অতএব তোমরা (এর ভেতরে কিংবা বাইরে কোথায়ও) আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না ১৭।

হুকুম এসেছে,' যোগ করে বলে দিয়েছেন যে, সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটুকুই এর অন্তর্ভুক্ত।

১৫. অর্থাৎ জিন এবং মানুষ যদি সত্যের সরল পথ অবলম্বন করতো, তাহলে ঈমান আর আনুগত্যের বদৌলতে আমরা তাদেরকে যাহেরী-বাতেনী বরকতরাজিতে পরিপূর্ণ করে দিতাম। আর তাতেও পরীক্ষা নেয়া হতো যে, নেয়ামতে ধন্য হয়ে শুকরিয়া আদায় করে আনুগত্যে আরো তরক্কী করে, না কি নেয়ামতের না শুকরী-অকৃতজ্ঞতা করে আসল চালান আর মূল পুঁজিই হারায়ে বসে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তখন মক্কাবাসীদের যুলুম-অত্যাচার আর পাপের শাস্তিতে নবীর দোয়ায় কয়েক বৎসর দুর্ভিক্ষ চলছিল। খরা আর অভাব-অনটনে সকলেই হয়ে উঠেছিল অস্থির-ব্যাকুল-পেরেশান। একারণে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, সকলেই যদি যুলুম-ও পাপ পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে চলে আসে—যেমন পন্থা অবলম্বন করেছে মুসলমান জিনেরা—তাহলে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হবে এবং রহমতের বৃষ্টিতে দেশকে করে দেয়া হবে সবুজ-শ্যামল।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ শান্তি পেতে পারে না, তারা যে পথ ধরে চলছে, তা তো কেবল অস্থিরতা আর আযাবেই পরিপূর্ণ। আযাব আর অস্থিরতাই কেবল গ্রাস করে চলছে সে পথ কে।

১৭. এমনিতেই তো আল্লাহর গোটা পৃথিবীকে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে যেসব স্থান মসজিদ নামে খাস আল্লাহর এবাদাতের জন্য নির্মিত এবং নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেসব স্থানের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা আর বৈশিষ্ট্য। সেখানে গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে আহবান জানানো মহা যুলুম এবং শেরকের নিকৃষ্টতম ধরন। খালেস এক আল্লাহর প্রতি আগমন কর এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করে কোথাও কাউকেই ডাকবে

www.icsbook.info

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ اللّٰهِ يَدۡعُوۡهُ كَادُوۡا يَكُوۡنُوۡنَ عَلَيۡهِ

لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلۡ اِنَّمَاۤ اَدۡعُوۡا رَبِّىۡ وَلَاۤ اُشۡرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٠﴾

قُلۡ اِنِّىۡ لَاۤ اَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلۡ اِنِّىۡ

[১৯] আর যখন আল্লাহর এক বান্দা তাকে ডাকার জন্যে দাড়ালো [১৮]- তখন (মানুষ কিংবা জ্বিনের) অসংখ্য ব্যক্তি তার আশে পাশে ভীড় জমাতে লাগলো [১৯]।

রুকুঃ ২

[২০] (এই লোকদের উদ্দেশ্যে) তুমি বলো, আমি তো শুধু আমার মনিবকেই ডাকি, আর আমি তো কখনো তার সাথে কাউকে শরিক করি না [২০]।

[২১] বলো: আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধনের যেমনি ক্ষমতা রাখিনা তেমনি আমি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করে (কোনো উপকার করার) ক্ষমতাও রাখি না[২১]।

না। বিশেষ করে মসজিদে, যা নির্মিত হয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের নিমিত্ত। কোন তাফসীরকার 'মাসাজিদ' অর্থ করেছেন সেসব অঙ্গ, সেজদাকালে যা মাটিতে স্থাপন করা হয়। তখন তাৎপর্য এই হবে—এসব হচ্ছে আল্লাহর দেয়া, তাঁরই বানানো অঙ্গ, মালিকও স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো সম্মুখে সেসব অঙ্গ অবনত করা বৈধ নয়।

১৮. মানে কামিল-পূর্ণাঙ্গ বান্দাহ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

১৯. অর্থাৎ আপনি স্থির দাঁড়িয়ে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করেন আর লোকেরা দলে দলে ছুটে আসে—মোমেনরা ছুটে আসে আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে কোরআন মজীদ শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে, আর কাফেররা ছুটে আসে বিদ্বেষ আর শত্রুতাবশত আপনার ওপর হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে।

২০. অর্থাৎ কাফেরদেরকে বলে দিন যে, বিদ্বেষের পথ ধরে কেন তোমরা ভীড় জমাচ্ছ? এমন কি বিষয় হলো, যাতে তোমরা রুষ্ট হয়েছ? আমি তো কোন খারাপ কথা, কোন অযৌক্তিক কথা বলছি না। আমি তো কেবল আমার পালনকর্তাকেই ডাকছি, কাউকেই তাঁর শরীক-অংশীদার মনে করি না। তাহলে এতে লড়াই করার, ঝগড়া করার এমন কি রয়েছে? তোমরা সকলে মিলে যদি আমার ওপর চড়াও হতে চাও, তবে স্মরণ রাখবে, আমার ভরসা কেবল সে এক আল্লাহর ওপর, যিনি সব রকম শরীকানা আর অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত—এসবের কোনই প্রয়োজন নেই তাঁর।

২১. অর্থাৎ তোমাদেরকেও সৎপথে এনে দাঁড় করাবো—এটা আমার ইখতিয়ারে নেই, তা আমার সাধ্যাতীত। আর তোমরা সৎপথে না এলে তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করার সাধ্যও আমার নেই। ভালো আর লাভ-ক্ষতি, উপকার-অপকার—সব কিছুই সে একক আল্লাহর হাতে নিহিত রয়েছে।

www.icsbook.info

لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ
مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتّٰۤى اِذَا
رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ
عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ
لَهٗ رَبِّيْۤ اَمَدًا ﴿٢٥﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

[২২] তুমি আরো বলো, আমাকেই বা আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে রক্ষা করবে? (সংকট কালে) তিনি ছাড়া আমি আর কোনো আশ্রয়স্থলও পাবো না [২২]।

[২৩] আমার কাজ এ ছাড়া আর কি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তার বাণী ও হেদায়াত (তোমাদের কাছে) পৌছে দেবো [২৩], (এই পৌছে দেয়ার পর) তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ এবং তার রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন আগুন- যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে [২৪]।

[২৪] এই ভাবেই (একদিন তারা) সত্যিই যখন (সেই দিনটিকে চোখের সামনে) দেখতে পাবে- যার প্রতিশ্রুতি তাদের বার বার দেয়া হয়েছে- তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী কতো দূর্বল এবং কার বাহিনী সংখ্যায় কতো নগন্য[২৫]!

[২৫] তুমি (এদের) বলো, আমি (নিজেই) জানি না তোমাদের যে (কেয়ামত দিবসের) প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে- তা কি (আসলেই) সন্নিকটে, না আমার প্রতিপালক তার (আগমনের) জন্যে কোনো (দীর্ঘ) মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন [২৬]।

[২৬] সমস্ত অদৃশ্য জগতের (জ্ঞানের একক) জ্ঞানী তিনি। তার সেই অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

---

২২. মানে তোমাদের উপকার আর অপকার সাধন করা তো দূরের কথা, আমার নিজের উপকার-অপকার করাও আমার কজায় নেই। তর্কের খাতিরে ধরে নাও, আমি নিজেও যদি আমার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি আর অবহেলা করি, তবে আল্লাহর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার কেউই নেই। এমন কোন স্থানও নেই, যেখানে পলায়ন করে আমি আশ্রয় নিতে পারি!

২৩. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম আনয়ন করা এবং সে পয়গাম তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছে দেয়া—এটাই একমাত্র জিনিস, যা তিনি আমার অধিকারে দিয়েছেন। আর এটাই সে

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

[২৭] অবশ্য তার রসূল ছাড়া- যাদের তিনি এই কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন, (বাছাই করেও তিনি তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি) তাদের আগে পিছেও তিনি তার (স্বতন্ত্র) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন [২৭]।

[২৮] এই (প্রহরা নিযুক্ত করে) দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এ কথাটা জেনে নিতে চান যে, তার (বাছাইকৃত) নবী রসূলরা (মানুষের কাছে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াতের বাণী পৌঁছে দিয়েছে কিনা [২৮]। অথচ আল্লাহ তায়ালা (তার জ্ঞান তো) এমানই তাদের সর্বমন্ডলে পরিবেশিত হয়ে আছে। এবং (এই সৃষ্টি জগতের) সবকিছুকেই তিনি গুণে গুণে রেখেছেন [২৯]।

দায়িত্ব, যা পালন করে আমি তার সহায়তা আর আশ্রয়ে থাকতে পারি।

২৪. অর্থাৎ তোমাদের লাভ-ক্ষতির মালিক আমি নই; কিন্তু আল্লাহর এবং আমার নাফরমানী-অবাধ্যতা করলে ক্ষতি সাধিত হওয়া নিশ্চিত।

২৫. অর্থাৎ তোমরা যে দল বেঁধে আমার ওপর চড়াও হচ্ছ, আর মনে করছ যে, মোহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন, আর তা-ও আবার দুর্বল, তবে প্রতিশ্রুত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন খবর হয়ে যাবে, কার সঙ্গী-সাথীরা দুর্বল, আর গণনায় কয়েকজন মাত্র!

২৬. অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি শীঘ্র পৌঁছবে, না দীর্ঘ দিন পরে—সে জ্ঞান আমাকে দেয়া হয়নি। কারণ, কেয়ামতের সময় আল্লাহ তায়ালা কাউকে নির্দিষ্ট করে বলে দেননি। এ হচ্ছে সেসব গায়বের বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।

২৭. অর্থাৎ তিনি নিজের ভেদের খবর কাউকে দেন না, অবশ্য রসূলদের শান আর মর্যাদার পক্ষে যতটুকু উপযুক্ত, ততটুকু খবর তিনি রসূলদেরকে জানিয়ে দেন ওহীর মাধ্যমে। সে ওহীর সঙ্গেও থাকে ফেরেশতাদের চৌকি আর পাহারা, যাতে শয়তান কোনভাবেই তাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং রাসূলের নিজের নাফ্স্ও যেন ভুল না বুঝে। পয়গাম্বরা নিষ্পাপ তাদের নিষ্কলুষতার অধিকারী একথার তাৎপর্য এখানেই নিহিত। অন্যদের এ অধিকার নেই। নবীদের জ্ঞানে সন্দেহ-সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। অন্যদের জ্ঞানে কয়েক ধরনের আশংকা থাকে। একারণে মুহাক্কেক সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন যে, ওলী তাঁর কাশ্ফকে কোরআন এবং সুন্নায় পেশ করে দেখবেন (কোরআন এবং সুন্নাহ্র আলোকে পরখ করে দেখবেন), এর বিপরীত না হলে তাকে গনীমত মনে করবেন, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করবেন।

এধরনের আয়াত সূরা আলে ইমরানেও রয়েছে,

'ইলমে গায়েব সম্পর্কে আরো কয়েকটি সূরায় আলোচনা করা হয়েছে এবং সেসব স্থানে

www.icsbook.info

বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।'

২৮. অর্থাৎ এসব কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয় এ উদ্দেশ্যে, যাতে আল্লাহ তায়ালা দেখে নিতে পারেন যে, ফেরেশতারা পয়গাম্বরদের নিকট, বা পয়গাম্বররা অন্য বান্দাদের নিকট তাঁর পয়গাম হ্রাস-বৃদ্ধি না করে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেন কিনা।

২৯. অর্থাৎ সমুদয় বস্তু-ই রয়েছে তাঁর তত্ত্বাবধান আর কব্জায়। খোদায়ী ওহীতে রদ-বদল বা কাট-ছাঁট করার ক্ষমতা কারুরই নেই। আর এসব পাহারা আর চৌকিও স্থাপন করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্বের শান প্রকাশ করা এবং কার্যকারণ পরম্পরার হেফাযতের ওপর। অন্যথায় যাঁর জ্ঞান ও অধিকার সমুদয় বস্তুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত, এসব কিছুর প্রয়োজনই নেই তাঁর।

সূরা আল মুযযাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭৩ , আয়াত সংখ্যাঃ ২০ , রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ
مِنْهُ قَلِيْلًا ۝٣ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝٤ اِنَّا
سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٥ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ
وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] হে বস্ত্র আচ্ছাদন কারী [১] (মোহাম্মদ)

[২] রাতে (নামাযের জন্যে) উঠে দাঁড়াও, (এর সব টুকু নয়) কিছু অংশ বাদ দিয়ে [২] (বাকী অংশ)।

[৩] রাতের অর্ধেক পরিমাণ অংশ (নামাযের জন্যে দাঁড়াও) অথবা (অসুবিধা বোধ করলে) তার চাইতে কিছু কমও করতে পারো,

[৪] আবার (অধিক নৈকট্য চাইলে রাতে নামাযে দাঁড়ানোর) পরিমাণকে বাড়িয়েও দিতে পারো [৩] - এবং কোরআন তেলাওয়াত করো, থেমে থেমে [৪] (এর হক আদায় করে)

[৫] (মনে রেখো) অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতরণ করতে যাচ্ছি [৫]।

[৬] (এ জন্যে তোমার প্রস্তুতি নিতে হবে একনিষ্ট ইবাদাতের মাধ্যমে) বস্তুতঃ রাতের বিছানা ত্যাগ (ইবাদাতের জন্যে) আত্মসংযমের জন্যে বেশী কার্যকর, (তাছাড়া) কোরআনের যথার্থ পাঠেও (এতে) সুবিধে থাকে বেশী [৬]।

[৭] কারণ দিনের বেলায় রয়েছে তোমার প্রচুর কর্মব্যস্ততা [৭]!

www.icsbook.info

১. এ সূরাটি হচ্ছে মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্যতম। বিশুদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রথম দিকে যখন ওহীর ভয় আর ভারে নবীর দেহে কম্পন ধরতো, তখন তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে গৃহবাসীদেরকে বলতেন,

—আমাকে কাপড়ে আবৃত কর, আমাকে কাপড়ে আবৃত কর। তদনুযায়ী নবীকে কাপড়ে আবৃত করা হয়। বর্তমান সূরা এবং পরবর্তী সূরায় আল্লাহ্ তায়ালা নবীকে সে নামে সম্বোধন করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, কোরাইশরা 'দারুন-নাদওয়া' তথা মন্ত্রণাগৃহে সমবেত হয়ে পরামর্শ করে নবী সম্পর্কে—অবস্থা অনুযায়ী তাঁর জন্য কোন উপাধি প্রস্তাব করতে হবে। কেউ বলে, কাহেন বা গন্যকার, আবার কেউ বলে জাদুকর। কেউ বলে 'মজ্নুন' বা পাগল। কিন্তু কোন একটা বিষয়ে মতৈক্য হয়নি। সাহির তথা জাদুকরের প্রতিই ছিল সকলের ঝোঁক। নবী জানতে পেরে ব্যথিত-দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন হন এবং নিজেকে কাপড়ে আবৃত করে নেন। অধিকন্তু চিন্তা আর দুঃখের সময় চিন্তিত ব্যক্তি এমন করে থাকে। এতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অভয় দান এবং তাঁর প্রতি মমতা প্রকাশ করার নিমিত্ত এ নামে তাঁকে সম্বোধন করেন। যেমন নবী একদা হযরত আলীকে—'হে মাটির পিতা, উঠ' বলে সম্বোধন করেন, যখন তিনি গৃহ থেকে বিষন্ন হয়ে চলে গিয়ে মসজিদের মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেন, 'এ সূরায় খির্কা পরিধানের শর্তাবলী আর এজন্য আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেন এটি সে ব্যক্তির সূরা, যে দরবেশদের খির্কা পরিধান করে এবং নিজেকে সে রঙ্গে রঞ্জিত করে। আরবী ভাষায় মুয্যাম্মিল বলা হয় সে ব্যক্তিকে, যে নিজের ওপর বড় প্রশস্ত কাপড় আবৃত করে নেয়। আর নবীর অভ্যাস এমন ছিল যে, তাহাজ্জুদের নামায এবং কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার জন্য রাত্রে যখন উঠতেন, তখন একটা দীর্ঘ কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিতেন। যাতে ঠান্ডা থেকে দেহ হেফাযতে থাকে এবং উযূ ও নামাযের নড়াচড়ায়ও কোন রকম অসুবিধা না হয়। এ পন্থা অবলম্বন করায় সেসব লোককে সতর্ক করাও হয়, যারা কাপড়ে আবৃত হয়ে রাত্রে আরামে ঘুমায়। তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, রাত্রের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহ তায়ালার এবাদাতে অতিবাহিত হতে হবে।

২. অর্থাৎ ঘটনাক্রমে কোন রাত সম্ভব না হলে মাফ করা হবে। অধিকাংশ তাফসীরকার-এর মতে এর অর্থ হচ্ছে—রাত্রে আল্লাহর এবাদাতে দন্ডায়মান থাকবে। অবশ্য রাত্রের কিছু অংশ বিশ্রাম গহণ করলে কোন ক্ষতি নেই। খুব সম্ভব এখানে সামান্য অংশ অর্থ হবে অর্ধেক রাত্রি। কারণ, রাত্রি ছিল বিশ্রাম গ্রহণের জন্য। অর্ধেক রজনী এবাদাতে অতিবাহিত করলে সে অনুপাতে বাকী অংশকে সামান্য অংশ বলা সমীচীন হয়।

৩. মানে অর্ধেক রজনী থেকে কিছু কম, যা হতে পারে এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেকের চেয়ে বেশী যা হতে পারে দু'-তৃতীয়াংশ। এর প্রমাণ আল্লাহর পরবর্তী বাণী—

৪. মানে তাহাজ্জুদে কোরআন ধীরে-সুস্থে পাঠ করবে, যাতে এক একটি অক্ষর স্পষ্ট বুঝা যায়। এভাবে পাঠ করলে অনুধাবন করা আর বুঝতে পারায় সহায়তা হয়। মনের ওপর বেশ ক্রিয়া করে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

৫. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ রিয়াযাত-সাধনা করলে ভারী বোঝাও হাল্কা হয়।' আর বোঝা হচ্ছে এমন, যার সম্মুখে রাত্রি যাপনকে সহজ মনে করতে হয়। তাৎপর্য এই যে, এরপর পর্যায়ক্রমে তোমার ওপর কোরআন নাযিল করবো। যা মূল্য আর মর্যাদার বিচারে অতীব মূল্যবান এবং ওজনী এবং নিজের অবস্থা ও ব্যবস্থার বিবেচনায় নিতান্তই ভারী এবং বেশ দুর্বিষহ। হাদীস শরীফে আছে যে, কোরআন নাযিলের সময় নবী বেশ কাঠিন্য-কঠোরতা বোধ

www.icsbook.info

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلَىٰ
مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝ وَذَرْنِي

[৮] (এর মাঝেও) তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো, এবং একনিষ্ঠভাবে তার দিকেই মনোনিবেশ করো [৮]।

[৯] আল্লাহ তায়ালা পূর্ব পশ্চিমের একক মালিক [৯], তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। অতএব তাকেই তুমি (সকল কাজে) রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে নাও [১০]।

[১০] এই (নির্বোধ) লোকেরা (তোমার সম্পর্কে) যে সব কথাবার্তা বলে তাতে তুমি (কান না দিয়ে বরং) ধৈর্য ধারণ করো [১১]। এবং সম্মানজনকভাবে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে এসো [১২]।

করতেন। শীতের মওসুমেও নবী ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তখন কোন সওয়ারীর পৃষ্ঠে থাকলে সওয়ারী বরদাশ্‌ত করতে পারতো না। একদা নবীর রান মোবারক ছিল হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের রানের ওপর। তখন ওহী নাযিল হয়। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের এরূপ মনে হয়, যেন বোঝার ভারে তাঁর রান ফেটে যাবে। এ ছাড়াও সে পরিবেশে কোরআনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তার হক পুরোপুরি আদায় করা এবং এপথে সমস্ত বিপদাপদকে প্রশান্ত চিত্তে বরদাশ্‌ত করে নেয়াও বেশ কঠিন এবং ভারী কাজ ছিল। যেভাবে একদিকে নবীর ওপর এ কাজ ছিল ভারী, তেমনিভাবে অপরদিকে কাফের অবিশ্বাসীদের জন্যও তা ছিল কঠিন। মোট কথা, এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে পরিমাণ কোরআন নাযিল হয়েছে, তার তেলাওয়াতে রাত্রে নিমগ্ন থাকুন এবং এ বিশেষ এবাদাতের নূর দ্বারা নিজেকে ধন্য ও আলোকিত করুন। আর এ মহান দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা নিজের মধ্যে সুদৃঢ় করুন।

৬. অর্থাৎ রজনীতে গাত্রোত্থান করা কোন সহজ কাজ নয়, বড় ভারী রিয়াযত-সাধনা এবং নফসকে দমন করার কাজ। এর দ্বারা নফসকে সোজা করা হয় এবং নিদ্রা-বিশ্রাম ইত্যাদি খাহেশাতকে করা হয় পদদলিত। ওপরন্তু তখন দোয়া আর যিকির সোজা মনে আদায় হয়, উচ্চারিত হয়। মন আর মুখের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়। মন থেকে যে কথা উচ্চারিত হল, মন-মানসে তা বদ্ধমূল হয় ভালোভাবে। কারণ, সবরকম চিৎকার-হৈচৈ থেকে একাগ্রচিত্ত হওয়া এবং দুনিয়ার আসমানে মহান আল্লাহর অবতরণের ফলে অন্তর লাভ করে এক বিস্ময়কর ধরনের তৃপ্তি-প্রশান্তি, স্থিতি, স্বাদ আর আগ্রহের এক বিশেষ অবস্থাও এখানে আছে।

৭. অর্থাৎ দিনে মানুষকে বুঝানো এবং আরো অনেক রকমের ব্যস্ততা থাকে। যদিও তা আপনার ক্ষেত্রে পরোক্ষ এবাদাত। এতদ্‌সত্ত্বেও পরওয়ারদেগারের প্রত্যক্ষ এবাদাত আর মোনাজাতের জন্যও রাত্রের সময় নির্ধারিত থাকা উচিত। এবাদাতে নিমগ্ন থাকায় যদি রাতের কোন প্রয়োজন বাদ পড়ে, তাতে কোন পরোয়া নেই—দিনের বেলা তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে।

www.icsbook.info

وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ لَدَيْنَا

اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾

[১১] সহায় সম্পদের অধিকারী এই মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও এবং কিছু দিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখো [১৩],

[১২] নিশ্চয়ই আমার কাছে এই পাপীদের (পাকড়াও করার) জন্যে শিকলের ব্যবস্থা রয়েছে, আরো রয়েছে (আযাব দেয়ার জন্যে) জ্বলন্ত আগুনের ব্যবস্থা।

[১৩] (আমি তাদের জন্যে আরো রেখেছি) গলায় আটকে যাবে এমন (ধরনের) খাবার ও যন্ত্রণা দেবে এমন (ধরনের) আযাব [১৪]।

---

৮. অর্থাৎ 'কিয়ামুল লাইল' ছাড়াও দিনের বেলা বাহ্যত মখলুকের সঙ্গে কাজকর্ম এবং সম্পর্কও রাখতে হয়। কিন্তু অন্তরে সে পরওয়ারদেগারের সম্পর্ককে সব কিছুর উর্ধে স্থান দিন এবং চলা-ফেরা, উঠা-বসার সময় তাঁর স্মরণেই নিমগ্ন থাকুন। ক্ষণেকের তরেও যেন গায়রুল্লাহর কোন সম্পর্ক সেদিক থেকে মনকে সরতে না দেয়। বরং সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে বাতিনে যেন সে একটা সম্পর্কই কেবল অবশিষ্ট থেকে যায়। অথবা এরকম বলা যেতে পারে—সকল সম্পর্ক যেন সে এক সম্পর্কের মধ্যে লীন হয়ে যায়, সূফী-সাধকরা যাকে 'সকলের সঙ্গে থেকেও কারো সঙ্গেই নয়' এবং 'জন সমাবেশে নির্জনতা' বলে অভিহিত করেন।

৯. মাশরেক হচ্ছে দিনের আর মাগরেব হচ্ছে রাত্রের নিদর্শন। যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দিবা-রজনী উভয়কেই সে মাশরেক-মাগরেবের মালিকের স্মরণ আর সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

১০. অর্থাৎ বন্দেগী করতে হবে তাঁরই এবং তাওয়াক্কুলও করতে হবে তাঁরই ওপরে। তিনিই যখন হন উকীল আর কর্ম সম্পাদনকারী, তখন অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হতে পরোওয়া কিসের?

১১. অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে সাহের-জাদুকর, কাহেন-গন্যৎকার, মজনুন-পাগল এবং জাদুমন্ত্রকৃত ইত্যাদি বলে। ধৈর্য ও সবরের সঙ্গে এসব কথার মোকাবেলা করুন।

১২. ভালোভাবে ত্যাগ করা এই যে, বাহ্যত তাদের সংসর্গ ত্যাগ করবে এবং বাতেনে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত-অবহিত থাকবে যে, তারা কি করছে, কি বলছে আর আমাকে কিভাবে স্মরণ করছে। দ্বিতীয়ত, অন্য কারো কাছে তাদের অসদাচরণের অভিযোগ করবে না। প্রতিশোধ নেয়ার পেছনে পড়বে না। কথাবার্তা বলা এবং মোকাবেলা করার সময় অসদাচরণও প্রকাশ করবে না। তৃতীয়ত, বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও তাদের শুভ কামনায় কসূর-ত্রুটি করবে না। বরং যে ভাবে সম্ভব হয়, তাদের হেদায়াত আর পথপ্রদর্শনে সচেষ্ট থাকবে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ মখলুক থেকে দূরে থাকবে, কিন্তু লড়াই-বিবাদ করে নয়, বরং সদাচারের সঙ্গে।' কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, আয়াতটি নবী জীবনের মক্কা পর্বে অবতীর্ণ এবং জেহাদের আয়াত নাযিল হয়েছে মদীনা পর্বে।

www.icsbook.info

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا
مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا
اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ
فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا
يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۖ ﴿١٧﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ

[১৪] (এ হবে সেদিন) যেদিন পৃথিবী ও (তার ওপর অবস্থিত) পাহাড় সমূহ সব প্রকম্পিত হবে, পাহাড় সমূহের অবস্থা হবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কিছু বালুকা স্তুপের ন্যায় [১৫]।

[১৫] আমি তোমাদের কাছে (তোমাদের কাজ কর্মের) সাক্ষ্যদাতা হিসেবে একজন রসূল পাঠিয়েছি, [১৬] ঠিক এমনি একজন রসূল আমি ফেরআউনের কাছেও পাঠিয়েছিলাম [১৭]।

[১৬] অতঃপর ফেরআউন আমার পাঠানো রসূলকে অমান্য করলো, এই অমান্য করার শাস্তি হিসেবে আমিও তাকে কঠোর ভাবে পাকড়াও করলাম [১৮] (এবং কঠিন শাস্তি তাকে দিলাম)।

[১৭] (আজ) যদি তোমরাও সেদিনকে অস্বীকার করো তাহলে আল্লাহর আযাব থেকে (বলো) কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে- যেদিন (অবস্থার ভয়াবহতা) অল্প বয়স্ক কিশোর বালকদেরও বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে [১৯]!

---

১৩. অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়কে অবিশ্বাসকারীরা দুনিয়ায় যে আরাম আয়েশ ভোগ করছে, তাদের বিষয়টি আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি নিজেই তাদেরকে দেখে নেবো, তবে একটু ঢিল দেয়া হচ্ছে এই যা!

১৪. সাপ-বিচ্ছুর মর্মন্তুদ আযাব, আরো কোন্ কোন্ ধরনের আযাব তা আল্লাহই ভালো জানেন (আল্লাহর পানাহ)।

১৫. অর্থাৎ সে আযাবের ভূমিকা তখন শুরু হবে, যখন পর্বতের শেকড় হয়ে পড়বে ঢিলা এবং তা কম্পন করে নীচে পড়বে এবং টুকরো টুকরো হয়ে এরকম হয়ে পড়বে, যেমন বালির স্তূপ, যার ওপর পদ স্থাপন করা যায় না।

১৬. অর্থাৎ এ পয়গাম্বর আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন—কে তাঁর কথা মেনে নিয়েছে আর কে মেনে নেয়নি।

১৭. অর্থাৎ হযরত মূসার মতো তোমাকে স্বতন্ত্র দ্বীন আর মহান গ্রন্থ দিয়ে প্রেরণ করেছি। সম্ভবত এখানে তাওরাতে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিবরণের সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—'আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতা (বনু ইসমাঈল)-দের মধ্যে তোমার মতো একজন নবী প্রেরণ করবো।'

www.icsbook.info

مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ
سَبِيلًا ﴿١٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱلَّيْلِ
وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ
وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ
مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ
يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾

[১৮] সেদিন যার ফলে (কেয়ামতের প্রচন্ডতায়) আসমান কেটে কেটে পড়বে। আর (এতো) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি! (তা তো) অবশ্যই সংঘটিত হবে [২০]।

[১৯] (সমগ্র হেদায়াতের) এই (বাণী) হচ্ছে একটি উপদেশ মাত্র- যে কেউ চাইলে (এর মাধ্যমে) নিজের মালিকের দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা গ্রহণ করে নিতে পারে [২১]।

রুকুঃ ২

[২০] হে নবী, তোমার মালিক (একথা) জানেন যে, তুমি (ইবাদাতের জন্যে) কখনো রাতের দুই তৃতীয়াংশ কখনো রাতের অর্ধেক অংশ আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকো- তোমার সাথে তোমার কিছু সাথীও এমনটি করে [২২], (মূলত এই যে দিন ও রাতের সময়ের হিসাব তা তো) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই ঠিক করে রাখেন, তিনি (এও) জানেন যে, তোমাদের পক্ষে এর সঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়,

www.icsbook.info

তাই আল্লাহ তায়ালা (সময়ের হিসাবের এই বিষয়টির ব্যাপারে) তোমাদের ওপর ক্ষমাপরায়ন হয়েছেন। অতএব (এখন থেকে) কোরআনের যে পরিমাণ অংশ তেলাওয়াত করা তোমাদের জন্যে সহজ ততোটুকুই তোমরা তেলাওয়াত করো [২৩]। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (সার্বিক) অবস্থা জানেন- যে, তোমাদের ভেতর কেউ (হঠাৎ করে) অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে আবার কেউ কেউ আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ (ও জীবিকা) সন্ধানের উদ্দেশ্যে সফরে বের হবে, আবার একদল লোক যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিয়োজিত হবে, তাই (এ সার্বিক অবস্থার আলোকে) কোরআনের যেটুকু অংশ পড়া তোমাদের জন্যে সহজ ততোটুকুই তোমরা পড়ো। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, (তোমাদের মাল সম্পদের) যাকাত আদায় করো [২৪], এবং (যাকাতের খাত ছাড়াও দান করার মাধ্যমে) আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো [২৫]। (মনে রাখবে) যা কিছু ভালো ও উত্তম কাজ আগে ভাগেই নিজেদের জন্যে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে রাখবে- তাই তোমরা আল্লাহর কাছে (সংরক্ষিত) দেখতে পাবে, পুরস্কার ও এর বর্ধিত পরিমাণ হিসেবে তা হবে অতি উত্তম [২৬]। তারপর (নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো- নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতীব দয়ালু ও অধিক ক্ষমাশীল [২৭]।

---

১৮. মূসা (আঃ)-কে অবিশ্বাসকারীকে যখন এমন শক্তভাবে পাকড়াও করা হয়েছে, তখন মোহাম্মদ (দঃ)-কে অবিশ্বাসকারীকে কেন পাকড়াও করা হবে না, যিনি সমস্ত নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত?

১৯. মানে দুনিয়ায় যদিও রক্ষা পেয়ে গেলে, কিন্তু সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে, যেদিনের কঠোরতা আর দৈর্ঘ শিশুকে বৃদ্ধ করে ছাড়বে? বাস্তবে শিশু বৃদ্ধ না হলেও সেদিনের কঠোরতা আর দৈর্ঘ এটাই দাবী করে।

২০. অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াদা অটল, অবশ্যই তা ঘটবে—তোমরা তাকে যতই অসম্ভব মনে কর না কেন।

২১. মানে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এখন কেউ যদি নিজের কল্যাণ কামনা করে, তবে উপদেশ অনুযায়ী আমল করে আপন পরওয়ারদেগারের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। পথ খোলা পড়ে আছে, কোন বাধা-বিপত্তি নেই, নেই কোন প্রতিবন্ধকতা। আল্লাহর কোন স্বার্থও নেই। তোমরা নিজেদের কল্যাণ মনে করলে সোজা পথ ধরতে পার।

রাত্রি জাগরণের যে নির্দেশ সূরার শুরুতে দেয়া হয়েছে, প্রায় এক বৎসর তা বহাল ছিল। অতপর পরবর্তী আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়েছে।

২২. অর্থাৎ তুমি এবং তোমার সঙ্গী-সাথীরা যে সে নির্দেশ পুরোপুরি মেনে নিয়েছ, আল্লাহ তা জানেন। কখনো অর্ধেক রজনী, কখনো এক-তৃতীয়াংশ, আবার কখনো দু'-তৃতীয়াংশ রজনী আল্লাহর এবাদাতে অতিবাহিত করেছ। বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় যে, রজনীতে দাঁড়িয়ে এবাদাত করতে করতে সাহাবায়ে কেরামের পদযুগল ফুলে যেতো, ফেটে যেতো। বরং কোন কোন সাহাবা তো রশি দিয়ে চুল বেঁধে নিতেন, যাতে নিদ্রা এলে ঝটকা লাগার কষ্টে যেন চক্ষু খুলে যায়।

www.icsbook.info

২৩. অর্থাৎ দিন আর রাতের পূর্ণ পরিমাপ তো আল্লাহর জানা আছে, তিনি এক বিশেষ পরিমাপে উভয়কে সমান সমান করেন। সে নিদ্রা আর অবচেতনের সময় কখনো এক-তৃতীয়াংশ আবার কখনো দু'-তৃতীয়াংশ হিসাব রাখা বিশেষ করে যখন ঘড়ি আর ঘন্টার প্রচলন ছিল না, বান্দাদের জন্য এটা খুব সহজ কাজ ছিল না। এজন্য কোন কোন সাহাবী সারা রাত ঘুমাতেন না যেন ঘুমের কারণে এক-তৃতীয়াংশ রজনী যাপনও যদি ভাগ্যে না জুটে! এতে আল্লাহ্ তায়ালা নিজ রহমতে ক্ষমা করে নির্দেশ দেন—তোমরা এটা সব সময় ভালোভাবে মেনে চলতে পারবে না, একারণে যার উঠার তাওফীক হয়, সে যতটা নামায এবং যত পরিমাণ কোরআন তেলাওয়াত করা সম্ভব, তত পরিমাণ করবে। এখন উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয নয়, সময় এবং তেলাওয়াতের পরিমাণের কোন শর্ত এখন আর অবশিষ্ট নেই।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা দেখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে থাকবে রুগ্ন-অসুস্থ ব্যক্তি আর মোসাফেরও, যারা জীবিকা বা জ্ঞান ইত্যাদির অন্বেষায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। থাকবে সেসব মর্দে মোজাহেদও, যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে। এসব অবস্থায় এই বিধান অনুযায়ী আমল করা বেশ কঠিন হবে। একারণে তোমাদের ওপর লঘু করে দেয়া হয়েছে যে, নামাযে যে পরিমাণ কোরআন তেলাওয়াত করা সহজ হয়, সে পরিমাণ তেলাওয়াত করবে। নিজেদের জানকে বেশী কষ্টে ফেলার প্রয়োজন নেই। অবশ্য অত্যন্ত যত্ন আর গুরুত্বের সঙ্গে ফরয নামায নিয়মিত আদায় করবে। যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা অব্যাহত রাখবে। নিয়মিত এসব পালন করলে অনেক রূহানী কল্যাণ আর তরক্কী হাসিল হবে।

প্রথম দিকের সাহাবীদের দ্বারা নিতান্ত গুরুত্ব আর বাধ্যবাধকতার সঙ্গে এক বৎসর যাবত এ কঠোর রিয়াযত-সাধনা করানো হয়েছে সম্ভবত একজন্য যে, ভবিষ্যতে তাঁদেরকেই হতে হবে গোটা উম্মতের পথ-প্রদর্শক এবং শিক্ষক। তাদেরকে মাঝা-ঘষা করে এভাবে প্রস্তুত করার এবং 'রূহানিয়্যাতের' রঙ্গে এভাবে রঞ্জিত করার প্রয়োজন ছিল, যাতে সারা বিশ্ব তাঁদের আয়নায় মোহাম্মদের হেদায়াতের দৃশ্য অবলোকন করতে পারে এবং পবিত্র মহা পুরুষরা গোটা উম্মতের সংস্কারের বোঝা নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিতে সক্ষম হন। আল্লাহ্ তায়ালাই ভালো জানেন।

২৫. পরিপূর্ণ এখলাস-নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় বা তাঁর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করাই হচ্ছে আল্লাহকে ভালো ঋণ দেয়া। বান্দাদেরকেও 'করযে হাসানা' দেয়া হলে তাকেও এ বিধানের অন্তর্গত মনে করবে। হাদীস শরীফে এর অনেক ফযীলত বর্ণিত রয়েছে।

২৬. অর্থাৎ এখানে পাবে। আর এজন্য পাওয়া যাবে অনেক বড় প্রতিদান। এটা মনে করবে না যে, আমরা এখানে যে নেকী করছি, তা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। না, সেসব উপকরণ তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর দরবারে পৌছাচ্ছে। ঠিক প্রয়োজনকালে তা তোমাদের কাজে লাগবে।

২৭. অর্থাৎ সমস্ত নির্দেশ মেনে নেয়ার পরও আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করবে। কারণ যতই সংযত-সতর্ক ব্যক্তিই হোক না কেন, তার দ্বারা কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়। এমন কে আছে, যে দাবী করে বলতে পারে যে, আমি আল্লাহর বন্দেগীর সমস্ত হক আদায় করেছি পরিপূর্ণ ভাবে? বরং বান্দাহ যত বড় হয়, সে পরিমাণে নিজেকে অপরাধী মনে করে। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে। হে গাফুরুর রাহীম! তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাদের ভুল আর ত্রুটি ক্ষমা কর।

www.icsbook.info

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭৪ , আয়াত সংখ্যাঃ ৫৬ , রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ① قُمْ فَأَنذِرْ ② وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ ④ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ⑥ وَلِرَبِّكَ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] হে কম্বল আবৃত [১] (মোহাম্মদ)

[২] উঠো (শয্যা ছেড়ে) এবং মানুষদের (ঈমান না আনার পরিণাম সম্পর্কে) সাবধান করো [২] .

[৩] তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করো [৩] ,

[৪] আপন পোশাক আশাককে পবিত্র রাখো।

[৫] যাবতীয় মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো [৪] ।

[৬] আর কখনো (কারো কাছ থেকে) বেশী পাওয়ার লোভে তাকে কিছু দান করো না।

---

১. এজন্য সূরা মুয্‌যামমিলের প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ ওহীর ভার আর ফেরেশতার ভয়ে আপনাকে ঘাবড়ালে আর ভয় পেলে চলবে না সব আরাম আর সুখ-শান্তি ত্যাগ করে অন্যদেরকে আল্লাহর ভয়ে ভীত করাই তো হচ্ছে আপনার কাজ। কুফরী আর নাফরমানীর খারাপ পরিণতি সম্পর্কে আপনি সতর্ক করবেন।

৩. কারণ, পরওয়ারদেগারের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা দ্বারাই অন্তরে তাঁর ভয় জাগে এবং আল্লাহ তায়ালার তাযীম আর পবিত্রতাই হচ্ছে এমন বস্তু, যার জ্ঞান অর্জিত হওয়া উচিত সকল আমল আর আখলাকের পূর্বেই। যাই হোক, তাঁর পূর্ণতার গুণ এবং তাঁর পুরস্কার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নামাযে এবং নামাযের বাইরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা আর প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করাই হচ্ছে তোমার কাজ।

www.icsbook.info

فَاصْبِرْ ⑦ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ⑧ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ

عَسِيرٌ ⑨ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ⑩ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ

وَحِيدًا ⑪ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ⑫ وَبَنِينَ شُهُودًا ⑬

[৭] বরং তোমার মালিকের খুশীর উদ্দেশ্যেই ধৈর্য ধারণ করো [৫]।

[৮] যেদিন (সবকিছু বিনাস করে দেয়ার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে [৬],

[৯] সেদিন হবে সত্যিই বড়োই সাংঘাতিক [৭],

[১০] (বিশেষ করে এই দিনকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে এটি মোটেই সহজ কিছু একটা হবে না [৮]।

[১১] সেই (নরাধম) ব্যক্তির দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও যাকে আমি একটু অনন্য ধরনের করে পয়দা করেছি [৯]।

[১২] ....,

[১৩] দান করেছি সদা সংগী (এক পাল) পুত্র সন্তান [১০]

---

৪. এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর হুকুম হয়েছে আল্লাহর বান্দাহ্‌দের আল্লাহর দিকে ডাকার। অতপর নির্দেশ দেয়া হয় নামায ইত্যাদি আদায় করার। নামাযের জন্য শর্ত হচ্ছে কাপড় পাক হওয়া এবং পংকিলতা থেকে দূরে থাকা। এখানে সেসব কথাই বলা হয়েছে। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে কাপড় পাক রাখা যখন জরুরী, তখন দেহ পাক রাখা যে অতি উত্তমরূপে জরুরী, তাতো স্পষ্ট। একারণে তা বলা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। কোন কোন আলেম পাক রাখার অর্থ গ্রহণ করেছেন মন্দ স্বভাব থেকে নাফ্‌স্‌কে পাক রাখা। তাঁরা পংকিলতা থেকে দূরে থাকার অর্থ করেছেন—'মূর্তির পংকিলতা থেকে দূরে থাকুন, যেমন এযাবত দূরেই রয়েছেন।' যাই হোক, বর্তমান আয়াতে যাহেরী-বাতেনী পবিত্রতা-ই উদ্দেশ্য। কারণ, এটা ছাড়া পরওয়ারদেগারের শ্রেষ্ঠত্ব যথাযথভাবে অন্তরে বদ্ধমূল হতে পারে না।

৫. এখানে সাহসিকতা আর দৃঢ়তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কাউকে (টাকা-পয়সা বা জ্ঞান-হেদায়াত ইত্যাদি) যা কিছুই দান করবে, তার নিকট থেকে বিনিময় দাবী করবে না। কেবল আপন পরওয়ারদেগারের দানের ওপর শোকর-সবর করে থাকবে আর দাওয়াত ও প্রচারের পথে যেসব কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে, আল্লাহর ওয়াস্তে ধৈর্য ও সবরের সঙ্গে সেসব বরদাশ্‌ত করে যাবে এবং কেবল তাঁর নির্দেশের পথের দিকেই চেয়ে থাকবে। কারণ, উন্নত স্তরের সাহসিকতা আর ধৈর্য ও দৃঢ়তা ব্যতীত এ মহান কার্য সাধিতই হতে পারে না। এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আরো কয়েকভাবে করা হয়েছে, কিন্তু এ অধমের মতে এ ব্যাখ্যা-ই সহজ-সরল।

৬. অর্থাৎ সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে।

৭. অর্থাৎ সেদিনের ঘটনাবলীর মধ্যে সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়াই যেন একটা স্বতন্ত্র দিবসে পরিণত করবে তাকে, যেদিনটি আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ থাকবে বিপদাপদ আর কঠোরতায়।

৮. অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের প্রতি কোন রকম সহজ করা হবে না; বরং সেদিনের কঠোরতা প্রতি দমে দমে, প্রতি পদে পদে বৃদ্ধি পেয়েই চলবে। মোমেন হবেন এর বিপরীত। তাঁরা কঠোরতা দেখলেও কিছুকাল পরে সে কঠোরতাকে সহজ করে দেয়া হবে।

www.icsbook.info

وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ

كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

[১৪] আমি তার জন্যে সুগম করে দিয়েছি আরাম আয়েশের নিমিত্ত যাবতীয় সুখ ও স্বচ্ছলতার উপকরণ [১১]।

[১৫] (তারপরও) সে লোভ করে যে, তাকে আমি আরো দেবো [১২]!

[১৬] না তা কখনো হবে না, সে আমার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধাচরনে বদ্ধপরিকর ছিলো [১৩],

[১৭] সেদিন খুব বেশী দূরে নয় যখন আমি তাকে শাস্তির শীর্ষ দেশে আরোহন করাবো [১৪],

[১৮] সে তো (এক পর্যায়ে কিছু) চিন্তা ভাবনা করে তার পর (পুনরায় গোড়ামীতে নিমজ্জিত থাকার) সিদ্ধান্ত করলো।

---

৯. প্রতিটি মানুষই মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করে একাকী, নিঃসঙ্গ অবস্থায়। ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, লায়-লশকর, উপায়-উপকরণ সামগ্রী কিছুই সঙ্গে নিয়ে আগমন করে না। অথবা 'ওয়াহিদ'-একা অর্থ বিশেষ করে ওলীদ ইবনে মুগীরা, যার প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। সে ছিল পিতার একমাত্র সন্তান এবং পার্থিব বিত্ত-বৈভব আর যোগ্যতা-প্রতিভার বিচার-বিবেচনায় আরবের একক ব্যক্তিত্ব বলেই মনে করা হতো তাকে। তাৎপর্য এই যে, এমন অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। তাদেরকে অবকাশ দেয়ায় মনক্ষুণ্নও হবেন না। বরং তাদের কাহিনী আমারই ওপর সোপর্দ করুন। ন্যস্ত করুন আমারই হস্তে। আমি সকলের এক শেষ করে ছাড়বো, আপনাকে বিষণ্ন-মনক্ষুণ্ন আর অস্থির হতে হবে না-নেই এর কোনই প্রয়োজন নেই।

১০. অর্থাৎ সম্পদ আর সন্তানের বিস্তৃতি ঘটেছে প্রচুর। সদা চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকতো দশজন পুত্র সন্তান, মাহফিলে আর আসরে এ সন্তানরা বৃদ্ধি করতো পিতার মর্যাদা, স্থাপন করতো তার আসন আর প্রতিপত্তি। তেজারতি কর্মকান্ড আর অন্যান্য কাজের জন্য ছিল অনেক চাকর-বাকর। পিতার সম্মুখ থেকে সন্তানদের দূরে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

১১. মানে দুনিয়ায় তার জন্য জমজমাট করে দিয়েছি মর্যাদা আর তৈরী করে দিয়েছি নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের মঞ্চ। তাই গোটা কোরাইশ বংশ যে কোন সমস্যা আর বিপদে ছুটে আসে তার কাছে এবং স্বীকার করে নেয় তাকেই নিজেদের শাসক-বিচারক।

১২. মানে পর্যাপ্ত নিয়ামত-বিত্ত-বৈভব আর সুখ-সম্ভোগ সত্ত্বেও কোন সময় তার মুখ থেকে কৃতজ্ঞতার একটা শব্দও উচ্চারিত হয়নি, বরং মূর্তির উপাসনা আর অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করার লোভেই সে নিমগ্ন থাকতো। নবী কখনো তার সম্মুখে জান্নাতের নেয়ামত আর সুখ-সম্ভোগের উল্লেখ করলে সে বলতো—লোকটা তার কথায় সত্য হয়ে থাকলে আমি একান্ত নিশ্চিত যে, সেখানকার নেয়ামতও পাবো আমিই। সেকথাই বলা হচ্ছে যে, এতটা না-শুক্‌রী আর অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও সে আশা পোষণ করে—আল্লাহ তায়ালা তার দুনিয়া-আখেরাতের নেয়ামত আরো বর্ধিক করবেন।

www.icsbook.info

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا

[১৯] তার ওপর অভিশাপ! (সত্য চেনার পরও) কেমন করে সে (পুনরায় সত্য বিরোধীতার) সিদ্ধান্ত করলো!

[২০] পুনরায় তার ওপর অভিশাপ (নাযিল হোক) কিভাবে সে এমন সিদ্ধান্তটি করলো ১৫ !

[২১] সে আবার একবার চেয়ে দেখলো (নিজের লোকদের প্রতি)

[২২] (অহংকার ও দম্ভভারে এবার) সে তার ভ্রুকুঞ্চিত করলো (অবজ্ঞা ভরে নিজের) মুখটাকেও বিকৃত করে ফেললো,

রুকুঃ ২

[২৩] অতপর (চূড়ান্ত ভাবে সত্যের আহবান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত করলো (গোত্রীয় আভিজাত্যের কারণে) সে অবশেষে অহংকারী হয়ে থাকলো।

---

১৩. অর্থাৎ যেহেতু সে আসল নেয়ামতদাতার নিদর্শনরাজির বিরোধী তাই এমন সব আশা পোষণ করা আর কাল্পনিক চিন্তা করার কোন অধিকারই তার আদৌ নেই। কথিত আছে যে, এ আয়াতগুলো নাযিল হলে একের পর এক তার সম্পদ আর উপকরণে ঘাটতি দেখা দেয়। অবশেষে নিঃস্ব অবস্থায় যিল্লতীর সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৪. অর্থাৎ তাকে আরো অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হবে, পতিত হতে হবে আরো অনেক কঠিনতর বিপদে। কোন কোন বর্ণনা মতে 'সাউদ' হচ্ছে জাহান্নামের একটা পর্বতের নাম, কাফেরদেরকে এ পর্বতে তুলে বারবার সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এটাও এক ধরনের আযাব।

একদা ওলীদ নবীর খেদমতে হাজির হয়। নবী তাকে কোরআন পাঠ করে শোনালে সে কিছুটা প্রভাবিত হয়। কিন্তু আবু জাহেল তাকে প্ররোচিত করে এবং কোরাইশের মধ্যে বলাবলি শুরু হয়ে যায় যে, ওলীদ মুসলমান হয়ে পড়লে মোটেই ভালো হবে না। মোট কথা, সকলে সমবেত হয় এবং নবীর সম্পর্কে কথাবার্তা হয়। কেউ বললো কবি, আবার অন্য কেউ বললো কাহেন-গণক। কিন্তু ওলীদ বললো—আমি নিজে কবিতায় বেশ দক্ষ পটু। আর কাহেনদের অনেক কথাই আমি শুনেছি। কোরআন কাব্যও নয়, নয় গণকের কথাও। সকলে বললো—তাহলে তোমার মত কি? বললো, একটু চিন্তা করে নেই। কিছুক্ষণ চুপ থেকে চেহারা পরিবর্তন আর মুখ ব্যাদান করে বললো—কিছুই নয়, কেবল জাদু, যা বংশানুক্রমে চলে আসছে জাহেলী যুগ থেকে। অথচ ইতিপূর্বে কোরআন মজীদ শ্রবণ করে সে-ই বলেছিল—এটা জাদু নয়, পাগলের প্রলাপোক্তি বলেও তো মনে হয় না। বরং এ হচ্ছে আল্লাহর কালাম—খোদায়ী বাণী। কেবল সাঙ্গোপাঙ্গদেরকে তুষ্ট করার জন্য এখন এভাবে কথা বলছে। পরে এহেন উক্তির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ

[২৪] শুধু তাই নয় (এক ধাপ এগিয়ে এবার) সে বললো- এতো আসলে (কিছুক্ষণের) যাদু বিদ্যার খেল) ছাড়া আর কিছুই নয় এসব তো এখানে আগে থেকেই চলে আসছে।

[২৫] তাছাড়া এ তো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয় [১৬]।

[২৬] (এই অহংকার ও গোড়ামী মূলক আচরণের জন্যে) অচিরেই আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের কুন্ডলীতে ছুড়ে ফেলবো [১৭].

[২৭] তুমি কি জানো সেই দোযখের আগুনটা কি ধরনের?

[২৮] এটা এমন এক ভয়াবহ আযাব যা (এর অধিবাসীদের) অক্ষত অবস্থায়ও ফেলে রাখবে না- আবার (শাস্তি থেকে) ছেড়েও দেবে না [১৮]।

---

১৫. অর্থাৎ হতভাগা মনে মনে ভেবে-চিন্তে একটা কথা প্রস্তাব করেছিল যে, কোরআন হচ্ছে জাদু। আল্লাহ তার বিনাশ করুন, কেমন অর্থহীন প্রস্তাব করেছে সে। আল্লাহ পুনরায় তাকে বিনাশ করুন, স্বজাতির অনুভূতির আলোকে কেমন মওকা মতো প্রস্তাব উত্থাপন করেছে সে, যে প্রস্তাব শ্রবণ করে সকলেই খুশী হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ সমাবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং মুখ খুব একটা ভ্যাকা ঠেকা করে, যাতে দর্শকরা বুঝতে পারে যে, কোরআনকে সে বেশ ঘৃণার চক্ষে দেখে, কোরআনের প্রতি তার রয়েছে বেশ সংকোচন। অতপর মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন নিতান্তই ঘৃণ্য বস্তু সম্পর্কে তাকে একটা কিছু বলতে হচ্ছে। অথচ ইতিপূর্বে সে স্বীকার করে নিয়েছিল কোরআন মজীদের সত্যতা, আর এখন সাঙ্গপাঙ্গদের তুষ্ট করার জন্য সে স্বীকৃতি ত্যাগ করছে। অবশেষে নিতান্ত অভিমানের সুরে বলে—ব্যস, আর কিছুই নয়, এ-তো সেরেফ জাদু! পুরুষানুক্রমে যা চালু হয়ে আসছে। আর নিশ্চিতই এটা মানুষের কথা, যা যাদু হয়ে পিতাকে পুত্র থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে এবং বন্ধুকে বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন করছে।

১৭. মানে অদূর ভবিষ্যতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বিদ্বেষ আর দম্ভ-অহমিকার দন্ড ভোগ করাবো।

১৮. অর্থাৎ জ্বালাও-পোড়াও থেকে জাহান্নামীদের কোন কিছুই রক্ষা পাবে না। আর জ্বালানোর পর সে অবস্থায়ও ছেড়ে দেয়া হবে না, বরং পুনরায় সাবেক অবস্থায় এনে আবার জ্বালানো হবে। সদা চলবে এ অবস্থা (আল্লাহ পানাহ)।

অধিকাংশ অতীত মনীষী থেকে এ অর্থই উক্ত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন তাফসীরকাররা ভিন্ন অর্থও করেছেন।

www.icsbook.info

لِّلْبَشَرِ ۝٢٩ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٣٠ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ

إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۙ

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوٓا

إِيمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُونَ

مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ

يَّشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝٣١

[২৯] বরং তা দোযখীদের গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে (ছাই ভস্ম বানিয়ে) দেবে [১৯]

[৩০] এই দোযখের প্রহরা ও তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছে উনিশ জন ফেরেস্তা [২০]।

[৩১] আমি ফেরেস্তাদের ছাড়া দোযখের প্রহরী হিসেবে অন্য কাউকে নিযুক্ত করিনি [২১]। এবং তাদের এই সংখ্যাকে (আল্লাহ) অবিশ্বাসকারীদের জন্যে একটি পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি [২২]। (এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো) যেন এর মাধ্যমে যাদের ওপর আমার কেতাব নাযিল হয়েছে তারা (আমার কথার ওপর) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং যারা (আগে থেকেই আমার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের ঈমানও বৃদ্ধি পেতে পারে, (সর্বোপরি) এর ফলে আহলি কেতাব ও মুমীনরা যেন কোনো রকম সন্দেহে নিমজ্জিত না হতে পারে ২৩। এর ফলে যাদের মনে সন্দেহের ব্যাধি রয়েছে তারা এবং সত্যকে সরাসরি প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিরা বলবে [২৪] - এই অভিনব উক্তি দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাতে চান [২৫] ? মূলত (এ ধরনের বক্তব্যের দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, আবার (একই বক্তবের মাধ্যমে) তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথেও পরিচালিত করেন [২৬], (তাছাড়া বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত) তোমার মালিকের সেই বিশাল বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না [২৭]। আর দোযখের) এই (বর্ণনা) তো শধু মানুষদের সতর্ক করে দেয়ার জনেই [২৮] (উল্লেখ করা হলো)

www.icsbook.info

১৯. দেহের চামড়া দগ্ধ করে তার রূপ-অবয়বই পরিবর্তন করে ছাড়বে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'যেমন তপ্ত লৌহকে লাল দেখায়, ঠিক অনুরূপ দেখা যাবে মানুষের গোড়ালি।'

২০. অর্থাৎ জাহান্নামের ব্যবস্থাপনায় ফেরেশতাদের যে বাহিনী নিযুক্ত থাকবে, তাদের অফিসার থাকবেন উনিশ জন ফেরেশতা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীল ফেরেশতার নাম হবে 'মালিক।'

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) অত্যন্ত সবিস্তারে উনিশ জন ফেরেশতার সংখ্যার রহস্য বর্ণনা করেছেন, যা সত্যিই চিন্তা করে দেখার মতো। সার কথা হচ্ছে এই যে, জাহান্নামে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য উনিশ রকমের দায়িত্ব থাকবে, যার মধ্যে প্রতিটি দায়িত্ব আনজাম দেয়ার জন্য কর্তৃত্বে নিয়োজিত থাকবেন একজন ফেরেশতা। কোনই সন্দেহ নেই যে, ফেরেশতাদের শক্তি অনেক। লক্ষ লক্ষ মানুষ এক যোগে যে কাজ করতে পারে না, একজন ফেরেশতা একাই সে কাজ করতে পারেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতিটি ফেরেশতার এ ক্ষমতা সে বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে বৃত্তে কাজ করার জন্য তিনি আদিষ্ট এবং নিয়োজিত। যেমন মালাকুল মাওত এক নিমিষে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নির্গত করতে পারেন। কিন্তু নারীর গর্ভে একটা শিশুর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার তিনি করতে পারেন না। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) চক্ষের পলকে ওহী নিয়ে আগমন করতে পারেন, কিন্তু তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন না। কারণ, এটা তাঁর কাজ নয়। যেমনিভাবে কান দেখতে পারে না, চোখ পারে না শুনতে। যদিও নিজের ধরনের কাজ যতই কঠিন হোক না কেন, তা করতে পারে। যেমন কান হাজার হাজার ধ্বনি শুনতে পারে, তাতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয় না। চোখ একত্রে দেখতে পারে হাজার হাজার রং, কিন্তু তার পরও অক্ষম-অপারগ হয় না। তেমনিভাবে এক ধরনের ফেরেশতা আযাব-শাস্তি দানের জন্য জাহান্নামীদের ওপর নিযুক্ত হন। তাঁর দ্বারা জাহান্নামীদের ওপর এক ধরনের আযাবই হতে পারে। তাঁর যোগ্যতা-ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত অন্য ধরনের আযাব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একারণে উনিশ রকমের শাস্তি দেয়ার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন উনিশ জন দায়িত্বশীল ফেরেশতা (যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে তাফসীরে আযীযীতে)। ওলামারা এ সংখ্যার রহস্য আর তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক কথা-ই বলেছেন। কিন্তু এ অধমের মতে হযরত শাহ আবদুল আযীযের বক্তব্য অতীত গভীর এবং সূক্ষ্ম। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

২১. উনিশ সংখ্যার কথা শুনে মোশরেকেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করে—সংখ্যায় আমরা হচ্ছি হাজারে হাজার; উনিশ জনে কী করতে পারবে আমাদের? বেশ হয়েছে। আমাদের মধ্যে দশ দশ জন করে তাদের একজনের মোকাবেলায় দাঁড়াবো। জনৈক পাহলওয়ান বলে উঠে—সতের জনের জন্য তো আমি একাই যথেষ্ট। আর তোমরা সকলে মিলে দু'জনকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে দেবে। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ উনিশ জন তো ঠিকই; কিন্তু তাঁরা মানুষ নন, ফেরেশতা। তাঁদের শক্তির অবস্থা এই যে, একজন মাত্র ফেরেশতা লূত জাতির গোটা জনপদকে এক বাহুতে উর্ধে উত্তোলন করে নীচে ছুঁড়ে মেরে তছনছ করে ছেড়েছেন।

২২. মানে কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য উনিশ জন ফেরেশতার সংখ্যা উল্লেখ করার একটা বিশেষ রহস্য রয়েছে। প্রসঙ্গে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ সংখ্যা উল্লেখ করায় অবিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা দেখতে চাই, কে সে সংখ্যার কথা শ্রবণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, আর কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

www.icsbook.info

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ

إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

[৩২] না, তা কখনো (হেসে উড়িয়ে দেয়ার মতো বিষয়) নয় (আমি) চাঁদের শপথ (করে বলছি)

[৩৩] শপথ (করছি) রাতের যখন তার অবসান হয়।

[৩৪] শপথ (করছি) প্রভাত কালের যখন তা (দিনের) আলোয় উদ্ভাসিত হয়,

[৩৫] নিঃসন্দেহে জাহান্নাম হবে (মানুষের জন্যে) কঠিনতম বিপদ সমূহের একটি বড়ো বিপদ [২৯]।

[৩৬] মানুষের জন্যে (সরাসরি) ভীতি প্রদান কারী।

[৩৭] যে ব্যক্তি (কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে চায় এবং (অকল্যাণের পথ থেকে) পিছু হটে আসতে মনস্থ করে [৩০]।

---

২৩. এ সংখ্যা সম্পর্কে আহলে কেতাবরা পূর্ব থেকেই জেনে থাকবে, যেমন তিরমিযী শরীফের একটা বর্ণনায় রয়েছে। অথবা আসমানী কেতাবের মাধ্যমে এতটুকু তো তারা জেনে থাকবে যে, ফেরেশতাদের মধ্যে কতটা শক্তি-সামর্থ রয়েছে। আর উনিশ সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। এছাড়াও নানা রকমের শাস্তির বিবেচনায় জাহান্নামের ওপর বিভিন্ন ধরনের ফেরেশতা নিয়োজিত হওয়াই বিধেয়। এ কাজ একা এক জনের নয়। যাই হোক, এ বর্ণনা-বিবরণ দ্বারা আহলে কেতাবের অন্তরে কোরআনের সত্যতায় বিশ্বাস জন্মাবে। অপরদিকে মুমিনদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে, শক্তিশালী হবে এবং কোরআনের বিবরণ সম্পর্কে তাদের উভয় দলের কোন সন্দেহ থাকবে না, থাকবে না তাদের কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব। মোশরেকদের উপহাস আর বিদ্রূপ দ্বারাও তারা হবে না প্রতারিত।

২৪. ...... দ্বারা মোনাফেক এবং দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্পষ্ট অবিশ্বাসীদেরকে।

২৫. মানে উনিশ বলার কি উদ্দেশ্য ছিল? এমন খাপছাড়া আর অসমীচীন কথা কি কেউ মেনে নিতে পারে? (আল্লাহ্‌ পানাহ্‌)।

২৬. অর্থাৎ একই বস্তু দ্বারা বদ যোগ্যতা আর বদ স্বভাবের লোক হয়ে যায় গোমরাহ-বিভ্রান্ত আর সুস্থ প্রকৃতির লোক পেয়ে যায় পথের সন্ধান। মেনে নেয়া যার উদ্দেশ্য নয়, সে কাজের কথাকেও হাসি-ঠাট্টায় উড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে যার অন্তরে থাকে আল্লাহর ভয় আর বিশ্বাসের নূর, তার ঈমান আর একীন বৃদ্ধি পায়।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহর বেশুমার সৈন্যের সংখ্যা কেবল তাঁরই জানা আছে। উনিশ জন তো বলা হয়েছে কেবল জাহান্নামে কর্মরত অফিসারদের সংখ্যা।

www.icsbook.info

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحٰبَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾

فِي جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ

فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ

[৩৮] পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ নিজের কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে। (নিজের অর্জিত কাজের জন্যে সে নিজেই দায়ী)

[৩৯] অবশ্য দক্ষিণ পাশে অবস্থানকারী নেক লোক ছাড়া-

[৪০] তারা অবস্থান করবে (চিরস্থায়ী) জান্নাতে। সেদিন তারা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে,

[৪১] (জিজ্ঞেস করবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত) দোযখীদের [৩১] (সম্পর্কে)

[৪২] এবং বলবে: তোমাদের আজ কিসে এ ভয়াল আযাবে নিক্ষিপ্ত করেছে [৩২]।

---

২৮. অর্থাৎ জাহান্নামের উল্লেখ করা হয়েছে কেবল শিক্ষা আর উপদেশ গ্রহণ করার জন্য, যাতে মানুষ তার কথা শ্রবণ করে আল্লাহর গযবকে ভয় করে এবং নাফরমানী থেকে নিবৃত্ত হয়।

২৯. মানে যে সব বড় বড় ভয়াল-ভয়ংকর বিষয় প্রকাশ পাবে, জাহান্নাম তার অন্যতম।

৩০. সম্মুখে অগ্রসর হবে নেকী বা জান্নাতের দিকে, আর পেছনে থাকবে মন্দ কাজে আটকা পড়ে বা জাহান্নামে পড়ে। যাই হোক, উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নাম সমস্ত মানুষের জন্য বিরাট ভয়ের বস্তু। আর যেহেতু এ ভয়ের পরিণতি আর ফলাফল প্রকাশ পাবে কেয়ামতে—এ কারণে এমনসব বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে, যা কেয়ামতের অনেক উপযোগী। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রের প্রথম দিকে বৃদ্ধি পাওয়া অতপর হ্রাস পাওয়া—এটা হচ্ছে এ জগতের লালন-বর্ধন আর হ্রাস পেয়ে—দুর্বলতার শিকার হয়ে বিনাশ হওয়ার একটা নমুনা। তেমনিভাবে বাস্তব তত্ত্বের লুপ্ত হওয়া আর প্রকাশ পাওয়ায় এ জগতের সঙ্গে পরকালের এমন সম্পর্ক রয়েছে, যেমন সম্পর্ক রয়েছে দিবসের সঙ্গে রজনীর। যেন রজনী অতিক্রমণের সঙ্গে এজগতের বিনাশের এবং ভোরের আলো প্রকাশের সঙ্গে পর জগতের উন্মেষের আভাস রয়েছে। যেন একটি অপরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।

৩১. অর্থাৎ অঙ্গীকার গ্রহণ করার দিন হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশের বাম পার্শ্ব থেকে যারা নির্গত হয়েছিল এবং দুনিয়াতেও যারা সোজা পথ অবলম্বন করেছে এবং হাশর ময়দানেও আরশের ডান দিকে—যেদিকে থাকবে জান্নাত—যারা অবস্থান করবে এবং আমলনামাও যারা পাবে ডান হাতে, তারা বিপদে আটকা পড়বে না। বরং জান্নাতের বাগানে তারা থাকবে স্বাধীন। নিতান্তই নিঃশংক আর নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দচিত্তে একে অপরের অবস্থা অথবা ফেরেশতাদেরকে পাপীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে—তারা গেলো কোথায়? তাদেরকে যে দেখতে পাচ্ছি না!

৩২. অর্থাৎ তারা যখন শুনতে পাবে যে, পাপীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তখন সে পাপীদের প্রতি মুখ করে প্রশ্ন করবে—এত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকার পরও কি করে তোমরা জাহান্নামে এলে?

www.icsbook.info

نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾ حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ
مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

[৪৩] তারা বলবে আমরা নামাযীদের দলে (কখনো) শামিল ছিলাম না.

[৪৪] এবং ক্ষুধার্ত ও অভাবী ব্যক্তিদের আমরা খাবার দিতাম না.

[৪৫] (সত্যের বিরুদ্ধে) যারা অন্যায় ও অমূলক আলোচনায় উদ্যত হতো আমরাও তাদের সাথে মিলে (একই ধরনের উদ্ভট) কথা বানাতাম।

[৪৬] সর্বোপরি আমরা বিচার দিন তথা আখেরাতকে অস্বীকার করতাম।

[৪৭] (এমনি অস্বীকার করতে করতে) একদিন সত্যই আমাদের সামনে (অবধারিত) মৃত্যু এসে হাযীর হলো [৩৩],

[৪৮] তাই আজ কোনো সুপারিশকারীর কোনো সুপারিশই কোনো উপকারে আসবে না [৩৪]।

[৪৯] (বলতে পারো) এদের কি হয়েছে, এরা এই (সত্যনিষ্ঠ) বানী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন [৩৫]?

[৫০] (অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়) এরা যেন বনের এক একটি ভীত সন্ত্রস্থ গাধা।

[৫১] যা সিংহের আক্রমণ থেকে পালাতে (এতো) ব্যস্ত [৩৬](যে, তার কোনো কিছুর দিকেই তাকাবার সময় নাই),

---

৩৩. অর্থাৎ চিনতে পারেনি তারা আল্লাহর অধিকার আর নেয়নিবান্দাদের কোন খবর। অবশ্য অন্যলোকদের মতো সত্যের বিরুদ্ধে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং অসৎ লোকদের সাথে বাস করে সন্দেহ-সংশয়ের চোরাবালিতে ধসে পড়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, ইনসাফের দিন যে আসবে, তা আমাদের বিশ্বাসই হয়নি। সব সময় এ বিষয়টাকে অবিশ্বাসই করে আসছিলাম, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মুহূর্ত এসে পড়ে মাথার ওপর। আর স্বচক্ষে অবলোকন করে সেসব বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে, যেসব বিষয়কে আমরা করে আসছিলাম অবিশ্বাস।

৩৪. কাফেরদের পক্ষে কেউ সুপারিশ করবে না, আর করলেও তা কবুল হবে না, হবে না গ্রাহ্য।

৩৫. মানে এসব বিপদ তো সুম্মখেই উপস্থিত, কিন্তু উপদেশ শ্রবণ করেও চেতনা ফিরে আসে না, বরং শ্রবণ করতেই চায় না।

৩৬. অর্থাৎ সত্যের কোলাহল আর আল্লাহর বাঘা বান্দাদের আওয়াজ শ্রবণ করেও জংলী গর্দভের ন্যায় পলায়ন করে।

www.icsbook.info

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا
مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّآ اِنَّهٗ
تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ
اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۖ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

[৫২] কিন্তু তাদের মধ্যকার প্রতিটি ব্যক্তিই চায়, স্বতন্ত্র ভাবে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ তার সামনে কেউ খুলে ধরুক [৩৭]।

[৫৩] (অথচ এরা জানে যে) এটা কখনো সম্ভব নয় [৩৮] - (আসল কথা হচ্ছে) এই লোকেরা শেষ বিচারের দিনক্ষণকে মোটেই ভয় করে না [৩৯].

[৫৪] না কখনো তা (অবজ্ঞার বিষয়) নয়, এটি একটি নসীহত মাত্র ৪০।

[৫৫] অতএব এক্ষণে যার যার ইচ্ছা সে যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ৪১,

[৫৬] (সত্যি কথা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা কখনো এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না।

[৫৭] একমাত্র তিনিই ভয় করার যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই ক্ষমার মালিক [৪৩]।

---

৩৭. মানে পয়গাম্বরের কথা মানতে চায় না। বরং তাদের প্রত্যেকের কামনা এই যে, স্বয়ং তারই ওপর আল্লাহর উন্মুক্ত সহীফা অবতীর্ণ হোক এবং তাকেই করা হোক পয়গাম্বর,...........এমনকি আমাদেরকে দেয়া হোক, যেমন দেয়া হয়েছে আল্লাহর রসূলদেরকে (সূরা আনআম রুকূ ১৪)। অথবা তাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিকট সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক লিখিত পুস্তিকা আগমন করুক, ...

৩৮. অর্থাৎ এরকম কিছুতেই হতে পারে না। কারণ, তাদের মধ্যে সে যোগ্যতাও নেই আর নেই তার কোন প্রয়োজনও।

৩৯. অর্থাৎ এসব অহেতুক নিবেদনও এ উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে না যে, এমন করা হলে তারা সত্যি সত্যিই মেনে নেবে; বরং এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, তারা পরকালের আযাবকে ভয় করে না। একারণে সত্যের কোন অন্বেষাই নেই তাদের মধ্যে। এসব আবেদন-নিবেদন করছে কেবল হঠকারিতা করার জন্যেই। তর্কের খাতিরে যদি এসব আবেদন পূরণও করা হয়, তবু তারা অনুসরণ করবে না।'

'আমরা তোমার ওপর কাগজে (লিখিত) কেতাব নাযিল করি এবং তারা স্বহস্তে তা স্পর্শও করে। তবু কাফেররা অবশ্যই বলবে, এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়' (সূরা আনআ, রুকূ ১)।

www.icsbook.info

৪০. মানে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কেতাব দেয়া হবে—এটা হতে পারে না। উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এ এক কেতাব (কোরআন)-ই যথেষ্ট।

৪১. হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ (এ কেতাব) একজনের ওপর নাযিল হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? সকলেরই তো তা কাজে আসে।

৪২. আর আল্লাহর চাওয়া-না চাওয়া সবই হেকমত-প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা কোন মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না। সকলের যোগ্যতা-ক্ষমতা সম্পর্কে তিনিই ভালোভাবে জানেন আর তদনুযায়ী আচরণ করেন।

৪৩. মানে মানুষ যত গুনাহ—যত পাপই করুন না কেন, অতপর সে যখন তাক্ওয়ার পন্থা অবলম্বন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তখন আল্লাহ্ তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং তার তাওবা কবুল করে নেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে, এ প্রসঙ্গে নবী বলেছেন—

'অর্থাৎ আমি উপযুক্ত যে, বান্দাহ্ আমাকে ভয় করবে এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না কোন কাজেই। অতপর বান্দাহ্ যখন আমাকে ভয় করে (এবং শের্ক থেকে পবিত্র হয়) তখন আমার শান এই যে, আমি তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবো।' আল্লাহ্ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ আর রহমতে আমাদেরকে তাওহীদ আর ঈমানের ওপর চির অবিচল রাখুন এবং আপন মেহেরবাণীতে আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করুন—আমীন।

www.icsbook.info

সূরা আল ক্বিয়ামাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭৫ . আয়াত সংখ্যাঃ ৪০, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝۱ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ

اللَّوَّامَةِ ۝۲ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝۳

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] আমি শপথ করছি রোজ কেয়ামতের [১].

[২] আমি শপথ করছি সে প্রকৃতির, যা (নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে সদা) নিজেকে ধিক্কার দেয় [২]।

[৩] মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, (একবার মরে পচে গেলে) আমি (পূনরায়) তাদের অস্থিমজ্জা গুলো একত্রিত (করে আবার মানুষে রূপান্তরিত) করতে পারবো না [৩].

---

১. অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের, যা সম্ভব হওয়া জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এবং যার সংঘটন নিশ্চিত হওয়া এমন সত্যবাদী সংবাদ বাহকের খবর দ্বারা প্রমাণিত, যার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত, দ্ব্যর্থহীন যুক্তিপ্রমাণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার শপথ করে বলছি যে, মৃত্যুর পর তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে এবং ভালো-মন্দের হিসাবও হবে অবশ্যই।

এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, দুনিয়াতে কয়েক ধরনের বস্তু রয়েছে, মানুষ যার শপথ করে। মানুষ শপথ করে তার মাবূদ-উপাস্যের, কোন সম্মানিত মহান সত্তার, কোন গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর, কোন প্রিয় বা দুর্লভ বস্তুর, তার সৌন্দর্য বা বিরলতা প্রমাণ করার জন্য—যেমন বলা হয়, অমুকের কিসমতের কসম খেয়ে বলুন। বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রে পন্ডিত বিশেষজ্ঞরা এদিকেও লক্ষ্য রাখেন যে, যে বিষয়ের কসম খাওয়া হয়েছে এবং যে বিষয়ের ওপর কসম খাওয়া হয়েছে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সমতা থাকতে হবে। যে বিষয়ের ওপর কসম খাওয়া হয়েছে, সর্বত্র তাকে যার ওপর কসম খাওয়া হয়েছে, তার ওপর সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে-এটা জরুরী—আবশ্যকীয় নয়, যেমন কবি যাওক বলেন,

'তোমার তরবারির নিকট আমি এমনই অনুগৃহীত যে, তোমার মাথার কসম, আমার মাথা উঠতেই পারে না।'

www.icsbook.info

এখানে নিজের মস্তক উঠতে না পারার ওপর মাহবুব—প্রিয় জনের মস্তকের শপথ করা নিতান্তই সমীচীন! সত্য শরীয়ত তথা ইসলাম গায়রুল্লাহর শপথ করা বান্দাহদের জন্য হারাম করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার শান বান্দাদের চেয়ে ভিন্ন। তিনি নিজের বাদে অন্যদের শপথ করেন। তিনি সাধারণত এমনসব বস্তুর শপথ করেন, যা তাঁর নিকট প্রিয়, কল্যাণ কর বা মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ বা যে বিষয়ের ওপর কসম খাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ের জন্য তা সাক্ষ্য ও প্রমাণের কাজ দিতে পারে। এখানে রোজ কেয়ামতের কসম খাওয়া হয়েছে, তা নিতান্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে, আর যে বিষয়ের ওপর কসম খাওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যও প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট। কারণ, পুনরুত্থান আর প্রতিদানের স্থান-পাত্রই হচ্ছে রোজ কেয়ামত। আর আল্লাহই তো সবচেয়ে ভালো জানেন।

২. বিশেষজ্ঞরা লিখেছেন যে, মানুষের নাফ্স্ একই বস্তু, কিন্তু তিনটা অবস্থার কারণে তার নাম হয়েছে তিনটা—নাফ্স্ যদি ঊর্ধ জগতের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহর এবাদাত-ফরমাবরদারীতে সে যদি আনন্দ লাভ করে এবং শরীয়তের পায়রবী অনুসরণে সে যদি অনুভব করে শান্তি আর তৃপ্তি, তবে সে নাফ্স্কে বলা হয় 'মুত্মাইন্নাহ'—প্রশান্ত পরিতৃপ্ত আত্মা,

'হে প্রশান্ত-পরিতৃপ্ত আত্মা! তুমি ফিরে যাও তোমার পালনকর্তার দিকে সন্তুষ্ট আর সন্তোষভাজন হয়ে' (সূরা ফাজ্র)। আর যদি তা নুয়ে পড়ে অধো জগতের প্রতি এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, স্বাদ-আস্বাদ এবং খাহেশাতে জড়িয়ে পড়ে মন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং শরীয়তের অনুসরণ থেকে পলায়ন করে, তাকে বলা হয় 'নাফ্সে আম্মারা' নির্দেশদাতা আত্মা। কারণ, সে মানুষকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।

'আমি আমার নাফ্স্কে নির্দোষ বলছি না, নিশ্চয় নাফ্স্ মন্দ কর্মে বড় নির্দেশদাতা' (সূরা ইউসুফ, রুকূ৭)। আর যদি কখনো অধো জগতের প্রতি নুয়ে পড়ে এবং মনস্কামনা আর ক্রোধে নিপতিত হয়; আবার কখনো উধ জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়ে সেসব কাজকে খারাপ মনে করে এবং সেসব থেকে পলায়ন করে এবং কোন মন্দ কর্ম সাধিত হওয়া এবং কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাওয়ার পর লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে তিরস্কার করে, তবে তাকে বলা হয় 'নাফ্সে লাওওয়ামা'—বড় তিরস্কারকারী আত্মা।

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'মানুষের মন প্রথমে খেলাধুলা এবং মজায় মত্ত হয়। কখনো নেকীর দিকে আগ্রহী হয় না। এমন মনকে বলা হয় মন্দ কর্মের আদেশদাতা। অতপর হুঁশ হয়, ভালো-মন্দ বুঝতে পারে এবং ফিরে আসে। কখনো (গাফলতি-অবহেলা হলে পর) আপন স্বভাবের পেছনে ছুটে যায়। পরে বুঝতে পেরে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করে, তিরস্কার করে। এমন নাফ্সকে বলা হয় 'নাফ্সে লাওওয়ামা'—তিরস্কারকারী আত্মা। অতপর যখন পরিপূর্ণরূপে সতর্ক-সংশোধন হয়ে যায়, অন্তর থেকে নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, অনর্থক কাজ থেকে নিজে নিজেই পলায়ন করতে শুরু করে, মন্দ কাজ করা, বরং তার ধারণা করতেও কষ্ট বোধ করে, তখন এ নাফ্স্ হয়ে যায় 'মুত্মাইন্নাহ'—প্রশান্ত-পরিতৃপ্ত আত্মা।' (স্বল্প পরিবর্তনসহ) এখানে 'নাফ্সে লাওওয়ামার' কসম খেয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতি যদি সুস্থ হয়, তাহলে মানুষের 'নাফ্স্' দুনিয়াতেই মন্দ আর ক্রুটির জন্য তিরস্কার করে আর এ বস্তুটাই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে কেয়ামতের দিন।

৩. অর্থাৎ তাদের ধারণা, হাড়-গোড় পর্যন্ত গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে গেছে, আর তার কণা মাটির কণার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন কেমন করে সেসব একত্র করে জুড়ে দেয়া হবে? এ কাজটা তো অসম্ভব মনে হয়।

www.icsbook.info

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝٤ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ
لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝٥ يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَاِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩

[৪] হাঁ অবশ্যই, (আমি তা পারবো শুধু পুনরায় তৈরীই নয়) আমি তো বরং তার আংগুল গুলোও পুনবিন্যাস্থ করে দিতে সক্ষম [৪] ,

[৫] কিন্তু মানুষ কিভাবে তার সম্মুখের অবধারিত বিষয়কে অস্বীকার করতে চায়?

[৬] তারা (অবান্তর) প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে- (বলো তো তোমার প্রতিশ্রুত) কেয়ামত আসবে কবে [৫] ?

[৭] (তুমি তাদের বলো) যেদিন দৃষ্টি শক্তি স্থবীর হয়ে যাবে [৬] , (মানুষ কিছুই দেখতে পাবে না),

[৮] চাঁদ তার আলো হারিয়ে নিস্প্রভ হয়ে যাবে [৭],

[৯] চাঁদ ও সুরুজ (বর্তমান ব্যবস্থাপনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে) উভয়ে একাকার হয়ে যাবে [৮] ,

---

৪. অর্থাৎ আমরাতো অঙ্গুলির রেখাগুলো পর্যন্ত ঠিক মতো সাজাতে পারি। বিশেষ করে অঙ্গুলির রেখার উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, এগুলো হচ্ছে দেহের শেষ প্রান্ত আর প্রতিটি বস্তুর পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তার শেষ প্রান্ত দিয়ে। এ প্রসঙ্গে আমরা কথাবার্তায় বলে থাকি—আমার জোড়ায় জোড়ায় গিরায় গিরায় ব্যথা। আর একথার উদ্দেশ্য হয় গোটা দেহ। ওপরন্তু ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হলেও শিল্প-সৌকর্য এসবের ওপরই নির্ভর করে বেশী। সাধারণত এ ক্ষুদ্র কাজটাই বেশী কঠিন এবং সূক্ষ্ম। এ ক্ষুদ্র আর সূক্ষ্ম কর্মটি সাধন করতে যে সক্ষম, সে এর চেয়ে সহজ কর্ম অবশ্যই সাধন করতে সক্ষম হবে।

৫. অর্থাৎ যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে বলে অসম্ভব, তাদের এ অস্বীকৃতির কারণ এ নয় যে, বিষয়টা খুবই জটিল এবং কঠিন। এর কারণ এটাও নয় যে, আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ কুদরতের যুক্তি-প্রমাণ আর নিদর্শন অস্পষ্ট। বরং মানুষ চায় যে, কেয়ামত আসার পূর্বেই যে কয়টা দিন অবশিষ্ট রয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে পাপ-কর্ম করে নিতে। কেয়ামতের কথা যদি স্বীকারই করে নেয় এবং আমলের হিসাব-কেতাবের ভয় যদি মনে চেপে বসে, তাহলে এতটা নির্ভীকভাবে পাপাচারে মত্ত থাকতে পারবে না। একারণে কেয়ামতের বিষয়টা মনের কোণে উদয় হতেই দেয় না। এতে ভোগ-বিলাস আর আরাম-আয়েশ হবে বাধাগ্রস্ত ও কলুষিত। বরং সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাস আর হঠকারিতা এবং অহংকারের সঙ্গে প্রশ্ন করে—কি সাব! আপনার কেয়ামত কবে আসবে? সত্যিই যদি কেয়ামত আসবার থাকে, তবে দিন-ক্ষণ নির্ণয় করে বলুন না, কোন্ সালে কোন্ মাসে তা আসবে?

৬. মানে আল্লাহ তায়ালার রোষ মিশ্রিত মাহাত্ম্যে যখন চক্ষু ছানাবড়া হয়ে পড়বে, অবাক বিস্ময়ে চোখে যখন ধাঁ-ধাঁ দেখবে, এবং সূর্য যখন এসে পড়বে মাথার নিকটবর্তী।

www.icsbook.info

يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ
رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا
قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ
أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾

[১০] (সেদিন কেয়ামতের এই বিভীষিকাময় দেখার পর) মানুষগুলো সব বলে উঠবে, (সত্যিই তো কেয়ামত এসে গেলো) কোথায় আজ পালানোর জায়গা (আমাদের?)

[১১] (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচন্ড ঘোষণা আসবে) না, আজ (আর তোমাদের পালাবার কোনো জায়গা নেই) নেই কোনো আশ্রয় স্থল

[১২] আজ আশ্রয় স্থল ও ঠাই আছে (একটাই এবং তা হচ্ছে) তোমার মালিকের কাছে [৯]।

[১৩] সেদিন প্রতিটি মানুষকে খুলে খুলে একথা জানিয়ে দেয়া হবে যে, কি কাজ নিয়ে সে আজ হাযীর হয়েছে, আর কি কি কাজ যা সে পেছনে রেখে এসেছে [১০] (করে আসতে পারেনি)।

[১৪] মূলত মানুষ নিজেরাই নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে সম্যক অবগত আছে।

[১৫] যদিও সে (তার দোষ ত্রুটির স্বপক্ষে) বিভিন্ন অজুহাত পেশ করতে চাইবে [১১]. (কিন্তু নিজের কাজকর্ম তার ভালোই জানা থাকবে)

[১৬] (হে নবী) তুমি নিজের জিহবাকে নাড়িয়ো না (ওহী দ্রুত মুখস্ত করার চেষ্টা করো না),

---

৭. অর্থাৎ আলোহীন হয়ে পড়বে। সম্ভবত স্বতন্ত্রভাবে চন্দ্রের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, আরবরা চান্দ্র মাসের হিসাব করতো বিধায় চন্দ্রের অবস্থা দেখার প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করতো।

৮. মানে আলোহীন হওয়ায় উভয়ে হবে সম অংশীদার।

৯. অর্থাৎ এখন তো বলছে—কোথায় সেদিন? আর তখন সম্বিত হারা হয়ে বলবে—আজ পালাবো কোথায়? কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবো? এরশাদ হবে—আজ পালাবার মওকা নেই, মওকা নেই প্রশ্ন করার। আজ কোন শক্তিই তোমাকে রক্ষা করতে পারে না। দিতে পারে না তোমাকে আশ্রয়। আজ সকলকে হাজির হতে হবে পরওয়ারদেগারের আদালতে অবস্থান করতে হবে তাঁরই সম্মুখে। অতপর যার ক্ষেত্রে তিনি যা ফয়সালা করেন, মেনে নিতে হবে তা-ই।

১০. অর্থাৎ আগে-পরের সমস্ত আমল—ভালো-মন্দ যাই কিছু হোক, সবই তাকে অবহিত করা হবে।

১১. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'অর্থাৎ নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে পালনকর্তার একত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে (আর এটাও জানতে পারবে যে, সকলকেই তাঁর

www.icsbook.info

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

[১৭] এর (যথাযথ) হেফাজত করা ও (ঠিক মতো) তোমাকে পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার.

[১৮] অতএব (এখন থেকে) আমি যখন কোরআন পড়ি তখন তুমি আমার পড়ার (দিকে মনোযোগ দাও, এবং এর) যথার্থ অনুসরণ করার চেষ্টা করো।

[১৯] (কোরআনের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জানার ব্যাপারেও তুমি ব্যস্ত হয়ো না)। আমারই দায়িত্ব তোমাকে এর বিশদ ব্যাখ্যা বলে দেয়া [১২]।

[২০] না, (আসল কথা হচ্ছে) তোমরা (দ্রুত যে জিনিসটি অর্জন করা যায় সম্মুখের) এই দুনিয়ার জগতকে বেশী ভালোবাসো.

দিকে ফিরে যেতে হবে) আর আমার বুঝে যা কিছু আসে না, সে সবই বাহানামাত্র।' কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকার এ অংশকে ......সঙ্গে যুক্ত মনে করেন। অর্থাৎ জানাবার ওপরই নির্ভর করে না, মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। যদিও স্বভাবের তাড়নায় সেখানেও ছুতো তালাশ করবে এবং ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেবে, যেমন কাফেররা বলবে—

'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহর কসম, আমরা মোশরেক ছিলাম না। বরং এখানে এ দুনিয়াতেও যে মানুষের অন্তর একেবারেই বিকৃত হয়ে যায়নি, সে নিজের অবস্থা ভালো করেই জানে। যদিও অন্যদের সামনে টাল-বাহানা আর ছল-চাতুরী করে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করার যতই চেষ্টা করুক না কেন।

১২. শুরুতে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন নিয়ে আগমন করতেন, তখন তাঁর পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নবীও পাঠ করতেন। তিনি এটা করতেন তাড়াতাড়ি স্মরণ করা আর শিখে নেয়ার জন্য। এমন যেন না হয় যে, জিব্রাঈল বলে যাবেন, কিন্তু ওহী ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকবে না। কিন্তু এরকম করতে গিয়ে নবীর বেশ কষ্ট হতো। প্রথম শব্দ আওড়াতে আওড়াতে পরবর্তী শব্দ শুনতে পেতেন না। বুঝতেও যে কষ্ট হতো, তা-ও প্রকাশ্যেই বুঝা যায়। এতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তখন পাঠ করা আর মুখ সঞ্চালন করার প্রয়োজন নেই। সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করে শ্রবণ করতে হবে। এ চিন্তা করবে না যে, ইয়াদ থাকবে না। তাহলে পরে তা পাঠ কিভাবে করবো? আর মানুষকেই বা শুনাবো কিভাবে? তোমার বক্ষে অক্ষরে অক্ষরে তা স্থাপন করা এবং তোমার যবানে পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। জিব্রাঈল (আঃ) যখন আমার পক্ষ থেকে পাঠ করে, তখন নীরবে শ্রবণ করে যাবে। পরবর্তীতে তা স্মরণ করানো এবং তার জ্ঞান ও তত্ত্ব তোমার ওপর বিকশিত করা এবং তোমার যবানীতে অন্যদের নিকট পৌঁছানো—এসবের জন্য আমি যিম্মাদার। এরপর নবী জিব্রাঈলের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করা ত্যাগ করেন। এটাও একটা মোজেযা হলো যে, গোটা ওহী শ্রবণ করেন, তখন মুখে একটা শব্দও উচ্চারণ করেন না। কিন্তু ফেরেশতার চলে যাওয়ার পর অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ বিন্যাস আর ক্রমানুসারে একটা যের-যবরও পরিবর্তন না করে সমস্ত ওহী তরতর গতিতে শুনিয়ে-বুঝিয়ে দেন। এটাও হয়েছে এ দুনিয়ায়—এর একটা ক্ষুদ্র নমুনা। অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ তায়ালার এমন

www.icsbook.info

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ

أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ

[২১] এবং পরকালীন জীবনকে করো উপেক্ষা [১৩]।

[২২] (জানো সেই পরকালীন জীবনটা কেমন?) সেদিন কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে,

[২৩] এবং এই (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা (প্রবল তৃপ্তি সহকারে) তাদের মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকবে [১৪]।

[২৪] আবার কিছু মুখের চেহারা হয়ে যাবে উদাস ও বিবর্ণ [১৫]।

[২৫] তারা ভাবতে থাকবে যে, (এক্ষুনি বুঝি) তাদের সাথে কোমর চূর্ণ বিচূর্ণকারী আচরণ করা হবে [১৬],

[২৬] না, (মৃত্যুর হাত থেকে বাচাঁর কোনো উপায় নেই, মানুষের প্রাণ) তার কণ্ঠনালীর পাশে এসে যাবে [১৭],

---

ক্ষমতা রয়েছে যে, ফেরেশতার বলে যাওয়ার পর পূর্ণ ক্রমানুসারে সামান্যতম ভ্রান্তি ব্যতিরেকেই তাঁর পয়গাম্বরের বক্ষে নিজের ওহীকে অক্ষরে অক্ষরে স্থাপন করতে তিনি সক্ষম, সে আল্লাহ কি বান্দাদের পূর্বাপর সমস্ত আমল—যার কিছু কিছু তো কর্তা নিজেই বিস্মৃত হয়েছে—একত্র করে এক সময় তার সম্মুখে উপস্থিত করতে সক্ষম নন? তিনি কি সক্ষম নন তা মানুষকে ভালোভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে? অনুরূপভাবে মানুষের হাড়-গোড়ের বিক্ষিপ্ত অণুকে সব স্থান থেকে সংগ্রহ করে ঠিক পূর্বের বিন্যাস অনুযায়ী নব পর্যায়ে অস্তিত্ব দান করতেও তিনি কি সক্ষম নন? এটা এবং এর চেয়ে বেশী কিছু করতেও তিনি নিঃসন্দেহে সক্ষম।

১৩. অর্থাৎ কেয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদের অস্বীকৃতি কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ ভিত্তিক নয়। আদৌ এর কোন যুক্তি নেই; বরং দুনিয়া নিয়ে নিমগ্ন থাকাই হচ্ছে এর কারণ। দুনিয়া যেহেতু শীঘ্র প্রাপ্ত নগদবস্তু, তাই দুনিয়াই তোমাদের কাম্য। আর আখেরাতকে বাকী মনে করে পরিত্যাগ কর। কারণ, তা আসতে এখনো বিলম্ব আছে। তাড়াহুড়া করা মানুষের প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, নেক লোকেরা পছন্দনীয় বস্তু অর্জনে তাড়াহুড়া করে, যার দৃষ্টান্ত এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে ......এ আয়াতে। আর বদতমীয মানুষ সে জিনিসকেই পছন্দ করে, যা শীঘ্র হস্তগত হয়—শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি যতই ধ্বংসাত্মক হোক না কেন।

১৪. এখানে আখেরাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন মোমেনদের চেহারা হবে তরতাজা, হাস্যোজ্জ্বল। আর আসল মাহবুবের মোবারক দীদারে তাদের চক্ষু হবে আলোকিত। কোরআন এবং মুতাওয়াতের বহু বর্ণনায় হাদীস থেকে জানা যায় যে, আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার দীদার হবে। গোমরাহ বিপথগামীরা এটা অস্বীকার করে। কারণ, এ দওলত তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ
بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۣالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ

[২৭] এ (আপাদকালীন) সময়ে তাকে বলা হবে যাদু টোনা ও ঝাড় ফুঁক দেয়ার মতো এমন কেউ কি আছে [১৮] (যে তাকে এসময় বাঁচাতে পারে)

[২৮] (যখন কোনো বাঁচানেওয়ালা পাওয়াই যাবে না তখন সে বুঝে নেবে যে, (পৃথিবী থেকে) এই তার বিদায় [১৯] (নেয়ার ক্ষণ),

[২৯] (আর এভাবেই) তার (ইহকালীন জীবনের শেষ) পা' (পরকালীন জীবনের প্রথম) পা'র সাথে জড়িয়ে যাবে [২০]।

[৩০] আর সেই দিনটিই হবে তোমার মালিকের দিকে (তোমার অনন্ত) যাত্রার সময়[২১]।

'হে আল্লাহ! এ নিয়ামত থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না, যার ওপরে আর কোন নেয়ামত হতে পারে না।'

১৫. অর্থাৎ পেরেশান আর দীপ্তিহীন হবে।

১৬. অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে যে, এখন সে ব্যাপারটা ঘটবে এবং সে আযাব ভোগ করতে হবে, যা একেবারেই কোমর ভেঙ্গে দেবে।

১৭. মানে আখেরাতকে কখনো দূরে মনে করবে না। আখেরাতের সফরের প্রথম মনযিল হচ্ছে মৃত্যু, যা একদম নিকটবর্তী। বাকী মনযিলগুলো অতিক্রম করে শেষ ঠিকানায় গিয়ে পৌছবে। যেন প্রতিটি ব্যক্তির মৃত্যু তার পক্ষে বড় কেয়ামতের একটা ক্ষুদ্র নমুনা। যেখানে রোগীর প্রাণ কণ্ঠাগত, শ্বাস যেখানে গলায় আটকা পড়ার উপক্রম, সেখানে বুঝে নেবে যে, তার আখেরাতের সফর শুরু হয়ে গেছে।

১৮. এমন নৌরাশ্যজনক মুহূর্তে ডাক্তার-কবিরাজদের কোন সাধ্য-সাধনা থাকে না। মানুষ যখন বাহ্যিক চিকিৎসা আর তদবীরের সামনে অক্ষম-অপারগ হয়ে পড়ে, তখন ঝাড়-ফুঁক আর তাবীজ-তুমারের কথা চিন্তা করে। বলে, এমন কেউ কি আছে, ঝাড়-ফুঁক দ্বারা যে একে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে? কোন কোন অতীত মনীষীর মতে..... ফেরেশতাদের উক্তি, যে সব ফেরেশতা আগমন করেন মালাকুল মাওতের সঙ্গে জান কবয করার সময়। তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করেন—এ মৃত ব্যক্তির রূহ কে বহন করে নিয়ে যাবে? রহমতের ফেরেশতা, না আযাবের ফেরেশতা? এ ব্যাখ্যা মতে..... হবে উর্ধ গমন। তখন শব্দটা ....তথা 'ঝাড়-ফুঁক থেকে উৎপন্ন' হবে না।

১৯. অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তি তখন বুঝতে পারবে যে, স্বজন-প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব আর প্রিয় বস্তু সব কিছু ছেড়ে এখন তাকে চলে যেতে হবে। হতে হবে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হবে।

২০. মানে মৃত্যু-যন্ত্রণার কঠোরতার ফলে কোন কোন সময় পায়ের এক গোড়ালি অন্য গোড়ালির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ওপরন্তু দেহের নিম্নাংশের সঙ্গে রূহের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর

www.icsbook.info

وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلٰى أَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ﴿٣٥﴾

রুকূঃ ২

[৩১] (এই অনন্ত যাত্রার পর অপরাধী ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন বলা হবে) এই (জাহান্নামী) ব্যক্তিটি সত্যকে (সত্য বলে) স্বীকার করেনি, এবং (সে সত্যের দাবী (মোতাবেক) নামাযও প্রতিষ্ঠা করেনি।

[৩২] বরং (তার বদলে) সে সত্যকে মিথ্যা (প্রতিপন্ন) করলো এবং (সনাতন সত্য থেকে) সে মুখ ফিরিয়ে নিলো,

[৩৩] (এর পরও সে সরল পথে এলো না বরং জাহান্নামের কথা শোনা সত্ত্বেও) সে অত্যন্ত দম্ভ ও অহমিকা ভরে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে চলে গেলো [২২].

[৩৪] হাঁ (এই পরিনাম) তোমাকে মানায় (এই বিপর্যয়ও ধ্বংস) তোমারই প্রাপ্য।

[৩৫] হাঁ (সত্যিই) এই আচরণ তোমারই সাজে, (যে আচরণ তুমি দেখিয়েছো তার এই পরিনাম) তোমার জন্যেই মানায় ভালো [২৩]!

গোড়ালি নাড়াচাড়া করা এবং এক গোড়ালি থেকে অন্য গোড়ালি পৃথক করার ক্ষমতা মৃতপ্রায় ব্যক্তির থাকে না। এ কারণে অনিচ্ছাকৃত ভাবে এক গোড়ালি অন্য গোড়ালির ওপর পতিত হয়। কোন কোন মনীষী বলেন, আরবদের বাকধারায় রূপক অর্থে ভীষণ বিপদ। তখন আয়াতের তরজমা হবে—এক বিপদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর এক বিপদ। কারণ, তখন মৃতপ্রায় ব্যক্তির সম্মুখে দুটি বিপদ উপস্থিত হয়। প্রথম বিপদ হচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া, যা তার জন্য কঠিন কাজ। ধন-দওলত, পরিবার-পরিজন, পদ-মর্যাদা আর সম্মান-প্রতিপত্তি এসব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়া, তখন তার মনে পড়ে দুশমনের আনন্দ আর অপবাদের কথা-মনে পড়ে বন্ধু-স্বজনদের ব্যথা-বেদনার কথা। আর দ্বিতীয় বিপদটি হচ্ছে এর চেয়েও বড়—কবর আর আখেরাতের চিন্তা। এ বিপদটা কেমন তা বর্ণনা করে বুঝানো কঠিন।

২১. মানে এখান থেকেই শুরু হয় আখেরাতের সফর। যেন বান্দা এখন আপন পালনকর্তার প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিজের অবহেলা আর বোকামির কারণে পূর্ব থেকে সফরের সামগ্রী ঠিক ঠিক করে নেয়নি এত দীর্ঘ সফর পাড়ি দেয়ার জন্য কোন সম্বলও আনেনি সঙ্গে করে।

২২. মানে পয়গাম্বরদেরকে সত্য জ্ঞান করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে তাদেরকে অবিশ্বাস করে এসেছে। নামায পড়া আর মালিকের প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে সব সময় সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলেছে। কেবল এটাই নয়, বরং নিজের বিদ্রোহ-অবাধ্যতা আর হতভাগ্যতার জন্য গর্ব-অহমিকা প্রদর্শন করে সদর্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকটও গমন করতো। যেন কোন বড় বীরত্ব আর বুদ্ধিমানের কাজ করে এসেছে।

২৩. অর্থাৎ ওহে হতভাগা! এখন তোর হতভাগ্য উপস্থিত হয়েছে। একবার নয়, বহুবার। এখন অকল্যাণের পর অকল্যাণ আর ধ্বংসের পর ধ্বংস। আল্লাহর নব নব শাস্তির তোর চেয়ে

www.icsbook.info

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ

يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ

فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

[৩৬] এই মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে তাকে এমনি লাগামহীন অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে [২৪] (কোন দায়-দায়িত্ব তার ওপর বর্তানো হবে না?)

[৩৭] (না, তার সৃষ্টি কৌশল তো বলে না, শুরুতে এক সময়) সে কি এক ফোটা স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিলোনা [২৫]?

[৩৮] তারপর এক পর্যায়ে তা পরিণত হলো রক্তপিন্ডে, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (সেই রক্তপিন্ড থেকে) তাকে মানুষের আকৃতি দিলেন এবং মানব দেহের সব কিছু দিয়ে তাকে সুবিন্যস্ত করলেন।

[৩৯] অতপর (সৃষ্টি জগতে বৈচিত্র আনয়ন করা ও সমাজ পত্তনের মহান উদ্দেশ্যে) আল্লাহ তায়ালা কি সে অবস্থা থেকে নারী পুরুষের দুই ধরনের মানুষ পয়দা করেননি?

[৪০] (এই সৃষ্টির কলা কৌশল দেখার পরও) কি তোমরা মনে করো যে, আল্লাহ তায়ালা পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না [২৬]?

বড় যোগ্য আর কে হবে?

সম্ভবত প্রথম অকল্যাণ বিশ্বাস না করার, নামায না পড়ার দ্বিতীয় অকল্যাণ আরো অগ্রসর হয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়ার এবং তৃতীয় আর চতুর্থ অকল্যাণ হচ্ছে এ দু'টির প্রতিটিকে গর্ব করার মতো মনে করার। এ বাক্যে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৪. মানে মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই অনর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? আদেশ-নিষেধের কোন শর্ত তার প্রতি আরোপ করা হবে না? মৃত্যুর পর তাকে কি উত্তোলন করা হবে না? ভালো-মন্দ সব কিছুর হিসাব কি আমরা গ্রহণ করবো না?

২৫. অর্থাৎ গর্ভাশয়ে।

২৬. অর্থাৎ বীর্য থেকে জমাট রক্তের আকার ধারণ করে অতপর আল্লাহ তার জন্মের সকল স্তর পূর্ণ করে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত বাহ্যিক অঙ্গ আর বাতেনী তথা আভ্যন্তরীণ শক্তি সুবিন্যস্ত করে দেন। প্রাণহীন বীর্য থেকে সৃষ্টি হলো মানুষ, বুদ্ধিমান প্রাণী। অতপর সে বীর্য থেকে সৃষ্টি করলেন নারী-পুরুষ দু'ধরনের লোক। এদের এক এক শ্রেণীর ভেতরের-বাইরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। যে সর্বশক্তিমান প্রথমে মানুষকে এমন হেকমত আর কুদরতের জোরে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন?

'হে আল্লাহ! তোমার সত্তা পূত-পবিত্র; কেন হবে না, অবশ্যই তুমি সক্ষম।'

www.icsbook.info

সূরা আদ্ দাহর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭৬, আয়াত সংখ্যাঃ ৩১, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا

مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] অনন্ত কালের কোনো একটি সময় কি মানুষদের ওপর দিয়ে এমন অতিবাহিত হয়েছে কি- যখন সে (এবং তার অস্তিত্ব) উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয়ই ছিলো না [১]!

[২] আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) এক মিশ্রিত শুক্র কণা থেকে [২] (এই জগতে তাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টির আমার মূল উদ্দেশই ছিলো) তার কাছ থেকে (ভালো মন্দের ব্যাপারে) আমি যেন পরীক্ষা নিতে পারি, অতঃপর এই পরীক্ষার উপযোগী করার জন্যে তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করে দিয়েছি [৩]।

---

১. নিঃসন্দেহে মানুষের ওপর এমন একটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন তার নাম-নিশানাও ছিল না। অতপর কতো পর্যায় অতিক্রম করে বীর্যের আকারে এসেছে। তার বর্তমান ভদ্রতা-মর্যাদা দৃষ্টে সে অবস্থাও মুখে আনার যোগ্য নয়।

২. মানে নারী-পুরুষের দুরঙ্গের পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। 'আমশাজ' অর্থ মিশ্র। বীর্য যেসব খাদ্যের সারবস্তু, তা নানা বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। তাই নারীর অংশকে বাদ দিয়েও বীর্যকে 'আমশাজ' বলতে পারা যায়।

৩. অর্থাৎ বীর্য থেকে জমাট রক্ত, অতপর তা থেকে গোশ্তের দলা বানিয়েছি। এমনিভাবে কয়েক স্তর উলট-পালটের পর তাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছি যে, এখন সে দুটো কান দ্বারা শুনে, দু'চোখ দ্বারা দেখে এবং এসব শক্তি দ্বারা এমন কাজ করে, যা অন্য কোন প্রাণী করতে পারে না। যেন মানুষের সামনে অন্য সব প্রাণী অন্ধ ও বধির।

www.icsbook.info

وَّإِمَّا كَفُورًا ③ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۟ وَأَغْلَٰلًا
وَسَعِيرًا ④ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا
كَافُورًا ⑤

[৩] আমি তাকে (এই দুনিয়ায় চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি এখন সে চাইলে (হেদায়াতের পথে চলে আল্লাহর) কৃতজ্ঞ বান্দাহ হতে পারে, আবার চাইলে (বিরোধীতার পথে চলে) অকৃতজ্ঞ ও কাফের হয়ে যেতে পারে [৪]।

[৪] তবে যারা (এই পথ বাছাই করণের সময়) কুফরীর পথ বেছে নেবে (অবশ্যই তাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, তাদের (পাকড়াও করার) জন্যে আমি শিকল বেড়ি ও (ভয়াবহ শাস্তি দেয়ার জন্যে) আগুনের লেলিহান শিখার ব্যবস্থা করে রেখেছি [৫]।

[৫] (অপর দিকে পথ বাছাই করণের সময় ঈমানের পথ বেছে) যারা সৎকর্মশীল হয়েছে তারা (আমার নেয়ামতের জান্নাতে) এমন সূরা পান করবে যার সাথে সুগন্ধি যুক্ত কর্পূর মেশানো থাকবে।

অধিকাংশ তাফসীরকার.....এর অর্থ করেছেন পরীক্ষা। অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে, যাতে তাকে বিধান আর আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা করা যায় এবং দেখা যায় যে, মালিকের নির্দেশ মতো কাজ করায় সে কতদূর বিশ্বস্ত। এ কারণে তাকে শোনা-দেখা ও অনুভব করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, শরীয়তের বিধান কার্যকর করা যেসব শক্তির ওপর নির্ভরশীল।

৪. অর্থাৎ প্রথমত, মূল প্রকৃতি আর জন্মগত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা, অতপর উক্তি ভিত্তিক আর যুক্তিভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাকে নেকী ও কল্যাণের পথ বুঝিয়ে দিয়েছি। যার দাবী ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ এক পথে চলবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর বাইরের ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সকলে এক পথে থাকেনি। কিছু লোক আল্লাহকে স্বীকার করে নেয় এবং আল্লাহর হক চিনতে পারে। আর কিছু লোক না-শুকরী এবং আল্লাহর হক না চেনায় কোমর বেঁধে নামে। পরে উভয়ের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ যারা রসম-রেওয়াজ আর ধারণা-কল্পনার জিঞ্জীরে ছিল জড়িয়ে, গায়রুল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বের শৃংখলা যারা নিজেদের গলদেশ থেকে ছুঁড়ে ফেলতে পারেনি, বরং যারা নিজেদের জীবনে ব্যয় করে দিয়েছে সত্য আর সত্যের ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর যুদ্ধের আগুন উস্কে দেয়ার কাজেই। ভুলেও যারা কখনো আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করেনি এবং আল্লাহর সত্যিকার আনুগত্যের ধারণাও যারা মনের কোণে স্থান দেয়নি, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নামের শৃংখল আর জিঞ্জীর এবং দাউ দাউ করা অগ্নি।

www.icsbook.info

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا

تَفْجِيْرًا ۞ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ

مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا

وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۞ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ

[৬] এই (কর্পূর মেশানো পানি) হবে প্রবাহমান ঝর্ণা। যার প্রবাহ থেকে আল্লাহর নেক বান্দাহরা সদা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা [৬] (যেদিকে যখন ইচ্ছা নিজেদের প্রয়োজনে) ঝর্ণা ধারাকে প্রবাহিত করে নেবে [৭],

[৭] (এরা হচ্ছে, সে সব লোক) যারা (যথাযথ ভাবে) 'মানত' পূরণ করে [৮] এবং এমন এক দিনকে ভয় করে যে দিনের ধ্বংস লীলা অনিষ্ট ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী [৯]

[৮] এরা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় (উদ্বুদ্ধ হয়েই তার সৃষ্টি) ফকীর, মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদের খাবার দেয় [১০],

৬. অর্থাৎ পান করবে শরাবের পানপাত্র, যাতে থাকবে সামান্য কর্পূরের মিশ্রণ। এটা দুনিয়ার কর্পূর নয়; বরং এ হচ্ছে জান্নাতের এক বিশেষ ফোয়ারা, যা লাভ করবে আল্লাহর খাস নৈকট্যধন্য এবং বিশিষ্ট বান্দারা। সম্ভবত শীতল, খুশবুযুক্ত, তৃপ্তিদায়ক এবং সাদা রঙ্গের কারণে তাকে কর্পূর বলা হয়ে থাকবে।

৭. মানে ফোয়ারাটি থাকবে সে বান্দাদের অধিকারে। তাঁরা যেদিকে ইঙ্গিত করবেন, সেদিকে তা প্রবাহিত হবে তার নালী। কেউ কেউ বলেন, ফোয়ারাটির মূল উৎস হবে নবীর মহলে। সেখান থেকে সমস্ত নবী আর মোমেনদের দ্বারে দ্বারে তার নালী প্রবাহিত হবে। আল্লাহই ভালো জানেন। পরে নেককারদের স্বভাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৮. মানে যেসব মান্নত করে, তা পূর্ণ করে। এটা স্পষ্ট যে, তারা যখন নিজেদের ওপর নিজেদের আরোপ করা বিষয় পূর্ণ করে, তখন তাদের ওপর আল্লাহর আরোপ করা বিষয় কি করে ছাড়বেন?

৯. অর্থাৎ সেদিনের কঠোরতা স্তরে স্তরে সকলের জন্য হবে ব্যাপক। কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে না—তবে আল্লাহ্ যাকে নিরাপদ রাখেন।

১০. মানে খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ আর তীব্র অভাব সত্ত্বেও আল্লাহর ভালোবাসার জোশে নিজেদের খাদ্য বিলিয়ে দেয় মিসকীন-এতীম আর বন্দীদের মধ্যে নিতান্ত নিষ্ঠা আর আগ্রহের সঙ্গে।

কয়েদী ব্যাপক শব্দ—কাফের আর মোসলেম যেই হোক না কেন। হাদীস শরীফে আছে, বদর যুদ্ধের কয়েদীদের সম্পর্কে নবী নির্দেশ দেন যে, মুসলমানের কাছে কোন কয়েদী থাকলে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। এ নির্দেশ পালন করে সাহাবায়ে কেরাম কয়েদীদেরকে নিজেদের চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়াতেন অথচ সেসব কয়েদী মুসলমান ছিল না। মুসলমান

www.icsbook.info

مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا

عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ

نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزٰىهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾

[৯] (এই খাবার দেয়ার সময়) এরা বলে, আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি, এর বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান চাই না- চাই না তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন [১১].

[১০] আমরা তো সেই দিনটির ব্যাপারে আমাদের প্রতিপালককে ভয় করি, যেদিনটি হবে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, অতীব ভয়ংকর [১২],

[১১] (এরা যেহেতু এই দিনের ভয়াবহতাকে বিশ্বাস করেছে তাই) আল্লাহ তায়ালা আজ তাদের সেই দিনের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন, আজ তিনি তাদের (সব ধরনের) সজিবতা ও আনন্দ উৎফুল্ল দান করবেন [১৩],

[১২] (দুনিয়ার জীবনে) এরা যে কঠোর ধৈর্য (ও সহিষ্ণুতা) প্রদর্শন করেছে আজ তার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তাদের দান করবেন (থাকার জন্যে মনোরম) উদ্যান ও (পরার জন্যে বিলাসী) রেশমী বস্ত্র [১৪]।

ভাইদের অধিকার তো এর চেয়ে অনেক বেশী। 'আসীর' বা কয়েদী শব্দটাকে আরো একটু সম্প্রসারিত অর্থে গ্রহণ করা হলে দাস-গোলাম এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কারণ, তারাও এক ধরনের বন্দী দশায় রয়েছে।

১১. যারা যখন খাবার খাওয়ায়, তখন অবস্থার ভাষায় তারা একথা বলে। কোথাও প্রয়োজন মনে করলে মুখের ভাষায়ও এরকম বলতে পারে।

১২. অর্থাৎ কেন খাওয়াবো না এবং খাওয়াবার কেমন করে বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা কামনা করবো, যখন আমাদের রয়েছে পরওয়ারদেগার আর সেদিনের ভয়, যেদিনটি হবে নিতান্তই কঠিন-কঠোর। উদাসীনতা আর গোস্সায় সেদিনটি ফেটে পড়বে। নিষ্ঠার সঙ্গে পানাহার করাবার পরও তো আমাদের আশংকা হয় যে, আমাদের আমল কবুল হয়েছে কি-না? নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ইত্যাদিতে কোন ত্রুটি থেকে গেলে তাতো উল্টা আমাদেরই মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হতে পারে।

১৩. মানে তারা যে বিষয়টাকে ভয় করতো, তা থেকে আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদ হেফাযতে রেখেছেন। আর তাদের চেহারায় দিয়েছেন দীপ্তি আর সজীবতা এবং অন্তরকে দান করেছেন আনন্দ।

১৪. অর্থাৎ দুনিয়ার সংকীর্ণতা-কঠোরতায় ধৈর্য ধারণ করে তারা পাপাচার থেকে দূরে ছিল এবং আনুগত্যে ছিল অটল-অবিচল। একারণে ভোগ-বিলাসের জন্য আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে বাগ-বাগিচা এবং গর্বের পোশাক দান করেছেন।

www.icsbook.info

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾ قَوَارِيرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾

[১৩] (সেই মনোরম জান্নাতে) তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে [১৫], সেখানে সূর্যের প্রচন্ড তাপ যেমন তারা অনুভব করবে না- তেমনি অনুভব করবে না শীতের তীব্র প্রকোপ [১৬]।

[১৪] তাদের ওপর (জান্নাতের রকমারী) গাছের ছায়া (সদা) ঝুকে থাকবে, (আর সে সব গাছের সুস্বাদু ফল-পাকড়া থাকবে তাদের আয়ত্বাধীন [১৭] (হাতের কাছে, চাইলেই নিতে পারবে),

[১৫] তাদের (সামনে খাবার) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত পাত্রে এবং তা হবে স্পটিকের মতো স্বচ্ছ।

[১৬] রূপালী স্পটিক পাত্র [১৮](যার সবটুকুই) পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখবে [১৯]।

---

১৫. মানে বাদশাহদের মতো।

১৬. মানে জান্নাতের আবহাওয়া হবে নাতিশীতোষ্ণ—ঠান্ডা আর গরমে জান্নাতীদের কোনই কষ্ট হবে না।

১৭. মানে ফল-মূল নিয়ে বৃক্ষের শাখা তাদের ওপর নুয়ে পড়বে, আর ফলের গোছা এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং তাদের অধিকারে এনে দেয়া হবে যে, জান্নাতীরা যে অবস্থায় ইচ্ছা—দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সেসব ফল আহরণ এবং ভক্ষণ করতে পারবে।

সম্ভবত বৃক্ষের শাখাকেই এখানে যিলাল বা ছায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথবা বাস্তবেও সেখানে ছায়া থাকতে পারে। কারণ, সূর্যের আলো না থাকলেও অন্য কোন আলো সেখানে অবশ্যই থাকবে। বিনোদনের উদ্দেশ্যে জান্নাতীরা সেখানে বসতে চাইবে।

১৮. অর্থাৎ আসলে পানপাত্রগুলো হবে রৌপ্য নির্মিত, ধবধমে সাদা, দাগ-চিহ্নহীন এবং আনন্দদায়ক; কিন্তু স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন আর চকচকে হওয়ার কারণে কাঁচের বলে মনে হবে। সেসব পানপাত্রে বাইরে থেকে ভেতরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যাবে।

১৯. মানে জান্নাতীদের যে পরিমাণ পান করার আগ্রহ হবে, ঠিক সে পরিমাণে পানপাত্র ভরে দেয়া হবে, কিছুটা কমও হবে না এবং পান করারপর কিছুটা অবশিষ্টও থাকবে না। অথবা জান্নাতীরা মনে মনে যেমনটি ধারণা করে নিয়েছিল, ঠিক সে রকমই আসবে—কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়াই।

www.icsbook.info

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا

فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ

مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا

[১৭] তাদের সেখানে এমন এক অপূর্ব সূরা পান করানো হবে যার সাথে মেশানো হবে 'যানজাবীল' [২০] (নামক মূল্যবান সুগন্ধি)

[১৮] এ হচ্ছে জান্নাতের এক অমীয় ঝর্ণা– যার নাম সালসাবীল। [২১]

[১৯] (এই জান্নাতের অধিবাসীদের (সেবা যত্নের জন্যে) তাদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে একদল বালক কিশোর– যারা (কোনোদিনই বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে) বৃদ্ধ হবে না [২২]। যখনি তুমি তাদের দিকে তাকাবে মনে হবে (এরা হচ্ছে) কতিপয় ছড়ানো মুক্তা [২৩],

[২০] সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে- দেখবে শুধু নেয়ামতেরই সমারোহ, আরও দেখবে (নেয়ামতে টই টুম্বুর) এক বিশাল সাম্রাজ্য [২৪],

---

২০. একটা পানপাত্র কর্পূর মিশ্রিত। আর অপর পানপাত্রে থাকবে আদ্রকের মিশ্রণ। কিন্তু সে আদ্রককে দুনিয়ার আদ্রক মনে করবে না। তা হবে একটা ঝর্ণা, জান্নাতে যার নাম হবে 'সালসাবীল'। আদ্রকের স্বভাব হচ্ছে গরম আর তা স্বাভাবিক তাপে উত্তাপ সৃষ্টি করে। আরবের লোকেরা আদ্রককে বেশ পছন্দ করতো। যাই হোক, বিশেষ কোন সম্পর্ক আর সামঞ্জস্যের কারণে সে ঝর্নাকে বলা হয় আদ্রকের ঝর্না। নেককারদের পানপাত্রে আদ্রকের স্বল্প মিশ্রণ ঘটানো হবে। আসলে সে ঝর্ণা অতিশয় শীর্ষস্থানীয় নৈকট্যধন্যদের জন্য।

২১. এ নামের অর্থ—স্বচ্ছ প্রবহমান পানি (মূযেহুল কোরআন)।

২২. অর্থাৎ সব সময় সেখানে তারা তরুণ থাকবে অথবা জান্নাতীদের নিকট থেকে কখনো তাদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে না।

২৩. অর্থাৎ রূপ-সৌন্দর্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং চটপট করে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি কালে তাদেরকে এমনই মনে হবে, যেন অতীব চকচকে সুদর্শন মোতিমালা মাটির ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

২৪. মানে জান্নাতের কথা কী আর বলা? কেউ দেখে বুঝতে পারবে একজন ক্ষুদ্র জান্নাতীকে কতো বড় নেয়ামত আর কতো বড় রাজত্ব দান করা হবে—আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ আর দয়ায় আমাদেরকেও তা নসীব করুন।

اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾ اِنَّ
هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ
لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿٢٤﴾

[২১] এই বেহেস্তবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি সুক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, [২৫] তাদের পরানো হবে রূপার কংকন [২৬], (তদুপরি) তাদের মালিক সেদিন তাদের পান করাবেন 'শরাবান তহুরা' [২৭](মহা পবিত্র উৎকৃষ্ট পানীয়)

[২২] (এর পর তাদের মালিক- আল্লাহ তায়ালা তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন হে আমার বান্দারা) এই হচ্ছে তোমাদের পুরস্কার। এবং তোমাদের (যাবতীয়) চেষ্টা সাধনার যথার্থতার স্বীকৃতি [২৮]!

রুকুঃ ২

[২৩] (হে নবী) আমি (এই মহা গ্রন্থ) কোরআনকে ধীরে ধীরে তোমার ওপর নাযিল করেছি।

[২৪] সুতরাং (এর ফলাফল পাওয়ার ব্যাপারেও) ধৈর্যের সাথে তুমি তোমার মালিকের নির্দেশের অপেক্ষা করো [২৯]। আর এদের মধ্যে যারা পাপী ও সত্যের পথ প্রত্যাখ্যানকারী কখনো তাদের কথা শুনবে না [৩০]।

---

২৫. অর্থাৎ পাতলা এবং মোটা—উভয় ধরনের রেশমী লেবাস জান্নাতীরা লাভ করবে।

২৬. বর্তমান সূরায় তিন স্থানে রৌপ্যপাত্র আর অলংকার ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র স্বর্ণের পাত্র আর অলংকারের কথা বলা হয়েছে। স্বর্ণ-রৌপ্য উভয়েরই হতে পারে—কেউ স্বর্ণালংকার ও পাত্র পাবে, আর কেউ পাবে রৌপ্যের, অথবা কখনো স্বর্ণের পাত্র আর অলংকার দেয়া হবে, আবার কখনো দেয়া হবে রৌপ্যের।

২৭. অর্থাৎ এসব নেয়ামতের পর সত্যিকার প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে 'শরাবে তহুর' তথা পবিত্র শরাবের একটা পানপাত্র। তাতে কোন পংকিলতা থাকবে না, থাকবে না কোন মিশ্রণ-দূষণ, থাকবে না কোন বদবু-দুর্গন্ধ। তা পান করলে মাথাও ধরবে না। সে শরাব পানে অন্তর হবে পাক আর পেট হবে সাফ। পান করার পর শরীর থেকে যে ঘাম বের হবে, তার খোশবু হবে মেশকের মতো।

২৮. অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শন আর অন্তর তৃপ্ত করার জন্য বলা হবে—এ হচ্ছে তোমাদের আমলের বদলা, তোমাদেরই কর্মফল। তোমাদের চেষ্টা কবুল করা হয়েছে, কাজে লেগেছে তোমাদের মেহনত। এসব কথা শ্রবণ করে জান্নাতীরা আরো আনন্দিত হবে।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ

فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ

الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ

[২৫] (তাদের আনুগত্যের বদলে বরং) তুমি সকাল সন্ধ্যা শুধু তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো [৩১],

[২৬] (শুধু মুখের স্মরণই নয়) রাতের একাংশও তার সামনে সেজদাবনত থাকো [৩২] এবং রাতের দীর্ঘসময় ধরে তার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো [৩৩],

[২৭] (এই লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে) এরা বৈষয়িক স্বার্থের এই (সহজ লভ্য) পার্থিব জগতকে বেশী ভালোবাসে এবং পরে যে কঠিন দিন আসছে তাকে (একদম) উপেক্ষা করে চলে [৩৪],

---

২৯. যাতে আপনার অন্তর মযবুত হয় আর লোকেরাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারে ভালো-মন্দ এবং জানতে পারে যে, কোন্ কর্মের বদৌলতে জান্নাত লাভ হয়। এভাবে বুঝাবার পরও যদি তারা না মানে এবং নিজেদের হঠকারিতা আর বিদ্বেষের ওপরই অটল থাকে, তাহলে আপনি আপনার পরওয়ারদেগারের নির্দেশের ওপর অবিচল থাকুন এবং চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করুন।

৩০. ওতবা-ওলীদ প্রমুখ কোরাইশ কাফেররা নবীকে দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে মোটা মোটা কথা বলে ইসলামের প্রচার আর প্রসারের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইতো। আল্লাহ তায়ালা নবীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আপনি এদের কারো কথা শুনবে না। কারণ, কোন পাপী-ফাসেক বা অকৃতজ্ঞ কাফেরের কথা শুনে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। এমন হতভাগা দুষ্ট লোকদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়।

৩১. অর্থাৎ সব সময় তাঁকে স্মরণ করবে, বিশেষ করে এ দুটি সময়। আল্লাহর এ স্মরণই হচ্ছে সকল চিন্তা আর সংশয়ের চিকিৎসা।

৩২. অর্থাৎ নামায পড়। সম্ভবত মাগরেব-এশা-ই উদ্দেশ্য অথবা তাহাজ্জুদ।

৩৩. ......দ্বারা যদি তাহাজ্জুদ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে এখানে তাসবীহ্-এর অর্থ হবে— রজনীতে তাস্‌বীহ্ ছাড়াও বেশী বেশী তাস্‌বীহ-তাহলীলে নিমগ্ন থাকুন। আর যদি প্রথমে মাগ্‌রেব-এশা অর্থ গ্রহণ করা হয়-তবে, এখানে তাস্‌বীহ্ অর্থ তাহাজ্জুদ নেয়া যায়।

৩৪. অর্থাৎ এসব লোকেরা যে আপনার উপদেশ আর হেদায়াত গ্রহণ করছে না, তার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি এদের ভালোবাসা। দুনিয়া যেহেতু শীঘ্র হাতে আসার বস্তু, সে কারণে তারা দুনিয়াই কামনা করে। আর কেয়ামতের ভারী দিন সম্পর্কে তারা অমনোযোগী। কেয়ামতের কোন ফিকিরই নেই তাদের। বরং কেয়ামত যে, আসবে, সে বিশ্বাসও নেই তাদের তারা মনে করে আমরা যখন মরে পচে—গলে যাবো, তখন কে আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে? পরে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ
تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ
اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ
فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾

[২৮] আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের জোড়াগুলোকেও মজবুত করেছি। আবার আমিই যখন ইচ্ছা করবো তখন এদের (এই শক্ত জোড়া শিথিল করে তাদের) আকৃতি বদলে দেবো ৩৫।

[২৯] (মনে রেখো, আমার বাণী) তাতো একটি উপদেশ বিশেষ, অতএব, যে যার ইচ্ছা (একে আঁকড়ে ধরে) সে নিজের মালিকের কাছে যাওয়ার একটা পথ করে নিতে পারে ৩৬,

[৩০] আর আসলে তোমাদের চাওয়া দিয়ে কি হবে– যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তা চাইবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ৩৭।

[৩১] তিনি তার অফুরন্ত রহমতের মাঝে যাকে চান তাকেই অন্তর্ভুক্ত করে নেন ৩৮, (আর হাঁ) যালেমদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

৩৫. অর্থাৎ প্রথমে তো আমি সৃষ্টি করেছি, সব জোড়া-জোড়া ঠিক করেছি। আজ আমার সে কুদরত রহিত হয়নি। আমি যখন ইচ্ছা করবো, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের বিনাশ সাধন করে পুনরায় এমন অস্তিত্ব দান করতে পারি। অথবা এ অর্থ যে, এরা না মানলে আমার ক্ষমতা রয়েছে—যখন ইচ্ছা এদের স্থলে এ রকম অন্য লোকদেরকে এনে দাঁড় করাবো, যারা ওদের মতো অবাধ্য হবে না।

৩৬. মানে জোর-জবরদস্তী মানতে বাধ্য করা আপনার কাজ নয়। কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন। অবশ্য সকলেরই ইচ্ছা আর স্বাধীনতা রয়েছে। যে কেউই ইচ্ছা করলে আপন পালনকর্তার সন্তুষ্টি বিধানের পথ অবলম্বন করতে পারে।

৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ না চাইলে তোমার চাওয়াও হতে পারে না। কারণ, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। কার কি ধরনের যোগ্যতা রয়েছে, তা তিনি জানেন। সে অনুযায়ী-ই তার ইচ্ছা কাজ করে। অতপর নিজ ইচ্ছায় তিনি যাকে সোজা পথে নিয়ে আসেন এবং যাকে ইচ্ছা গোমরাহীতে ছেড়ে দেন, তা একান্ত যথার্থ।

৩৮. অর্থাৎ যাদের যোগ্যতা ভালো হবে, তাদের নেকীর পথে চলার তাওফীক দান করবেন। তাদেরকে করবেন নিজ রহমত আর অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য।

www.icsbook.info

সূরা আল মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭৭, আয়াত সংখ্যাঃ ৫০, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥ عُذْرًا

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

১] মৃদুমন্দ ও ক্রমাগতভাবে পাঠানো (কল্যাণ বাহী বাতাসের) শপথ,

[২] প্রলয়ংকরী ঝঞ্জার বাতাসের শপথ [১],

[৩] মেঘমালাকে চারদিকে বিস্তৃতকারী বাতাসের শপথ,

[৪] একই মেঘমালাকে টুকরো টুকরো করে আলাদা করে দেয় যে বাতাস, তার শপথ [২],

[৫] মানুষের অন্তরে ওহী নিয়ে আসে যে ফেরেস্তা তার শপথ [৩]-

---

১. অর্থাৎ প্রথমে কোমল আর মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে সৃষ্টিকূলের অনেক আশা-আকাংখা, অনেক কল্যাণ। কিছুক্ষণ পর সে বায়ুই ঝড়ের রূপ ধারণ করে এমন সব অকল্যাণ সাধন করে, যাতে মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠে। দুনিয়া আর আখেরাতের এ দৃষ্টান্তই মনে করবে। এমন কতো কাজ আছে, মানুষ যেসব কাজকে বর্তমানে উপকারী আর কল্যাণকর মনে করে, সে সম্পর্কে বড় বড় আশা পোষণ করে। কিন্তু কেয়ামতের দিন সে একই কর্ম যখন তার আসল এবং কঠোর কঠিন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে প্রকাশ পাবে, তখন সকলেই আশ্রয় চাইতে শুরু করবে।

২. অর্থাৎ সেসব বায়ুর শপথ, যা বাষ্প ইত্যাদিকে ওপরে তুলে নিয়ে যায়। মেঘমালাকে ওপরে তুলে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয়। অতপর যেখানে পৌছাবার ছিল, আল্লাহর নির্দেশে তাকে টুকরো টুকরো করে বন্টন করে দেয় এবং বৃষ্টির পর বাদলকে বিদীর্ণ করে বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে দেয়। কেবল মেঘমালাই নয়; বরং বায়ুর এটাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, সে বস্তুর গুণ যথা—সুগন্ধ আর দুর্গন্ধকে ছড়িয়ে দেয়। বস্তুর সূক্ষ্ম অংশকে বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং একটা বস্তুকে তুলে নিয়ে অন্য বস্তুর সঙ্গে মিলায়। মোট কথা, একত্র করা আর বিচ্ছিন্ন করা এটাই হচ্ছে বায়ুর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। আর এটাই হচ্ছে আখেরাতের একটা নমুনা। আখেরাতে হাশর-নশরের পর মানুষকে পৃথক করা হবে এবং এক স্থানে সমবেত হওয়ার পর ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায় পৌছিয়ে দেয়া হবে-

'এ হচ্ছে বিচ্ছেদের দিন, আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকেও।'

www.icsbook.info

أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾

[৬] যারা বিশ্বাসী তারা যেন এর পর কোনো ওজর আপত্তি পেশ করতে না পারে, অপর দিকে অবিশ্বাসীরাও যেন এতে সতর্ক হয়ে যেতে পারে [৪] (তার জন্যেই তো ফেরেস্তা ওহী নিয়ে আসে) ৭] নিঃসন্দেহে তোমাদের (পরকাল) দিবসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা সংঘটিত হবেই [৫]।

[৮] (সেই প্রতিশ্রুত বিচার দিবস তখনি আসবে) যখন আকাশের তারাগুলোর আলো নিভিয়ে দেয়া হবে,

[৯] যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে [৬],

[১০] যখন পাহাড় পর্বতগুলোকে উড়িয়ে ফেলা হবে [৭],

---

৩. হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ)—এর অর্থও গ্রহণ করেছেন বায়ু। কারণ, ওহীর আওয়াজ মানুষের কান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াও হয় বায়ুর মাধ্যমেই।

'মুরসালাত-আসেফাত-নাশেরাত-ফারেকাত' আর মুলকিয়াত—এ পাঁচটি শব্দের অর্থ কেউ গ্রহণ করেছেন বায়ু, কেউ করেছেন ফেরেশতা, কেউ করেছেন নবী। আবার কোন কোন তাফসীরকার প্রথম চারটির অর্থ করেন বায়ু এবং পঞ্চমটির অর্থ করেন ফেরেশতা। আরো অনেক উক্তি রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে রূহুল মায়নীতে পাওয়া যাবে।

৪. হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেন, '(ওহীর মাধ্যমে) কাফেরদের অভিযোগ খন্ডন করাই উদ্দেশ্য যে, (শাস্তির সময়) কোথাও আমাদের খবর ছিল না, আর যাদের ভাগ্যে ঈমান আছে, তারা যাতে ঈমান আনে, সেজন্য তাদেরকে ভয় দেখানোও উদ্দেশ্য।' আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) বলেন, আল্লাহর কালাম আদেশ-নিষেধ আর আকায়েদ ও আহকাম সম্বলিত। তা ওযর করার জন্য, যাতে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ কালে সে ব্যক্তির জন্য ওযর আর প্রমাণ হতে পারে যে, আমি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী অমুক কাজ করেছি আর অমুক কাজ করা বাদ দিয়েছি তাঁরই হুকুম অনুযায়ী। আর কিসসা-কাহিনী ইত্যাদি সম্বলিত যে কালামে ইলাহী সাধারণত তা অবিশ্বাসীদেরকে ভয় দেখানোর জন্য। বর্তমান সূরায় বেশীর ভাগ উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিশ্বাসীরা। এ কারণে এ সূরায় সুসংবাদের উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহই ভালো জানেন। যাই হোক, ওহী-বাহক ফেরেশতা আর ওহীবাহী বায়ু সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যখন অপরাধীদেরকে তাদের কর্মকান্ডের জন্য অভিযুক্ত করা হবে আর আল্লাহর ভয়ে যারা ভীত ছিল, তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ নিশ্চিন্ত রাখা হবে।

৫. অর্থাৎ কেয়ামত এবং আখেরাতের হিসাব-কিতাব আর শাস্তিও প্রতিদানের ওয়াদা।

৬. অর্থাৎ নক্ষত্র আলোহীন হবে এবং আসমান ফেটে পড়বে এবং ফাটার ফলে তাতে ফাঁক-ফোকর নজরে পড়বে।

www.icsbook.info

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ
أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ
الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ

[১১] যখন (বিশ্ব জাহানের মালিকের দরবারে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের পাপ পূন্যের স্বাক্ষ্য প্রদানের জন্যে) নবী রসূলদের উপস্থিতির সময় ঘোষণা করা হবে [৮]।

[১২] কোন বিশেষ দিনটির জন্যে এসব (ধ্বংস লীলা ঘটানোর) কাজকে স্থগিত করে রাখা হয়েছে?

[১৩] চূড়ান্ত বিচার আচারের দিনটির জন্যে [৯]?

[১৪] তুমি কি জানো সে বিচার দিনটি কেমন?

[১৫] সেদিন (এ দিবসকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের ধ্বংস ও বিপর্যয় [১০] (অবধারিত)।

[১৬] (তোমাদের বিগত ইতিহাসের দিকে একবার তাকাও) আমি কি আগের অবিশ্বাসী যালেমদের ধ্বংস করিনি?

[১৭] অতঃপর আমি (তোদের মতো) পরবর্তী লোকদেরও (একই ধ্বংসের পথে) চালিয়ে দেবো,

[১৮] (ইতিহাসের পাতায় পাতায়) অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে আমি (সব সময়ই) এই একই ধরনের ব্যবহার করে থাকি [১১]।

---

৭. মানে তুলার মতো বাতাসে উড়বে।

৮. যাতে আগে-পরে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী স্ব স্ব উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে রব্বুল ইয্যতের সবচেয়ে বড় দরবারে হাযির হতে পারে।

৯. মানে, জানো? কেন এসব বিষয়কে মুলতবী রাখা হয়েছে? সেদিনের জন্য, যেদিন সব কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এখনই হাতে হাতে সব কিছুর ফয়সালা করে দিতে পারেন। কিন্তু এরকম করা আল্লাহর হেকমতের দাবী নয়।

১০. মানে ফয়সালার দিন কি, সে বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না, কেবল এটুকু জেনে নাও যে, সেদিন কঠিন বিপদ আর কঠোর ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে। কারণ, যে বিষয়ে তাদের কোন আশাই ছিল না, অকস্মাৎ ভয়ংকর রূপ নিয়ে তা এসে পড়লে তারা হয়ে যাবে সম্বিতহারা। লজ্জা আর বিস্ময়ে লোপ পাবে তাদের অনুভূতি।

১১. কেয়ামতে অবিশ্বাসীরা মনে করতো, এত বড় দুনিয়া কোথায় শেষ হবে? একই সঙ্গে সমস্ত মানুষ মারা যাবে আর সমগ্র মানব জাতি সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যাবে—এমন কথা কেউ কি

www.icsbook.info

بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ

نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾

[১৯] (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (ভাগে পড়বে) যারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে [১২]।

[২০] (তোমরা নিজেদের সৃষ্টি রহস্যের দিকে একবার লক্ষ্য করো) আমি কি তোমাদের (এক ফোটা) তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

[২১] অতঃপর সেই (তুচ্ছ পানির) ফোটাকে একটি সুনির্দিষ্ট সময় কাল আসা পর্যন্ত একটি সংরক্ষিত স্থানে সযত্নে রেখে দেয়নি [১৩-১৪]?

[২২] অনুবাদ ....

[২৩] তারপর তাতে পরিমাণ মতো সব (মাল মসল্লা দিয়ে আমি তৈরী) করতে সক্ষম হয়েছি (পূর্ণাংগ একটি মানুষ হিসেবে). কতো সক্ষম ও নিপুণ স্রষ্টা আমি [১৫]?

বিশ্বাস করতে পারে? জাহান্নাম আর আযাবের ভয়—এসবই কাল্পনিক আর বানোয়াট কথা। এর জবাবে বলা হয়েছে—অতীতে কতো মানুষ মারা গেছে আর কতো জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের পাপের দন্ডে। তাদের পরেও মৃত্যু আর ধ্বংসের এ ধারা যথা নিয়মে অব্যাহত রয়েছে। অপরাধীদের সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন স্বভাবের কথা যখন জানতে পারলে তখন বুঝে নাও যে, বর্তমান যুগের কাফেরদেরকেও আমরা পূর্বসূরীদের অনুগামী করবো। যে সত্তা পৃথক পৃথক কালে বলিষ্ঠ লোকদেরকে মারতে পারে, শক্তিশালী অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে ধ্বংস করতে পারে, গোটা সৃষ্টিলোককে একযোগে বিনাশ করতে এবং সমস্ত অপরাধীকে এক সঙ্গে আযাবের মজা ভোগ করাতে পারে সে সত্তা কেন সক্ষম হবেন না?

১২. অর্থাৎ কেয়ামতের আগমনকে তারা অবিশ্বাস করতো এজন্য যে, এক সঙ্গে সব মানুষকে বিনাশ করা হবে কিভাবে আর কিভাবে সমস্ত অপরাধীকে একযোগে পাকড়াও করে শাস্তি দেয়া হবে?

১৩. মানে একটা অবস্থানস্থলে হেফাযতে রেখেছি। এর অর্থ গর্ভাশয়, যাকে সাধারণের ভাষায় বাচ্চাদানী বলা হয়।

১৪. অধিকন্তু সেখানে অবস্থানের মুদ্দত হয় নয় মাস।

১৫. অর্থাৎ সে পানির ফোঁটাকে পর্যায়ক্রমে পূর্ণ করে একটা জ্ঞান-বোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করেছি। এ থেকেই বুঝে নিতে পার আমাদের কুদরত আর ক্ষমতা।

কেউ কেউ ......শব্দের অর্থ করেন, আমরা অনুমান করেছি, পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। অর্থাৎ আমরা কেমন চমৎকার অনুমান দ্বারা সময় নির্ণয় করে দিয়েছি, যাতে এ সময়ের মধ্যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়েনা এবং কোন অতিরিক্ত আর অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও পয়দা হয় না।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ

كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ

شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

[২৪] (যাবতীয়) দূর্ভোগ সেদিন তাদের (ভাগে পড়বে) যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে ১৬।

[২৫] (বাইরের দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো) আমি কি এই ভূমিকে ধারণ কারীনী হিসেবে বানিয়ে রাখিনি?

[২৬] (যা নিজের বুকে ধারণ করে আছে) জীবিত ব্যক্তিদের ও (নিজের ভেতরে ধারণ করে আছে) মৃত্য ব্যক্তিদের ১৭।

[২৭] আমি কি এই ভূমির ওপর উচু উচু পর্বত মালাকে গেড়ে রাখিনি? তোমাদের পান

২৮] (যাবতীয়) দূর্ভোগ সেদিন তাদের (ভাগে) পড়বে

করাইনি সুপেয় পানি ১৮?

যারা (এসব) সত্যকে অস্বীকার করেছে ১৯!

[২৯] (চুড়ান্ত বিচারের পর পাপীদের বলা হবে) এবার চলো সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা দুনিয়ায় অস্বীকার করতে ২০।

---

১৬. যারা এরকম বলতো—মাটির সঙ্গে মিলে আমাদের হাড়-গোড় পর্যন্ত যখন অণুতে পরিণত হবে, তখন কেমন করে আবার জীবিত করা হবে? তখন নিজেদের এসব ঠুনকো সংশয়ের জন্য লজ্জাবোধ করবে এবং লজ্জায় হাতে কামড় দেবে।

১৭. অর্থাৎ প্রাণীকুল এ যমীনের বুকেই বসবাস করে আর মৃতরাও আশ্রয় নেয় এ মাটির তলেই। মানুষ এ মাটি থেকেই জীবন লাভ করে আর মৃত্যুর পরও এ মাটিই হয় মানুষের ঠিকানা। তবে এ মাটি থেকে পুনরায় তাকে উত্তোলন করা কঠিন হবে কেন?

১৮. অর্থাৎ এ মাটির বুকে পর্বতের মতো ভারী এবং কঠিন জিনিসও সৃষ্টি করেছি, যা নিজের স্থান থেকে একটুও হেলেনা আর এ যমীনের বুকেই আমরা প্রবাহিত করেছি পানির ঝর্না, যা গরম আর প্রবাহযোগ্য বলেই নিয়মিত বয়ে চলে। অতি সহজে পিপাসুদের পিপাসা নিবৃত্ত করে। সুতরাং যে আল্লাহ এ তুচ্ছ যমীনে তাঁর কুদরতের দু' বিপরীতমুখী নমুনা দেখাতে পারেন, জীবন-মৃত্যু আর কঠোরতা-কোমলতার দৃশ্য দেখাতে পারেন, তিনি কি হাশর ময়দানে কঠোরতা-কোমলতা আর বিকাশ ও বিনাশের ভিন্ন রূপ দৃশ্য দেখাতে পারেন না? ওপরন্তু সৃষ্টি করা, বিনাশ করা, জীবন্ত আর জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা—এসব কাজ যাঁর কব্জায় নিহিত, তাঁর কুদরত আর নিয়ামতকে অস্বীকার করা কেমন করে বৈধ হবে?

اِنۡطَلِقُوۡۤا اِلٰی ظِلٍّ ذِیۡ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿۳۰﴾ لَّا ظَلِیۡلٍ وَّ لَا یُغۡنِیۡ مِنَ اللَّهَبِ ﴿۳۱﴾ اِنَّهَا تَرۡمِیۡ بِشَرَرٍ کَالۡقَصۡرِ ﴿۳۲﴾ کَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفۡرٌ ﴿۳۳﴾ وَیۡلٌ یَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُکَذِّبِیۡنَ ﴿۳۴﴾

[৩০] চলো সেই ধূম্র-পুঞ্জের ছায়ার দিকে যার রয়েছে তিনটি ভয়ংকর শাখা প্রশাখা [২১]।

[৩১] এই ছায়া সুনিবিড় কিছু নয়- এটা (তোমাকে) আগুনের লেলিহান শিখা থেকেও বাচাতে পারবে না [২২]।

[৩২] এই আগুন (সেদিন) বৃহৎ প্রাসাদ তূল্য আগুনের স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করতে থাকবে [২৩]।

[৩৩] (আগুনের এই শিখাকে মনে হবে) যেন হলুদ রঙের উটের পাল [২৪].

[৩৪] যাবতীয় দূর্ভোগ (সেদিন) তাদের (ভাগে পড়বে) যারা এসব সত্যকে অস্বীকার করেছে [২৫]।

---

১৯. তারা মনে করবে যে, একই স্থানে একই সময়ে পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলকে পুণ্য দান আর শাস্তি দানের এমন ভিন্নমুখী আর বিপরীতধর্মী কার্যাবলী সমাধা হবে কিভাবে?

২০. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন এরকম বলা হবে।

২১. হযরত কাতাদা প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেরদেরকে ছায়াদানের জন্য জাহান্নাম থেকে একটা ছায়া উত্থিত হবে এবং বিদীর্ণ হয়ে কয়েক খন্ডে পরিণত হবে। কথিত আছে যে, এ ছায়া জাহান্নামীদেরকে তিন দিক থেকে পরিবেষ্টন করে নেবে। এক খন্ড মাথার ওপর শামিয়ানার মতো অবস্থান নেবে, দ্বিতীয় খন্ড বাম দিকে আর তৃতীয় খন্ড ডান দিকে অবস্থান করবে। হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা সে ছায়ার তলে অবস্থান করবে। আর ঈমানদার নেককাররা মহান আরশের ছায়া তলে আরামে দাঁড়াবে।

২২. মানে গভীর নয়, নামকা ওয়াস্তে ছায়া হবে। সেখানে সূর্যের তাপ বা আগুনের উত্তাপ থেকে মুক্তি পাবে না অথবা ভেতরের গরম আর তৃষ্ণা হ্রাস পাবে না।

২৩. সেসব স্ফুলিঙ্গ উঁচু মহল বরাবর উঁচু হবে, বা তার অঙ্গার উঁচু মহলের সমান উঁচু হবে।

২৪. অর্থাৎ মহলের সঙ্গে তুলনা যদি উচ্চতায় হয়, তবে উষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা হবে বিরাটত্বে। আর যদি সে তুলনা হয় বিরাটত্বে তাহলে- ....এর তাৎপর্য হবে এই যে, শুরুতে স্ফুলিঙ্গ হবে মহলের সমান, পরে ভেঙ্গে ছোট হয়ে উষ্ট্রের সমান হয়ে যাবে। অথবা উষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা হবে রঙ্গে। কিন্তু এ অবস্থায় যারা-......এর তরজমা করেছেন 'কালো উষ্ট্র' তা-ই বেশী খাপ খায়। কারণ, জাহান্নামের আগুন যে কালো এবং অন্ধকার হবে, তাতো বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত। আর আরবরা কৃষ্ণ উষ্ট্র বলে এজন্য যে, সাধারণত উষ্ট্র হয় হলুদ বর্ণের কাছাকাছি। আল্লাহই ভালো জানেন।

২৫. যারা মনে করতো যে, কেয়ামত আসবে না, আর যদি আসেও তবে সেখানেও আমরাই আরামে থাকবো।

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿৩৫﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿৩৬﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿৩৭﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ

وَالْأَوَّلِينَ ﴿৩৮﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿৩৯﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿৪০﴾

[৩৫] এই হচ্ছে সেই মহা বিচারের দিন- যে দিন কেউ কোনো কথা বলবে না [২৬]।

[৩৬] কাউকে সেদিন গুণাহর পক্ষে ওজর আপত্তি কিংবা সাফাই পেশ করার অনুমতিও দেয়া হবে না [২৭].

[৩৭] যাবতীয় দূর্ভোগ সেদিন তাদের (ভাগে পড়বে) যারা (এসব) সত্যকে অস্বীকার করেছে [২৮]।

[৩৮] (সেদিন পাপীদের আরো বলা হবে) আজকের এই দিন হচ্ছে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন, তোমাদের সাথে তোমাদের পূর্ববর্তি সকল মানুষকে আজ আমি এখানে একত্রিত করেছি [২৯]।

[৩৯] আজ যদি আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করার থাকে এক্ষণে তা প্রয়োগ করো তো [৩০]!

[৪০] যাবতীয় দূর্ভোগ সেদিন তাদের (ভাগে পড়বে) যারা (এসব) সত্যকে অস্বীকার করেছে [৩১]।

---

২৬. অর্থাৎ হাশর ময়দানের কোন কোন স্থানে একেবারেই কথা বলতে পারবে না; আর যেসব স্থানে কথা বলবে, সেসব কথাও কোন কাজে আসবে না। এদিক থেকে কথা বলা, না বলা হবে এক সমান।

২৭. কারণ, ওযর-আপত্তি করার এবং তাওবা কবুল করার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

২৮. অর্থাৎ দুনিয়ার আদালতের ওপর আন্দাজ করে যারা মনে করে বসেছে যে, যদি এমন মওকা দেখা দেয়, তবে সেখানেও মুখ চালায়ে এবং কিছু ওযর-আপত্তি করে ছাড়া পেয়ে যাবো।

২৯. যাতে সকলকে একত্র করার পর পৃথক করে দেবেন এবং চূড়ান্ত ফয়সালা শোনাবেন।

৩০. শোন, সকলকে আমরা এখানে সমবেত করেছি। সকলে মিলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আমাদের পাকড়াও থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব ব্যবস্থা করতে পার, করে দেখ। দুনিয়ায় সত্যকে দাবিয়ে রাখার জন্য অনেক ব্যবস্থাই তো গ্রহণ করেছিলে। আজ সেসব ব্যবস্থার কোন একটার কথা স্মরণ কর।

৩১. যারা অন্যদের ওপর ভরসা করে বসেছিল যে, কোন না কোনভাবে তারা আমাদেরকে ছাড়িয়ে আনবে। আর কোন কোন বেয়াদব তো জাহান্নামের ফেরেশতার সংখ্যা ১৯ একথা শুনে এতটুকু পর্যন্ত বলে বসে যে, এদের মধ্যে ১৭ জনের জন্য তো আমি একাই যথেষ্ট।

www.icsbook.info

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٍ

وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا

هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا

وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

রুকুঃ ২

[৪১] আল্লাহকে যারা ভয় করেছে আজ (এই কঠিন বিচার দিবসে) তারা থাকবে সুনিবিড় ছায়াতলে [৩২] এবং প্রবাহমান ঝর্ণা ধারার স্থানে।

[৪২] তাদের জন্যে ফলফলাদির ব্যবস্থা থাকবে, যা তারা চাইবে (তখনি তারা তা সামনে হাযীর পাবে)

[৪৩] (তাদের বলা হবে) দুনিয়ায় তোমরা যা করে এসেছো তার পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা (গভীর) তৃপ্তির সাথে (আমার নেয়ামত) খাও ও পান করো [৩৩],

[৪৪] (আর) আমি সৎকর্মশীল মানুষদের এমনিভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

[৪৫] সেদিন (যাবতীয়) দূর্ভোগ তাদের (ভাগে বাড়বে) যারা (এসব) সত্যকে অস্বীকার করেছে [৩৪]।

[৪৬] (দুনিয়ায় অবস্থানকারী হে অবিশ্বাসীরা) কিছু দিনের জন্যে এখানে কিছু খেয়ে নাও এবং কিছু ভোগ আস্বাদনও করে নাও, মূলতঃ তোমরাই তো অপরাধী [৩৫]

---

৩২. অর্থাৎ প্রথমে আরশের এবং পরে জান্নাতের ছায়া তলে।

৩৩. অবিশ্বাসীদের বিপরীতে এখানে মুত্তাকীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, বিপরীত দ্বারা-ই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৪. যারা দুনিয়াতে মুসলমানদেরকে বলতো—মৃত্যুর পর যদি অন্য জীবন থাকে, তবে সেখানেও আমরা তোমাদের চেয়ে ভালো থাকবো। এখন তাদেরকে আরামে আর নিজেদেরকে কষ্টে দেখে আরো জ্বলে-পুড়ে মরবে এবং লাঞ্ছিত-অপদস্থ হবে।

৩৫. এখানে অবিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ কয়টা দিনের মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত এসব পানাহার মন্দ হয়ে নির্গত হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর নিকট পাপী-অপরাধী। এ অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং 'আযাবে আলীম' তথা মর্মবিদারী শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেন ....বলা এমন, যেমন মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রাপ্ত একজন ফাঁসির আসামীকে বলা হয় কোন আকাংখা থাকলে ব্যক্ত করতে পার, তোমার আকাংখা পূর্ণ করার চেষ্টা করে দেখা হবে।

www.icsbook.info

لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

[৪৭] (আর যাবতীয়) দূর্ভোগ সেদিন তাদের (ভাগেই পড়বে) যারা (এসব) সত্যকে অস্বীকার করেছে [৩৬],

[৪৮] এই যালেমদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এদের যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর দরবারে নত হও, তখন তারা নত হয় না [৩৭]।

[৪৯] (যাবতীয়) দূর্ভোগ সেদিন তাদের (ভাগে পড়বে) যারা এসব সত্যকে অস্বীকার করেছে [৩৮]।

[৫০] (তুমিই বলো) আল্লাহর কোরআনের বদলে আর এমন কোন কথা (এদের সামনে পেশ করার) থাকবে যার ওপর এরা ঈমান আনবে [৩৯]?

---

৩৬. যারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে নিমগ্ন ছিল, তারা জানতো না ফুলের মালা মনে করে যে জিনিসটাকে গলায় পরে নিচ্ছে, তা-তো কালো নাগ।

৩৭. অর্থাৎ নামাযে বা আল্লাহর সাধারণ নির্দেশের সম্মুখে।

৩৮. সেদিন আক্ষেপ করবে দুনিয়ায় কেন আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথানত করিনি। সেখানে মাথা নত করলে আজ এখানে মাথা উঁচু থাকতো।

৩৯. অর্থাৎ কোরআনের চেয়ে বেশী পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকর বয়ান আর কার হতে পারে? অবিশ্বাসীরা যদি কোরআন বিশ্বাস না করে, তবে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? কোরআনের পরও কি তারা অন্য কোন কেতাবের অপেক্ষায় রয়েছে, যা আসমান থেকে নাযিল হবে?

www.icsbook.info

সূরা আন-নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭৮, আয়াত সংখ্যাঃ ৪০, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ① عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ② الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ

مُخْتَلِفُوْنَ ③ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ④ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (এই জনপদের যারা অধিবাসী) তারা কোন্ বিষয়টি সম্পর্কে একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে [১]?

[২] (তারা কি) সেই গুরুত্বপূর্ণ ও মহা সংবাদের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বেড়াচ্ছে

[৩] যে ব্যাপারে তারা নিজেরাও কোনো ঐক্যমত পোষণ করে না [২]।

[৪] না, (তা মোটেই হাসি তামাশার বিষয়) নয়, অচিরেই এরা সঠিক ঘটনা জানতে পারবে [৩]।

[৫] না আবারও (শুনে রাখো কক্ষনো কিয়ামতকে দূরের কিংবা কল্পনার কিছু মনে করো না। কেয়ামত আসবেই এবং) অতি সত্বরই তারা (এ চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে) জানতে পারবে [৩]।

---

১. মানে লোকেরা কিসের খোঁজে লেগেছে? কোন্ বিষয়টির তত্ত্বানুসন্ধানে তারা মত্ত রয়েছে? একে অন্যের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে সে বিষয়টি বুঝতে পারবে—এমন যোগ্যতা কি তাদের মধ্যে রয়েছে? না, কখনো নেই। অথবা এ অর্থ যে, কাফেররা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর উপহাসের ছলে একে অপরকে, ওপরন্তু পয়গাম্বর এবং মোমেনদেরকেও জিজ্ঞাসা করছে—কি ব্যাপার! সে কেয়ামত কবে আসবে? আসবেই যদি তবে এত দেরী কেন? এখনই কেন এসে পড়ছে না? জান, কোন্ বিষয় সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করছে? তা এক বিরাট বিষয়, যা অবিলম্বেই তাদের জানা হয়ে যাবে। যখন স্বচক্ষে তার ভয়ংকর দৃশ্য অবলোকন করতে পারবে।

২. অর্থাৎ কেয়ামতের খবর, যে সম্পর্কে মানুষের রয়েছে নানা মত। কেউ তাতে আদৌ বিশ্বাস করে না। কেউ সন্দেহে পতিত হয়েছে। কেউ বলে, দেহ উত্তোলিত হবে। কেউ বলে, আযাব আর সাওয়াব—সবই অতিবাহিত হবে রূহের ওপর দিয়ে, দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, ইত্যাদি নানা কথা আর নানা মত।

www.icsbook.info

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۝٦ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝٧
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَجَعَلْنَا
اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠

[৬] (আমি কি এই সৃষ্টি জগতকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় আগের মতো করে সৃষ্টি করতে সক্ষম নই? তোমরা একবারও আমার প্রথম সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে ভেবে দেখলে না?) আমি কি (তোমাদের সার্বিক সুবিধার জন্যে) এই ভূমিকে বিছানার মতো করে তৈরী করে রাখিনি [৪]?

[৭] এবং (এই ভূমিকে স্বীয় অবয়বে স্থির করে রাখার জন্যে) আমি কি পাহাড় পর্বতসমূহকে (এর গায়ে) 'পেরেকের' মতো গেড়ে রাখিনি [৫]?

[৮] (শুধু কি এই? তোমাদের নিজেদের সৃষ্টি রহস্য, আরাম আয়েশ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কি তোমরা ভেবে দেখোনি? এই বিশ্বচরাচরে মানুষের মতো চলার জন্যে) আমি কি তোমাদের নারী ও পুরুষ রূপে জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করিনি [৬]?

[৯] এবং (দুনিয়ার কর্মক্লান্ত দিনের শেষে তোমাদের জন্যে) তোমাদের ঘুমকে (আমি ক্লান্তি ও অবসাদ দূরকারী) শান্তির বাহন করে তৈরী করিনি [৭]?

[১০] (একই উদ্দেশ্যে) তোমাদের (জন্যে) আমি রাত (সমূহের অন্ধকারকে বাহ্যিক কর্মকান্ডের) আবরণ করে দিয়েছি [৮]।

---

৩. মানে দুনিয়ার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত পয়গাম্বররা অনেকই বুঝিয়েছেন; কিন্তু মানুষ তাদের নানা মত এবং একে অন্যের নিকট খোঁজ নেয়া থেকে নিবৃত্ত হবে না কখনো। এখন সে ভয়ংকর দৃশ্য তাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হওয়ার সময় সমুপস্থিত হয়েছে। তখন জানতে পারবে, কেয়ামত কী বস্তু! আর তাদের নানা মত আর জিজ্ঞাসাবাদেরই বা কী মূল্য ছিল!

৪. যার ওপর সুখে-স্বাচ্ছন্দে বজীন কাটায় এবং পার্শ্বপরিবর্তন করে।

৫. যেমন কোন জিনিসে পেরেক ঠুকে দিলে তা স্থানচ্যুত হতে পারে না, তেমনি শুরুতে পৃথিবী যখন কাঁপতো, তখন আল্লাহ তায়ালা পর্বত সৃষ্টি করে পৃথিবীর কম্পন-অস্থিরতা দূর করেন। যেন পর্বত দ্বারা পৃথিবী এক ধরনের স্থিতি লাভ করেছে।

৬. মানে পুরুষের স্থিতি আর আরামের জন্য নারীকে তার জোড়া করে দিয়েছি।

'আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে স্থিতি পাও' (সূরা রূম রুমু, রুকূ ৩)। অথবা নানা রং, বর্ণ এবং নানা আকৃতির লোক ইত্যাদি।

৭. অর্থাৎ সারা দিনের চেষ্টা-শ্রমের পর মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তার সব অবসাদ, সব ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, যেন নিদ্রা মানেই শান্তি আর আরাম। নিদ্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যের কারণে পরে রাত্রের কথা বলা হচ্ছে।

www.icsbook.info

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ
سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾
وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ

[১১] (তার পাশাপাশি) তোমাদের দিনগুলোকে জীবিকা অর্জনের জন্য আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছি [৯]।

[১২] (অতঃপর নিজেদের দৃষ্টি সীমাকে সৌরমন্ডলের দিকে ধাবিত করলে তোমরা দেখতে পাবে) আমি তোমাদের ওপর সাতটি মজবুত (ও দুর্ভেদ্য) আসমান বানিয়েছি [১০]।

[১৩] (তার মধ্যে আবার সৌর মন্ডলের কেন্দ্রবিন্দু ও আলো সরবরাহের জন্যে) উপস্থাপন করেছি একটি অতি উজ্জ্বল ও অতি উত্তপ্ত বাতি [১১]।

[১৪] (নীচের পৃথিবীকে ফুলে ফলে ও শস্যরাজিতে ভরে দেয়ার উদ্দেশ্যে) আসমানের মেঘমালা থেকে আমি বর্ষণ করেছি এক অবিরাম বৃষ্টিধারা [১২]।

[১৫] অতঃপর এই অবারিত বৃষ্টিধারা দিয়েই শ্যামল ভূমিতে আমি উৎপাদন করেছি শস্যদানা,

[১৬] তরিতরকারী ও সুনিবিড় বাগবাগিচা [১৩]।

[১৭] (সমগ্র সৃষ্টির এই বিশাল আয়োজন দেখে একে তোমরা কখনো স্থায়ী ও উদ্দেশ্যবিহীন কিছু ভেবো না। আমার এসব অনুগ্রহের সাথে কারা কী আচরণ করেছে তা দেখার জন্যে) নিঃসন্দেহে বিচার আচার ও হিসাব নিকাশের জন্যে একটি দিনও আমি সুনির্দিষ্ট করে রেখেছি [১৪]। (জানো তোমরা সেদিনের কথা?)

---

৮. মানুষ যেমনি চাদর মুড়ি দিয়ে দেহকে আবৃত করে, ঠিক তেমনি রজনীর অন্ধকার সৃষ্টিলোককে পর্দায় আবৃত করে। আর যে সব গোপনীয়, সাধারণত রাতের অন্ধকারেই সেসব কাজ করা হয়। অনুভূতির দিক থেকেও দিনের চেয়ে রাত্রে কাপড় আবৃত করার প্রয়োজন বেশী হয়। কারণ, তুলনামূলভাবে রাত্রে কিছুটা ঠান্ডা থাকে।

৯. অর্থাৎ সাধারণত আয়-উপার্জনের ধান্দা দিনের বেলাই করা হয়। এর উদ্দেশ্য থাকে নিজের এবং সন্তানাদীর প্রয়োজনের দিক থেকে মনে শান্তি-স্বস্তি লাভ করা। রাত্র-দিনের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে পরে আসমান আর সূর্যের কথা বলা হচ্ছে। অথবা এমনও বলা যায়, যমীনের বিপরীতে আসমানের উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. মানে সুদৃঢ় সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন। এত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত তাতে কোন ফাটল ধরেনি।

www.icsbook.info

يَنفَخُ فِى الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

[১৮] সেদিন (মহা) শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে আর এই (প্রলয়ংকরী) ফুঁকের সাথে সাথে (সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যতো আদম সন্তান আমি বানিয়েছি) তোমরা সবাই দলবদ্ধভাবে, সারিবদ্ধভাবে (আমার সামনে) এসে জড়ো হবে ১৫।

[১৯] (দুর্ভেদ্য ও মজবুত) আসমানসমূহ (তখন) ফেটে ফেটে পড়তে শুরু করবে। (মনে হবে যাবতীয় বিপদ মুসীবত ও ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে) আকাশমালা (বুঝি) তার সবক'টি দরজাই খুলে দিয়েছে ১৬।

[২০] (জমিনের সাথে যে পাহাড়গুলোকে পেরেকের ন্যায় গেড়ে রাখা হয়েছিলো মনে হবে) সেই পর্বতমালা স্বীয় স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে তুলোর ন্যায় উড়তে শুরু করেছে, ঠিক মরীচিকার ন্যায় ১৭।

---

১১. অর্থাৎ সূর্য, যাতে আলো এবং তাপ দু'ই বর্তমান রয়েছে।

১২. বাদল বা বায়ু, যা থেকে পানি বর্ষিত হয়।

১৩. অর্থাৎ নিতান্ত ঠাসা ঘন বাগান (অথবা এ অর্থও হতে পারে যে,) যমীনের বুকে নানা ধরনের বৃক্ষ আর বাগান সৃষ্টি করেছি। কুদরতের মহান নিদর্শন রাজি বর্ণনা করে বলে দিয়েছেন যে, যে আল্লাহ এমন কুদরত আর হেকমতের অধিকারী, সে আল্লাহর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা এবং হিসাব-কিতাবের জন্য উত্তোলন করা কি এমনই কঠিন হবে? আর এত বড় কারখানাকে শুধু শুধু পরিণতিহীনভাবে ছেড়ে দেয়া কি তাঁর হেকমতের পরিপন্থী হবে না? দুনিয়ার এ দীর্ঘ ধারার কোন পরিণতি কোন ফলাফল অবশ্যই থাকতে হবে। সে পরিণতিকেই আমরা আখেরাত বলি। যেমনিভাবে নিদ্রার পর জাগরণ হয় এবং রাত্রের পর যেমনি দিবসের আগমন ঘটে, তেমনি দুনিয়ার অবসানান্তে আখেরাতের আগমনকেও নিশ্চিত মনে করবে।

১৪. ফয়সালার দিন হবে তা-ই, যেখানে মন্দ থেকে ভালোকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হবে, যাতে কোন রকমের সংমিশ্রণ অবশিষ্ট না থাকে। প্রতিটি ভালো তার খনিতে, আর প্রতিটি মন্দ তার কেন্দ্রে যাতে পৌঁছতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, এমন পূর্ণাঙ্গ পার্থক্য এ দুনিয়ায় হতে পারে না। কারণ দুনিয়াতে আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিন, শয়ন-জাগরণ, বৃষ্টি-বাদল, বাগান-ক্ষেত, স্ত্রী-পুত্র—সব কিছু ভালো-মন্দে যুক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি কাফের আর মোসলেম এসব উপকরণ দ্বারা সমভাবে উপকৃত হয়। তাই বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার অবসানে একটা 'ইয়াওমুল ফাস্‌ল' তথা ফয়সালার দিন আসা অপরিহার্য। আল্লাহর জ্ঞানে সেদিন নির্ধারিত রয়েছে।

১৫. অর্থাৎ বিপুল সংখ্যায় ভিন ভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে, যার বিভক্তি হবে যাতে তাদের বিশিষ্ট আকীদা আর আমলের ভিত্তিতে।

১৬. অর্থাৎ আসমান বিদীর্ণ হয়ে এরূপ ধারণ করবে, যেন কেবল দরজা আর দরজা। সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করেই অন্যত্র বলা হয়েছে—যেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে মেঘমালা নিয়ে এবং ফেরেশতা নাযিল করা হবে (সূরা ফোরকান, রুকূ ৩)।

১৭. যেমন উজ্জ্বল বালির ওপর দূর থেকে পানি বলে ভ্রম হয়, তেমনি এগুলো পর্বত বলে ধারণা হবে, অথচ বাস্তবে তা পর্বত থাকবে না, নিছক বালির স্তূপে পরিণত হবে।

www.icsbook.info

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ
فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا
حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ
حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

[২১] (দেখে মনেই হবে না যে, এখানে কোনো কালে বিশালকায় পাহাড় পর্বত দাঁড়িয়ে ছিলো। এই হিসাব নিকাশের পর মানুষরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে) বস্তুত জাহান্নাম হবে (খোদা) বিদ্রোহী (ও পাপী)দের জন্যে এক (গোপন মরণ)ফাঁদ ও (নিকৃষ্টতম) আবাসস্থল [১৮]।

[২২-২৩] যেখানে তারা যুগের পর যুগ (এক অনাদিকাল) ধরে পড়ে থাকবে [১৯]।

[২৪] এই আবাসস্থলে কোনো ধরনের ঠান্ডা ও পানীয় জাতের কিছুর স্বাদ তারা ভোগ করবে না।

[২৫] থাকবে না (তীব্র গরম) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত, ক্ষত ছাড়া ভিন্ন কিছু আয়োজন[২০]।

[২৬] (পৃথিবীর বুকে করে আসা যাবতীয় অন্যায় ও বিদ্রোহের) এই হচ্ছে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিফল।

[২৭] (কারণ) এরা (কোনোদিনই এমনি ধরনের) হিসাব নিকাশের দিনটি আসবে বলে ধারণাই পোষণ করেনি।

[২৮] (বরং) তারা তো (বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে থাকা) আমার (অসংখ্য) নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে ২১।

---

১৮. অর্থাৎ জাহান্নাম দুষ্ট লোকদের জন্য ওৎ পেতে রয়েছে আর জাহান্নাম হবে পাপীদের ঠিকানা।

১৯. যার কোন শুমার নেই। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হবে, কিন্তু তাদের বিপদের অবসান হবে না।

২০. মানে শীতলতার পরশ পাবে না, পাবে না কোন সুপেয় বস্তু। অবশ্য পাবে গরম পানি। যার জ্বালায় মুখ ঝলসে যাবে, নাড়িভুঁড়ি ফেটে পেট থেকে বেরিয়ে পড়বে। অপর যে বস্তুটি পাওয়া যাবে, তা হবে পুঁজ, যা প্রবাহিত হয়ে পড়বে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে।

'আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে এবং দুনিয়া-আখেরাতে সব ধরনের আযাব থেকে নাজাত দান করুন।'

২১. মানে যে বস্তু তাদের কাম্য ছিল না, তা-ই তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে আর যে বিষয়টিকে অবিশ্বাস করতো, তা-ই স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। এখন দেখে নিক, কেমন করে তারা অবিশ্বাস করেছিল।

www.icsbook.info

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ

كِتَٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ

مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا

دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّن

[২৯] (তারা সেদিন একবারও চিন্তা করেনি যে) আমি তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডের রেকর্ড (সযত্নে) সংরক্ষিত করে রেখেছি [২২]।

[৩০] অতএব (যারা এসব করেছো সেদিনের সেই বিদ্রোহমূলক আচরণের শাস্তি হিসেবে আজ) এই কঠোর আযাব উপভোগ করতে থাকো। (আজ) আমি (তোমাদের জন্যে) শাস্তির মাত্রা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না [২৩]।

রুকুঃ২

[৩১] (অপরদিকে যারা এই হিসেব নিকেশের দিনটি আসবে বলে বিশ্বাস করেছে সেসব) পরহেজগার লোকদের জন্যে অবশ্যই যাবতীয় সাফল্যের (পুরস্কার পাওয়ার মতো) একটি স্থান রয়েছে।

[৩২] (তা হচ্ছে সুসজ্জিত) বাগবাগিচা, আঙ্গুর (ফলে সুশোভিত বৃক্ষরাজি,

[৩৩] মানসিক প্রশান্তি ও সঙ্গ দেবার জন্যে) পূর্ণ যৌবনা ও সমবয়সী সুন্দরী তরুণী [২৪]

[৩৪] এবং (সর্বোপরি রয়েছে উচ্ছ্বসিত ও) উপচেপড়া পানপাত্র [২৫]।

[৩৫] (এই জান্নাত যা পরহেজগার ব্যক্তিদের দেয়া হবে) তাতে কোনো আজেবাজে ও মিথ্যা কথাবার্তা তারা শুনতে পাবে না [২৬]।

---

২২. মানে সব কিছু আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে আর সে সর্বাত্মক জ্ঞান অনুযায়ী বালাম বইয়ে যথারীতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। নেক-বদ কোন আমলই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়। রত্তি রত্তির ভোগান্তি হবে।

২৩. অর্থাৎ তোমরা যেমন অবিশ্বাস আর অস্বীকৃতি বরাবর বাড়িয়েই চলেছিলে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু না এলে সর্বদা বাড়িয়েই চলতে, এখন বড় আযাবের মজা ভোগ কর। আমিও বৃদ্ধি করে চলবো আযাব, যা কখনো হ্রাস করা হবে না।'

২৪. অর্থাৎ নব উত্থিতা রমণী যাদের যৌবন উপচে পড়ার উপক্রম হবে আর তাদের সকলের বয়স হবে এক সমান।

২৫. মানে 'শারাবে তাহুরে' ভরা পানপাত্র।

২৬. মানে জান্নাতে অনর্থক বকা-ঝকা বা মিথ্যা-প্রতারণা কিছুই থাকবে না। কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়ায়ও লিপ্ত হবে না, যাতে মিথ্যা বলার আর প্রতারণা করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

www.icsbook.info

رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ
وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

[৩৬] (মূলতঃ এ ধরনের একটি স্থানই) তোমার আল্লাহর তরফ থেকে (এসব লোকদের জন্যে হচ্ছে) যথাযথ পুরস্কার [২৭]।

[৩৭] (যথার্থ প্রতিদান তো তার পক্ষ থেকেই সম্ভব। কারণ) তিনি আসমান ও জমিন সমূহের একচ্ছত্র মালিক। আবার এ দুয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় কিছুর ওপরও রয়েছে তার নিরংকুশ মালিকানা। তিনি (আবার) দয়ার সাগর [২৮] (ও, তার ওপর কারোরই হস্তক্ষেপ চলে না। তাই) তার সামনে কেউই কথা বলার ক্ষমতা (অধিকার কিছুই) রাখে না [২৯]।

[৩৮] সেদিন (পরাক্রমশালী মালিকের সামনে জিব্রাইল) রূহ ও অন্যান্য ফেরেশতারা (নিজেদের মানমর্যাদা অনুসারে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে [৩০]। করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যাদের (মেহরবাণী করে) আনুমতি দেবেন তারাই সেদিন শুধু কথা বলতে পারবে এবং তারা সত্যকথাই বলবে [৩১]। (এছাড়া আর কেউই সেদিন কিছু বলবে না)।

---

২৭. অর্থাৎ পুংখানুপুংখ হিসাব নেয়ার পর বিনিময় পাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ বিনিময়ই পাবে।

২৮. আর এ বিনিময়ও পাবে দান আর রহমত হিসাবে। অন্যথায় এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর ওপর কারো 'করয' বা বাধ্য-বাধকতা নেই। মানুষ নিজের আমলের বদৌলতে আযাব থেকে রক্ষা পাবে—এটা বড় কঠিন। আর জান্নাত তো পাওয়া যাবে আল্লাহর খাছ রহমত আর বিশেষ অনুগ্রহের বদৌলতে। তাকে আমাদের আমলের বিনিময় সাব্যস্ত করা এটা তাঁর আরো বড় দান, আরো বড় মর্যাদা দেয়া।

২৯. অর্থাৎ এতটা রহমত আর দয়া সত্ত্বেও তাঁর মাহাত্ম্য এমন যে, তাঁর সামনে কেউ মুখ খুলতে পারবে না।

৩০. রূহ বলা হয়েছে প্রাণীকে, অথবা 'রূহুল কুদ্স' অর্থাৎ জিব্রাঈলই উদ্দেশ্য। কোন কোন তাফসীরকারের মতে সে মহান রূহ-ই উদ্দেশ্য, যার থেকে উৎপত্তি হয়েছে অসংখ্য রূহের।

৩১. মানে তাঁর দরবারে যে কথা কেউ বলবে, তা বলবে তাঁরই নির্দেশ আর অনুমতিক্রমে। আর এমন কথাই বলবে, যা যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত। যেমন কোন অযোগ্য ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে না। সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য তারা, যারা দুনিয়াতে সবচেয়ে সত্য আর যথার্থ কথা বলেছে, অর্থাৎ বলেছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

www.icsbook.info

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ

اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ

مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

[৩৯] এমন একটি দিন (আসবে এবং তা) সত্য, (যে ব্যক্তি এই দিনের জন্যে প্রস্তুত হয়নি) ইচ্ছে করলে সে এখনো নিজের মালিকের দিকে ফিরে আসতে পারে (এবং আল্লাহর পথে ফিরে এসে নিজের জন্যে সুন্দর একটি আবাসস্থল(ও সে) বানিয়ে নিতে পারে [৩২]।

[৪০] আমি (তো তোমাদের ওপর অবধারিত এমন এক) আসন্ন (শাস্তি ও) আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম (মাত্র)। সেদিন মানুষ (নিজের চোখে) দেখতে পাবে (সারা জনম ধরে) তার হাত দুটি (তার জন্যে) কী কী জিনিস অর্জন করে এনেছে [৩৩] এবং এ দিনের জন্যে কি তারা পাঠিয়েছে। (এই দিনের অস্তিত্বকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করেছে সে) অস্বীকারকারী (ব্যক্তি এসব দেখে) বলে উঠবে, (ধিক্ এমনি এক জীবনের জন্যে) হায়, কতো ভালো হতো আজ যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম [৩৪]। (এবং এই ভয়াবহ আযাব যদি দেখতেই না পেতাম)!

---

৩২. অর্থাৎ সেদিনের আগমন অবশ্যম্ভাবী। এখন যে কেউ নিজের কল্যাণ কামনা করে, তার উচিত, সেদিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

৩৩. অর্থাৎ আগে-পরের ভালো-মন্দ সব কিছু সম্মুখে হাজির করা হবে।

৩৪. মানে যদি মৃত্তিকাই থাকতাম, মানুষ না হতাম যদি। মানুষ হওয়াতেই তো এ হিসাব-কেতাবের মুসীবতে জড়িত হয়ে পড়তে হয়েছে।

www.icsbook.info

সূরা আন্ নাযিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৭৯ আয়াত সংখ্যাঃ ৪৬, রুকু সংখ্যাঃ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۞ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۞ وَّالسّٰبِحٰتِ

سَبْحًا ۞ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۞ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۞

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (আমি) কসম (করছি) সেই (ফেরেশতাদের) নামে যারা নির্মমভাবে (অবিশ্বাসী ও খোদাদ্রোহীদের শিরা উপশিরায়) ডুব দিয়ে তাদের আত্মা ছিনিয়ে আনে [১]।

[২] কসম (করছি) সেই (ফেরেশতাদের) নামে যারা নেককার ও পরহেজগার বান্দাহদের রূহ এমনভাবে বের করে আনে যেমন (কেউ) মৃদু ও সহজভাবে আত্মার বাঁধন খুলে দেয় [২]।

[৩] কসম (করছি) সেই (ফেরেশতাদের নামে) যারা (আমার এতোটুকু হুকুম তামিল করার জন্যে) দ্রুতগামী মাছ যেমন পানিতে সাঁতার কাটে তেমনি দ্রুত গতিতে এই) বিশ্ব চরাচরে সাঁতরে বেড়ায়।

[৪] (আমি কসম করছি সেই ফেরেশতাদের নামে) যারা বারবার আমার হুকুম পালনের জন্যে দ্রুত (পায়ে) এগিয়ে চলে [৩]।

[৫] (আমি কসম করছি সেই ফেরেশতাদের নামে) যারা আমার হুকুম অনুযায়ী (এই আকাশ জমিনের) সব ক'টি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে [৪] (আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।)

---

১. অর্থাৎ সেসব ফেরেশতার কসম, যারা কাফেরদের রগরেশায় প্রবেশ করে কঠোরতার সঙ্গে টানা-হেঁচড়া করে তাদের জান বের করবে।

২. অর্থাৎ যেসব ফেরেশতা মোমেনের দেহ থেকে প্রাণের বন্ধন খুলে দেবেন, অতপর তা স্বেচ্ছায়-সানন্দে তার লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাবে, যেমন কারো বন্ধন খুলে দিলে মুক্ত হয়ে তা ছুটে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এখানে রূহের কথা বলা হচ্ছে, দেহের কথা নয়। নেক রূহ খুশীতে 'আলমে কুদ্সে' তথা পবিত্র স্থানে ছুটে যায়, বদ রূহ পলায়ন করে। অতপর তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

www.icsbook.info

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوبٌ
يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ أَإِنَّا
لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑪
قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

[৬] (এদের সবার কসম করে আমি বলছি,) কেয়ামত অবশ্যই আসবে। সেদিন গোটা জনপদ জুড়ে সবকিছুর অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার জন্য ভূকম্পনের এক প্রচন্ড ঝাঁকুনি দেয়া হবে[৫]।

[৭] (সব ক'টি আদম সন্তানকে কবর থেকে উঠিয়ে আনার জন্যে) আবার আরেকটি (বিকট) ধাক্কা আসবে[৬]।

[৮] (এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে) মানুষের অন্তরসমূহ সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে।

[৯] (ভয়ে বিহ্বল হওয়ার কারণে) সবার দৃষ্টি হয়ে যাবে নিম্নগামী ও ভীত সন্ত্রস্ত[৭]।

[১০] (কেয়ামতের এটুকু বিবরণী শুনে এসব অবিশ্বাসী) কাফেররা বলে, এমনভাবে সত্যিই কি আমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে?

[১১] (মৃত্যুর পর আমাদের দেহ) পঁচে গলে হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও পুনরায় আমাদের দেহে জীবন ফিরে আসবে?

[১২] এরপর তারা (কেয়ামতের ঘটনাবলী নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এবং) বলে, সত্যিই তো এমনি যদি আমাদের আগের জীবন ফিরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সেই প্রত্যাবর্তন হবে খুবই লোকসানের বিষয়[৮]।

---

৩. অর্থাৎ যেসব ফেরেশতা রূহ বহন করে দ্রুত ছুটে যান যমীন থেকে আসমানে, যেন তাঁরা বিনা বাধায় পানিতে সাঁতার কাটেন অতপর সেসব রূহ সম্পর্কে আল্লাহর যে হুকুম হয়, তা পালন করার জন্য দ্রুত এগিয়ে যান।

৪. অর্থাৎ তারপর সেসব রূহ সম্পর্কে সাওয়াবের হুকুম হোক, বা আযাবের এ দু'টির যে কোন একটির ব্যবস্থা করেন। অথবা এর উদ্দেশ্য সেসব সাধারণ ফেরেশতা, যারা প্রাকৃতিক জগতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। প্রথম অর্থই স্পষ্ট। আন্-নাযেয়াত, আন্-নাশেরাত ইত্যাদির নির্ণয়ে আরো অনেক উক্তি আছে। আমরা হযরত মওলানা মাহমূদুল হাসান (রঃ)-এর তরজমার আলোকে এই ব্যাখ্যা করেছি।

৫. অর্থাৎ প্রথম দফা শিঙ্গায় ফুঁৎকার দিলে পৃথিবীতে ভূকম্পন হবে।

৬. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ লাগাতার একের পর এক ভূমিকম্প দেখা দেবে।' অধিকাংশ মুফাস্সিরীন অর্থ করেছেন শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার দেয়া। আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ
مُوْسٰى ﴿١٥﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ
اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾

[১৩] (এতে তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে এসব হাসি বিদ্রূপের কল্পনা করতে করতে এক সময় তারা দেখবে) সত্যিকারভাবেই এতো হচ্ছে বড়ো ধরনের একটি ঝটকা।

[১৪] (বড় ধরনের একটি ধমক, যা শেষ হতে না হতেই দেখা যাবে)। তারা (এসে এক প্রশস্ত খোলা) ময়দানে সমবেত হয়ে গেছে। (মনে হবে সেই প্রচন্ড ঝটকা বুঝি তাদের এইমাত্র ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো [৯]।

[১৫] কেয়ামতের ব্যাপারে আরেক নবীর কাহিনীর দিকে লক্ষ্য করো। হে নবী, তুমি কি কখনো মুসা নবীর গল্প শোনো নি [১০]?

[১৬] তাকে একদিন তার মালিক পবিত্র 'তূর' উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন, যাও (তাওহীদ, আখেরাত ও কেয়ামতের বাণী নিয়ে) তুমি ফেরাউনের কাছে। (কারণ ফেরাউন মানুষকে দ্বিতীয়বার জীবন দিয়ে কেয়ামতের ময়দানে হাজির করার এই বিষয়টিকে অস্বীকার করার কারণে, বিদ্রোহী হয়ে গেছে [১১]।

[১৭-১৮] তার কাছে গিয়ে তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো তুমি কি (বিদ্রোহমূলক আচরণ পরিত্যাগ করে মানুষের মতো) পবিত্রতা গ্রহণের আগ্রহ পোষণ করো?

[১৯] তাকে (এও তুমি) বলে দাও যে, আমি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার দিকে ডেকে আনার পথ দেখাতে পারি। (পথ দেখানোর ফলে) তোমার মনে আল্লাহর ভয় জাগলে জাগতেও পারে[১২]।

---

৭. অর্থাৎ অস্থিরতা আর ঘাবড়ানোর ফলে অন্তর ছটফট করবে এবং লজ্জা আর যিল্লতীতে চক্ষু হবে নিম্নমুখী।

৮. অর্থাৎ কবরের খাদে চলে যাওয়ার পর আমাদেরকে কি আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? আমরা তো বুঝতেই পারছি না যে, এই হাড্ডির মধ্যে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হবে। এমনটি ঘটে থাকলে আমাদের জন্য তা হবে বড়ই ক্ষতিকর। কারণ, সে জীবনের জন্য আমরা তো কোন সঞ্চয় করিনি। এসব কথা বলবে উপহাসের ছলে। অর্থাৎ মুসলমানরা আমাদের ব্যাপারে এরকম মনে করে। অথচ মৃত্যুর পর সেখানে অন্য কোন জীবনই থাকবে না। ক্ষতির তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

৯. অর্থাৎ এরা এটাকে খুব কঠিন কাজ মনে করছে, অথচ আল্লাহর কাছে এসব কাজ হয়ে যাবে নিমিষে। এক হুংকারে মানে শিঙ্গায় এক ফুঁৎকারে আগে-পরের সকলকেই হাশর ময়দানে দন্ডায়মান দেখা যাবে। পরে এ হুংকারের একটা ক্ষুদ্র নমুনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যে হুংকার দেয়া

www.icsbook.info

فَأَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ
أَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ
الْأَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْأُوْلٰى ﴿٢٥﴾ إِنَّ

[২০] (অতঃপর আমার আদেশ পেয়ে) নবী (বিদ্রোহী ফেরাউনের কাছে গেলো এবং) তাকে আমার পক্ষ থেকে বড় বড় নিদর্শন দেখালো [১৩]।

[২১] (কিন্তু মিথ্যা দম্ভে গরিয়ান হয়ে ফেরাউন) আমার নবীর এসব নিদর্শনকে বললো মিথ্যা। সে এসব কিছু প্রত্যাখ্যান করলো এবং (প্রকাশ্য ভাবেই) এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

[২২] (এখানেই শেষ নয় সে দুষ্ট বুদ্ধির খোঁজে ও) চালবাজি করার চেষ্টায় সে পেছনে ফিরলো[১৪]।

[২৩] অতঃপর সে (স্বীয়) দেশবাসীদের জড়ো করলো। তাদের সম্বোধন করে (সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো, হে আমার দেশবাসী) আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় আল্লাহ [১৫]।

[২৪-২৫] অবশেষে আল্লাহ তায়ালা (এত বড় বিদ্রোহের জন্যে) আখরাত ও দুনিয়ার আযাবে তাকে বন্দী করে ফেললেন [১৬]।

হবে এক বড় অভিমানীকে। অথবা এরকম বলা যায় যে, সে অবিশ্বাসীদেরকে শুনিয়ে দেয়া হচ্ছে, তোমাদের পূর্বে বড় বড় অবিশ্বাসীদের কেমন আযাব হয়েছিল।

১০. এ কাহিনী কয়েক স্থানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

১১. অর্থাৎ 'কূহে তূর'-এর নিকটে।

১২. অর্থাৎ তোমার যদি সংশোধন হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আল্লাহর হুকুমে আমি তোমার সংশোধন করতে পারি। তোমাকে এমন পথের দিশা দিতে পারি, যে পথে চললে তোমার অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং তাঁর পূর্ণ মারেফাত বদ্ধমূল হবে। কারণ, পূর্ণ মারেফাত ছাড়া আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। জানা গেল যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ফিরাউনের সংশোধনও ছিল। কেবল বনী ইসরাঈলকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করাই তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল না।

১৩. অর্থাৎ তিনি সেখানে পৌছে আল্লাহর পয়গাম পৌছান এবং তার ওপর প্রমাণ সম্পূর্ণ করার জন্য 'আসা' সাপ হওয়ার সে বড় মোজেযা দেখান।

১৪. মানে সে অভিশপ্ত এখন কোথায়? মূসার মোজেযার মোকাবেলা করার জন্য জাদুগর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লোকজনকে সমবেত করার ফিকিরে সে বহির্গত হয়।

১৫. অর্থাৎ সবচেয়ে বড় পালনকর্তা তো আমি। কে প্রেরণ করেছে এ মূসাকে?

১৬. মানে এখানে পানিতে ডুবেছে, আর সেখানে আগুনে জ্বলবে।

www.icsbook.info

فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٦﴾ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا
أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ
لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ
دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ

[২৬] (এমন এক শাস্তি দিলেন যা ছিলো দৃষ্টান্তমূলক। যে ব্যক্তি বিশ্ব জগতের অধিপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো) তার এই পরিণামে (অবশ্যই অন্য সব কয়টি মানুষের জন্যে) শিক্ষার অনেক কিছু বিদ্যমান রয়েছে। (বিশেষ করে) যারা এই কেয়ামত ও শাস্তির কথাটিকে ভয় করে [১৭]।

রুকুঃ ২

[২৭] (তোমরাই বলো) তোমাদের (মৃত্যুর পর পুনরায়) সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন [১৮]?

[২৮] (অথচ) আল্লাহ (সম্পূর্ণ শূন্যের মাঝে) আকাশ বানিয়েছেন। তিনি তার ছাদকে অনেক উঁচু করেছেন। অতঃপর (এই নিখুঁত সৃষ্টিরাজির সাথে) তিনি (এক অপরূপ) ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

[২৯] এরপর (সৃষ্টি নৈপুণ্যের মাঝে) তিনি রাতকে (গভীর অন্ধকারের চাদর দিয়ে) ঢেকে রেখেছেন। আবার তার থেকে (আলোর মালা দিয়ে) দিনকে বের করে এনেছেন [১৯]।

[৩০] (জনপদের মানুষদের সুবিধার্থে) এই জমিনকে বিছানার মতো করে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন[২০]।

---

১৭. অর্থাৎ এ কাহিনীতে চিন্তা করার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার অনেক বিষয় রয়েছে। তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে, মানুষের অন্তরে ভয় থাকতে হবে।

(যোগসূত্র) মধ্যখানে মূসা ও ফিরাউনের কাহিনী আলোচিত হয়েছে প্রতিবাদ স্বরূপ। পরে সে বিষয় মানে কেয়ামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।

১৮. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করা (আর তা-ও একবার সৃষ্টি করার পর) আসমান-যমীন এবং পর্বতমালা সৃষ্টি করার চেয়ে বেশী কঠিন নয়। তাঁকে যখন এত বড় বড় জিনিসের স্রষ্টা স্বীকার কর, তখন নিজেদের পুনঃ সৃষ্টিতে এই ইতস্তত কেন?

১৯. অর্থাৎ আসমানের কথা চিন্তা কর। কত উঁচু, কত মযবুত। কেমন স্বচ্ছ-মসৃণ এবং কেমনতর সুগঠিত। কেমন মহা ব্যবস্থাপনা আর যথানিয়মে তার সূর্যের গতির সঙ্গে দিবা-রাত্রির ধারণ স্থাপন করেছি। রজনীর অন্ধকারে এক দৃশ্য, আর দিনের আলোয় দৃষ্টি গোচর হয় তার ভিন্ন অবস্থা।

www.icsbook.info

أَرْسٰهَا ۝٣٢ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝٣٣ فَإِذَا جَاءَتِ

الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝٣٤ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝٣٥

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرٰى ۝٣٦ فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ۝٣٧

[৩১] তাঁরই অভ্যন্তর থেকে তিনি বের করেছেন পানি ও উদ্ভিদরাজি [২১]।

[৩২] আবার (জমিনের স্থিতির জন্যে) তিনি পাহাড়সমূহকে এর গায়ে গেড়ে দিয়েছেন[২২]।

[৩৩] (এর সব কিছুরই) তিনি (আয়োজন) করেছেন (তোমাদের মতো) মানুষদের জন্যে এবং তোমাদের গৃহপালিত ও চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারদের জন্যে। এগুলো (সবই হচ্ছে) তোমাদের জীবনযাপনের উপকরণ [২৩]।

[৩৪] তারপর যখন (সত্যি) একদিন (মহা বিপর্যয় আকারে) কেয়ামত তোমাদের সামনে এসে হাজির হবে সেদিন তোমাদের সব কয়জন মানুষ (জীবন ভর দুনিয়ার বুকে যা যা করে এসেছে) তার সব কিছুই স্মরণ করবে।

[৩৫-৩৬] (সেই মহা সংকটের দিনে প্রতিটি বিদ্রোহী ব্যক্তির সামনে একে একে তার স্বীয় কর্মের ফলাফল হিসেবে) তখন জাহান্নাম খুলে ধরা হবে [২৪]।

[৩৭] তখন যে (ব্যক্তি প্রতিনিয়ত) সীমালংঘন করেছে

---

২০. আসমান-যমীনের আগে কোন্‌টা সৃষ্টি করা হয়েছে? এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কোন এক স্থানে আমরা আলোচনা করেছি। সম্ভবত সূরা ফুস্‌সেলাত এ। রাগেব ইসফাহানী কোরআন মজীদের অভিধান গ্রন্থ 'আল-মোফরাদাত'-এ 'দাহা' শব্দের অর্থ লিখেছেন-কোন বস্তুকে তার স্থিতিস্থল থেকে সরিয়ে দেয়া। সম্ভবত এ শব্দে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বর্তমান কালের গবেষণার ফল—মূলত পৃথিবী হচ্ছে কোন বৃহৎ সৌরলোকের একটা অংশ, যাকে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

২১. মানে নদী আর ঝর্না প্রবাহিত করেছি, অতপর পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি সবুজ গাছ-গাছালি।

২২. যা নিজের স্থান থেকে বিন্দুমাত্রও নড়ে না, বরং বিশেষ ধরনের অস্থিরতা থেকে ভূমিকেও হেফাযত করে।

২৩. অর্থাৎ এ ব্যবস্থা না হলে তোমাদের এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারের কাজ কিভাবে চলতো? এসব বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ আর সুখ দানের জন্য। তোমাদের উচিত, সে মহান নেয়ামতদাতার শুকরিয়া আদায় করা। তোমাদেরকে বুঝতে হবে—যে মহান শক্তিধর আর মহাজ্ঞানী এসব বিরাট ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তিনি কি তোমাদের পচা-গলা হাড্ডিতে প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন না? তোমাদের উচিত, তাঁর কুদরত স্বীকার করে নেয়া এবং তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়ায় নিয়োজিত থাকা। অন্যথায় যখন কেয়ামতের সে মহা হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে, আর সমস্ত কৃতকর্ম সম্মুখে স্থাপন করা হবে, তখন ভীষণ অনুতাপ করতে হবে।

www.icsbook.info

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾
وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ
السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى
رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾

[৩৮] (এবং পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার (ভোগবাদী ও জড়বাদী) জীবনকে ভালোবেসে আঁকড়ে থেকেছে [২৫]

[৩৯] (সে প্রকাশ্যেই দেখতে পাবে) জাহান্নামের অনলই হবে তার (একমাত্র) আবাসস্থল।

[৪০] (আবার মানুষদের মাঝে) যারা (এ কথায়) ঈমান এনেছিলো যে একদিন নিজের মালিকের সামনে এসে তাদের দাঁড়াতে হবে এবং দাঁড়ানোর ভয়ে (তারা) ভীত ছিলো (এবং এই ঈমানের দাবী অনুযায়ী) যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে যাবতীয় গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত রেখেছে

[৪১] তার (অবশ্যম্ভাবী) ঠিকানা হবে জান্নাত [২৬]।

[৪২] এই (কাফের ও মুনাফিকের) দলের লোকেরা (কেয়ামতের ব্যাপারে হাসি বিদ্রূপ করার জন্যে) বারবার তোমার কাছে জানতে চায় কেয়ামতের সেই সময়টি কবে কখন আসবে [২৭]? (এর সঠিক দিন তারিখটা কি?)

[৪৩] তুমি তাদের বলে দাও না কেন যে, এ সময়টির সাথে তোমার সম্পর্ক কি? (কেয়ামত কবে হবে তা মানুষ জানবে কি ভাবে?)

[৪৪] এ বিষয়টির চূড়ান্ত জ্ঞানতো আল্লাহ তায়ালারই হাতে [২৮]। (একমাত্র তিনিই বলতে পারেন কেয়ামত কবে আসবে)।

[৪৫] তোমার দায়িত্ব হচ্ছে যাদের হৃদয়ে খোদার ভয় আছে, (যারা বিশ্বাস করে সবকিছুর শেষে একদিন মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে) তাদের (সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে) সাবধান করে দেয়া [২৯]।

---

২৪. অর্থাৎ জাহান্নামকে এমনভাবে জন-সমক্ষে উপস্থিত করা হবে, যাতে সকলেই দেখতে পাবে। মধ্যখানে কোন অন্তরাল থাকবে না।

২৫. অর্থাৎ আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। উত্তম মনে করে দুনিয়াকে গ্রহণ করেছে আর আখেরাতকে বিস্মৃত হয়েছে।

www.icsbook.info

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۝

[৪৬] যেদিন (সত্যিকার অর্থে) এরা কেয়ামতের (বিভীষিকাময়) দৃশ্য (নিজের) চোখে দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে এরা (জীবিত অবস্থায় দুনিয়ার বুকে কিংবা মৃত অবস্থায় কবরে) এক বিকেল কিংবা এক সকাল পরিমাণ সময় মাত্র অতিবাহিত করে এসেছে[৩০]।

---

২৬. অর্থাৎ একথা চিন্তা করে যে ব্যক্তি ভয় করেছে যে, একদিন আমাকে আল্লাহর সম্মুখে হিসাব দেয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে এবং এ ভয়ের কারণে নিজের নফসের খাহেশ মতো চলেনি, বরং তাকে দমন করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, অনুগত করেছে আল্লাহর নিধানের, তবে তার ঠিকানা জান্নাত ছাড়া অন্য কোথাও হবে না।

২৭. মানে শেষ পর্যন্ত সে মুহূর্ত কবে আসবে আর কবে হবে কেয়ামত?

২৮. অর্থাৎ ঠিক নির্দিষ্ট করে তার সময় বলে দেয়া আপনার কাজ নয়। যতই সওয়াল-জওয়াব কর না কেন, শেষ পর্যন্ত জ্ঞান সোপর্দ করতে হবে আল্লাহর ওপর। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেনঃ 'জিজ্ঞেস করতে করতে সে পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, পেছনে সবই বেখবর।'

২৯. অর্থাৎ আপনার কাজ হচ্ছে কেয়ামতের খবর শুনিয়ে লোকদেরকে ভয় দেখানো। এখন যার অন্তরে পরিণতির ব্যাপারে কোন ভয় থাকবে, বা পরকালের ভয় করার যোগ্যতা থাকবে, সে শুনে ভয় করবে আর ভয় করে প্রস্তুতি নেবে। যেন আপনার ভয় দেখানো পরিণতির বিবেচনায় কেবল সেসব লোকদের পক্ষে হয়েছে, এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা যাদের আছে। অন্যথায় অযোগ্য লোকেরা তো পরিণতি সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে এসব অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে রয়েছে যে, কোন্ দিনে, কোন্ সালে, কোন্ তারিখে কেয়ামত হবে?

www.icsbook.info

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮০, আয়াত সংখ্যাঃ ৪২, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ① اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ② وَمَا يُدْرِيْكَ
لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ③ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ④ اَمَّا مَنِ
اسْتَغْنٰى ⑤ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑥ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ⑦
وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ⑧ وَهُوَ يَخْشٰى ⑨ فَاَنْتَ عَنْهُ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] নবী ভ্রুকুঞ্চিত করলো [১], (বিরক্ত হলো) মুখ ফিরিয়ে নিলো।

[২] কারণ তাঁর সামনে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়েছে [২]।

[৩](তার প্রতি এই সামান্য অবহেলাটুকু করার সময়) তুমি জানতে যে, (তোমার সামনে আসার কারণে তোমার কাছ থেকে হেদায়াতের বাণী শুনে) হয়তো সে নিজেকে পবিত্র করে নিতো। নিজেকে সে শুধরে নিতো।

[৪] (কিংবা তোমার) হেদায়াতের প্রতি সে মনোনিবেশ করতো। (সর্বোপরি) তোমার এ উপদেশ তার জন্যে হয়তো উপকারী বলে প্রমাণিত হতো [৩]।

[৫] অপরদিকে যে (ধনী ব্যক্তি তোমার হেদায়াতের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলো না বরং উল্টো) বেপরোয়া ভাব দেখালো

[৬] তুমি তার প্রতিই বেশী মনোযোগ প্রদান করলে।

[৭] (কিন্তু সে নিজেকে কতোটুকু শুধরে নেবে তা কি তোমার জানা আছে? আর) তোমার ওপর তাকে শুধরে দেয়ার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়নি [৪]।

[৮] আবার যে (নিরীহ) ব্যক্তিটি আল্লাহর বাণী শুনে (নিজের জীবন গঠন করার মানসে) তোমার কাছে দৌড়ে আসলো

[৯] এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করলো [৫]

www.icsbook.info

১. নবী কুরাইশ দলপতিদেরকে ইসলাম বুঝাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে একজন অন্ধ মুসলমান (যার নাম ইবনে উম্মে মাকতূম) খেদমতে হাযির হন। তিনি নবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক আয়াত কিরূপ? আল্লাহ্ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে আপনি আমাকেও কিছু শিক্ষা দিন। অসময়ে তাঁর এসব জিজ্ঞাসা নবীর নিকট কঠিন ঠেকে। তিনি মনে করে থাকবেন, আমি তো এক বড় কাজে ব্যস্ত। কুরাইশের এ বড় বড় সর্দাররা ঠিক মতো বুঝে ইসলাম গ্রহণ করলে অনেকেরই মুসলমান হওয়ার আশা। ইবনে উম্মে মাকতূম তো মুসলমান আছেই। তাঁর বুঝবার আর তালীম হাসিল করার অনেক মওকা রয়েছে। আমার কাছে যে এসব প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকেরা বসে আছে, তা-তো সে দেখতে পাচ্ছে না। এদের হেদায়াত হয়ে গেলে হাজার হাজার লোক হেদায়াতের পথে আসতে পারে। আমি তাদেরকে বুঝাচ্ছি। আর সে নিজের কথা বলেই চলছে। এতটুকুও বুঝতে পারছে না যে, তাদের থেকে মুখ সরিয়ে যদি তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে তাদের কাছে কেমন কঠিন ঠেকবে। হয়তো এরপর তারা আর আমার কথা শুনতেই চাইবে না। যাই হোক, নবী সংকুচিত হলেন এবং এ সংকোচনের চিহ্নও নবীর চেহারায় প্রকাশ পেলো। এ উপলক্ষে আয়াতগুলো নাযিল হয়। বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, অতপর যখনই সে অন্ধ নবীর খেদমতে হাযির হতেন, নবী তাঁর প্রতি অনেক সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন,

'স্বাগতম সে ব্যক্তিকে, যার প্রসঙ্গে আমার মালিক আমাকে শাসিয়েছেন।'

২. মানে এক অন্ধের আগমনে নবী পার্শ্ব পরিবর্তন করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অন্ধের অক্ষমতা, বিনয় আর যথার্থ অন্বেষার প্রতি বেশী লক্ষ্য আরোপ করা তাঁর জন্য সমীচীন ছিল। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'এ বাণী যেন অন্যদের সামনে রসূল সম্পর্কে অভিযোগ (আর এ কারণে তৃতীয় পুরুষ পদ উল্লেখ করা হয়েছে) আর পরে স্বয়ং রসূলকেই সম্বোধন করা হয়েছে।' শাসানো কালেও ব্যাপারটিকে সরাসরি নবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি—এটা বক্তার চরম শালীনতা আর মর্যাদা এবং সম্বোধিত ব্যক্তির প্রতিও চরম সম্মান। বিশেষজ্ঞরা এমত ব্যক্ত করে বলেন, পরে বাকধারা পরিবর্তন করে নবীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এজন্য, যাতে আল্লাহ্ নবীর প্রতি বিমুখ হয়েছেন—এমন কোন সন্দেহ মনে না জাগে। ওপরন্তু পরবর্তী বিষয়টা পূর্ববর্তী বিষয় থেকে হাল্কা। আল্লাহ্-ই ভালো জানেন।

৩. মানে সে অন্ধ ছিল সত্যিকার অন্বেষণকারী। তোমার কি জানা ছিল যে, তোমার লক্ষ্য আরোপের ফলে তার অবস্থার সংস্কার সাধিত হতো আর তার নাফ্‌স্ পরিশুদ্ধ হয়ে যেতো? অথবা তার কোন কথা কানে যেতো ইসলাম আর নিষ্ঠার সঙ্গে সে কথা নিয়ে চিন্তা করতো আর শেষ পর্যন্ত উক্ত বিষয়টা তার কোন কাজেও লাগতো।

৪. মানে আত্মগর্ব আর অহমিকায় যারা সত্যের কোন পরোয়া করে না, যাদের অহংকার অনুমতি দেয় না আল্লাহ এবং রাসূলের সম্মুখে অবনত হওয়ার, আপনি তাদের পেছনে লেগেছেন, যাতে কোন ভাবে তারা মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়বে। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যে, এসব দাম্ভিক-আস্ফালনকারীরা কেন আপনার হেদায়াতে ঠিক হলো না? প্রচার আর প্রসার করা ছিল আপনার কর্তব্য। আপনি সে কর্তব্য পালন করেছেন এবং করে যাচ্ছেন, এ লা-পরোয়া ব্যক্তিদের চিন্তায় এতটা নিবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই, যাতে সত্যিকার অন্বেষণকারী আর নিষ্ঠাবানদের বঞ্চিত হওয়ার উপক্রম হয়। অথবা বিষয়টির বাহ্য দিক দেখে সাধারণ লোকদের মনে এমন ধারণা জাগে যে, আমীর আর ধনীদের প্রতিই পয়গাম্বরের লক্ষ্য বেশী, নিম্নস্তরের গরীবদের প্রতি

www.icsbook.info

تَلَهّٰى ⑩ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ⑫ فِيْ

صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑬ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ⑭ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ⑮

[১০] তার ওপর তুমি বিরক্ত হচ্ছো [৬]। (তাকে দেখে তার থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।)

[১১] না কক্ষণো (তোমার এমনটি করা উচিত) নয়। হেদায়াতের সমগ্র শিক্ষাটিই হচ্ছে একটি উপদেশ। (কে আমীর, কে গরীব, কে প্রভাবশালী, কে সাধারণ নাগরিক এখানে সেটি কোনো বিষয়ই নয়।

[১২] এদের মধ্যে) যে চাইবে সেই এটি গ্রহণ করবে [৭] (এবং স্বীয় জীবনকে পরিশুদ্ধ করে নেবে।)

[১৩] (আল্লাহর) এই হেদায়াত এমন সব বই পুস্তকে লিখিত (ও সংরক্ষিত) আছে যা (দুনিয়ার সবক'টি গ্রন্থের তুলনায়) সম্মানিত

[১৪] উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও সমধিক পবিত্র [৮]।

[১৫] (এই মহাগ্রন্থ কোনো সাধারণ বাহকের হাতে রাখা হয়নি)। এটি সংরক্ষিত থাকে মর্যাদাবান, মহান ও পুত চরিত্র (স্বভাবের) লোকদের হাতে [৯]।

কম। এ অহেতুক ধারণা ছড়াবার ফলে ইসলাম প্রচারের কাজে যে ক্ষতি হতে পারে, এ ক'জন অহংকারী ব্যক্তির মুসলমান হওয়া দ্বারা যে লাভের আশা করা যায়, তার চেয়ে এর ক্ষতি বেশী।

৫. মানে আল্লাহকে ভয় করে, অথবা আশংকা হয় যে, আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে কিনা? ওপরন্তু সেতো অন্ধ মানুষ, হস্ত ধারণ করার কেউ নেই, তাই তার ভয় হয়, রাস্তায় কোথাও যদি ঠোকর খায়, কোন কিছুর সঙ্গে যদি টক্কর লাগে, অথবা এ মনে করে ভয় হচ্ছে যে, চলছে তো আপনার কাছে, দুশমনরা যদি উত্যক্ত করে?

৬. অথচ হেদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা এমন লোকদের থেকেই করা যায়। আশা করা যায়, এমন লোকরাই ইসলামের কাজে আসবে। কথিত আছে যে, এ অন্ধ বুযুর্গই বর্ম পরিধান করে ঝান্ডা হাতে নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সেখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন।

৭. অর্থাৎ অহংকারী ধনীরা যদি কোরআন পাঠ না করে এবং কোরআনের উপদেশে কর্ণপাত না করে, তবে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কোরআন তাদের কোন পরোয়াই করে না। আপনারও প্রয়োজন নেই তাদের এতটা পেছনে পড়ার। একটা সাধারণ উপদেশ ছিল, যা করে দেয়া হয়েছে। যে নিজের কল্যাণ কামনা করে, সে কোরআন পাঠ করবে এবং বুঝবে।

৮. অর্থাৎ এ হতভাগারা কোরআনকে মেনে নিলে কি কোরআনের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে? কোরআন তো এমন এক গ্রন্থ, যার আয়াতগুলো আসমানে অতিশয় সম্মানিত, যার মর্যাদা অতি উচ্চ এবং অতি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পত্রে যা লিখিত আর দুনিয়াতে নিষ্ঠাবান ঈমানদাররাও কোরআন মজীদের পাতাগুলোকে অতীত সম্মান-মর্যাদা আর পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে উঁচু স্থানে স্থাপন করে।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ
خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾

[১৬-১৭] (এই মহান গ্রন্থ কারো মুখাপেক্ষী নয়– সে যত বড় আমীর ও সর্দারই হোক না কেন। এসব সত্য ও বাস্তব ঘটনা সত্ত্বেও আল্লাহর সৃষ্ট কতিপয়) মানুষের প্রতি অভিসম্পাত, (ধিক তাদের ধ্যান ধারণার প্রতি), তারা কতোই না অকৃতজ্ঞ [১০]!

[১৮] (কিভাবে তারা নিজের সৃষ্টি সূত্রকে অস্বীকার করতে পারে? তারা কি একবারও ভেবে দেখে না যে) তাকে আল্লাহ কোন্ বস্তু থেকে পয়দা করেছেন?

[১৯] আল্লাহ তাকে এক বিন্দু শুক্র (কীট) থেকে পয়দা করেছেন [১১]। (শুধু পয়দাটুকু করেই তিনি দায়িত্বমুক্ত হননি) তিনি (অনাদিকাল পর্যন্ত) তার তকদীর, তার জীবন ধারনের জন্যে পরিমান মত সবকিছু তাকে দান করেছেন [১২]।

[২০] (অতঃপর সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল বাছাই করার মৌলিক জ্ঞানটুকু দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে চলার পথ (বাছাই করার পন্থাসমূহও) তিনি তার জন্যে আসান করে দিয়েছেন [১৩]।

---

৯. মানে সেখানে ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করেন এবং তদনুযায়ী ওহী নাযিল হয়। আর এখানেও কাগজের বুকে যারা কোরআন মজীদ লিখেন, যারা সংকলন সংগ্রহ করেন, তাঁরা নিতান্ত বুযুর্গ, নেককার, পাকবাজ এবং ফেরেশতা স্বভাবের বান্দাহ। এরা সব ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি আর পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে কোরআন মজীদকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন।

১০. মানে কোরআনের মতো এত বড় নেয়ামতের কোন কদর করেনি, কোন মর্যাদা দেয়নি এবং আল্লাহর কোন অধিকারও চিনতে পারেনি।

১১. অর্থাৎ নিজের উৎস সম্পর্কে যদি একটু চিন্তা করে দেখতো যে, কোন্ বস্তু থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে? তুচ্ছ মূল্যহীন এক বিন্দু পানি থেকে, যাতে নড়া-চড়া, অনুভূতি, রূপ-সৌন্দর্য, আর জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই ছিল না। আল্লাহ আপন মেহেরবাণীতে সব কিছুই দিয়েছেন। যার সর্ব সাকুল্য মূল্য কেবল এটুকু, তার জন্য এত বাগাড়ম্বর কি শোভা পায় যে, স্রষ্টা আর সত্যিকার নেয়ামতদাতা এত মহান উপদেশ নাযিল করবেন আর এ বেশরম নিজের মূলতত্ত্ব আর মালিকের সমস্ত নেয়ামতকে বিস্মৃত হয়ে তার কোন পরোয়া-ই করবে না? হে অনুগ্রহভোলা ব্যক্তি! কিছু লজ্জা তো তোমার অন্তত থাকা উচিত।

১২. অর্থাৎ হস্ত-পদ ইত্যাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শক্তিনিচয় সবই একটা বিশেষ ধারা আর ধরনে স্থাপন করেছি। স্থাপন করেছি একটা বিশেষ পরিমাপে। কোন কিছুই খাপছাড়া, বেমানান আর রহস্য ছাড়া স্থাপন করিনি।

১৩. অর্থাৎ ঈমান ও কুফ্‌রী এবং ভালো-মন্দের জ্ঞান দান করেছি, অথবা মাতৃগর্ভ থেকে সহজে বের করেছি।

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ
مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ
صَبًّا ﴿٢٥﴾

[২১] (আবার এ জৈবিক জীবনের অবসান করে স্থায়ী নিবাসের দিকে প্রেরণের উদ্দেশে) তিনি তাকে এক সময় মৃত্যু দিলেন। তার দেহকে (এক সুদীর্ঘকাল ধরে) কবরে রাখার ব্যবস্থা করলেন [১৪]।

[২২] অতঃপর (কেয়ামতের সেই বিপর্যয়ের মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনের লেনদেনের হিসেব নিকেশের জন্যে) তিনি যখনই চাইবেন তাকে কবর থেকে পুনরায় উঠিয়ে আনবেন [১৫] (এবং ঠিক প্রথমবার তাকে তৈরী করার মতো করেই তিনি আবার তাকে জীবন দেবেন।)

[২৩] না কখনোই (এর ব্যতিক্রম হবার কথা) নয়। (কেয়ামত ও তার হিসাব কিতাব সবটাই অনুষ্ঠিত হবে। এসব বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাগুলোর আলোকে মানুষের উচিত ছিলো আল্লাহর হুকুম যথারীতি মেনে চলা, কিন্তু) মানুষদের ভেতর যারা অকৃতজ্ঞ ছিলো, তারা আল্লাহর দেয়া এই কর্তব্য যথাযথ মেনে চলেনি [১৬]। (খোদার হুকুমের তারা কোন তোয়াক্কা করেনি।

[২৪] সৃষ্টিকর্তার নিপুণ সৃষ্টি ও মানুষদের খাদ্য পৌছানোর বিষয়টিও তো তারা ভেবে দেখতে পারতো)। মানুষ তার দৈনন্দিন আহারের 'উৎস মূলের' দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুক [১৭]।

[২৫] আমি (এক অভিনব কায়দায়) শুকনো ভূমিতে প্রচুর পরিমাণ পানি ঢেলেছি।

---

১৪. মানে মৃত্যুর পর তার লাশ কবরে রাখার হেদায়াত করেছি, যাতে জীবিতদের সামনে শুধু শুধু অমর্যাদা না হয়।

১৫. অর্থাৎ যিনি একবার জীবন-মৃত্যু দিয়েছেন, যখন ইচ্ছা, পুনরায় জীবিত করে কবর থেকে বের করার ক্ষমতাও রয়েছে তাঁরই। কারণ, এখন কেউ তাঁর ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়নি— (নাউযু বিল্লাহ)। যাই হোক, সৃষ্টি করে দুনিয়াতে আনা, অতপর মৃত্যু দিয়ে বরযখে নিয়ে যাওয়া, পুনরায় জীবিত করে হাশর ময়দানে নিয়ে যাওয়া—এসমস্ত বিষয় যার অধিকারে রয়েছে, তার উপদেশ অবিশ্বাস করে তাঁর নেয়ামতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা কি কোন মানুষের জন্য শোভনীয়?

১৬. অর্থাৎ মানুষ কখনো তার মালিকের অধিকার চিনতে পারেনি এবং তাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এখনো তা পালন করেনি।

ইবনে কাসীর (রঃ)-বলেন, অর্থাৎ তিনি যখন চাইবেন, জীবিত করে তুলবেন, এখনই এটা করা যায় না। কারণ, বিশ্বের বসতির জন্য তাঁর প্রাকৃতিক যে বিধান, তিনি এখনো তার বিনাশ ঘটাননি।

www.icsbook.info

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا
وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً
وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

[২৬] এর পর জমিনকে (এক অদ্ভুতভাবে) বিদীর্ণ করেছি [১৮]।

[২৭] (জমিনকে প্রস্তুত করার পর) তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য দানা,

[২৮] আঙ্গুরের থোকা ও রকমারি শাকসব্জি।

[২৯] (আরো উৎপাদন করেছি) যয়তুন ও খেজুর (সহ বিভিন্ন ধরনের আহার।

[৩০] আবার রয়েছে এসবের জন্যে) শ্যামল ঘন বাগান,

[৩১] বহু জাতের ফলমূল ও ঘাস।

[৩২] (এসবই) আমি তৈরী করেছি তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের (জীবিকা নির্বাহের) উপকরণ হিসেবে [১৯]।

[৩৩] (এ সমস্ত আয়োজনেরও সমাপ্তি ঘোষণা করে কেয়ামতের আকারে) অবশেষে যেদিন মর্মবিদারী ও) কান ফাটানো সেই বিকট আওয়াজ তোমরা শুনতে পাবে [২০]

[৩৪] (সেদিনই বুঝবে যাবতীয় কাজকর্মের পালা শেষ হয়ে এবার হিসাব নিকাশের পর্ব শুরু হয়ে গেছে। কেয়ামতের ভয়াবহ চিত্র ও স্বীয় কর্মের প্রতিফল অন্যেরা দেখবে এই আশংকায়) মানুষরা সেদিন আপন জনদের কাছ থেকে পালাতে থাকবে। নিজের ভাই,

[৩৫] নিজের মা বাপ,

[৩৬] স্ত্রী, এমনকি ছেলেমেয়েদের থেকেও মানুষ সেদিন পালাতে থাকবে।

---

১৭. আগে মানুষকে জন্ম দেয়া এবং মৃত্যু দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। এখন তার জীবন-জীবিকার উপকরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

১৮. অর্থাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার কী ক্ষমতা ছিল একটা ঘাসের পাতার? এটা কুদরতের হস্ত, যা মাটিকে বিদীর্ণ করে তা থেকে নানা রকম খাদ্য, ফলমুল, সবজি-তরকারি ইত্যাদি বের করে আনে।

১৯. মানে কোন কোন জিনিস তোমাদের কাজে লাগে, আর কোন কোন জিনিস কাজে লাগে তোমাদের জন্তু-জানোয়ারের।

www.icsbook.info

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

[৩৭] (সেদিন সেই মহা পরীক্ষার মাঠে মানুষ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যে তারা নিজের কথা ছাড়া অন্য কারো কথাই ভাববে না [২১]।

[৩৮] (নিজের চিন্তা তাকে ঘিরে ধরবে এবং সদা ব্যস্ত করে তুলবে। তারপর শুরু হবে মহা বিচারকের শেষ বিচারপর্ব এবং বিচার শেষে দেখা যাবে) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা সেদিন আনন্দের উল্লাসে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

[৩৯] হাসিমুখগুলো খুশীতে টগবগ করে উঠবে [২২]।

[৪০] (অপর দিকে) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা হয়ে যাবে (কুৎসিৎ, কদাকার) ধুলিমলিন ও কালিমাখা [২৩]। (মনে হবে তাদের সবটুকু আনন্দ শেষ এবং চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে অনন্ত যাত্রা বুঝি তাদের শুরু হয়ে গেলো।)

[৪১-৪২] এই লোকগুলোই হচ্ছে তারা যারা দুনিয়ায় (আমার কিতাবকে, আমার নবীকে) অস্বীকার করে পৃথিবীতে বিদ্রোহের পতাকা উঁচিয়ে (যাবতীয়) পাপাচারে লিপ্ত ছিলো [২৪]।

---

২০. অর্থাৎ এমন কঠিন আওয়াজ, যাতে কান বধির হয়ে যায় এর অর্থ—শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়ার আওয়াজ।

২১. মানে তখন সকলে নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। নিকটাত্মীয় আর বন্ধু-বান্ধব, কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। বরং কেউ যদি আমার নেকী চেয়ে বসে, বা কেউ যদি তার হক দাবী করে বসে—এ ধারণা করে একে অপর থেকে পলায়ন করবে

২২. মানে মোমেনদের চেহারা ঝলমল করবে ঈমানের নূরে আর হাস্যোজ্জ্বল হবে চরম আনন্দে।

২৩. অর্থাৎ কাফেরদের চেহারায় ছেয়ে যাবে কুফরীর পংকিলতা আর ওপর থেকে পাপাচারের কালিমা তাকে আঁরো বেশী অন্ধকার করে তুলবে।

২৪. মানে বেহায়া কাফেরকে যতই বুঝাও না কেন, সে একটুও গলবে না। আল্লাহকেও ভয় করবে না আর সৃষ্টিকুলকেও করবে না লজ্জা।

www.icsbook.info

সূরা আত্ তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮১, আয়াত সংখ্যাঃ ২৯, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] যখন সূর্যকে (তার সব বিকশিত আলো থেকে বঞ্চিত করে গুটিয়ে ফেলা হবে [১],

[২] যখন (মহাশূন্যের) সবক'টি তারা (নিজ নিজ কক্ষপথ থেকে) বিক্ষিপ্ত হয়ে (মলিন হয়ে) পড়বে [২]

[৩] যখন পর্বতমালা (ফেটে গিয়ে) আপন স্থান থেকে সরে যাবে [৩],

[৪] যখন (মানুষের সবচেয়ে প্রিয়, আপদকালীন সম্পদ) দশমাসের গর্ভবতী উটনীকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে [৪],

[৫] (তার দিকে মনোযোগ দেয়ার কারো সময় হবে না) যখন (মহাসংকটে পড়ার কারণে) বনের হিংস্র জন্তু জানোয়ারগুলো (চারদিক থেকে এসে) এক জায়গায় জড়ো হবে [৫]।

[৬] যখন সাগরে (ও তার পানিতে) আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে [৬].

---

১. যেন তার প্রলম্বিত রশ্মিকে—যা থেকে আলো বিস্তার করে ভাঁজ করে রাখা হবে এবং সূর্যকে করা হবে আলোহীন, পনিরের চাক্তির মতো। অথবা সূর্য আদৌ থাকবেই না।

২. মানে নক্ষত্র ছিন্ন হয়ে নীচে পতিত হবে এবং তার আলো বিলীন হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ বাতাসে উড়বে।

৪. উষ্ট্র আরবের সর্বোত্তম সম্পদ। আর বাচ্চা দেয়ার নিকটবর্তী দশ মাসের গাভীন উষ্ট্রী দুগ্ধ আর বাচ্চার আশায় আরো বেশী প্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু কেয়ামতের ভয়ংকর ভূমিকম্পের সময় এমন প্রিয় এবং সুদর্শন ও মূল্যবান সম্পদকেও কেউ জিজ্ঞেস করবে না, মালিকেরও হুঁশ থাকবে না এমন মূল্যবান সম্পদের খবর নেয়ার।

www.icsbook.info

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝٨
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا

[৭] যখন (কবর থেকে পুনরায় উঠানো) প্রাণসমূহকে (নিজ নিজ) দেহের সাথে জড়িয়ে দেয়া হবে [৭],

[৮] যখন (নির্মমভাবে) জীবন্ত পুতে রাখা (নিষ্পাপ ও কচি) মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হবে ।

[৯] কোন অপরাধে তাকে (অমানবিকভাবে) হত্যা করা হয়েছিলো [৮] ।

[১০] যখন মানুষের (সারা জীবনের) কাজকর্মের হিসাব নিকাশ তার সামনে খুলে খুলে পেশ করা হবে।

---

৫. অর্থাৎ বনের পশুরা—মানুষের ছায়া দেখেই যারা পলায়ন করে, অস্থির হয়ে শহরে-জনপদে এসে উঠবে এবং পালিত পশুর সঙ্গে মিশবে। অধিকন্তু যেমনটি দেখা যায় ভয়ের সময়। কয়েক বৎসর আগে গঙ্গা-যমুনায় সয়লাব-প্লাবন হয়। লোকেরা দেখতে পায়, একটা ভেলা ভেসে যাচ্ছে। একই ভেলায় আশ্রয় নিয়েছে মানুষ আর সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি জন্তু। কেউ কাউকে ত্যক্ত-বিরক্ত করছে না। সকলেরই 'ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী' অবস্থা। নিজের চিন্তায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত। তীব্র শীতের মওসুমেও কোন কোন হিংস্র জন্তু বন-জঙ্গল থেকে এসে নগরে-জনপদে প্রবেশ করে। কোন কোন তাফসীরকার হুশেরাত-এর অর্থ করেন মারা। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেন মেরে তুলে আনা।

৬. অর্থাৎ সমুদ্রের পানি গরম হয়ে ধূম্র এবং অগ্নিতে পরিণত হবে, যা অতিশয় গরম হয়ে হাশর ময়দানে কাফেরদেরকে ব্যথা দেবে এবং তন্দুরের আগুনের মতো ফুঁৎকার দিলে লাফাবে, দাউ দাউ করে উপচে পড়বে।

৭. মানে কাফেরের সঙ্গে কাফেরকে এবং মোসলেমের সঙ্গে মোসলেমকে যুক্ত করে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ভালো-মন্দ কাজ যারা করেছে, তাদেরকেও যুক্ত করা হবে স্ব-স্ব প্রকৃতির সঙ্গে। আকীদা-আমল আর আখলাকের বিচারে সৃষ্টি করা হবে পৃথক পৃথক দল। অথবা এরঅর্থ—দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ সাধন করা হবে।

৮. আরবে প্রথা ছিল—পিতা নিজের কন্যাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর-নির্দয়ভাবে জীবন্ত পুঁতে ফেলতো মাটিতে। কেউ কেউ এ কাজ করতো অভাব-অনটন আর বিবাহ-শাদী উপলক্ষে খরচ-পাতির আশংকায়। আর কারো কারো কাছে কন্যা সন্তান ছিল লজ্জার কারণ। তারা বলতো, আমরা কাউকে কন্যা দান করলে তাকে আমাদের জামাতা বলা হবে। কোরআন সতর্ক করে দিচ্ছে—সে মযলুম কন্যাদের সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে, কোন্ অপরাধে তাদেরকে হত্যা করেছিলে? এটা মনে করবে না যে, সন্তান আমাদের, তাদের সঙ্গে আমরা যা ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা আচরণ করবো। বরং তারা তোমাদের সন্তান বিধায় তাদের প্রতি যুলুম আরো জঘন্য অপরাধ।

www.icsbook.info

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ⑫ وَإِذَا
الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑭ فَلَا أُقْسِمُ
بِالْخُنَّسِ ⑮ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ⑯ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ⑰
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ⑱

[১১] যখন আসমানের পর্দা সরিয়ে (তার সব আভ্যন্তরীণ রহস্যগুলোকে) দেখানো হবে [৯],

[১২] যখন জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডলী প্রজ্জ্বলিত হবে,

[১৩] যখন জান্নাতকে (তার সমস্ত নেয়ামতসহ) মানুষের কাছে নিয়ে আসা হবে [১০].

[১৪] সেই (কঠোর কেয়ামতের) দিনে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই জানতে পারবে তার জীবনের কামাই কতটুকু [১১] (এবং সে কি সম্পদ নিয়ে আজ মালিকের দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে।)

[১৫] আমি শপথ করছি, সে সব তারকাপুঞ্জের যা (দেখতে দেখতে) পেছনে ফিরে আসে আবার (আস্তে আস্তে দৃষ্টি সীমার বাইরে) অদৃশ্য হয়ে যায় [১২]।

[১৬-১৭] আমি কসম করছি রাতের, যখন তা নিঃশেষ হয়ে গেলো [১৩]।

[১৮] (আবার) সকাল বেলারও (শপথ করছি যা গা ঝাড়া দিয়ে) দিনের আলোয় শ্বাস প্রশ্বাস নিলো [১৪]।

---

৯. যে রকম জবাই করার পর জন্তুর খাল ছিলে ফেলা হয়—এর ফলে গোটা দেহ আর রগ-রেশা প্রকাশ পায়। তেমনিভাবে আসমান খুলে ফেলার পর তার ওপরের জিনিস দেখা যাবে এবং মেঘমালা নীচে নেমে আসবে। উনিশ পারার এ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

১০. অর্থাৎ জোরেশোরে জ্বালানো হবে জাহান্নামের আগুন, আর জান্নাতকে আনা হবে মুত্তাকীদের একান্ত নিকটে। আর জান্নাতের রওনক দর্শনে অর্জিত হবে এক অনাবিল আনন্দ।

১১. মানে সকলেই জানতে পারবে নেকী বা বদীর কী পুঁজি সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

১২. কতিপয় গ্রহের (যেমন শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র এবং বুধ) গতি এমন ধরনের যে, কখনো পশ্চিম থেকে পূর্বে গমন করে আর এটা হচ্ছে নক্ষত্রের সোজা গতি। আবার কখনো থমকে গিয়ে উল্টো দিকে গমন করে। আবার কখনো সূর্যের নিকটে এসে দীর্ঘদিন অবস্থান করে।

১৩. অথবা অবসান হয় 'আসআসা' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে—বিস্তৃত হওয়া, অবসান হওয়া।

১৪. হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেন, 'যেন সমুদ্রে সাঁতার কাটা মাছের সঙ্গে সূর্যের তুলনা করা হয়েছে আর সূর্যোদয়ের পূর্বে তার আলো বিস্তারকে তুলনা করা হয়েছে মাছের দম ফেলার সঙ্গে। যেমন সমুদ্রে মাছ চলাচল করে চোখের আড়ালে গোপনে আর তার নিশ্বাস ফেলার

www.icsbook.info

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

[১৯] (এমনি উন্মুক্ত ও খোলা পরিবেশে নবী কোনো স্বপ্নে বিভোর হয়ে এই কোরআন নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হননি)। এই (মহাগ্রন্থ) কোরআন মূলতঃ একজন সম্মানিত (ও মর্যাদাসম্পন্ন) বাহকের বাণী।

[২০] তিনি বড়োই (বাহাদুর) শক্তিশালী।

আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে তার মর্যাদা অনেক বেশী।

ফলে পানি উড়ে এবং ছড়িয়ে যায়। তেমনি অবস্থা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আলো ছড়াবার আগে সূর্যের। আর কেউ কেউ বলেন, ভোরের দম ফেলা বলে রূপক অর্থে ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু বুঝানো হয়েছে, যে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয় বসন্তকালে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে।'

পরবর্তী বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্র এই—এসব নক্ষত্রের গতি, স্থিতি, প্রত্যাবর্তন আর অন্তর্ধান, এসব হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীদের ওপর বারবার ওহীর আগমন, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেসব ওহীর নিদর্শন বর্তমান থাকা, অতপর বিচ্ছিন্ন আর বন্ধ হয়ে অন্তর্ধান হওয়া, গায়েব হওয়ার একটা নিদর্শন আর রজনীর আগমন হচ্ছে সে অন্ধকার যুগের নিদর্শন, যে অন্ধকার যুগ অতিবাহিত হয়েছিল নবীর জন্মের পূর্বে। নবীর আগমনের পূর্বে সারা বিশ্বে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, তাতে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা কারো ছিল না। ওহীর চিহ্ন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল। তারপর সুবৃহে সাদেকের উদয় হচ্ছে এ পৃথিবীতে নবীর আগমন এবং কোরআন মজীদের অবতরণ। কারণ, নবী আর কোরআনের আগমন সমুদয় বস্তুকে হেদায়াতের নূর দ্বারা উজ্জ্বল করে তুলেছে। যেন পূর্ববর্তী নবীদের নূর ছিল তারকার মতো আর মহানূরকে বলতে হয় উজ্জ্বল দেদীপ্যমান সূর্য। কবি কি চমৎকারই-না বলেছেন,

'তিনি ছিলেন ফযীলত আর মর্যাদার সূর্য, আর তাঁরা ছিলেন সূর্যের তারা, প্রকাশ করেছেন মানুষের জন্য অন্ধকারে নূর।

এমন কি যখন উদয় হয় জগতে সূর্য, ছড়িয়ে পড়ে হেদায়াত
সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য, আর জীবিত হয় সকল জাতি।'

আর কোন কোন আলেম বলেন যে, তারকারাজির সোজা গতি, প্রত্যাবর্তন আর অন্তর্ধান এসব হচ্ছে ফেরেশতাদের আগমন, প্রত্যাবর্তন এবং আলমে মালাকূত-এ গিয়ে অন্ধর্ধানের মতো। আর রজনীর প্রস্থান, ভোরের আগমন, কোরআনের মাধ্যমে কুফরীর অন্ধকার বিদূরণ এবং হেদায়াতের নূর ভালোভাবে বিকশিত হওয়ার অনুরূপ। এ বক্তব্য দ্বারা যে সব বিষয় দ্বারা কসম খাওয়া হয়েছে অর্থাৎ সে সব কিছু সম্পর্ক যেসব বিষয়ের ওপর কসম খাওয়া হয়েছে —এর সঙ্গে সামঞ্জস্য ভালো রকমে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৫. এখানে হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালামের সিফাত বা গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে আমাদের কাছে কোরআন মজীদ পৌছানোর দু'টি মাধ্যম রয়েছে। এক, ওহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। দুই, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উভয়ের সিফাত আর গুণ সম্পর্কে জানতে পারলে কোরআন মজীদ যে সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, সে ব্যাপারে আর কোন রকম সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট থাকে না। কোন রিওয়ায়াত-বর্ণনার সত্যতা-বিশুদ্ধতা

www.icsbook.info

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍ ﴿۲۱﴾ وَمَا صَاحِبُكُمۡ
بِمَجۡنُوۡنٍ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدۡ رَاٰهُ بِالۡاُفُقِ الۡمُبِيۡنِ ﴿۲۳﴾ وَمَا هُوَ عَلَى

[২১] সেখানে অন্য ফেরেশতারা তার হুকুম মেনে চলে। (সর্বোপরি) তিনি সেখানে গভীর আস্থাভাজনও।

[২২] (আর হে মানুষরা এই যে) তোমাদের সাথী, (মনে রেখো তিনি) কিন্তু পাগল নন [১৬]।

[২৩] (অহী আগমনের সময় যেহেতু চারদিকে আলোয় উদ্ভাসিত ছিলো তাই) তিনি আলোকের উজ্জ্বল দিগন্তে এই বাণী বাহককে (স্বীয় চোখে) দেখেছো [১৭]।

নিরূপণের জন্য সর্বোচ্চ যে বর্ণনাকারী হতে পারেন, তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য, সবচেয়ে বেশী ন্যায়পরায়ণ, সবচেয়ে বেশী নিয়মের অনুসারী এবং সবচেয়ে বেশী সংরক্ষণকারী এবং সবচেয়ে বেশী আমানতদার। যার নিকট থেকে রিওয়ায়াত-বর্ণনা করবেন, তাঁর কাছে বর্ণনাকারীর ইজ্জত-হুরমত তথা মান-মর্যাদা থাকতে হবে। বড় বড় বিশ্বস্ত আর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা তার আমানতদারী ইত্যাদি গুণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থাবান এবং এ কারণেই তার কথা কোন রকম উচ্চবাচ্চ ছাড়াই মেনে নেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মধ্যে এসব গুণই বর্তমান আছে। তিনি কারীম (ইজ্জতওয়ালা-মর্যাদাবান), যাঁর জন্য অতি উচ্চ-উন্নত, নিতান্ত মুত্তাকী অর্থাৎ উন্নতমানের তাক্ওয়া গুণের অধিকারী এবং পবিত্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মান পাওয়ার যোগ্য, যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। আর হাদীস শরীফে আছে— 'তাক্ওয়াই হচ্ছে মর্যাদা। তিনি অতিশয় শক্তির অধিকারী। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সংরক্ষণ, পুরোপুরি আয়ত্তকরা আর বর্ণনা করার ক্ষমতাও তাঁর মধ্যে পুরো মাত্রায় পরিপূর্ণ রূপে বর্তমান রয়েছে। আল্লাহর নিকট তাঁর বড় দরজা, বড় মর্তবা রয়েছে। আল্লাহর দরবারে তাঁর নৈকট্য অন্য সব ফেরেশতার চেয়ে বেশী। আসমানের ফেরেশতারা তাঁর কথা মানেন, তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে নেন। কারণ, তিনি যে আমানতদার এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, সে ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। এতো হচ্ছে ফেরেশতা রসূলের অবস্থা, পরে মানুষ-রসূলের অবস্থা শুনুন।

১৬. অর্থাৎ নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে চল্লিশ বৎসর তিনি তোমাদের সঙ্গে ছিলেন, আর তোমরা ছিলে তাঁর সঙ্গে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমরা তাঁর গোপন আর প্রকাশ্য সব অবস্থাই পরীক্ষা করেছ, তাঁর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। এক বারের জন্যও তাঁর মধ্যে মিথ্যা, প্রতারণা বা পাগলামির মতো কোন কিছু দেখতে পাওনি। তোমরা সর্বদা স্বীকার করে এসেছ তাঁর সত্যবাদিতা, আমানতদারী আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা। এখন অকারণে তাকে মিথ্যা বা পাগল বলতে পার কি করে? ইনি কি তোমাদের সে সঙ্গী নন, যাঁর বিন্দু-বিন্দু অবস্থা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই তোমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে? এখন তাঁকে পাগল বলা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. মানে পূর্ব দিগন্তে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন, এ কারণে এমন কথাও বলতে পার না যে, হতে পারে দেখতে গিয়ে বা চিনতে গিয়ে কোন সংশয় বা কোন

الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾ فَاَيْنَ

تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ

يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

[২৪] (এই সুস্পষ্ট বাহকের কাছ থেকে পাওয়া সঠিক) হেদায়াতের বাণী পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে এই ব্যক্তি কখনো কার্পণ্য করেন না [১৮]।

[২৫] এটা কোনো শয়তানের কাব্য নয় [১৯]।

[২৬] অতএব তোমরা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে যাচ্ছো কোন্ দিকে [২০]?

[২৭] (তোমরা যেদিকেই যাও না কেন জেনে রেখো) এটা তো সারা জাহানের মানুষদের জন্যে এক উপদেশ বৈ কিছুই নয় [২১]।

[২৮] (তোমাদের ভেতর থেকে) যারা সঠিক পথ বাছাই করে (সে পথে চলতে চায়) এটি শুধু তাদের জন্যেই উপদেশ [২২]।

[২৯] (যারা নিজেরা সঠিক পথে চলতে চাইবে না এটা তাদের কোনই কাজে আসবে না। আর সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে) তোমাদের চাওয়া না চাওয়া দিয়ে মূলতঃ কিছুই হবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তা অবশ্যিই হবে [২৩] (তখন এই উপদেশও তোমাদের কাজে লাগবে)।

রকম সংমিশ্রণ ঘটে থাকবে। যাঁকে ফেরেশতা মনে করেছেন, আসলে হয়তো তিনি ফেরেশতা-ই ছিলেন না। ইতিপূর্বে সূরা নাজ্‌ম্-এ বলা হয়েছে,

'তিনি স্থির হলেন (মানে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেলেন) তখন তিনি ছিলেন উর্ধ্ব দিগন্তে।'

১৮. অর্থাৎ এ পয়গাম্বর সব ধরনের গায়বের খবর দেন—অতীত সম্পর্কে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কেও। অথবা খবর দেন তিনি আল্লাহর নাম ও গুণ সম্পর্কে, শরীয়তের বিধান সম্পর্কে, নানা ধর্মের সত্যতা-অসত্যতা সম্পর্কে, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে, মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে। আর এসব বিষয়ে বলার ক্ষেত্রে তিনি সামান্যও কার্পণ্য করেন না, বিনিময় দাবী করেন না, নজরানা চান না, বখশিশও কামনা করেন না, তাহলে কাহেন-গনক উপাধি কি করে খাপ খেতে পারে তাঁর ক্ষেত্রে? কাহেন গনক তো বলে গায়বের একটা আংশিক-অসম্পূর্ণ কথা, তা-ও শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে। আর তা বলার ক্ষেত্রেও সে এমনই বখীল, এতই কৃপণ যে, মিষ্টি-নযরানা ইত্যাদি আদায় না করে একটা শব্দও বের করে না মুখ থেকে। পয়গাম্বরদের সীরাতের সঙ্গে কাহেনদের, গনকদেরর পজিশনে কী তুলনা? কী সম্পর্ক?

১৯. শয়তান কেন নেকী আর পরহেযগারীর কথা শিক্ষা দিতে যাবে, যাতে আগাগোড়া আর সরাসরি বনী আদমেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর তাতে রয়েছে স্বয়ং তার নিজেরই নিন্দা আর ভর্ৎসনা?

www.icsbook.info

২০. অর্থাৎ যখন মিথ্যা, পাগলামি, ধারণা-কল্পনা, জাদু-মন্ত্র ইত্যাদির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেলো, তখন সত্য ও ন্যায় ছাড়া আর কী-ই বা অবশিষ্ট থাকে? তাহলে এমন উজ্জ্বল স্পষ্ট পথ ত্যাগ করে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলেছ কোথায়?

২১. কোরআন সম্পর্কে তোমরা যে সব শংকা সৃষ্টি কর, যে সব সম্ভাবনার কথা বল, সবই মিথ্যা, সবই ভুল। কোরআনের বিষয়বস্তু আর তার হেদায়াত সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সমগ্র বিশ্বাসীর জন্য সত্যিকার উপদেশনামা আর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী ভিন্ন তা আর কিছুই নয়। গোটা মানব জাতির ইহকাল আর পরকালের মুক্তি ও কল্যাণ এ কোরআনের সঙ্গেই যুক্ত-জড়িত রয়েছে।

২২. অর্থাৎ কোরআন বিশেষ করে সেসব লোকের জন্য হেদায়াত, যারা সোজা পথে চলতে চায়, যারা বিদ্বেষ আর চক্রতা অবলম্বন করে না। কারণ, এরকম লোকেরাই উপকৃত হবে এ উপদেশ দ্বারা।

২৩. অর্থাৎ মূলত কোরআন নসিহত-উপদেশ, কিন্তু সে উপদেশে ক্রিয়া করা খোদায়ী ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে। কিছু লোক সম্পর্কে আল্লাহর অভিপ্রায় হয়, আর কিছু লোক সম্পর্কে হয় না। বিশেষ রহস্য আর তাদের বদ স্বভাব যোগ্যতার দরুনই বদলে যায়।

www.icsbook.info

সূরা আল ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮২, আয়াত সংখ্যাঃ ১৯, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকু ঃ ১

[১] যখন (সবার চোখের সামনে) আসমান ফেটে পড়বে,

[২] যখন (আসমানের) তারাগুলো (ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে একে একে) ঝরে পড়বে,

[৩] যখন সাগরের পানি রাশিকে (প্রচন্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে) উত্তাল করে তোলা হবে[১],

[৪] যখন (মানুষের পুরনো নতুন) কবরগুলোকে উপড়ে (এর অধিবাসীদের নতুন করে জীবন) দেয়া হবে [২],

[৫] (এই মহা প্রলয়কান্ডসমূহ দেখে সবাই বুঝবে যে মহা বিচারের ক্ষণটি উপস্থিত) তখন প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে যে, সে (দুনিয়ার জীবনে) কি কি দায়িত্ব পালন করে এসেছে এবং কি কি দায়িত্ব পালনে সে ব্যর্থ হয়েছে [৩]। (তখন কি কি কাজ সে পেছনে ফেলে এসেছে)।

---

১. অর্থাৎ সমুদ্রের পানি স্থলভাগে উপচে পড়বে, অবশেষে মিঠা ও লোনা পানি একাকার হয়ে যাবে।

২. মানে যে সব বস্তু মাটির গভীর তলদেশে ছিল, তা উপরে চলে আসবে। মৃত ব্যক্তিরা কবর থেকে উত্তোলিত হবে।

৩. অর্থাৎ ভালো-মন্দ যে সব কাজ করেছে, বা করেনি, জীবনের প্রথম দিকে করেছে বা শেষ দিকে, সেসব কাজের পেছনে কোন নিদর্শন রেখে এসেছে অথবা কোন নিদর্শনই রাখেনি—তখন সবই সম্মুখে উপস্থিত হবে।

www.icsbook.info

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ
بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ۝٦ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِىٓ
أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۝٩

[৬] ওহে (আদম সন্তান) মানুষরা, কোন্ শয়তানী কুমন্ত্রণা তোমাদের মহামহীম মালিকের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রাখলো ৪?

[৭] অথচ (তুমি জানো যে) তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে (পরিমাণ মত যাবতীয় উপাদন দিয়ে সুঠাম ও) সুবিন্যস্ত করে বানিয়েছেন ৫।

[৮] তাঁর ইচ্ছে মতো যেভাবেই চেয়েছেন সেই আঙ্গিকেই তোমাকে গঠন করেছেন ৬।

[৯] না, কখনো (নিজেদের সৃষ্টি সম্পর্কে) বিভ্রান্ত হয়ো না। তোমরা অস্বীকার করছো শেষ বিচারের দিনটি ৭?

---

৪. অর্থাৎ সে মহান পালনকর্তা আল্লাহ কি এর উপযুক্ত ছিলেন যে, নিজের অজ্ঞতা আর বোকামিতে গর্বিত হয়ে এবং তাঁর ধৈর্যের সুযোগ নিয়ে তুমি তাঁর নাফরমানী করবে? আর তাঁর দয়া-অনুগ্রহ-মেহেরবানীর জবাব দেবে কুফরী-অবাধ্যতা আর বিদ্রোহের মাধ্যমে। তাঁর দয়া দেখে তো আরো বেশী লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, ধৈর্যশীলের ক্রোধকে ভয় করা উচিত ছিল আরো বেশী। সন্দেহ নেই যে, তিনি কারীম-দয়াবান। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং প্রজ্ঞাময়ও। তাহলে তাঁর একটা গুণ গ্রহণ করে অন্যান্য গুণ সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করে নেয়া প্রতারণা ছাড়া আর কী হতে পারে?

৫. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, ' ঠিক করেছেন দেহে এবং সমান করেছেন খাসলাত-স্বভাবে।' অথবা এ অর্থ যে, তোমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া-জাড়া ঠিক করেছেন এবং হেকমত অনুযায়ী সে সবে মিল রেখেছেন, অতপর মেযাজ আর মিলমিশে ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন।

৬. অর্থাৎ সকলের আকার-আকৃতিতে কম-বেশী পার্থক্য রেখেছেন। প্রত্যেককে দান করেছেন ভিন্ন ভিন্ন আকার-আকৃতি, রং-রূপ। আর সামগ্রিকভাবে মানুষের আকৃতিকে করেছেন সমস্ত প্রাণীর আকৃতির চেয়ে উত্তম। কোন কোন অতীত মনীষী এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন-তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে গর্দভ, কুকুর আর শূকরের আকৃতিতেও সৃষ্টি করতে পারতেন। তার এ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিছক দয়া আর অভিপ্রায় দ্বারা মানুষের রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যাই হোক, যে আল্লাহর কুদরত এমন, এমনই যাঁর দান আর অনুগ্রহ, তাঁর সঙ্গে কি মানুষের এমনই আচরণ করা উচিত?

৭. অর্থাৎ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার, প্রতারিত হওয়ার অন্য কোন কারণ নেই। আসল কথা হচ্ছে, ইনসাফের দিনের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসই নেই। এ কারণে তোমরা যা ইচ্ছা, তা-ই কর। তোমরা মনে করছো, কোন হিসাব-কেতাব হবে না, হবে না কোন জিজ্ঞাসাবাদ। এখানে আমরা যে সব কাজ করছি, কে তা লিখে রাখবে? কে তা সংরক্ষণ করে রাখবে? মরে গেলেই সব কিস্‌সা শেষ।

www.icsbook.info

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا

أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

[১০] (অথচ একটু খেয়াল করলেই তোমরা দেখতে পেতে যে,) তোমাদের কার্যকলাপ দেখাশুনার জন্যে এখানে অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছে।

[১১] এরা হচ্ছো সম্মানিত লেখক-

[১২] যারা তোমাদের প্রতিটি কাজকে সংরক্ষিত করে রাখেন। তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ (অবশ্যই) তারা জানেন [৮]।

[১৩] (তোমাদের জীবনের এ নথি সংরক্ষণের ভিত্তিতে শেষ বিচারের ক্ষণটিতে তোমাদের ফয়সালা হবে তোমরা কে কোথায় যাবে।) নিঃসন্দেহে তোমাদের (মধ্যে যারা ভালো কাজ করেছে সে সব) নেক লোকেরা আল্লাহর অসীম নেয়ামতে পরমানন্দে থাকবে [৯]।

[১৪] আর পাপী তাপীরা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে।

[১৫] (বিচার পর্বের সময়) তারা যে জাহান্নামে দাখিল হবে,

[১৬] সেখান থেকে কোনো দিনই তারা আর নিষ্কৃতি পাবে না [১০]। (মুহূর্তের জন্যেও সেই চিরস্থায়ী আযাব থেকে সরে যেতে পারবে না)।

[১৭] তোমরা যদি বিচারের দিনটির কথা জানতে!

[১৮] হ্যাঁ, সত্যিই যদি তোমরা সেই বিচারের দিনটির কথা জানতে!

[১৯] সেই দিনটি হবে এমন, যেদিন কোনো মানুষেরই আরেক মানুষের (জন্যে কিছু করার থাকবে না। কেউই কারো) কাজে আসবে না [১১]। চূড়ান্ত ফায়সালার (সবটুকু) ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহ তায়ালার হাতেই থাকবে [১২]।

---

৮. যাঁরা কোন খেয়ানত করেন না, কোন কাজ না লিখে ছাড়েন না। তোমাদের কোন আমল তাঁদের কাছে গোপন নেই। এক এক করে সব আমল যখন এভাবে যত্ন করে লিখে রাখা হচ্ছে, তখন এসব দফতর আর বালাম কি শুধু অকেজো ফেলে রাখা হবে? না, কখনো না। নিঃসন্দেহে সকলের আমল তার সম্মুখে উপস্থিত হবে। তার ভালো-মন্দ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে দেয়া হচ্ছে।

www.icsbook.info

৯. যেখানে চিরকালের জন্য সব রকম নেয়ামত আর আরামে থাকা হবে, সেখান থেকে বের হওয়ার খটকা থাকলে তা আরাম হবে কেমন করে?

১০. অর্থাৎ পলায়ন করে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না, আর প্রবেশ করার পর বেরও হতে পারবেনা কখনো। সেখানেই থাকতে হবে চিরকাল।

১১. তোমরা যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, সে ভয়ংকর দিনের পূর্ণ চিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। সংক্ষেপে কেবল এতটুকু বুঝে নাও যে, আত্মীয়তা আর বন্ধুত্বের যত সম্পর্ক আছে, সেদিন সবই বিলীন হয়ে যাবে। সকলেই 'ইয়া নাফ্সী ইয়া নাফ্সী' বলে চিৎকার জুড়ে দেবে। সর্বাধিরাজ মালেকুল মুল্‌ক্‌-এর নির্দেশ ব্যতীত কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবেনা। বিনয়, চাটুকারিতা, তোষামোদ, ধৈর্য-সবর কোন কিছুই কাজে আসবে না—অবশ্য আল্লাহ্ যার প্রতি রহম করেন।

১২. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন প্রজাদের ওপর চলে বাদশাহের হুকুম, সন্তানদের ওপর চলে পিতা-মাতার হুকুম, চাকর-নকরদের ওপর চলে মুনীবের হুকুম, তেমনি সেদিন খতম হয়ে যাবে এসব হুকুম আর নির্দেশ। সর্বাধিরাজের হুকুম ছাড়া সেদিন কারো মুখ খোলার ক্ষমতা থাকবে না। সেদিন প্রকাশ্যে আর অভ্যন্তরে কেবল একা তাঁরই হুকুম চলবে, চলবে কেবল তাঁরই কর্তৃত্ব। দৃশ্যে-অদৃশ্যে সমস্ত কাজ থাকবে কেবল তাঁরই কব্জায়।

www.icsbook.info

আল মুতাফ্‌ফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮৩, আয়াত সংখ্যাঃ ৩৬, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ① الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ② وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ
يُخْسِرُوْنَ ③ أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ④

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ১

[১] দুর্ভোগ (দুঃসংবাদ) ও ধ্বংস তাদের জন্যে যারা (বেচাকেনার সময় ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়) মাপে কম দেয়।

[২] (এই প্রতারকদের অবস্থা এই যে) এরা (অন্যদের) কাছ থেকে নেয়ার সময় (ঠিক ঠিক ও) পুরাপুরিই আদায় করে নেয়,

[৩] কিন্তু নিজেরা যখন অন্যদের জন্য কিছু ওজন করে কিংবা পরিমাপ করে দেয় তখন তাতে কিছু কম (করার চেষ্টা) করে [১]।

[৪] এরা কি ভাবে না যে, (লেনদেনের এই প্রতারণাসহ অন্য যাবতীয় গুনাহর ন্যায় বিচারের জন্যে) এক মহাদিবসের জন্যে তাদের সবাইকে পুনরায় কবর থেকে তুলে আনা হবে [২]?

---

১. মানুষের নিকট থেকে নিজের হক পুরোপুরি আদায় করা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু এখানে এটা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বিষয়টির নিন্দা করা নয়, বরং কম দেয়ার নিন্দাকে আরো জোরদার করাই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কম দেয়া যদিও মূলত নিন্দনীয় কাজ, কিন্তু তার সঙ্গে যদি অপরের নিকট থেকে নিজের অধিকার আদায় করে নেয়ার সময় অন্যদের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য না রাখা হয়, তবে তা আরো বেশী নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করে, সে এর বিপরীত। কারণ তাতে যদি একটা দোষ থাকে, তবে একটা গুণও আছে। সুতরাং প্রথম ব্যক্তির দোষ বেশী হলো। আর যেহেতু কম দেয়ার নিন্দা করাই আসল উদ্দেশ্য, এ কারণে এ প্রসঙ্গে মাপা আর ওজন করা দু'টিরই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে ভালো করে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাপতেও কম মাপে এবং ওজন করতেও কম ওজন করে। আর যেহেতু পুরাপুরি আদায় করা মূলত নিন্দনীয় নয়,

www.icsbook.info

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ

مَا سِجِّيْنٌ ۝ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا

[৫-৬] এমন একদিনের কথা- যেদিন সমগ্র মানব সন্তান আসমান জমিনের মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে [৩]?

[৭] হ্যা, [৪] (জেনে রেখো) পাপী ও গুনাহগারদের (হিসাব নিকাশের) আমলনামা রয়েছে 'সিজ্জিনে'।

[৮] তুমি কি জানো সিজ্জিনটি কি?

[৯] এ হচ্ছে মুখ বন্ধ (সিল আটা) লিখিত একটি খাতা,

[১০] যাতে বিশ্বের সব (কয়টি) পাপীর নাম ও তাদের কর্মকান্ড তালিকাভুক্ত আছে [৫]। (সেদিন) মিথ্যা আরোপকারীদের চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত-

[১১] যারা শেষ বিচারের (এই) দিনটিকে অস্বীকার করেছে।

একারণে সেক্ষেত্রে একটার উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আর বিশেষভাবে মাপার উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, আরবে বিশেষ করে মদীনায় মাপার প্রচলন ছিল বেশী। এছাড়াও আরো অনেক কারণ হতে পারে।

২. অর্থাৎ তারা যদি মনে করতো যে, মৃত্যুর পর একদিন পুনরায় উত্থিত হতে হবে এবং আল্লাহর সম্মুখে সমস্ত অধিকার আর কর্তব্যের হিসাব দিতে হবে, তবে কখনো এমন আচরণ করতো না।

৩. কখন রব্বুল আলামীন তাজাল্লী দেখাবেন আর কখন হিসাব-কিতাব করে আমাদের পক্ষে কোন ফয়সালা শোনাবেন?

৪. মানে এমন দিন কখনো আসবে না এমন কথা ভেবোনা কখনো। সেদিন অবশ্যই দেখা দেবে এবং সে জন্য ভালো-মন্দ সব কিছুর আমলনামা স্বস্ব দফতরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

৫. মানে 'সিজ্জীন' একটা দফতর, একটা বালাম বই, যাতে সমস্ত জাহান্নামীর নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে। আর বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা, পূর্ববর্তী সূরায় যার উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা এ বদকারদের মৃত্যু আর আমল বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাদের প্রতিটি ব্যক্তির আমল পৃথক পৃথক ভাবে একটা ফর্দে লিখে সে দফতরে দাখিল করেন। তাঁরা প্রতিটি ফর্দের ওপর বা প্রতিটি জাহান্নামীর নামের ওপর একটা চিহ্ন দেন, যে চিহ্ন দেখেই বুঝা যাবে যে, লোকটি জাহান্নামী। কোন কোন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের সেখানে রাখা হয়। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ তাদের নাম সেখানে দাখিল করা হয়, মৃত্যুর পর তারা সেখানে পৌছাবে।' কোন কোন অতীত মনীষী বলেন, স্থানটি মাটির সপ্তম স্তরের নীচে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

[১২] (সত্যিকার কথা হচ্ছে, সব কয়টি) সীমালংঘনকারী (পাপীষ্ট ব্যক্তি) ছাড়া কেউই এই কেয়ামত ও আখেরাতের হিসাব নিকাশকে অস্বীকার করে না [৬]।

[১৩] (কেউ একে মিথ্যাও বলে না) মিথ্যুক ও হতভাগ্য লোকদের সামনে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হলে (তাদের সামনে আমার সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশল সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ তুলে ধরা হলে) এরা বলে (এগুলো সবই আমাদের জানা) এগুলো সবই হচ্ছে আগের কালের গল্পগাঁথা [৭]।

[১৪] (আসল কথা হচ্ছে) এদের মনকে এদের (গুনাহের) কার্যবলী জং ধরিয়ে (অন্ধকার করে) রেখেছে [৮]।

[১৫] অবশ্যই এসব পাপী ব্যক্তিদের সেদিন (আকাশ পাতাল ও আরশের অধিপতি) মালিকের দর্শন থেকে আড়াল করে রাখা হবে [৯]।

---

৬. যে ব্যক্তি প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে, সে মূলত আল্লাহর মালিকানা, তাঁর কুদরত এবং ন্যায়বিচার ও হেকমত সব কিছুই অস্বীকার করে। আর যে এসব কিছু অস্বীকার করে, সে যতই গুনাহ করে, তা খুবই সামান্য।

৭. অর্থাৎ কোরআন এবং উপদেশের কথা শ্রবণ করার পর বলে এরকম কথা তো অতীতের লোকেরাও বলে এসেছে। সেসব পূরাতন কাহিনী আর বাসী কিস্‌সা এরাও নকল করছে। আমরা কি এসব কিস্‌সা-কাহিনীকে ভয় করার মানুষ?

৮. অর্থাৎ আমাদের আয়াত-নিদর্শনে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আসলে বারবার এবং বেশী বেশী গুনাহ্ করার ফলে তাদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে। এ কারণে, তাদের অন্তরে সঠিক তত্ত্বের প্রতিফলন হয় না। হাদীস শরীফে আছে, বান্দাহ যখন কোন গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে। তাওবা করলে সে কালো দাগ মুছে যায়। অন্যথায় যতই গুনাহ্ করবে, দাগ ততোই বৃদ্ধি পাবে, প্রসারিত হবে। শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর সম্পূর্ণ কালো রং ধারণ করবে। সত্য-মিথ্যা আর ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতাই তাতে আর অবশিষ্ট থাকে না। সে অবিশ্বাসীদের এমন অবস্থাই মনে করবে। মানে পাপ করতে করতে তাদের অন্তর সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে পড়েছে। এ কারণেই তারা আয়াত নিয়ে উপহাস করে।

৯. মানে এ অবিশ্বাস আর অস্বীকারের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকবে না। এমন সময় অবশ্যই আসবে, যখন মোমেনরা মহান আল্লাহর দীদারের দওলতে ধন্য হবে আর এ হতভাগাদেরকে বঞ্চিত রাখা হবে।

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي
كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾
وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ
الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ
يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ

[১৬] অতঃপর তারা জাহান্নামের (প্রজ্জ্বলিত) আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

[১৭] এবার তাদের বলা হবে, এই হচ্ছে সেই (প্রলয়ংকরী) জাহান্নাম- যাকে (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা অস্বীকার করে এসেছো।

[১৮] অবশ্যই [১০] নেক (ও পরহেজগার) লোকদের আমলনামা উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন 'ইল্লিয়্যিনে' রক্ষিত আছে।

[১৯] (তোমরা কি বলতে পারো) তোমরা কি জানো এই 'ইল্লীয়্যীনটা কি?

[২০] এটাও একটি মুখ বন্ধ (সিলমারা) লিখিত খাতা [১১]।

[২১] (এই খাতা আবার যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়নি) আল্লাহ তায়ালার একান্ত নিকটতম ফেরেশতারা এর তদারক করছেন, (ও পাহারা দিচ্ছেন, দেখাশোনা করছেন [১২]।

[২২] এই আমলনামার ভিত্তিতে) নিঃসন্দেহে নেককার লোকেরা থাকবে মহা আনন্দে।

[২৩] এরা মর্যাদার উন্নততম আসনে বসে (দুনিয়ার জীবনে যারা বিদ্রোহের পতাকা উঁচিয়ে রেখেছিলো তাদের) সবকিছু ভালো করেই অবলোকন করবে [১৩]।

[২৪] এদের চেহারায় থাকবে (স্বচ্ছলতা ও নেয়ামত সমূহের) পূর্ণ দীপ্তি (ও তৃপ্তি)। তুমি তাদের চেহারায় এই সাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা লক্ষ্য করবে [১৪]।

---

১০. মানে এসব বদমাশ আর নেককারদের এক পরিণতি হতে পারে না কিছুতেই।

১১. মানে জান্নাতীদের নাম তালিকাভুক্ত করা আছে এবং তাদের আমলের রেকর্ডপত্র সজ্জিত-বিন্যস্ত করে রাখা হয়। আর তাদের রূহকে প্রথমে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া হয়। আর কবরের সঙ্গেও সেসব রূহের এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। কথিত আছে যে, এ স্থানটি সপ্তম আসমানের ওপরে এবং নৈকট্যধন্যদের রূহও সেখানেই অবস্থান করে। আল্লাহই ভালো জানেন।

১২. নৈকট্যধন্য ফেরেশতারা বা আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দারা মুমিনদের আমলনামা দেখে খুশী হন এবং সেখানে তাঁরা উপস্থিত থাকেন।

www.icsbook.info

مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۝٢٥ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ
فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ۝٢٦ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ۝٢٧
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۝٢٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟
كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ۝٢٩ وَإِذَا مَرُّوا۟

[২৫] এদের পানীয় (হিসেবে যে শরাব পরিবেশন করা হবে তা) হবে বিশুদ্ধতম ও পাত্রের মুখ হবে সিল আঁটা [১৫]।

[২৬] (এমন শরাব যেটা পাত্রজাত করার সময়ই) কস্তুরির সুগন্ধ দিয়ে এর মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল [১৬]। (এ হচ্ছে মূলতঃ এমন লোভনীয় ও অনাবিল আনন্দ), যার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার জন্যে প্রতিটি প্রতিযোগীরই এগিয়ে আসা উচিত [১৭]।

[২৭] এই পানীয় দ্রব্যে মিশ্রিত থাকবে 'তাসনীমের' ফলগুধারা।

[২৮] (একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভকারীরাই সেদিন এই ঝর্ণাধারা থেকে শরাব পান করতে পারবে [১৮]।

[২৯] এই সমাজের (যারা ছিলো অপরাধী তারা এই নিরপরাধ) ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করে বেড়াতো [১৯]।

---

১৩. মানে খাট-পালংকে বসে জান্নাতে বিহার করবে এবং আল্লাহর দীদারে চক্ষু শীতল করবে।

১৪. মানে জান্নাতের আরাম-আয়েশে তাদের চেহারা এমনই ক্লান্তিবিহীন এবং তরতাজা হবে, যাতে প্রতিটি দর্শক দেখেই বুঝতে পারবে যে, এরা বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে।

১৫. হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'প্রত্যেকের ঘরে ঘরে শরাবের নহর থাকবে, কিন্তু এ শরাব হবে বিরল, যা সীল-মোহর করা থাকবে।'

১৬. যেমন দুনিয়াতে মোহর জমানো হয় লাক-গালা বা মাটির ওপর। জান্নাতের মাটি হবে মেশ্‌ক, তার ওপরেই মোহর জমানো হবে। পাত্র হাতে নেয়া মাত্রই মন-মানস সুঘ্রাণে মোহিত হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত খোশবু ছড়াতে থাকবে।

১৭. মানে দুনিয়ার নাপাক শরাব ভালো মানুষের আগ্রহের উপযুক্ত নয়। তবে জান্নাতের শরাব হচ্ছে তাহুর তথা পাক। জান্নাতের শরাবে তাহুরের জন্য মানুষের হুমড়ি খেয়ে পড়া উচিত—উচিত একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।

১৮. মানে নৈকট্যধন্যরা সে ঝর্নার খালেস-বিশুদ্ধ শরাব পান করবে আর নেককারদের শরাবের সঙ্গে সে শরাবের মিশ্রণ থাকবে, যা গোলাব ইত্যাদির মতো তাদের শরাবে মিলানো হবে।

www.icsbook.info

بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا

فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ

لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ

الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ

يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

[৩০] কোনো নেককার ব্যক্তি যখন এদের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতো তখন এরা নিজেদের মধ্যে তার ব্যাপারে চোখ টেপাটেপি (হাসি বিদ্রূপ) করতো [২০],

[৩১] (এই ভাবেই সৎ লোকদের উত্যক্ত করে) যখন এরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতো তখন তারা খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠতো, (ভাবতো, মহা একটা কাজ আজ তারা করে এসেছে [২১]।

[৩২] এমনকি এই দুষ্ট লোকেরা) যখন কোনো নেক বান্দাহকে দেখতো তখন একে অপরকে বলতো (দেখো দেখো) এরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট [২২](বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর লোক)।

[৩৩] অথচ তাদের (মতো পাপীদের) এই নেক বান্দাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি [২৩]

[৩৪] (যে, তারা এদের খোঁজ খবর নিয়ে বেড়াবে আর যখন মহাবিচারের পর্ব শেষ তখন) আজ ঈমানদার ব্যক্তিরাই (অবিশ্বাসী) কাফেরদের (ওপর নেমে আসা ভয়াবহ) আযাব দেখে হাসবে [২৪]।

[৩৫] (হাসবে এমন সব) উন্নত ও মর্যাদার আসনে বসে (যেখানে বসে) তারা এদের সব পরিণাম দেখতে পাবে [২৫]।

[৩৬] (অতপর সবাই মনে মনে বলবে), প্রতিটি অবশ্বাসী কাফের তার কৃতকর্মের বিনিময় যথাযথ পেয়ে গেলো তো [২৬]?

---

১৯. মানে এ বেকুফদের মাথায় কি বাজে খেয়াল চাপছে যে, জান্ন.তের কাল্পনিক স্বাদের জন্য বর্তমান আর অনুভবযোগ্য-স্পর্শযোগ্য স্বাদ ত্যাগ করছে!

২০. অর্থাৎ ঐ দেখ, এরাই তো হচ্ছে বেয়াক্কেল এবং আহাম্মক, যারা জান্নাতের বাকীর জন্য দুনিয়ার নগদ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করছে!

২১. মানে কৌতুক করতো এবং মুসলমানদের ওপর টিপপনি কাটতো এবং নিজেদের আরাম-আয়েশের ওপর উৎফুল্ল হয়ে মনে করতো যে, আমাদের বিশ্বাস আর চিন্তাধারাই যথার্থ। অন্যথায় আমরা এসব নেয়ামত লাভ করি।

www.icsbook.info

২২. মানে শুধু শুধু দরবেশী আর সাধনা করে নিজেদের জীবন ক্ষয় করছে এবং বর্তমান স্বাদ-আহ্লাদের ওপর কাল্পনিক স্বাদ-আহ্লাদকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর অহেতুক কষ্টের নাম রেখেছে আসল পূর্ণতাপ্রাপ্ত পরিবার-পরিজন। আর আরাম-আয়েশ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে একজন মানুষের পেছনে ছুটা এবং নিজের পৈতৃক ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করা এটা কি স্পষ্ট গোমরাহী-বিভ্রান্তি নয়?

২৩. আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, সে কাফেরদেরকে মুসলমানদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। তাদেরকে এজন্য নিযুক্ত করা হয়নি যে, আহাম্মকরা নিজেদের ধ্বংস না দেখে এদের কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান করবে। অথচ নিজেদের সংশোধনের কোন চেষ্টা করবে না। যারা সোজা পথে চলবে, তাদেরকে গোমরাহ্ আর আহাম্মক বলবে!

২৪. মানে কেয়ামতের দিন মুসলমানরা সেসব কাফের উপহাস করবে যে, এরা কেমন অপরিণামদর্শী আর আহাম্মক ছিল, যারা চমৎকার অবিনশ্বর নেয়ামতের ওপর তুচ্ছ এবং নশ্বর বস্তুকে প্রাধান্য দিয়েছিল। অবশেষে আজ জাহান্নামে কেমন চিরন্তন আযাবের মজা ভোগ করছে!

২৫. মানে আজ নিজেদের সুখ ভোগ আর কাফেরদের দুর্ভোগের দৃশ্য অবলোকন করছে।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা মুসলমানদের উপহাস করতো, আজ তারা নিজেরাই হাসি আর উপহাসের পাত্র হচ্ছে। আর মুসলমানরা হাসছে তাদের অতীত বোকামির কথা চিন্তা করে।

www.icsbook.info

আল ইনশিক্বাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮৪, আয়াত সংখ্যাঃ ২৫, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝٣ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ১

[১] যখন আসমান ফেটে (টুকরো টুকরো) হয়ে যাবে,

[২] আসমান তার মালিকের আদেশ পালন করবে (আর আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর আনুগত্যের) এই কাজটিইতো আসমানের করা উচিত [১]।

[৩] যখন এই ভূমন্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে [২]।

[৪] (তাকে ছড়িয়ে দেয়া হবে, কোটি কোটি বছর ধরে তার মধ্যে যতো মানব দেহ ও তাদের কার্যাবলীর রেকর্ড লুকিয়ে ছিলো মুহূর্তের মধ্যেই) সবকিছুকে বাইরে ফেলে দিয়ে সে খালি হয়ে যাবে [৩]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন বিদীর্ণ হওয়ার প্রাকৃতিক নির্দেশ হবে, তখন আসমান সে নির্দেশ মেনে নেবে এবং এতো বিশাল এতো প্রকান্ড হওয়া সত্ত্বেও আসমান তার খালেক-মালেকের সম্মুখে আত্মসমর্পণের যোগ্য। কারণ তার ওপর চলে আল্লাহর কুদরত আর কহর তথা অসমি ক্ষমতা আর সীমাহীন রোষ। আল্লাহর সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতে এতটুকু আপত্তিও নেই তার, কোন উচ্চবাচ্যও করে না ।

২, হাশরের দিন এ ভূমিকে টেনে রাবারের মতো বিস্তীর্ণ করা হবে এবং ইমারত আর পাহাড়-পর্বত সবই সমান করে দেয়া হবে। যাতে আগে-পরের সমস্ত মানুষ এক সমতল ভূমিতে সমবেত হতে পারে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে এবং মধ্যখানে কোন অন্তরায়, কোন প্রতিবন্ধকতাও অবশিষ্ট না থাকে।

৩. ভূমি সেদিন তার অভ্যন্তরের সমুদয় সম্পদ আর মৃত ব্যক্তিদেরকে বমি করে ফেলবে এবং বান্দাদের আমলের প্রতিদানের সঙ্গে সম্পর্কিত সমুদয় বস্তু থেকে সেদিন ভূমি হবে মুক্ত।

www.icsbook.info

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (৫) يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ
كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (৬) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (৭) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (৮)
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا (৯) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
وَرَاءَ ظَهْرِهِ (১০)

[৫] (এখানেও) পৃথিবী তার সৃষ্টি কর্তার আদেশটুকু পালন করবে (আর) আল্লাহর হুকুম পালন করাইতো পৃথিবীর উচিত [৪]।

[৬] হে মানুষ! (তোমরা ধীরে ধীরে এক) কঠোর (সংগ্রাম সাধনা ও) পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছো- ততক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা (চূড়ান্ত হিসেবে নিকেশের দিন) তার সামনা সামনি না হচ্ছো [৫]

[৭] (ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এই পরিশ্রম ও চলা অব্যাহত থাকবে। তার পর একদিন সত্যিই তোমরা তার মুখোমুখী হবে। হিসাবের পালা শেষ হবার পর) তোমাদের মধ্যে যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে

[৮] (তার কাছ থেকে তার কার্যাবলীর হিসাব নেয়ার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা হবে না বরং) বড় আরামের সাথেই তার হিসাব গ্রহণ করা হবে [৬]।

[৯] (নিজের এ সাফল্য দেখে) সে খুশিতে নিজ পরিবার পরিজনের দিকে ফিরে যাবে [৭]।

[১০] আর যে (হতভাগ্য) ব্যক্তির আমলনামার বইটি তার পেছন থেকে তার হাতে দেয়া হবে [৮]

---

৪. আসমান-যমীন যাঁর প্রাকৃতিক নির্দেশের বাধ্য-অনুগত, তাঁর সাংবিধানিক নির্দেশ অমান্য করার কী অধিকার থাকতে পারে মানুষের?

৫. অর্থাৎ পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে মানুষ তার যোগ্যতা অনুযায়ী নানা রকম চেষ্টা-সাধনা করে। কেন তাঁর আনুগত্যে কষ্ট স্বীকার করে, কেউ পাপ আর নাফরমানীতে জীবন শেষ করে দেয়। অতপর ভালোর দিকে হোক, কি খারাবের দিকে, নানা রকম কষ্ট সহ্য করে অবশেষে পালনকর্তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং মুখোমুখি হয় নিজের পরিণতির।

৬. সহজ হিসাব এই যে, কথায় কথায় পাকড়াও হবে না, কেবল কাগজপত্র উপস্থাপন করা হবে এবং কোন রকম বাক বিতন্ডা আর চুলচেরা হিসাব ছাড়া সহজে ছেড়ে দেয়া হবে।

৭. শাস্তির শংকা থাকবে না, থাকবে না, ক্রোধের ভয়। নিতান্ত শান্তি-স্বস্তির সঙ্গে মিলিত হবে বন্ধু-বান্ধব। নিকটাত্মীয় এবং মুসলিম ভাইদের সঙ্গে আনন্দ উদযাপন করে।

www.icsbook.info

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ

سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ

أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

[১১] সে তখন (উপায়ান্তর না দেখে) মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে [৯]।

[১২] (এভাবেই মৃত্যুকে ডাকতে ডাকতে এক পর্যায়ে) সে গিয়ে পড়বে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডলীতে।

[১৩] (দুনিয়ায় তার অবস্থা কি ছিলো?) সে তো নিজ পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দে আত্মহারা ছিলো [১০]।

[১৪] কখনো সে একথা চিন্তা করেনি যে, তাকে একদিন তার মালিকের মুখোমুখি হতে হবে [১১]।

[১৫] হাঁ, (আজ অবশেষে) তাই (হলো। সে আল্লাহর সামনে হাজির হলো। এই নির্বোধ একথা ভাবলো কি করে) তার মালিক তো তার সব কয়টি কার্যকলাপই (পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে) দেখছিলেন [১২]।

---

৮. মানে পেছন দিক থেকে বাম হাতে পাকড়াও করা হবে। ফেরেশতারা সম্মুখ দিক থেকে তার সূরত দেখা পছন্দ করবেন না। যেন চরম ঘৃণা প্রকাশ করা হবে। এমনও হতে পারে যে, পেছন দিকে পাত্র স্থাপন করা হবে, সে কারণে পেছন দিক থেকে আমলনামা দেয়ার প্রয়োজন হবে।

৯. মানে শাস্তির ভয়ে মৃত্যু কামনা করবে।

১০. অর্থাৎ দুনিয়ায় ছিল আখেরাত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। তার বিনিময় এই যে, আজ ভীষণ চিন্তায় পতিত হতে হয়েছে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় অবস্থানকালে আখেরাতের ভয়ে ছিল বিগলিত। আজ তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, নিরাপদ। কাফেররা ছিল এখানে খুশী, আর মোমেনরা হবেন সেখানে আনন্দিত।

১১. তার কোথায় খেয়াল ছিল যে, একদিন আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং চুল চেরা হিসাব দিতে হবে? একারণে পাপাচার আর অন্যায়ে সে ছিল বেশ বাহাদুর।

১২. অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিয়মিত দেখে আসছেন যে, তার রূহ কোথা থেকে এসেছে, দেহ কোন্ বস্তু দ্বারা গড়ে উঠেছে, কী ছিল তার বিশ্বাস, কী ছিল তার কর্ম। মনে কোন্ কথা ছিল, মুখে কী উচ্চারণ করেছে, হস্তপদ দ্বারা কী অর্জন করেছে এবং মৃত্যুর পর কোথায় গেছে তার রূহ এবং অঙ্গগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় কোথায় গিয়ে পড়েছে—ইত্যাদি সবই তাঁর জানা, সবই প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। যে আল্লাহ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এতটা খবর রাখেন, আর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব অবস্থা যাঁর দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর সম্পর্কে কি এমন ধারণা করা চলে যে, তিনি মানুষকে এমনি এমনিই ছেড়ে দেবেন? অবশ্যই তিনি মানুষের কর্মের ফলাফল দেবেন।

فَلَآ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿۱۶﴾ وَالَّیۡلِ وَمَا وَسَقَ ﴿۱۷﴾ وَالۡقَمَرِ

اِذَا اتَّسَقَ ﴿۱۸﴾ لَتَرۡکَبُنَّ طَبَقًا عَنۡ طَبَقٍ ﴿۱۹﴾ فَمَا لَهُمۡ

لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۲۰﴾ وَ اِذَا قُرِیَٔ عَلَیۡهِمُ الۡقُرۡاٰنُ

السجدة

لَا یَسۡجُدُوۡنَ ﴿۲۱﴾ بَلِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا یُکَذِّبُوۡنَ ﴿۲۲﴾ وَاللّٰهُ

[১৬] আমি শপথ করছি সান্ধ্যকালীন রক্তিম আভার.

[১৭] আমি শপথ করছি রাত্রীকালীন সময়ের। (আমি শপথ করছি এই) রাত্রীকালীন সময়ে এর ভেতর যতো কিছুর সমাবেশ ঘটে তার সব ক'টি বিষয়ের [১৩]।

[১৮] আমি আরো শপথ করছি (ওই সুন্দর) চাঁদটির যখন তা (ধীরে ধীরে) পূর্ণাঙ্গ চাঁদে পরিণত হয়ে যায় [১৪]।

[১৯] (এর সব কয়টি সৃষ্টি বিশেষ করে চাঁদ যেমন এক স্তর থেকে আরেক স্তরের দিকে এগুতে থাকে) তোমাদেরকেও (তেমনি) অবশ্যই (জীবনের) এই স্তর অতিক্রম করে (মৃত্যুর) ওই স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে [১৫]।

[২০] (জীবন ও জগত সম্পর্কে এই মহাসত্য বারবার বলা সত্ত্বেও) এদের হয়েছেটা কি? এরা কেন মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না [১৬]

[২১] এবং আল্লাহর (অমোঘ বাণী) এই কোরআন যখন এদের সামনে পড়া হয় তখন কেন এরা মালিকের সামনে মাথা নত করে না [১৭]?

[২২] (আনুগত্যের মাথা নত করা দূরের কথা বরং) এই অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা (এই মহাগ্রন্থকেও) মিথ্যা বলে।

---

১৩. অর্থাৎ মানুষ আর জন্তু-জানোয়ার দিনের বেলা জীবিকার সন্ধানে নিবাস ত্যাগ করে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। রাত্রি বেলা তারা চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে নিজ নিজ ঠিকানায় সমবেত হয়।

১৪. অর্থাৎ ১৪ তারিখ রজনীর চন্দ্র, যা ষোল কলায় পূর্ণ হয়।

১৫. মানে দুনিয়ার জীবনে পর্যায়ক্রমে নানা স্তর অতিক্রম করে অবশেষে মৃত্যুর সিড়ির মুখোমুখি হতে হয়। এরপর মুখোমুখি হতে হয় আলমে বরযখের। অতপর কেয়ামতের অতপর কেয়ামতে একের এক কত অবস্থা আর কত পর্যায় অতিক্রম করতে হবে, তা কেবল আল্লাহই জানেন। যেমন রজনীর শুরুতে লালিমা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এক ধরনের আলো থাকে, মূলত যা সূর্যের ক্রিয়ারই অবশিষ্টাংশ। এরপর লালিমার অন্তর্ধান শেষে শুরু হয় অন্ধকারের দ্বিতীয় পর্যায়। এ অন্ধকার সব কিছুকেই আত্মস্থ করে নেয়। এ অন্ধকারের মধ্যেই উদয় হয় চন্দ্রের এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তার আলো। অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রজনীর পূর্ণ চন্দ্র রজনীর অন্ধকার

اَعۡلَمُ بِمَا يُوۡعُوۡنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ﴿٢٤﴾ اِلَّا

الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ ﴿٢٥﴾

[২৩] (অথচ) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন এরা (এই মিথ্যাচারের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের) জীবনের (নথিপত্রে) কি কি জিনিস জমা করে রেখেছে [১৮]।

[২৪] (আল্লাহর দ্বীন ও তার কিতাবের সাথে এই যাদের আচরণ) তাদের সবাইকে তুমি এক (ভয়ংকর ও) যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ঘোষণা দাও [১৯]।

[২৫] তবে হ্যাঁ, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের দাবী মোতাবেক নিজেদের জীবনকে শুধরে নিয়ে) ভালো কাজ করেছে (তাদের জন্যে কোনো রকম আযাব নয়, তাদের জন্যে (বরং) রয়েছে আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত পুরস্কার।

পরিবেশকে সারা রাত আলোকিত করে রাখে। যেন মানুষের অবস্থার বিভিন্ন স্তর রজনীর অবস্থার নানা স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৬. অর্থাৎ মৃত্যুর পরও আমাদেরকে যেতে হবে কোন দিকে এবং আমাদের সম্মুখে রয়েছে এক ভয়ংকর সফর, যে জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পাথেয় রাখতে হবে সঙ্গে।

১৭. অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যদি নিজে নিজে এসব উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তাদের কর্তব্য ছিল কোরআনের বর্ণনা দ্বারা উপকৃত হওয়া। কিন্তু এর বিপরীতে তাদের অবস্থা তো এই যে, কোরআনের মতো মোজেযাপূর্ণ বিবরণ-বর্ণনা শুনে সামান্যতম বিনয় প্রকাশ করে না। এমনকি মুসলমানরা যখন আল্লাহর আয়াত শ্রবণ করে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে, তখনো সেজদার তাওফীক হয় না তাদের।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াত শ্রবণ করে বিনয় প্রকাশ করে না কেবল এতটুকুই নয়; বরং এর চেয়েও বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে মুখেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর অবিশ্বাস-অস্বীকার, ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং সত্যের দুশমনীতে তারা অন্তরকে যেভাবে ভরে তুলেছে, তাতো কেবল আল্লাহই ভালো জানেন।

১৯. মানে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তারা যা কিছু অর্জন করছে, তার ফল অবশ্যই লাভ করবে। তাদের এসব চেষ্টা আদৌ বিফল যাবে না।

২০. যা কখনো শেষ হবে না।

www.icsbook.info

সূরা আল বুরুজ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮৫, আয়াত সংখ্যাঃ ২২, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ
وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ১

[১] আমি শপথ করছি বিশালাকায় গ্রহ নক্ষত্র (ও তাদের কক্ষপথ) বিশিষ্ট আকাশের[১]।

[২] শপথ করছি সেই দিনের যা আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে[২]।

[৩] শপথ করছি (সেই প্রতিশ্রুত দিনের কোটি কোটি) প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের, আরো শপথ করছি (সেই লোমহর্ষক ভয়াবহ দৃশ্যের) যা সেদিন (এসব দর্শকদের সামনে) পেশ করা হবে[৩]।

---

১. বুরূজ অর্থ হতে পারে সে বারটি বুর্জ, সূর্য যেগুলো পরিক্রম করে পূর্ণ এক বৎসরে। অথবা এর অর্থ আসমানী দুর্গের সে অংশ, যা পাহারা দেন ফেরেশতারা। অথবা এর অর্থ বড় বড় নক্ষত্র, দেখতে যা আসমানের ওপর বলে মনে হয়। আল্লাহ তায়ালা-ই ভালো জানেন।

২. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন।

৩. সকলে শহরে উপস্থিত হয় জুমার দিন আর এক জায়গায় সকলে সমবেত হয় আরাফাতের দিন হজ্জের জন্য। এ কারণে বর্ণনায় দেখা যায়, 'শাহেদ' হচ্ছে জুমার দিন, আর 'মাশহূদ' হচ্ছে আরাফাতের দিন। মনে হয় এ ছাড়াও শাহেদ আর মাশহূদ-এর ব্যাখ্যায় আরো অনেক উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবগুলো রিওয়ায়াতের সঙ্গে এ উক্তিটাই সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোরআনের কসমগুলো সম্পর্কে সূরা 'কেয়ামাহ'-এর শুরুতে আমরা যে আলোচনা করেছি, সর্বত্র তা স্মরণ রাখতে হবে। জবাবের সঙ্গে কসমের সামঞ্জস্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা যে সব স্থান আর সব কালের মালিক, তা প্রকাশ পায় এসব কসম দ্বারা। আর যারা এমন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যে শাস্তি আর অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য, তা তো স্পষ্ট।

www.icsbook.info

الْوَقُودِ ⑤ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ⑥ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ⑦ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑧

[৪] (আল্লাহ বিশ্বাসী মুমীনদের জন্যে) যারা গর্ত খুঁড়েছে (এবং যারা আয়োজন করেছে এই গর্তের) তাদের সবার ওপর অভিশম্পাত।

[৫] এই গর্তে দাউ দাউ করে তখন আগুনের কুন্ডলী জ্বলছিলো [৪]।

[৬] (অভিশম্পাত তাদের ওপরও) যারা এই গর্তের পাশে বসে ঈমানদার লোকদের সাথে জালেমরা যে জুলুম করছিলো সে তামাশা দেখছিলোস [৫]।

[৭-৮] (আসলে এই জালেমরা এদের কাছ থেকে ঈমানের প্রতিশোধ নিচ্ছিলো মাত্র)। মহাপরাক্রমশালী স্বীয় সত্তায় প্রশংসিত এবং আকাশ ও নভোমন্ডলের রাজাধিরাজ সম্রাট আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনা ছাড়া এই সব নেক বান্দাহদের সাথে জালেমদের (দ্বিতীয়) কোনো শত্রতাই তো ছিলো না। (সর্বোপরি সেই) আল্লাহ (দুনিয়া জাহানের জালেম ও মজলুম) সহ সবার কার্যাবলী (যথাযথ) অবলোকন করেন [৬]।

---

৪. অর্থাৎ অভিশপ্ত আর রোষানলে পতিত হয়েছে সেসব লোক, যারা বড় বড় পরিখা খনন করে আগুনে পরিপূর্ণ করেছে এবং তাতে অনেক ইন্ধন নিক্ষেপ দ্বারা আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করে তুলেছে। 'আসহাবুল উখদূদ' বা 'গর্তওয়ালা' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তাফসীরকাররা এ প্রশ্নের জবাবে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সহীহ্ মুসলিম, জামেয়ে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে যে কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার সারকথা এই,

অতীতকালে কোন এক কাফের বাদশাহ ছিল। বাদশাহের কাছে থাকতো এক-জাদুকর। জাদুকরের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে বাদশাহের নিকট আবেদন জানায়, আমাকে একজন বিচক্ষণ যুবক দেয়া হোক, আমি তাকে আমার এ বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যাবো, যাতে আমার মৃত্যুর পর এ বিদ্যা বিলীন হয়ে না যায়। তদনুযায়ী জাদুকরের জন্য একজন যুবক প্রস্তাব করা হয়। যুবকটি প্রতিদিন জাদুকরের কাছে গিয়ে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করে। যুবকটির যাতায়াতের পথে বাস করতো একজন খৃস্টান পাদ্রী। তখনকার দিনে পাদ্রীরা ছিল সত্য ধর্মের অনুসারী। যুবকটি পাদ্রীর কাছে যাতায়াত করা শুরু করলো। একদিন গোপনে যুবকটি পাদ্রীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। পাদ্রীর সংসর্গের ফলে যুবকটি অনেক বড়ো স্তরে উন্নীত হলো। একদিন যুবকটি দেখতে পেলো, একটা বিরাটকায় জন্তু (সিংহ ইত্যাদি) পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জন্তুটির কারণে অনেকেই পেরেশান, অস্থির। যুবকটি একখন্ড প্রস্তর হস্তে ধারণপূর্বক দোয়া করলো—হে আল্লাহ! পাদ্রীর ধর্ম যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার পাথরে যেন জন্তুটি মারা যায়—এ বলে প্রস্তর নিক্ষেপ

করলে জন্তুটা মারা যায়। চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যায় যে, যুবকটি এক অদ্ভুত জ্ঞানের অধিকারী। একজন অন্ধ শুনতে পেয়ে আবেদন করে আমার চক্ষুগুলো ভালো করে দাও। যুবক বললো, ভালো করার মালিক তো আমি নই, ভালো করার মালিক হচ্ছেন এক আল্লাহ্ যাঁর কোন শরীক নেই। তুমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে আমি দোয়া করতে পারি। আশা করা যায়, তিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফেরত দেবেন। বাস্তবে তাই হলো। এ কান সে কান হয়ে কথাটা বাদশাহের কানেও গেলো। বাদশাহ্ ক্রুদ্ধ হয়ে পাদ্রী আর অন্ধসহ যুবককে তলব করলেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর পাদ্রী আর অন্ধকে হত্যা করলেন আর যুবকটির ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন উঁচু পর্বত থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করার। কিন্তু আল্লাহর কুদরতের খেলা, যুবকটিকে পর্বতচূড়া থেকে নিক্ষেপ করার জন্য যারা নিয়ে গেল, তারাই মারা গেলো আর যুবকটা নিরাপদে ফিরে এলো। কিছুই হলো না তার। এরপর বাদশাহ্ হুকুম দেন যুবককে নদীতে ডুবিয়ে মারার। সেখানেও একই অবস্থা হলো—তাকে ডুবিয়ে মারার জন্য যারা নিয়ে গেল, তারা সকলেই ডুবে মারা গেল আর যুবকটা ফিরে এলো। তার কিছুই হলো না। অবশেষে যুবক বাদশাহ্কে বললো, আমাকে কি ভাবে মারা যাবে, তার উপায় আমি নিজেই বলে দিচ্ছি। আপনি একটা ময়দানে লোকজনকে জড়ো করুন, সকলের সামনে আমাকে শূলিতে চড়ান এবং এ বলে তীর নিক্ষেপ করুন-

'সে আল্লাহর নামে, যিনি এ যুবকের পালনকর্তা।' বাদশাহ্ তাই করলেন। আল্লাহর যুবকটি জীবন উৎসর্গ করলো। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেই সমস্বরে ধ্বনি দেয়-

'যুবকটির পালনকর্তার প্রতি আমরা সকলেই ঈমান আনলাম।' সকলে বাদশাহ্কে বললো, দেখলেন তো? যা ঠেকাতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটলো। আগে তো দু'একজন মুসলমান ছিল, এখন বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। বাদশাহ্ ক্রুদ্ধ হয়ে বড় বড় পরিখা খনন করান এবং সেসব পরিখায় ভালো রকমে অগ্নি প্রজ্বলিত করে ঘোষণা জারী করলেন—যারা ইসলাম ত্যাগ করবে না, তাদেরকে এ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। দলে দলে মানুষ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল কিন্তু কেউই ইসলাম ত্যাগ করতে রাজী হলো না। একজন মুসলিম নারীকে ধরে আনা হলো। মহিলার কোলে ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশু। শিশুর কথা চিন্তা করে মহিলা আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে ইতস্তত করে। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে শিশুটি চিৎকার করে বলে উঠে, আম্মাজান! ধৈর্য ধারণ কর। কারণ তুমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৫. মানে এবং তাঁর উযীর আর সভাসদরা পরিখার কাছে দাঁড়িয়ে মুসলিম দলনের এ বর্বর দৃশ্য অবলোকন করছিল। হতভাগাদের হৃদয়ে এতটুকু দয়ারও উদ্রেক হয়নি।

৬. অর্থাৎ সেসব মুসলমানের অপরাধ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা কুফরীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত প্রশংসার অধিকারী এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। আসমান-যমীনের কোন এক কোণও যাঁর বাদশাহী বহির্ভূত নয়। যিনি সমুদয় বস্তুর তন্ন তন্ন অবস্থা সম্পর্কে অবগত। এমন আল্লাহর পূজারীদেরকে যদি কেবল এ অপরাধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় যে, তারা কেন কেবল তাঁরই আনুগত্য করে, তখন কি এমন ধারণা করা যায় যে, তারা এভাবেই যুলুম-সিতম চালিয়েই যাবে? মহান কাহ্হার আল্লাহ্ এমন যালিমদেরকে কঠোর দন্ড দেবেন না? হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'যখন আল্লাহর গযব আপতিত হয়, তখন সে আগুনই ছড়িয়ে পড়ে। বাদশাহ আর আমীরদের সমুদয় গৃহ জ্বালিয়ে দেয়া হয়।' কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনায় এর কোন উল্লেখ নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ؕ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ

لَشَدِيْدٌ ۝

[৯-১০] (নিছক এই ঈমান আনার কারণে মুমীন পুরুষ ও মুমীন নারীদের ওপর যারা অত্যাচার করেছে এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজেদের এই জুলুম অত্যাচার থেকে) যারা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত করেনি (মনে রেখো) তাদের জন্যে জাহান্নামের কঠোর আযাব সুনিশ্চিত হয়ে আছে [৭]।

[১১] (জাহান্নামের এই ভয়াবহ আযাবের পাশাপাশি) আরো রয়েছে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই ভস্ম হওয়ার শাস্তি। (অপর দিকে) যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং (সেই ঈমানের চাহিদা মোতাবেক হামেশা) ভালো কাজ করেছে তাদের জন্যে অবশ্যই আমি এমন জান্নাতের বাগান বানিয়ে রেখেছি, যার নীচ দিয়ে (সর্বদাই) ঝরণাধারা বইতে থাকবে। (এই স্তরে যেই পৌছতে সক্ষম হয়েছে সেই জানে যে, এই ক্ষুদ্র জীবনের শেষে) সেটাই হবে তার (সচেয়ে বড় পাওয়া) সবচেয়ে বড় সাফল্য [৮]।

[১২] (যারা আমার ওয়াদা করা জাহান্নামের কোনোই পরোয়া করে না তারা যেন জেনে রাখে যে) তোমার মালিকের ধরার বাঁধন বড় শক্ত [৯]।

---

৭. অর্থাৎ কেবল 'আসহাবুল উখ্দূদ' তথা পরিখা ওয়ালাদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। যারাই ঈমানদারদেরকে সত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার কোশেশ করবে (যেমন করছে মক্কার কাফেররা) অতপর নিজেদের এসব অসমীচীন আচরণ থেকে তাওবা করবে না, তাদের সকলের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে জাহান্নামের আযাব। যাতে থাকবে অসংখ্য ধরনের কষ্ট। আর সবচেয়ে বড় কষ্ট হবে আগুনে জ্বালানো, যে আগুনে জাহান্নামীদের দেহ-মন সবই আটকা পড়বে।

www.icsbook.info

إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ
ٱلْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾
هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ

[১৩] (মৃত্যুর মিথ্যা অজুহাত দিয়ে সেখান থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই)। তিনিই (যখন) তোমাদের প্রথমবার বানিয়েছেন তিনিই আবার তোমাদের দ্বিতীয়বার পয়দা (করে হিসাব নিকাশের সামনাসামনিও) করতে পারবেন [১০]।

[১৪] (তিনি শুধু আযাবের কথাই বলেননি) তিনি একান্ত ক্ষমাশীল। (একান্তভাবে) আপন সৃষ্টিকে তিনি ভালোবাসেন [১১]।

[১৫] তিনি (তাঁর আকাশ জোড়া এই সিংহাসন তথা) আরশের একচ্ছত্র অধিপতি। (অতএব) তিনিই শ্রেষ্ঠ ও মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত।

[১৬] (এই বিশ্ব চরাচরের পরিচালনায় তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন) তিনি যাই চান তাই করেন অসীম ক্ষমতায় বলীয়ান হয়েই [১২] (তিনি তাঁর কার্যাবলী আঞ্জাম দেন)।

[১৭] তুমি কি (কখনো) শুনেছো (আমার এই বিশাল ক্ষমতা ও রাজত্বের সাথে বিদ্রোহের পতাকা উঁচিয়ে আসা কতিপয় নগণ্য সেনাদলের কথা?

[১৮] মহা বিদ্রোহী) ফেরাউন ও সামুদের সেনাবাহিনীর কথা [১৩]

---

৮. অর্থাৎ এখানকার কষ্ট-ক্লেশে ঘাবড়াবে না। বড় এবং চূড়ান্ত সাফল্য রয়েছে তাদেরই জন্য। যার তুলনায় এখানকার আরাম-আয়েশ আর কষ্ট-ক্লেশ—সবই তুচ্ছ।

৯. এ কারণে তিনি যালেম আর অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে কঠোর দন্ড দেন।

১০. অর্থাৎ প্রথম দফা দুনিয়ার আযাব আর দ্বিতীয় দফা আখেরাতের আযাব (মূযেহুল কোরআন)। অথবা এ অর্থ যে, প্রথম দফা তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দফাও তিনিই সৃষ্টি করবেন। সুতরাং অপরাধীরা যেন এ প্রতারণায় না পড়ে যে, মৃত্যু যখন আমাদের নাম-নিশানাই মুছে ফেলবে, তখন কি রকমে আমাদেরকে পাকড়াও করবে?

১১. অর্থাৎ এমন কাহ্হার আর কঠোর হওয়ার গুণ সত্ত্বেও তাঁর দান-ক্ষমা আর ভালোবাসারও কোন সীমা নেই। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের অপরাধ ক্ষমা করেন, তাদের দোষ গোপন রাখেন এবং সব রকম দয়া-অনুগ্রহ আর স্নেহ-মমতায় তাদেরকে ধন্য করেন।

১২. মানে তাঁর জ্ঞান আর হেকমত অনুযায়ী যা করার ইচ্ছা করেন, তাতে আদৌ কোন বিলম্ব হয় না। মোটেই দেরী হয় না। তাঁকে বাধা দেয়ার ক্ষমতাও নেই কারো। যাই হোক, তাঁর দানে বান্দার গর্বিত হওয়া উচিত নয়। আবার তাঁর প্রতিশোধ সম্পর্কেও নির্ভয়-নির্ভীক হওয়া উচিত নয়। বরং সর্বদা তাঁর উভয় ধরনের গুণের প্রতি নযর রাখবে। ভয়ের সঙ্গে আশা এবং আশার সঙ্গে ভয়কে মন থেকে দূর হতে দেবে না।

www.icsbook.info

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝١٩ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ
مُّحِيْطٌ ۝٢٠ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝٢١ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝٢٢

[১৯] (বলছি, এই অবিশ্বাসী লোকজনরা) যারা কোনোদিনই সত্যকে বিশ্বাস করেনি, হামেশাই মিথ্যা আরোপ করার কাজে এরা লেগে ছিলো [১৪]।

[২০] (এই নির্বোধ লোকগুলো একবারও এটা ভেবে দেখেনি যে) আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এদের চারদিকে থেকেই ঘেরাও করে রেখেছে [১৫]। (যার পরিবেষ্টন থেকে এরা চাইলেও কোনোদিন পালাতে পারবে না। এদের মতো হতভাগ্য কিছু লোকের কোরআনের কথায় ঈমান আনা না আনা কিংবা তার সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করায় মূল সত্যের কিছুই আসে যায় না।)

[২১] আল্লাহর গ্রন্থ আল কোরআন অনেক উন্নত ও মহা মর্যাদাসম্পন্ন [১৬]।

[২২] (বিশেষ ব্যবস্থাপনায়) যা লিপিবদ্ধ আছে (সযত্নে) রক্ষিত একটি ফলকে [১৭]।

---

১৩. অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবত তাদের ওপর এনাম পুরস্কারের দরজা খোলা রেখেছেন এবং চতুর্দিক থেকে নানা রকমের নেয়ামতে তাদেরকে ধন্য ও বিভূষিত করে রাখেন। অতপর তাদের কুফরী আর ঔদ্ধত্যের কারণে কেমন প্রতিশোধ নিয়েছেন।

১৪. অর্থাৎ কাফেররা এসব কাহিনী থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং আল্লাহর আযাবকে একটুমাত্রও ভয় করে না। বরং তারা এসব কাহিনী আর কোরআনকেই অবিশ্বাস করার পেছনে লেগেছে।

১৫. অর্থাৎ অবিশ্বাস করায় কোন লাভ হবে না, অবশ্য এ অবিশ্বাসের শাস্তি ভোগ করতে হবে নির্ঘাত। আল্লাহর কুদরতের কব্জা থেকে তারা বের হতে পারবে না, শাস্তি থেকেও পাবে না রেহাই।

১৬. অর্থাৎ কোরআনকে তাদের অবিশ্বাস করা নিছক বোকামি। কোরআন অবিশ্বাস করার মতো কোন বস্তু নয়। আর কোরআন এমন কোন বস্তুত নয় যে, গুটি কতক আহাম্মক অবিশ্বাস করলে তার মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্ব হ্রাস পাবে।

১৭. যেখানে কোন রকম রদ-বদল হয় না। অতপর সেখান থেকে নিতান্ত হেফাযত আর গুরুত্ব সহকারে ওহী প্রাপকের নিকট পৌছানো হয়,

'তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন' (সূরা জিন, রুকূ ২)। আর এখানেও কুদরতের পক্ষ থেকে তার হেফাযতের এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, কোন শক্তি তাতে কোন ফাটল ধরাতে পারে না।

সূরা আত্ তারিক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮৬, আয়াত সংখ্যাঃ ১৭, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ
الثَّاقِبُ ۝٣ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنْظُرِ
الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] আমি কসম করছি আসমানের, কসম করছি এই আকাশে রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশকারীর।

[২] তুমি কি এই নিশাচর আত্মপ্রকাশকারীর পরিচয় জানো?

[৩] এ হচ্ছে (মূলতঃ) উজ্জ্বল তারকা।

[৪] (এদের উভয়ের কসম করে আমি বলছি) এই বিশ্ব চরাচরে এমন একটি প্রাণীর অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার (কাজকর্মের দেখাশোনা করার) জন্য কোনো না কোন (অভিভাবক) তত্ত্বাবধায়ক নেই।

[৫] (এই সত্যটুকু বোঝার জন্যে) মানুষ যেন একবার দেখে নেয় যে, তাকে কোন্ জিনিস দিয়ে বানানো হয়েছে [১]।

সূরা তারেক

১. অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ফেরেশতা থাকেন, তারা মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন বা মানুষের আমল লিখে নেন (মূযেহুল কোরআন)। আর কসমে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে যে, যিনি আসমানে নক্ষত্রের হেফাযতের এমন সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তাঁর পক্ষে যমীনে তোমাদেরকে বা তোমাদের আমল তথা কার্যকলাপ হেফাযত করা এমন কি কঠিন কাজ? ওপরন্তু আসমানে যেমন নক্ষত্র সব সময় হেফাযতে আছে, কিন্তু তা প্রকাশ পায় বিশেষ করে রাত্রে ঠিক তেমনি আমলনামায় সমস্ত আমল সংরক্ষিত রয়েছে, কিন্তু তা প্রকাশ পাবে কেয়ামতের বিশেষ দিনে। বিষয়টি যখন এমন, তখন মানুষের উচিত কেয়ামতের ফিকিরে থাকা। আর সে যদি কেয়ামতকে অসম্ভব মনে করে, তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, সে কিসের সৃষ্টি।

www.icsbook.info

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝

[৬] তাকে বানানো হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে ২,

[৭] যা প্রবাহিত হয় মানুষের পিঠের মেরুদন্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখান দিয়ে ৩।

[৮] (এই কলাকৌশল করে যে আল্লাহ তাকে প্রথমবার জীবন দিলেন) তিনি অবশ্যই (তার মৃত্যুর পর) তার মৃতদেহে পুনরায় জীবন ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন ৪।

[৯] (শুধু যে তিনি তাকে জীবনই দেবেন তাই নয়, এমন একদিন আসবে) যখন (এই মানুষটিরই) যাবতীয় গোপন কথা (বিশ্বাস, কর্মধারা ও সংকল্পের যেটুকু দুনিয়ার মানুষদের কাছ থেকে সে লুকিয়ে রেখেছিলো- পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে) পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে ৫।

[১০] (এমনি তরো যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে মানুটি দুনিয়ার জীবনে এই দিনটিকে অস্বীকার করেছিলো সেদিন) সে দেখবে (বিশ্ব সম্রাটের সামনে) সে কতো অসহায়। (সে দিনের আদালতে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ কিংবা তাকে চ্যালেঞ্জ করার) কোনো শক্তিই তার থাকবে না। (চারদিক খুঁজে) একজন সাহায্যকারীও সে পাবে না ৬।

---

২ অর্থাৎ বীর্য থেকে, যা নির্গত হয় উত্তেজিত হয়ে সবেগে।

৩. বলা হয়ে থাকে যে, পুরুষের বীর্য উৎসারিত হয় পৃষ্ঠদেশ থেকে আর নারীর বীর্যের উৎপত্তি হয় বক্ষ থেকে। আর কোন কোন আলেম বলেন, পৃষ্ঠদেশ আর বক্ষদেশ বলে রূপক অর্থে গোটা দেহ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ নারী হোক, আর নর,তাদের বীর্য গোটা দেহে উৎপন্ন হয়ে নির্গত হয়। আর রূপকতায় বক্ষদেশ আর পৃষ্ঠদেশকে বিশেষিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, বীর্যের উপাদান আহরণে প্রধানতম অঙ্গ (মস্তিষ্ক আর বক্ষ)-এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কালব তথা হৃৎপিন্ডের সম্পর্ক বক্ষের সঙ্গে মিলে থাকার কারণে স্পষ্ট, আর 'নাখা' তথা মাথার মগজের মাধ্যমে পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগও প্রকাশ্য। আল্লাহই ভালো জানেন।

৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ পুনরায় বলবেন (মূযেহুল কোরআন)। সার কথা এই যে, বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করা পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার। এমন বিস্ময়কর কাজ যখন তাঁর কুদরত দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে, তখন এর চেয়ে কম বিস্ময়কর কাজ সংঘটিত হওয়াকে শুধু শুধু অস্বীকার করা সঙ্গত নয়।

৫. মানে সকলের রহস্য ফাঁস করা হবে এবং যেসব বিষয় মনে গুপ্ত রাখা হয়েছিল, বা যেসব কাজ করা হয়েছিল লুকিয়ে সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে। কোন অপরাধই গোপন রাখা সম্ভব হবে না।

www.icsbook.info

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ
لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

[১১] আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ করছি [৭],

[১২] (সেই বৃষ্টিধারায় উদ্ভিদ গজানোর সময়) ফেটে যাওয়া জমিনের শপথ করে বলছি[৮]।

[১৩] আমার প্রকৃতিতে যেমনি আমি বিবর্তন ঘটাই তেমনি এই পরকাল, পরকালের হিসাব নিকাশ সম্পর্কে) আমি যা বলছি তাই চূড়ান্ত সত্য (সব ধরনের বিতর্কের মিমাংসাকারী কথা)।

[১৪] এটা কোনো হাসি তামাশার (কিংবা উপহাসের) বিষয় নয় [৯]।

[১৫] (এই চূড়ান্ত সত্য কথাটা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়ার পরও) এই অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা (আমার বিরুদ্ধে) চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

[১৬] (তুমি এদের ষড়যন্ত্রে ভাববে না)। আমিও এদের ব্যাপারে একটি কৌশল অবলম্বন করছি,

[১৭] (আমার কৌশল হচ্ছে) কিছু কালের জন্যে এই কাফেরদের অবকাশ দিয়ে রাখা। অতএব তুমিও কিছুদিন ওদের নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও [১০]। (সেদিন বেশী দূরে নয় যখন সবাই এদের ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে)।

---

৬. তখন অপরাধী নিজের শক্তি-সামর্থ দ্বারা প্রতিরোধ করতে পারবে না। আর এমন কোন সহায়কও পাবে না, যে সাহায্য করে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৭. অথবা বৃষ্টি বর্ষণকারী।

৮. অর্থাৎ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে নির্গত হয় ফসল আর বৃক্ষ।

৯. অর্থাৎ কোরআন এবং পরকাল সম্পর্কে কোরআন যা কিছু বর্ণনা করে, তা উপহাসের বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে হক ও বাতেল এবং সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত ফয়সালা। নিঃসন্দেহে কোরআন হচ্ছে সত্য কালাম এবং কোরআন সিদ্ধান্ত করা বিষয়ের কথা বলে, যা অবশ্যই ঘটবে।

এ বিষয়ের সঙ্গে কসমের সম্পর্ক এই যে, কোরআন আসমান থেকে আসে এবং যার মধ্যে যোগ্যতা আছে, তাকে ধন্য করে তোলে। যেমন বৃষ্টি আসমান থেকে আসে এবং উৎকৃষ্ট ভূমিকে অকৃপণ দানে ভরে তোলে। ওপরন্তু কেয়ামতের দিন এক রকম গায়বী বৃষ্টি হবে, যাতে মৃতরা জীবিত হয়ে যাবে—যেমন এখানে বৃষ্টির পানি বর্ষিত হওয়ার পর মৃত এবং প্রাণহীন ভূমিতে প্রাণের স্পন্দন হয়, ভূমি হয়ে উঠে সজীব-শ্যামল আর সবুজ।

www.icsbook.info

১০. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করছে যাতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে বা অন্য কোন উপায়ে সত্যকে বিকশিত ও বিস্তৃত হতে না দেয়। আর আমার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাও (যা তারা বুঝতে পারছে না) ভেতরে ভেতরে কাজ করছে আর তা হচ্ছে এই যে, তাদের সকল চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা হবে এবং তাদের সব চক্রান্ত তাদেরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এখন ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ, আল্লাহর ব্যবস্থার মোকাবেলায় কারো চক্রান্ত আর চালাকী কোন্ কাজে আসতে পারবে। সুতরাং অপরিহার্যভাবে এরাই হবে ব্যর্থ আর ক্ষতিগ্রস্ত। একারণে তাদের শাস্তি দানের ব্যাপারে আপনার তাড়াহুড়া না করাই সমীচীন এবং তাদের নিন্দনীয় আচরণে বিচলিত হয়ে তাদের জন্য বদদোয়া করবেন না। বরং অল্প কয়টা দিন সবর করুন এবং দেখুন, পরিণতি কী দাঁড়ায়।

www.icsbook.info

সূরা আল আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮৭, আয়াত সংখ্যাঃ ১৯, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ① الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ②

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ③ وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ④

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (হে নবী)! তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তাসবীহ পাঠ করো [১],

[২] (তাঁর উচ্চতর নামসমূহের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো) যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে তৈরী করেছেন। (প্রয়োজনীয় সব উপাদান দিয়ে) তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন [২]

[৩] (অন্যান্য সৃষ্ট জীবের সাথে তার একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।) তিনি সব কিছুর (পরিমাণ মতো) তকদীর গড়ে দিয়েছেন। তিনি (মানুষদের) চলার পথ বাতলে দিয়েছেন [৩]।

[৪] তিনি তৃণলতা, (সবুজ) শ্যামল গাছপালা উৎপন্ন করেছেন

---

১. হাদীস শরীফে আছে যে, আয়াতটি নাযিল হলে নবী বলেন,

আয়াতটাকে তোমাদের সেজ্দায় স্থান দাও। এজন্য সেজদার অবস্থায় বলা হয়—সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

২. অর্থাৎ যে বস্তুই তিনি সৃজন করেছেন, তা করেছেন নিতান্ত হেকমত অনুযায়ী অতিশয় যথার্থভাবে। আর সে বস্তু দ্বারা যেসব কল্যাণ, গুণাবলী আর বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য, তার বিবেচনায় সে বস্তুর জন্মকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এবং এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ মেজায-প্রকৃতি দান করেছেন, যাতে সেসব কল্যাণ তার ওপর বর্তাতে পারে, পারে আরোপিত হতে।

৩. হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ প্রথমে তাকদীর তথা ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেছেন এবং তদনুযায়ী দুনিয়ায় আনয়ন করেছেন।' যেন দুনিয়াতে আগমনের পথ বলে দিয়েছেন তিনি। আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পূর্ণতার একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতপর তাকে সে পূর্ণতা অর্জনের পথও নির্দেশ করেছেন। এ সম্পর্কে আরো অনেক উক্তি আছে, সেসব উল্লেখ করে আমরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

www.icsbook.info

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾ اِلَّا
مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ
لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ

[৫] আবার তিনিই (এই বসন্তের পরে একই শ্যামল বৃক্ষরাজিকে) কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন [৪]।

[৬] (প্রাকৃতিক এ নিয়ম নীতির পরিবর্তনের মতো মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন। এই জীবন পদ্ধতির হেদায়াত সম্বলিত পুস্তক আল কোরআনের। আমিই যখন ওহী তোমার কাছে পাঠাই, তখন) আমিই তোমাকে তা পড়িয়ে দেবো। পড়িয়ে দেয়ার পর তুমি আর তা কখনো ভুলবেন না।

[৭] অবশ্য আল্লাহ পাক যদি (আপনাকে কিছু ভুলিয়ে দিতে) চান্ তা ভিন্ন কথা [৫]। (কারণ) আল্লাহ তায়ালাই জানেন সব প্রকাশ্য কিছু, সব গোপন কিছু [৬]।

[৮] (আর) আমি তোমার জন্যে (তোমার শরীয়ত তথা) জীবন প্রণালীগুলোকে সহজ থেকে সহজতর করে দিচ্ছি [৭]।

[৯] কাজেই তুমি লোকদের (আল্লাহ ও তাঁর হেদায়াতের কথা) স্মরণ করাতে থাকো! অবশ্য যদি তা তার জন্যে উপকারী হয় [৮]।

---

৪. অর্থাৎ প্রথমে নিতান্ত সবুজ-সুদর্শন ঘাসপাতা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর ধীরে ধীরে তাকে করে দিয়েছেন শুষ্ক এবং কালো, যাতে শুষ্ক করে দীর্ঘ দিন জন্তুর জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায় এবং শুষ্ক ক্ষেত কাটার পরও যেন কাজে লাগে।

৫. অর্থাৎ যেভাবে আমরা আমাদের প্রতিপালন দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে তার কাংখিত পূর্ণতা পর্যন্ত উপনীত করি, তেমনি ধীরে ধীরে তোমাকেও পূর্ণাঙ্গ কোরআন মজীদ পাঠ করিয়ে দেবো। যাতে তার কোন অংশ তুমি ভুলতে না পার। অবশ্য সে আয়াতগুলো বাদে, যে আয়াতগুলো একেবারে ভুলিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য। কারণ, তা-ও এক ধরনের 'নসখ' তথা রহিতকরণ।

৬. অর্থাৎ তিনি তোমাদের গোপন যোগ্যতা আর বাহ্যিক অবস্থা ও আমল জানেন, তদনুযায়ী তোমাদের সঙ্গে আচরণ করবেন। ওপরন্তু এ সন্দেহ করা যাবেনা যে, একবার যে আয়াতগুলো নাযিল করা হয়েছে, অতপর সেগুলোকে মানসূখ করা বা বিস্মৃত করানোর কি অর্থ! এর রহস্য আয়ত্ত করা কেবল তাঁরই শান, যিনি গোপন-প্রকাশ্য সব বিষয় জানেন। কোন্ বিষয় সব সময়ের জন্য অবশিষ্ট রাখতে হবে আর কোন্ বিষয় এ বিশেষ সময়ের পর তুলে নেয়া উচিত, তা কেবল তিনিই জানেন। কারণ, এখন আর তা অবশিষ্ট রাখার প্রয়োজন নেই।

৭. অর্থাৎ ওহী স্মরণ রাখা সহজ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর মারেফত ও এবাদাত এবং দেশ ও জাতির শাসন-পন্থা সহজ করে দেয়া হবে এবং সাফল্যের পথ থেকে সমস্ত অসুবিধা দূর করা হবে।

www.icsbook.info

مَن يَخْشَىٰ ⑩ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑪ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ

الْكُبْرَىٰ ⑫ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ⑬ قَدْ أَفْلَحَ

[১০] তাছাড়া যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর পরকালীন হিসাব নিকাশের) ভয় করবে (জানা কথা) সে (অচিরেই) উপদেশ গ্রহণ করে নেবে [৯]।

[১১] আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য সে এই হেদায়াতকে অবহেলা (অবজ্ঞা) করবে।

[১২] (যে নরাধম আল্লাহর হেদায়াতকে অবজ্ঞা করে) সে নির্ঘাত বিশালাকায় আগুনের কুন্ডলীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে [১০]।

[১৩] (আযাবের এই নিকৃষ্টতম স্থানে বসে মৃত্যু কামনা করেও) সেখানে সে মরবে না। (আবার জীবনের স্বাদ ভোগ করতে না পারায় সত্যিকার অর্থে) সে বাঁচবেও না [১১]।

---

৮. অর্থাৎ আল্লাহ যখন আপনার প্রতি এমন অনুগ্রহ করেছেন, তখন আপনিও অন্যদের নিকট অনুগ্রহ পৌছিয়ে দিন এবং নিজের পূর্ণতা দ্বারা অন্যদেরকেও পরিপূর্ণ করে তুলুন।

....অর্থাৎ যদি উপদেশ কল্যাণ সাধন করে—এ শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, ওয়ায-নসিহত করা, উপদেশ দেয়া তখন অবশ্যিক হয়, যখন শ্রোতার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করার ধারণা হয়। আর নবীর ওয়ায এবং স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সব মানুষের জন্য নয়। অবশ্য প্রচার করা এবং ভীতি প্রদর্শন করা অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পৌছিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় দেখানো—যাতে বান্দাদের ওপর প্রমাণ সাব্যস্ত হয় এবং অজ্ঞতা আর না জানার ওযর-আপত্তির সুযোগ না থাকে সকলের ক্ষেত্রে এতটুকু অবশ্যই করতে হবে। প্রচলিত অর্থে একে 'ওয়ায' আর তাযকীর বলা হয় না। বরং এটাকে বলা হয় দাওয়াত এবং তাবলীগ। সম্ভবত একারণে কোন কোন তাফসীরকার আরো স্পষ্ট শব্দে আয়াতের এ অর্থ ব্যক্ত করেছেন—বারবার উপদেশ দাও, যদি এক বারের উপদেশ কোন কাজে না আসে। আর এমনও হতে পারে যে.....-এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে কেবল 'তায্কীরের' (আল্লাহর কথা স্মরণ করানো) গুরুত্ব বুঝাবার জন্য অর্থাৎ তায্কীর দ্বারা যদি কারো উপকার সাধিত হয়, তবে তোমাকে তায্কীর করতে হবে। আর এটা নিশ্চিত যে, তায্কীর দ্বারা বিশ্বের সকলের কল্যাণ সাধিত না হলেও কারো না কারো কল্যাণ তো অবশ্যই সাধিত হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এবং তুমি স্মরণ করিয়ে দাও। কারণ, স্মরণ করিয়ে দেয়া মোমেনদের কাজে আসবে। সুতরাং একটা বিষয়কে এমন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করা, যার সংঘটন অপরিহার্য, এটা সে বিষয়টির আরো গুরুত্বের কারণ হয়।'

৯. বুঝানো দ্বারা সে-ই বুঝে এবং উপদেশ দ্বারা সে ব্যক্তিই উপকৃত হয়, যার অন্তরে থাকে আল্লাহর সামান্যতম ভয় এবং যার থাকে পরিণতির চিন্তা।

১০. অর্থাৎ যে হতভাগার নসীবে লেখা আছে জাহান্নামের আগুন, সে কি বুঝালেও বুঝবে? আল্লাহর ভয় নেই তার মধ্যে, ভয় নেই নিজের পরিণতিরও। এটা থাকলে তবেই তো সে কর্ণপাত করতো উপদেশের প্রতি এবং চেষ্টা করতো যথার্থ কথা উপলব্ধি করার।

مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا
لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

[১৪] যে ব্যক্তি (তোমার ওপর নাযিল করা হেদায়াতের আলোকে) নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পেরেছে [১২], অবশ্যই তোমার মালিকের পবিত্র নাম স্মরণ করেছে (আর এই স্মরণের বাস্তব স্বীকৃতি হিসেবে) নামায কায়েম করেছে [১৩], সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে।

[১৫-১৬] (আর তোমাদের মধ্যে যারা এ মৌলিক কাজগুলো করতে পারেনি তাদের মতো) তোমরাতো হামেশাই দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে এসেছো।

[১৭] (অথচ কতো ভালো হতো যদি তোমরা এ সত্যটুকু জানতে যে), আখেরাতের জীবন (এই জীবনের তুলনায়) স্থায়ী ও (মানের দিক থেকে) উৎকৃষ্ট [১৪]।

[১৮] কাছেই আমি বলছি। এর আগেও নবীদের কাছে নাযিল করা কিতাবসমূহে আমি এসব বলেছি)।

[১৯] আদি পয়গম্বর ইব্রাহীম ও মুসার (ওপর অবতীর্ণ) কিতাবগুলোতেও (একই সত্য) বর্ণিত হয়েছে [১৫] (বারবার)।

---

১১. অর্থাৎ কষ্ট আর দুঃখের অবসান ঘটানোর জন্য মৃত্যুও আসবে না এবং ভাগ্যে জুটবে না তার সুখের জীবনও। অবশ্য সে এমন এক জীবন লাভ করবে, যার বিপরীতে মৃত্যুই হবে তার কাম্য। আল্লাহ্ পানাহ।

১২. অর্থাৎ যাহেরী-বাতেনী এবং অনুভবযোগ্য ও তাৎপর্যগত নাপাকী-পংকিলতা থেকে মুক্ত-পবিত্র হয়েছে এবং নিজের দেহ-মনকে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস, উন্নত চরিত্র আর নেক আমল দ্বারা বিভূষিত করেছে।

১৩. অর্থাৎ পাক-সাফ হয়ে 'তাক্‌বীরে তাহরীমায়' (নামাযের প্রথম তাকবীর) আপন পালনকর্তার নাম উচ্চারণ করেছে, অতপর নামায আদায় করেছে। কোন কোন অতীত মনীষী বলেন, 'তায়াক্কা' যাকাত থেকে উদ্ভূত, এখানে যার অর্থ সদকাতুল ফিতর এবং 'যাকারাসমা রাব্বিহী' এর অর্থ ঈদের তাক্‌বীর বলা আর 'ফাসাল্লা'য় ঈদের নামাযের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈদের দিন প্রথমে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে, এরপর তাক্‌বীর পড়তে হবে অতপর নামায আদায় করতে হবে, প্রথম অর্থই স্পষ্ট।

হানাফী মযহাবের মনীষীরা প্রথম তাফসীর অনুযায়ী এ আয়াত থেকে দুটি মাসআলা নির্ণয় করেছেন। এক, তাকবীরে তাহরীমা বিশেষভাবে আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করা ফরয নয়,

কেবল আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, যাতে থাকবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত এবং এতে নিজের কোন গরয, নিজের কোন অভাবের যোগ থাকতে পারবে না। অবশ্য বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত বা ওয়াজিব হতে পারে। দুই, তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা নামাযের জন্য শর্ত, রোকন নয়। কারণ, 'যাকারাসমা রাব্বিহী' এর ওপর 'ফাসাল্লা' কে আত্‌ফ করা মানে যুক্ত করা দ্বারা যাকে যুক্ত করা হয়েছে এবং যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে উভয়ের বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

১৪. অর্থাৎ এ কল্যাণ তোমরা লাভ করবে কিভাবে? কারণ, তোমাদের মধ্যে তো আখেরাতের কোন চিন্তা নেই; বরং তোমরা তো বিশ্বাসের দিক থেকে এবং কর্মের দিক থেকে দুনিয়ার জীবন এবং দুনিয়ার আরাম-আয়েশকেই বেশী প্রাধান্য দাও আখেরাতের ওপর। অথচ দুনিয়া হচ্ছে তুচ্ছ এবং নশ্বর আর তার তুলনায় আখেরাত অনেক উত্তম, অনেক দীর্ঘস্থায়ী। তাহলে যে বস্তুটা গুণ আর পরিমাণ উভয় দিক থেকে উত্তম-উৎকৃষ্ট, তাকে বাদ দিয়ে অধম বস্তুকে গ্রহণ করা কতই না বিস্ময়ের ব্যাপার!

১৫. অর্থাৎ এ বিষয়টি অতীত গ্রন্থসমূহেও উল্লিখিত হয়েছে। এটা কখনো রহিত হয়নি, পরিবর্তনও হয়নি। এ হিসাবে বিষয়টি আরো গুরুত্ববহ হয়ে উঠে।

কোন কোন দুর্বল বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ওপর দশটি সহীফা এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর তাওরাত ছাড়াও আরো দশটি সহীফা নাযিল হয়েছে। এটা কতদূর সত্য, তা কেবল আল্লাহই জানেন।

www.icsbook.info

সূরা আল গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮৮, আয়াত সংখ্যাঃ ২৬, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ
اٰنِيَةٍ ۝٥

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] তুমি কি অপ্রতিরোধ্য ও চতুর্দিক আচ্ছন্নকারী সেই মহা বিপদের [১] (দিনের) কথা শুনেছো,

[২] যেদিন (পাপ পূণ্যের হিসাব নিকাশের পর) কিছু লোকের চেহারা ভীতিকাতর, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে [২]।

[৩-৪] (সেদিন এরাই হবে জাহান্নামী)। জ্বলন্ত অঙ্গারে জ্বলে পুড়ে এদের চেহারা সেদিন ঝলসে যাবে।

[৫] এদেরকে ফুটন্ত পানির কুয়া থেকে পানীয় সরবারাহ করা হবে [৩]।

---

১. অর্থাৎ বিষয়টা শ্রবণ করার যোগ্য। গাশিয়াহ অর্থাৎ আচ্ছাদনকারী অর্থ কেয়ামত, যা গোটা সৃষ্টিলোককে আচ্ছন্ন করে নেবে এবং যার প্রভাব হবে সারা বিশ্বের ওপর ব্যাপক-সর্বাত্মক।

২. অর্থাৎ আখেরাতে কষ্ট-ক্লেশ ভোগকারী এবং কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার ফলে ক্লান্ত-শ্রান্ত। আর কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থা। মানে এমন কতো লোক আছে, যারা দুনিয়ায় পরিশ্রম করে করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের সেসব পরিশ্রমই বেকার যায়। সঠিক পথে না হওয়ার কারণে এখানেও কষ্ট করেছে, আর সেখানেও বিপদে থাকবে। দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়েছে—এটাকেই বলে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন, (কাফের লোকেরা) যারা দুনিয়াতে (বড় বড়) ত্যাগ ও সাধনা করে, তা (আল্লাহর দরবারে) মোটেই কবূল হবে না।'

www.icsbook.info

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝٧ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝١١ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢

[৬] খাবার হিসেবে কাঁটা বিশিষ্ট শুকনো খড় ছাড়া আর কিছুই তাদের দেয়া হবে না[৪]।

[৭] এই খাবার (যেমন) তাদের পুষ্ট করবে না তেমনি এ দ্বারা তাদের ক্ষুধাও মিটবে না[৫]।

[৮] (এদের পাশাপাশি আরেক ধরনের) কিছু চেহারা থাকবে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল।

[৯] তারা (তাদের দুনিয়ার জীবনে করে আসা যাবতীয়) চেষ্টা সাধনার সফলতা দেখে ভীষণ খুশী হবে[৬]।

[১০] এদের স্থান হবে (বড় বড়) আলীশান জান্নাতে।

[১১] সেখানে এরা কোনো বাজে প্রলাপ ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা শুনবে না[৭]।

[১২] (সার্বিক আনন্দের জন্যে সেসব আলীশান) জান্নাতের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে বিভিন্ন ধরনের ঝরণাধারা[৮]।

---

৩. অর্থাৎ যখন জাহান্নামের দহন তাদের ভেতরে চরম তৃষ্ণার সঞ্চার করবে, তখন তারা ব্যাকুল হয়ে তৃষ্ণা তৃষ্ণা বলে চিৎকার জুড়ে দেবে, পানি পান করে পিপাসা নিবারণ হবে—এ আশায়। তখন তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে একটা ঝর্নার টগবগে গরম পানি, যা মুখে নেয়া মাত্রই ওষ্ঠ পুড়ে কাবাব হয়ে যাবে এবং নাড়িভুঁড়ি ফেটে বেরিয়ে আসবে। অতপর তৎক্ষণাৎ তা ঠিক করা হবে আর এভাবেই সর্বদা আযাবে নিপতিত থাকবে। আল্লাহ্ পানাহ্।

৪. দারী' জাহান্নামের একটা কন্টকময় বৃক্ষের নাম, যার ফল যহর-মুসব্বরের চেয়েও তিক্ত এবং মৃত প্রাণীর চেয়েও বেশী দুর্গন্ধময় এবং আগুনের চেয়েও বেশী গরম। জাহান্নামীরা ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করলে তাদেরকে এ ফল খেতে দেয়া হবে।

৫.খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিছক স্বাদ আস্বাদন করা, দেহকে পরিপুষ্ট করা বা ক্ষুধা নিবারণ করা; কিন্তু দারী' ভক্ষণ করে এসবের কোন একটা উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না। স্বাদ যে লাভ হবে না, তা-তো এর নাম থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। আর অন্য দু'টি উপকার যে সাধিত হবে না, আয়াতে সে কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে। মোট কথা, কোন সুস্বাদু এবং প্রিয় খাদ্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না। এ পর্যন্ত জাহান্নামীদের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছিল, পরে তার বিপরীতে জান্নাতীদের অবস্থার বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

৬. অর্থাৎ তাঁরা খুশী হবেন এজন্য যে, তাঁদের চেষ্টা কাজে লেগেছে এবং পরিশ্রমের পর্যাপ্ত ফল লাভ হয়েছে।

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ
مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ
نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ

[১৩] এতে উন্নত ধরণের সুসজ্জিত আসন থাকবে।

[১৪] (যার) আশপাশে সংরক্ষিত থাকবে নানান ধরণের পানপাত্র ৯।

[১৫] (আরাম আয়েশের জন্যে) সাজানো থাকবে সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ ১০।

[১৬] (আরো থাকবে) সযত্নে পেতে রাখা উৎকৃষ্ট জাতের কার্পেটের বিছানা ১১।

[১৭] (এই পৃথিবীর শেষে এমনি এক হিসাব নিকাশের পালা আসবে একথা মানতে এরা এতো দ্বিধা করছে কেন?) এরা কি (একবারও তাদের বাইরের পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার দিকে) তাকিয়ে দেখে না? (এই মরু প্রান্তরে যাত্রীসাধারণের একমাত্র ভরসা এই) উটগুলোকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ১২?

[১৮] (তারা কি তাকিয়ে দেখে না) আকাশকে কিভাবে উঁচু করে ধরে রাখা হয়েছে ১৩?

[১৯] (এও কি এরা দেখে না যে) পাহাড়গুলোকে কিভাবে জমিনের বুকে শক্তভাবে গেড়ে রাখা হয়েছে ১৪?

[২০] যে জমিনে সে চলাচল করে (তার দিকে তাকিয়ে দেখে না) কিভাবে এই জমিনকে সমতল করে তার চলাচলের সুবিধার্থে একে বিছানার মতো পেতে রাখা হয়েছে১৫।

---

৭. মানে কোন অনর্থক কথা শুনবে না; গাল-মন্দ আর খিস্তিখেউর কথার তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

৮. মানে এক বিস্ময়কর ধরনের ঝর্না। আর কেউ কেউ এটাকে শ্রেণী বলে মনে করেন মানে অনেক ঝর্না প্রবাহিত হবে।

৯. মানে পান করার ইচ্ছা হলে মোটেই বিলম্ব হবে না।

১০. অর্থাৎ অতি সুন্দর সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো এবং কোল বালিশ জড়ানো।

১১. যেন যখন যেখানে ইচ্ছা বিশ্রাম নিতে পারে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার কষ্ট করতে না হয়।

إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

[২১] তুমি এদের (কথাগুলো বারবার) স্মরণ করাতে থাকো। (কেউ না শুনলে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না)। তুমিতো শুধু উপদেশই দিতে পারো।

[২২] (জোর করে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্যে) তোমাকে এদের ওপর বলপ্রয়োগকারী (দারোগা) করে পাঠানো হয়নি[১৬]।

[২৩] (হ্যাঁ একটা কথা তাদের সুস্পষ্ট করে বলে দেবে) যে ব্যক্তিই (তোমার হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং (আল্লাহকে অস্বীকার করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি দেবেন।

[২৪-২৫] (তারা কী ভেবেছে? জীবনের পালা শেষ করে) একদিন তো তাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

[২৬] (মৃত্যু থেকে যেমন পালাবার উপায় নেই তেমনি মৃত্যুর পর হিসাব নিকাশ থেকেও তার নিস্তার নেই। আর সেদিন) তাদের হিসাবটুকু নেয়ার সবটুকু দায়িত্বই আমার[১৭]।

---

১২. আকৃতি-প্রকৃতি উভয়ের বিচারে এটা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাফসীরে আযীযীতে এর বিবরণ দেখার মতো।

১৩. বাহ্যিক কোন খাম্বা-স্তম্ভ ছাড়াই।

১৪. অর্থাৎ নিজের স্থান থেকে একটুও নড়াচড়া করে না।

১৫. অর্থাৎ বিশালত্বের কারণে গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও চ্যাপ্টা মনে হয়। এ কারণে তার ওপর বসবাস করা সহজ হয়েছে। এসব বলা হয়েছে কুদরতের প্রমাণ। অর্থাৎ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এসব কিছু দেখেও আল্লাহ তায়ালার কুদরত এবং বিজ্ঞসুলভ ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করতে পারে না। এটা উপলব্ধি করতে পারলে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানেও যে তাঁর ক্ষমতা রয়েছে এবং পরকালে যে বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনাও সম্ভব, তা-ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো। আর ইবনে কাছীরের মতে বিশেষভাবে এ কয়টা বিষয়ের উল্লেখের কারণ এই যে, আরবের লোকেরা অধিকন্তু উন্মুক্ত প্রান্তরে চলাচল করতো। তখন তাদের সম্মুখে বেশীর ভাগ এ চারটি বস্তুই থাকতো—বাহন হিসাবে উষ্ট্র, ওপরে আসমান নীচে যমীন এবং আশপাশে পর্বত। একারণে এ নিদর্শনরাজি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা সত্ত্বেও এরা যখন চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। বরং কেবল উপদেশ দিয়ে যাবেন। কারণ, উপদেশ দেয়া আর বুঝাবার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে আপনাকে। এরা যদি না বুঝে, তবে আপনাকে

www.icsbook.info

তাদের ওপর দারোগা বানিয়ে চাপিয়ে দেয়া হয়নি যে, আপনি তাদেরকে মানতে জোরপূর্বক বাধ্য করবেন এবং তাদের অন্তর পরিবর্তন করে ছাড়বেন। এ কাজ তো কেবল আল্লাহ্ তায়ালার, যিনি অন্তরের পরিবর্তন সাধন করেন।

১৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়েছে এবং আল্লাহর আয়াত নিদর্শনকে করেছে অস্বীকার, সে আখেরাতের বড় আযাব এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না, পেতে পারে না। তাদেরকে একদিন অবশ্যই আমাদের নিকট ফিরে আসতে হবে এবং আমি তাদের রত্তি রত্তি হিসাব গ্রহণ করবো। মোট কথা, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যান এবং তাদের ভবিষ্যত আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন।

www.icsbook.info

সূরা আল ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৮৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৩০, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ① وَلَيَالٍ عَشْرٍ ② وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ③ وَالَّيْلِ

إِذَا يَسْرِ ④ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ⑤ أَلَمْ تَرَ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] সুবহে সাদিকের শপথ, [২] শপথ দশটি বিশিষ্ট রাতের,

[৩] শপথ বিশ্ব জুড়ে যতো জোড় বেজোড় (সৃষ্টি রয়েছে তার সব) কয়টির।

[৪] (আরো) শপথ, রাতের বেলার, যখন সে (অন্ধকারের চাদর সরিয়ে আস্তে আস্তে) বিদায় নিতে থাকে [১]।

[৫] এর কোনটির মধ্যে বিবেকবান (বুদ্ধিমান) লোকদের জন্যে কোনো শপথ রাখা হয়নি [২]।

---

১. হযরত শাহ সাহেব(রঃ) লিখেন, 'কুরবানীর ঈদের দিন ফজরের সময় বড় হজ্জ আদায় হয় এবং তৎপূর্বের দশ রজনী এবং রমযানের শেষ দশকের জোড় আর বেজোড় রজনী এবং যখন রাত্রে চলে অর্থাৎ পয়গাম্বর যখন মোরাজে গমন করেন।' এসময়গুলো মুবারক, বরকতময়, একারণে এসবের কসম করা হয়েছে।

তাফসীরকাররা সাধারণত 'ওয়াল্লাইলে ইয়া ইয়াস্‌রে' এর অর্থ করেছেন রজনী অতিক্রান্ত হওয়া অথবা তার অন্ধকার বিস্তার করা। যেন ভোরের কসমের বিপরীতে রজনীর আগমন-নির্গমণের কসম খাওয়া হয়েছে। যেমন জোড়ের বিপরীতে বেজোড়ের কসম খাওয়া হয়েছে। আর 'লায়ালেন আশ্‌রেন' এ দ্বারাও সাধারণ দশ রজনী উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, সেগুলোর সংখ্যা এবং যে সব বিষয়ের ওপর সেসব সংখ্যার প্রয়োগ হয়, তাতেও বৈপরীত্য পাওয়া যায়। মাসের প্রথম দিকের দশটি রজনী শুরুতে উজ্জ্বল থাকে, পরে অন্ধকার হয়ে যায়। আর শেষ দশটি রজনী শুরুতে অন্ধকার থাকে, পরে আলোকিত হয়। আর শেষ দশটি রজনী শুরুতে অন্ধকার থাকে, পরে আলোকিত হয়। আর মধ্যখানের দশটি রজনীর অবস্থা এ দু'টি থেকে স্বতন্ত্র। যেন এ বৈপরীত্য আর বিভিন্নতা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের আরাম-আয়েশ, বিপদাপদ এবং সংকীর্ণতা-প্রশস্ততা—যে অবস্থাই হোক না কেন, কোন অবস্থায়ই তার নিশ্চিন্ত

www.icsbook.info

كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ

[৬] (এর কোন্‌টা দেখে মানুষ আল্লাহর পথে চলার শপথে উদ্বুদ্ধ হবে না?) তুমি কি (ইতিহাসের এই ঘটনা) দেখো নি যে, তোমার মালিক কিভাবে আদ জাতির ইরাম গোত্রের লোদের সাথে ব্যবহার করেছেন [৩]। (এই জাতির লোকেরা ছিলো) বড় বড় স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী [৪]।

[৭-৮] (জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) দুনিয়ায় তাদের চেয়ে উন্নত কোন জাতিই তৎপূর্বে সৃষ্টি করা হয়নি [৫]।

[৯] (মানব ইতিহাসের আরেক সমৃদ্ধশালী) জাতি ছিলো সামুদ। (তাদের সাথে তোমার মালিকের আচরণও তুমি দেখেছো [৬]। এই সামুদরা কারিগরি বিদ্যায় এতো উন্নত ছিলো যে, পাহাড়ের উপত্যকায় বিশাল বিশাল) পাথর কেটে সুরম্য অট্টালিকা এরা নির্মাণ করেছে।

[১০] (পরিশেষে) ফেরাউনের (মতো পরাক্রম রাজার) সাথে তোমার প্রভুর ব্যবহার দেখেছো। এই অত্যাচারী ফেরাউন তার বিরোধী মতাবলম্বীদের দেহে যে কীলক গেঁথে শাস্তি দিতো [৭]।

হওয়া উচিত নয়। তার এমন চিন্তা করা ঠিক নয় যে, এখন এর বিপরীতে ভিন্ন অবস্থা দেখা দেবে না। মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দু' বিপরীতধর্মী বস্তুর স্রষ্টা। প্রাকৃতিক জগতে তিনি যেমন এক বিপরীতের বিরুদ্ধে আর একটা বিপরীত দাঁড় করান, তেমনি নিজের প্রজ্ঞা আর উপযোগিতা অনুযায়ী তিনি তোমাদের অবস্থারও পরিবর্তন সাধন করেন। পরবর্তীতে যেসব ঘটনাবলী আর যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও এ নীতির প্রতিই সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের তাফসীরে দু'টি মারফূ' হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হযরত জাবের (রাঃ) থেকে আর অপরটি হযরত ইমরান ইবনে হাসীন থেকে। প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন,

'এটা এমন এক সনদ, যার বর্ণনাকারীদের মধ্যেও কোন দোষ-ত্রুটি নেই। কিন্তু আমার মতে হাদীসের মতন তথা মূল বক্তব্য মারফূ বলে মেনে নিতে কিছুটা আপত্তি রয়েছে।' আর দ্বিতীয় হাদীসটি সম্পর্কে তিনি বলেন,

'আমার মতে হাদীসটিকে ইমরান ইবনে হাসীন এর ওপর মওকুফ করা সন্দেহযুক্ত।'

২. অর্থাৎ এ কসমগুলো কোন সাধারণ ব্যাপার নয়, নির্ভরযোগ্য এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন যে, বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য এগুলো তে বিরাট মূল্য আর মর্যাদা নিহিত রয়েছে।

www.icsbook.info

طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ⑪ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ⑫ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ

رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ⑬ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ⑭ فَأَمَّا

[১১] (এই লোকেরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনেনি। আল্লাহর প্রেরিত নবীদেরও বারবার এরা মিথ্যা বলেছে। এভাবেই) এরা (দেশে দেশে বিদ্রোহের) সীমালংঘন করে চলেছে।

[১২] (যেখানেই এরা গেছে) সেখানে (শান্তি ও নিরাপত্তার নামে বহু) বিপর্যয়, অশান্তি এরা সৃষ্টি করে এসেছে।

[১৩] অবশেষে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের ওপর আযাবের কষাঘাত পড়ার সময় এলো [৮]।

---

৩. আদ এক ব্যক্তির নাম, তার নাম অনুসারে গোটা জাতির নামকরণ করা হয়েছে। তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'এরাম'। এখানে তার উল্লেখ দ্বারা সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে আদ বলে প্রথম 'আদ' বুঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় 'আদ' নয়। আবার কারো কারো মতে আদ জাতির মধ্যে যে 'শাহী খান্দান' তথা রাজ-পরিবার ছিল, তাদেরকে 'এরাম' বলা হতো। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৪. অর্থাৎ স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে বড় বড় সুউচ্চ প্রসাদ নির্মাণ করতো। অথবা এ অর্থ যে, অধিকন্তু ভ্রমণ-পর্যটনে কাটাতো এবং উঁচু স্তম্ভের ওপর তাঁবু খাটাতো। আবার কারো কারো মতে, একথা বলে তাদের সুউচ্চ আকৃতি এবং মোটা-সোটা হওয়াকে স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৫. অর্থাৎ তদানীন্তন কালে বিশ্বে তাদের চেয়ে শক্তিশালী কোন জাতি ছিল না। অথবা তাদের ইমারত-প্রাসাদের কোন তুলনা ছিল না।

৬. 'ওয়াদিল কুরা' তথা আলকুরা উপত্যকা ছিল তাদের আবাসিক এলাকার নাম, যেখানে তারা প্রস্তর কেটে নিতান্ত সুরক্ষিত এবং সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করতো।

৭. মানে বিপুল সৈন্য-সামন্তের অধিকারী, যার জন্য সামরিক প্রয়োজনে তাদের অনেক পেরেকের দরকার হতো। অথবা এ অর্থ যে, পেরেক ঠুকে মানুষকে শাস্তি দিতো।

৮. অর্থাৎ আরাম-আয়েশ, বিত্ত-বৈভব আর শক্তি-সামর্থের নেশায় মত্ত হয়ে সেসব জাতি দেশে দেশে তান্ডব সৃষ্টি করেছিল। বড় বড় অপকর্ম করেছিল এবং এমন ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল যেন তাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো কেউই ছিল না, ছিল না তাদের ওপর অন্য কোন কর্তা। যেন সব সময় তাদের এ অবস্থাই বহাল থাকবে। যেন এসব যুলুম-নির্যাতন, আর অন্যায়-অপকর্মের কোন দন্ডই ভোগ করতে হবে না তাদেরকে! অবশেষে যখন তাদের কুফরী-অহংকার আর যুলুম-সিতমের পাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, অবকাশ আর ক্ষমার কোন সুযোগই যখন অবশিষ্ট ছিল না, তখন দোর্দন্ড প্রতাপশালী আল্লাহ অকস্মাৎ তাদের ওপর বর্ষণ করলেন আযাবের চাবুক। মাটির সাথে মিশে গেছে তাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ আর দম্ভ অহমিকা। তাদের বিপুলায়তন সাজ-সরঞ্জাম আর উপায়-উপকরণ কোন কাজেই লাগেনি।

الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ

رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ

فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا

[১৪] (সত্যিকার কথা হচ্ছে) তোমার মালিক (এদের অবকাশ দিয়ে আড়াল থেকে) এদের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন [৯]।

[১৫] (মানুষের অবস্থা হচ্ছে এমন যে, যখন তার) মালিক তাকে (অর্থ ও মর্যাদা দিয়ে) পরীক্ষায় ফেলে (এবং এক পর্যায়ে) তিনি তাকে সম্মান দানে ভূষিত করে তখন সে (খুশী হয়েই) বলে যে, হ্যাঁ আমার মালিক আমাকে সম্মানিত করেছেন [১০]।

[১৬] আবার যখন তিনি (ভিন্ন ভাবে) পরীক্ষা করেন (এবং এক পর্যায়ে) তার রিজিক (সরবরাহের পন্থা) সংকীর্ণ করে দেন তখন সে (ভীষণ নাখোশ হয়ে) বলে, আমার মালিক আমার অসম্মান করেছেন [১১]।

[১৭] (আসলে আল্লাহর এই পরীক্ষা কখনো সম্মান অসম্মানের মানদন্ড নয়। চারিত্রিক গুণাবলী ভুলে বরং) তোমরা ইয়াতীমদের সম্মান করো না [১২]

---

৯. যেমন কোন ব্যক্তি ওৎ পেতে থেকে গমনাগমনকারীদের খোঁজখবর রাখে, অমুক ব্যক্তি কেমন করে এলো আর কী করে গেলো, অমুক ব্যক্তি কী নিয়ে এলো আর কী নিয়ে গেলো। অতপর সময় এলে এসব তথ্য অনুযায়ী কাজ করা হয়। ঠিক তেমনি মনে করবে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের চক্ষুর আড়ালে থেকে সকল বান্দাহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমল আর হাল নিরীক্ষণ করছেন, কোন গতি-বিধিই তাঁর কাছে গোপন নেই। অবশ্য দন্ড দানে তিনি তাড়াহুড়া করেন না। অমনোযোগী বান্দারা মনে করে যে, দেখার তো কেউ নেই, নেই কেউ জিজ্ঞাসা করার। কাজেই যা মন চায়, তাই করে যাও নির্দ্বিধায়-নিশ্চিন্তে। অথচ সময় এলে তিনি তাদের ছোট বড় সবই উন্মুক্ত করবেন আর সকলের সঙ্গে আচরণ করবেন তাদেরই সেসব কর্ম অনুযায়ী, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নযরেই ছিল। তখন বুঝতে পারবে যে, সেসব ছিল ঢিল আর বান্দাদের পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান, বান্দারা কোন্ অবস্থায় কি কি কাজ করে এবং একটা সাময়িক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে শেষ পরিণতিকে তো বিস্মৃত হন না!

১০. মানে আমি এর যোগ্য ছিলাম। এজন্যই আমার এ সম্মান।

১১. মানে আমার কদর করেনি, আমাকে মূল্য দেয়নি। সারকথা এই যে, কেবল পার্থিব জীবন আর বর্তমান অবস্থার ওপরই থাকে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ। দুনিয়ার বর্তমান সুখ বা দুঃখকেই মানুষ কেবল সম্মান আর অসম্মানের মানদন্ড বলে মনে করে। সে জানে না যে, উভয় অবস্থায়ই তার পরীক্ষা হয়। নেয়ামত দান করে তার কৃতজ্ঞতা আর কঠোরতা দিয়ে তার সবর এবং সন্তুষ্টি যাঁচাই করা হয়। এখানকার সাময়িক সুখ-শান্তি আল্লাহর দরবারে তার গ্রাহ্য ও সম্মাই হওয়ার প্রমাণ নয়। আর নিছক সংকীর্ণতা কঠোরতাও বিতাড়িত হওয়ার আলামত নয়।

www.icsbook.info

تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ

اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ

الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ

[১৮] এবং অসহায় গরীব মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে (তাদের সার্বিক দেখাশোনা করার জন্যে) তোমরা একে অপরকে উৎসাহ দাও না [১৩]।

[১৯] তোমরা মৃত ব্যক্তির (রেখে যাওয়া) ধন সম্পদ (জায়গা জমি আমার নিয়মনীতি মোতাবেক বন্টন না করে) নিজেরাই সব কুক্ষিগত করে নাও [১৪]।

[২০] (সর্বোপরি এই) বৈষয়িক ধন সম্পদের ভালোবাসা তোমাদের কঠিন ভাবে পেয়েও বসেছে[১৫]।

[২১] না, কখনোই (এমনটি হওয়া উচিত) নয়। স্মরণ করা উচিত এমন দিনকে যেদিন এই (সাজানো) পৃথিবীকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে (ধূলিকণার সাথে) মিশিয়ে দেয়া হবে [১৬]।

[২২] সেদিন তোমার মালিক স্বয়ং আভির্ভূত হবেন [১৭] আর ফেরেশতারা সব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে [১৮]।

[২৩] সেদিন জাহান্নামকে (তার সমস্ত ভয়াবহতা সহকারে সবার) সামনে হাজির করা হবে [১৯]। (বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে) সব কয়টি আদম সন্তানই সেদিন টের পাবে তার পরিণাম কি [২০]?

কিন্তু মানুষ নিজের কর্মকান্ডের ওপর দৃষ্টি দেয় না। নিজের নির্বুদ্ধিতা আর নির্লজ্জতার কারণে পরওয়ারদেগারকে অভিযুক্ত করে।

১২. মানে আল্লাহর নিকট কেন তোমাদের সম্মান হবে? তোমরা তো অসহায় এতীমদেরকে সম্মান দেখাও না, তাদের খোঁজখবর নাও না।

১৩. মানে নিজেদের সম্পদ দ্বারা নিজেরা স্বয়ং মিসকীনদের খবর নেয়া তো দূরের কথা, অভুক্ত-অভাবতাড়িতদের খবর নেয়ার জন্য অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত পর্যন্ত করে না।

১৪. মানে মৃত ব্যক্তির মীরাস গ্রহণের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম আর হক -না হকের কোন তারতম্য করে না। যাই কব্জা করতে পারে, তা-ই হযম করে নেয়। এতীম-মিসকীনদের যখন হক মারা যায়, তখন তোমরা যেতে দাও।

১৫. মানে মূল কথা হচ্ছে এই যে, তোমাদের অন্তর অর্থের লোভ আর ভালোবাসায় ভরা। তোমাদের কেবল এটাই কাম্য যে, যেন কোন উপায়ে সম্পদ হস্তগত হলেই হলো। কোন ভালো কাজে একটা পয়সাও যেন হাত থেকে খসে না পড়ে; ভবিষ্যতের পরিণতি যা কিছুই হোক না

www.icsbook.info

وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ﴿٢٤﴾

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ ﴿٢٦﴾

[২৪] (কিন্তু হিসাব নিকাশের পালাই যখন শেষ তখন এই বোধোদয় তার কী কাজে লাগবে? সেদিন) এই (হতভাগ্য) ব্যক্তিরা বলবে, কতো ভালো হতো যদি আজকের এই দিনের জন্যে আমাদের কিছু 'কামাই' আগেভাগেই পাঠিয়ে দিতাম [২১]।

[২৫] (কিন্তু এই 'হায় আফসুস' তাদের কোনোই উপকারে আসবে না)। সেদিন আল্লাহ তায়ালা (এই বিদ্রোহীদের) এমন শাস্তি দেবেন যা অন্য কেউই দিতে পারবে না।

[২৬] তাঁর বাঁধনের মতো শক্ত বাঁধনেও কেউ পাপীদের আবদ্ধ করতে পারবে না [২২]।

কেন। অর্থের প্রতি এমন ভালোবাসা আর এমন অর্থ-পূজা, যাতে মানুষ কেবল অর্থকেই উদ্দিষ্ট কা'বা বলে গ্রহণ করবে—এটা কেবল কাফেরেরই রীতি হতে পারে।

১৬. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত আর টিলা-টঙ্গল কেটে টুকরা টুকরা করে দেয়া হবে এবং ভূমিকে পরিণত করা হবে সমতল প্রান্তরে।

১৭. মানে তাঁর রোষ মিশ্রিত মাহাত্ম্যের সঙ্গে, যা তাঁর শানের উপযুক্ত।

১৮. মানে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবেন তথাকার ব্যবস্থাপনার জন্য।

১৯. অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা তাদেরকে স্ব স্থান থেকে তুলে এনে হাশর ময়দানে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

২০. মানে তখন অনুধাবন করতে পারবে যে, আমি চরম ভ্রান্তি আর অমনোযোগিতায় নিপতিত ছিলাম। কিন্তু তখন অনুধাবন করা কোন কাজে লাগবে? অনুধাবন করার মওকা তো আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। 'দারুল আমল' তথা কর্মক্ষেত্র মানে দুনিয়ায় যে কাজ করা উচিত ছিল, দারুল জাযা তথা পরকালে তা করা সম্ভব হবে না।

২১. মানে দুঃখের বিষয়, দুনিয়ার জীবনে কোন নেক কাজ করে অগ্রে প্রেরণ করিনি, যা আজ এ জীবনে কাজে লাগতো। শুধু রিক্ত হস্তে এখানে এসেছি। হায়, কল্যাণের কোন সঞ্চয় যদি আমি আগে পাঠাতাম, যা এখানকার জন্য হতে পারতো পথের সম্বল-পাথেয়।

২২. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সেদিন অপরাধীদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দেবেন, আর এমন কঠিন কয়েদে রাখবেন, অন্য কারো পক্ষ থেকে কোন অপরাধীর ক্ষেত্রে এমন কঠোরতার কথা কল্পনাও করা যায় না। হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেন, 'সেদিন তাঁর মতো মার কেউ মারবে না, জাহান্নামে যেসব সাপ-বিচ্ছু থাকবে, তারাও নয়, জাহান্নামের আগুনও নয়। কারণ, তাদের মারা আর দুঃখ দেয়া হলো দৈহিক শাস্তি, আর আল্লাহ তায়ালার শাস্তি হবে এরকম, যাতে অপরাধীর রূহ অনুতাপ আর লজ্জায় পাকড়াও হবে, যা হবে রূহানী আযাব—আত্মিক শাস্তি। আর এটা স্পষ্ট যে, আত্মিক শাস্তির সঙ্গে দৈহিক শাস্তির কোন তুলনাই চলে না। পরন্তু তাঁর মতো বাঁধনও কেউ কখনও বাঁধতে পারবে না। কারণ, জাহান্নামের পেয়াদারা জাহান্নামীদের গলায় শৃংখল পরাবে, তাদেরকে জিঞ্জীরে কষে বাঁধবে আর জাহান্নামের দরজা রুদ্ধ করে ওপর থেকে মস্তকাবরণ স্থাপন করবে। কিন্তু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আর চিন্তা-চেতনাকে রুদ্ধ করতে পারবেন

www.icsbook.info

اَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

[২৭] (অপরদিকে নেককার ও অনুগত বান্দাহদের উদ্দেশ্য করে বলা হবে)- হে মুমীনদের প্রশান্ত আত্মাসমূহ।

[২৮] তোমরা মালিকের কাছে ফিরে যাও– সন্তুষ্টচিত্তে ও প্রিয়ভাজন হয়ে।

[২৯] (তাদের আরো বলা হবে, আজ তোমরা কে কোথায় আছো সবাই এসো)। শামিল হয়ে যাও আমার প্রিয় বান্দাহদের দলে।

[৩০] (আর) সবাই মিলে সদলবলে গিয়ে প্রবেশ করো আমার জান্নাতে [২৩]।

না। আর জ্ঞান-বুদ্ধির স্বভাবই হচ্ছে অনেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা। আর সেসব কোনটি অপর বিষয়ের জন্য অন্তরায় হয়। একারণে ঠিক কয়েদ অবস্থার সংকীর্ণতায়ও মানুষের থাকে জ্ঞান-বুদ্ধি আর চিন্তা-চেতনার প্রশস্ততা-প্রসারতা। কিন্তু যার জ্ঞান-বুদ্ধিকে আল্লাহ তায়ালা এদিক-সেদিক যেতে বারণ করেন, কেবল দুঃখ-দরদের প্রতিই আল্লাহ যার জ্ঞানকে নিবদ্ধ রাখেন, সে ব্যক্তি এর বিপরীত। এমন বন্দী দশা দৈহিক বন্দী দশার চেয়ে হাজার গুণ কঠিন-কঠোর। কারণ পাগল আর উন্মাদদেরকে বাগান আর উন্মুক্ত প্রান্তরে ঘুরানের সময়ও তারা ভয়-শংকা আর সংকীর্ণতা বোধ করে। তাদের এ ভয় আর শংকা জাগে মানসিক কারণে। তখন বিরাট বাগান আর বিশাল প্রান্তরও তাদের কাছে সংকীর্ণ বলে মনে হয়।

২৩. আগে অপরাধী আর অত্যাচারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছিল। এখন তাদের বিপরীত সেসব লোকের পরিণতির কথা বলা হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ আর তাঁর আনুগত্যে যাঁদের অন্তর শান্তি ও তৃপ্তি বোধ করে। হাশর ময়দানে তাদেরকে বলা হবে, হে সত্যের অভিসারী আত্মা! যে মহান প্রেমাস্পদের প্রেমে তুমি মজে গিয়েছিলে, এখন সব রকম বাক-বিতন্ডা আর দ্বিধা-সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্র চিত্তে প্রশান্ত মনে তাঁরই মহা মিলনের পথে অগ্রসর হও। তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের দলে শামিল হও। তাঁর মহান জান্নাতে অবস্থান গ্রহণ কর। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মোমেনের মৃত্যুর সময়ও এসব সুসংবাদ তাকে শোনানো হয়। বরং আরিফদের অভিজ্ঞতা বলে যে, এ পার্থিব জীবনেও এহেন প্রশান্তচিত্তর এ ধরনের সুসংবাদের মোটামুটি অংশ লাভ করেন—

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন আত্মা কামনা করি, যা কেবল তোমাতেই তুষ্ট, যা তোমার মিলনে বিশ্বাসী, যা তোমার সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট এবং কেবল তোমার দানেই তুষ্টি আর তৃপ্তি বোধ করে।'

নাফ্‌সে মুতমাইন্নাহ, নাফ্‌সে আম্মারাহ এবং নাফ্‌সে লাওওয়ামা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সূরা কেয়ামা'র প্রথম দিকে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

www.icsbook.info

সূরা আল বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৯০, আয়াত সংখ্যাঃ ২০, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] আমি শপথ করছি এই (পবিত্র) নগরীর [১]।

[২] (এ হচ্ছে এমন এক) পূত পবিত্র নগরী যেখানে স্বয়ং তুমি অবস্থান করছো। [২]

[৩] আমি শপথ করছি (বিশ্ব মানব কুলের) আদি পিতা ও তার (ঔরস) থেকে জন্ম নেয়া (অগুণতি) মানব সন্তানের [৩]।

[৪] (এদের সৃষ্টির কলাকৌশল ও ইতিহাস থেকে সহজেই তোমরা অনুধাবন করতে পারো যে,) আমি প্রতিটি মানব শিশুকে এক কঠোর পরিশ্রম (ও সুদূরপ্রসারী চিন্তা ভাবনা) দিয়ে পয়দা করেছি [৪]।

---

১. অর্থাৎ মক্কা মুয়াযযামার।

২. মক্কায় প্রত্যেকের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহানবী (সঃ)-এর জন্য কেবল মক্কা বিজয়ের দিন এ নিষেধ ছিল না। নবীর সঙ্গে যে কেউ লড়াই করেছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে, কোন কোন চরম অপরাধীকে একেবারে কা'বার দেয়ালের নিকটেই হত্যা করা হয়েছে। সেদিনের পর থেকে এ নিষেধ বহাল হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। যেহেতু এ আয়াতে মক্কার শপথ করে সেসব বিপদাপদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষকে সেসব বিপদাপদ আর কঠোরতার পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, আর যেহেতু বিশ্বের সেরা মানব তখন এ মক্কা নগরীতেই দুশমনদের পক্ষ থেকে তীব্র কঠোরতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, এ কারণে মধ্যখানে একথা বলে নবীকে শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, যদিও আজ এ নগরীর জাহেলদের মধ্যে আপনার মর্যাদা নেই, কিন্তু এমন একটা সময় আসবে, যখন আপনি এ শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করবেন এবং সে পবিত্র স্থানকে চিরতরে পবিত্র রাখার জন্য অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার অনুমতিও আপনাকে দেয়া হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে অষ্টম হিজরীতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

www.icsbook.info

كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ

أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَٰهُ

[৫] (এসত্ত্বেও এই নির্বোধ) মানুষটি কিভাবে মনে করে যে, তার ওপর কারোরই কোনো ক্ষমতা চলে না [৫]?

[৬] (আবার আমার দেয়া সম্পদের বাহাদুরী দেখিয়ে) সে বলে, আমিতো প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি [৬]।

[৭] (এই ক্ষমতার দাপটে সে অন্ধ হয়ে গেছে)। সে কি ভেবেছে তার এসব (অর্থনৈতিক কর্মকান্ড) কেউ দেখেনি [৭]?

[৮] (সে কি নিজের ওই ছোট্ট শরীরটুকুর দিকে তাকিয়ে দেখে না?)
আমি কি (ভালোমন্দ দেখার জন্যে) তাকে দুটো চোখ দেইনি [৮]?

[৯] (দেখার পর সে ভোগের জিনিসটার উপকারিতা অপকারিতা বোঝার ও বলার জন্যে) আমি কি তাকে একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দেইনি [৯]?

কেউ কেউ 'ওয়া আন্‌তা হেল্লুন বেহাযাল বালাদ' -এর অর্থ করেছে 'ওয়া আনতা নাযেলুন' অর্থাৎ 'আমি শহরের কসম করছি এ অবস্থায় যে, এ নগরীতেই আপনি জন্ম নিয়েছেন এবং এখানেই অবস্থান গ্রহণ করেছেন আপনি।'

৩. অর্থাৎ আদম এবং বনী আদম। এ ছাড়া আরো অনেক অর্থ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মানুষ কষ্ট আর দুঃখের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। তাকে সইতে হয় নানা রকম কঠোরতা। কখনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, কখনো আক্রান্ত হয় দুঃখে, কখনো তাকে পড়তে হয় চিন্তায়। হয়তো মানুষের গোটা জীবনে এমন একটা মুহূর্তও আসে না, যখন কোন মানুষ সব রকম বিপদাপদ, সব রকম চিন্তা আর শ্রম থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তের জীবন যাপন করতে পারে। আসলে মানুষের জন্মগত গঠনই এমন যে, সে এসব চিন্তা আর ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। আদম আর বনী আদমের অবস্থা প্রত্যক্ষ করাই একথার স্পষ্ট প্রমাণ। আর মক্কার মতো প্রস্তরময় অঞ্চলের জীবন, বিশেষ করে এমন এক সময়, যখন সৃষ্টির সেরা মানব সেখানে কঠোর অত্যাচার নির্যাতন আর তীব্র যুলুম-সিতমের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। ওপরন্তু আল্লাহর বক্তব্য ও এর উজ্জ্বল সাক্ষী।

৫. অর্থাৎ মানুষকে যেসব কষ্ট-ক্লেশ আর বিপদাপদের পথ অতিক্রম করতে হচ্ছিল, তার দাবীতো ছিল এই যে, তার মধ্যে বিনয় আর অক্ষমতার ভাব সৃষ্টি হবে এবং সে নিজেকে আল্লাহর হুকুম আর ফয়সালার হাতে বন্দী মনে করে আল্লাহর নির্দেশ আর সন্তুষ্টির বাধ্য-অনুগত হয়ে থাকবে এবং সব সময় নিজের অক্ষমতা আর বিনয়কেই সম্মু রাখবে। কিন্তু তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, সে একেবারেই ভুলের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। সে কি মনে করে বসে আছে যে, তাকে কাবু করার মতো কোন সত্তা নেই? এমন কোন সত্তা কি নেই, যিনি তার বিদ্রোহ-অবাধ্যতায় তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম?

النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي
مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ

[১০] (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে দেখে আবার তা পরখ করে নেয়ার জন্যে) আমি কি তাকে ন্যায় অন্যায়ের দুটো সুস্পষ্ট পথ বলে দেইনি [১০]?

[১১] (কিন্তু অন্যায়ের গিরিপথটি পার হওয়ার এবং ন্যায়ের উচ্চাসনে ওঠার) সে কোনোদিনই হিম্মত দেখায়নি [১১]।

[১২] তুমি কি জানো আমি (তোমাকে) কোন্ গিরিপথের কথা বলছি?

[১৩] (এই দুর্গম গিরিপথটি হচ্ছে নিজের চেষ্টা সাধনা দিয়ে কোনো মানব সন্তানের গলা থেকে দাসত্বের শিকল খুলে (তাকে শুধু আমার জন্যে মুক্ত করে) দেয়া [১২]।

[১৪] ক্ষুধা ও অনাহারের দিন [১৩] কোনো নিকটতম ইয়াতীমকে [১৪] তৃপ্তির সাথে খাওয়ানো

[১৫-১৬] কিংবা পথে ঘাটে পড়ে থাকা ধুলোবালি মিশ্রিত কোনো দরিদ্র ও মিসকীনকে অকাতরে দান করা [১৫]।

---

৬. মানে রাসূলের শত্রুতা, ইসলামের বিরোধিতা আর পাপাচারের কর্মে নির্বিবাদে অর্থ ব্যয়কে সে বুদ্ধিমত্তা মনে করে এবং তাকে আরো বাড়িয়ে রং চড়িয়ে গর্বভরে বলে যে, আমি এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেছি। এর পরও কি আমার মোকাবেলায় সফল হতে পারবে? কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে টের পাবে যে, এসব ব্যয় করা অর্থই বরবাদ গেছে। বরং উলটা তাই হয়েছে জীবনের বোঝা।

৭. অর্থাৎ কোথায়, কোন নিয়তে কতো অর্থ ব্যয় করেছে, আল্লাহ সবই দেখছেন। মিথ্যা আস্ফালনে কোন কাজ হবে না।

৮. মানে দেখার জন্য যিনি চোখ দিয়েছেন, তিনি নিজে কি দেখছেন না? যিনি সকলকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, নিসন্দেহে তিনি হবেন সকলের চেয়ে বড় দর্শক।

৯. যেগুলো দ্বারা কথা বলতে সহায়তা হয়।

১০. অর্থাৎ ভালো-মন্দ উভয় পথ বলে দিয়েছি। যাতে খারাপ পথ থেকে দূরে থাকে এবং ভালো পথে চলে। আর সংক্ষিপ্ত ভাবে এ বলে দেয়া হয়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি আর প্রকৃতির মাধ্যমে আর বিস্তারিতভাবে নবী-রসূলদের যবানীতে। কেউ কেউ 'নাজদাইন' অর্থ করেছেন নারীর স্তন। অর্থাৎ শিশুকে খাদ্য গ্রহণ করা তথা দুগ্ধ পান করার পথ নির্দেশ করে দিয়েছি।

১১. অর্থাৎ এত বিপুল পরিমাণ নেয়ামতের বৃষ্টিবর্ষণ আর হেদায়াতের কার্যকারণ বর্তমান থাকতেও দ্বীনের ঘাটিতে কুদে পড়ার তাওফীক তার হল না। তাওফীক হলো না তার উন্নত চরিত্রের পথ অতিক্রম করে কল্যাণ আর সাফল্যের সুউচ্চ স্থানে পৌছার। বিরোধিতার ঝড়-তুফানের মোকাবেলা করে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দেয়া বেশ কঠিন-কষ্টসাধ্য বিধায় তাকে দ্বীনের ঘাটি বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

[১৭] (এইসব মানবীয় ও নৈতিক ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি এই দুর্গম গিরির প্রধানতম শর্ত মোতাবেক) সে আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে [১৬] এবং ঈমানদারদের সাথে শামিল হয়েছে। (এর পর সবাই মিলে দলবদ্ধ হয়ে এসব কাজ করতে গিয়ে) তারা একে অন্যকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং (আমার এই বিশাল সৃষ্টি জগতের সব কয়টি প্রাণীর ওপর) দয়া দেখানোর উপদেশ দেবে [১৭]।

[১৮] (যারাই সাহসের সাথে এই গিরিপথ অতিক্রম করবে) তারাই হবে সত্যিকার অর্থে সফল [১৮] (সৌভাগ্যবান)।

[১৯] আর যারা আমার কিতাবের আয়াত (ও সৃষ্টি কৌশলের নিদর্শনসমূহকে) অস্বীকার করেছে তারা সবাই (হচ্ছে এক একজন ব্যর্থ) জাহান্নামী [১৯]।

[২০] যেখানে এদের ওপর-নীচে শুধু আগুনের (লেলিহান) শিখাই ছেয়ে থাকবে [১২০]।

---

১২. মানে দাস মুক্ত করা বা ঋণগ্রস্তের গর্দানকে ঋণমুক্ত করা।

১৩. মানে অভাব আর দুর্ভিক্ষের দিনে অভুক্তদের খবর নেয়া।

১৪. এতীমের সেবা করা এবং নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সদাচার করা সাওয়াবের কাজ। যেখানে উভয়ই মিলিত হয়, সেখানে দ্বিগুণ সাওয়াব হয়।

১৫. মানে অভাব-দারিদ্র্য আর টানাটানিতে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্র; সুখ-দুঃখের অহেতুক রসম আর আল্লাহর নাফরমানীর কাজে অর্থ বরবাদ করে দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখেরাতের শাস্তি মাথায় তুলে নেয়া অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র নয়।

১৬. অর্থাৎ এসব আমল গ্রাহ্য হওয়ার সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমান না থাকলে সব কর্মই পন্ড।

১৭. অর্থাৎ একে অপরকে তাকীদ করে যে, অধিকার আর কর্তব্য পালনের সব রকম কষ্ট সহ্য করবে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুলের ওপর দয়া করবে, যাতে আসমানওয়ালা তোমার প্রতি দয়া করেন।

১৮. অর্থাৎ এসব লোক বড়ই সৌভাগ্যবান এবং মোবারক, যারা মহান আরশের ডান দিকে স্থান পাবে এবং তাদের আমলনামা দেয়া হবে ডান হাতে।

১৯. মানে এরা হতভাগা, অশুভ আর বিপদাপন্ন, যাদের আমলনামা দেয়া হবে বাম হাতে এবং তাদেরকে দাঁড় করানো হবে মহান আরশের বাম দিকে।

২০. মানে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয়া হবে। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিন।

www.icsbook.info

সূরা আশ্ শামস

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৯১, আয়াত সংখ্যাঃ ১৫, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ
اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا
بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] শপথ করছি সূর্যের এবং তার (রৌদ্র) কিরণের।

[২] শপথ করছি চাঁদটির যখন সে সূর্যের পেছনে পেছনে উদিত হয় [১]।

[৩] শপথ করছি দিনের যখন তা সূর্যকে (তার আলো সহ) প্রকাশ করে দেয় [২]।

[৪] শপথ করছি রাতের যখন সে সূর্যকে (তার কিরণ সহ) ঢেকে দেয় [৩]।

[৫] শপথ করছি আকাশের ও তার (অপরূপ) নির্মাণের [৪]।

[৬] শপথ করছি পৃথিবী ও তার বিছিয়ে দেয়া [৫] (নৈপুন্যের)।

[৭] শপথ করছি আত্মার ও তার যথাযথ বিন্যাসের [৬]

---

১. অর্থাৎ অস্তমিত হওয়ার পর চন্দ্রালোক প্রসারিত হয়।

২. অর্থাৎ দিবাভাগে সূর্য যখন পূর্ণ আলো নিয়ে দেদীপ্যমান হয়।

৩. মানে রজনীর তমসা যখন ভালোভাবে বিস্তৃত হয় এবং সূর্যের আলোর কোন চিহ্নই যখন পরিদৃষ্ট হয় না।

৪. মানে যে শান আর মর্যাদা দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন। আর কারো কারো মতে অর্থ যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।

৫. অর্থাৎ যে কৌশলে তাকে স্পষ্ট বিস্তৃত করে সৃষ্টিকুলের বসবাসের যোগ্য করেছেন।

৬. মানে মন-মোযাজের ভারসাম্য, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অনুভূতি-শক্তি, প্রাকৃতিক, জৈবিক এবং মানসিক শক্তি—সবই তাকে দান করেছেন এবং তার মধ্যে নিহিত রেখেছেন ভালো-মন্দের পথে চলার যোগ্যতা।

www.icsbook.info

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾

[৮] (এবং যে বিন্যাস দিয়ে) মানবীয় আত্মার ন্যায় অন্যায়ের (স্বভাবজাত) জ্ঞানটুকু আল্লাহ প্রদান করেছেন [৭]।

[৯] (আমার নিজস্ব সৃষ্টি এই জিনিসগুলোর সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে আমি তোমাদের বলছি, নিঃসন্দেহে মানুষদের (মধ্যে) সেই সফলকাম হয়েছে যে, (তার স্বভাবজাত জ্ঞানের প্রয়োগ করেছে এবং সে মোতাবেক স্বীয়) আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটিয়েছে [৮]।

[১০] (আর এ স্বভাবগত ভালোমন্দের জ্ঞানকে অবহেলা করে) যে স্বীয় আত্মাকে কলুষিত করেছে সে (চূড়ান্তভাবে) ব্যর্থ হয়েছে [৯]।

[১১] (তুমি এদের সামুদ জাতির ব্যর্থতার কথা বলো)। এই সামুদ জাতির লোকেরাও (এভাবে আত্মার পরিশুদ্ধি না ঘটিয়ে বিদ্রোহের ভূমিকা নিয়ে) আল্লাহর নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে [১০]।

---

৭. অর্থাৎ প্রথমত, সাধারণভাবে সুস্থ জ্ঞান বিশুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার বোধ তাকে দিয়েছি। অতপর নবী-রসূলদের যবানীতে বিস্তারিতরূপে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বলে দিয়েছি এ পথ মন্দের, আর এ পথ পরহেজগারীর। এরপর অন্তরে নেকীর প্রতি যে আকর্ষণ আর মন্দ কাজের প্রতি যে ঝোঁক হয়, উভয়ের সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ তায়ালাই। যদিও প্রথমটা অন্তরে সৃষ্টি করায় ফেরেশতা হন মাধ্যম। আর দ্বিতীয়টায় মাধ্যম হয় শয়তান। অতপর সে ঝোঁক আর আকর্ষণ কখনো বান্দাহর ইচ্ছা-অভিপ্রায়ে দৃঢ় সংকল্পে পৌঁছে কার্যসাধনের মাধ্যম হয়, যার স্রষ্টা আল্লাহ এবং অর্জনকারী বান্দাহ। আর এভালো-মন্দ অর্জনের ওপরই কার্যকারণের পথ ধরে প্রতিদানের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় -

-বিষয়টা নিতান্ত জটিল, যথাস্থানে বিস্তারিত বিবরণ সন্ধান করা যেতে পারে। প্রসঙ্গটা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো, যদি তাওফীক আমাদের সহায়ক হয়। আর আল্লাহ-ই হচ্ছেন তাওফীকদাতা এবং সাহায্যকারী।

৮. নাফসকে পরিপাটি করা আর পাক করা হচ্ছে এই যে, কামনাশক্তি আর ক্রোধশক্তিকে জ্ঞান-বুদ্ধির বাধ্য-অনুগত করতে হবে এবং করতে হবে খোদায়ী শরীয়তের অনুগত। যাতে রূহ আর কলব উভয়ই খোদায়ী নূরের আলোকে আলোকিত হতে পারে।

৯. 'দাস্সাহা' তথা ধূলায় ধূসরিত করার তাৎপর্য এই যে, নাফসের রশি একেবারেই কামনা আর ক্রোধের হাতে ছেড়ে দেবে, জ্ঞান আর শরীয়তের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবে না। যেন কামনা-বাসনা আর লোভ-লালসার দাসে পরিণত হয়ে পড়ে। এমন ব্যক্তি পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্য।

www.icsbook.info

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ
وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

[১২] (আল্লাহর নবীর সাবধান বাণীকে অবহেলা করে) তাদের সমাজের একজন বড় নেতা যখন (প্রকাশ্য) ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে [১১]

[১৩] (তখন তার এই সাময়িক লম্ফঝম্ফ দেখে) আল্লাহর নবী (তাঁর আনীত মোজেযা- আল্লাহর উটনীর কথা) বললেনঃ এই হচ্ছে আল্লাহর (তরফ থেকে) আসা উটনী। এই হবে তার অবাধ বিচরণ ও তার (যত্রতত্র) পানি পান [১২]।
(এর কোন ব্যাপারেই তোমরা বাড়াবাড়ি করোনা।)

[১৪] এই বিদ্রোহী লোকেরা আল্লাহর নবী কথায় কান দিলো না)। তারা তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং (আল্লাহর তরফ থেকে আসা) এই উটনীকে তারা হত্যা করে ফেললো। (তাদের এ বিদ্রোহ ও আল্লাহর দেয়া স্বভাবজাত জ্ঞান ব্যবহার না করে স্বীয় আত্মাকে কলুষিত করার) যে মহা পাপ তারা সবাই করলো তাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর (মহা) বিপর্যয়ের পাহাড় নাযিল করে দিলেন এবং (মুহূর্তের মাঝেই) তাদের তিনি মাটির সাথে মিশিয়ে একাকার করে দিলেন [১৩]।

[১৫] (আর রাজাধিরাজ) আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যাপারে (কোনো প্রতিরোধ, প্রতিশোধ ও) বিরূপ পরিণতির পরোয়া করেন না [১৪]।

এটা হচ্ছে কসমের জবাব। আর কসমের সঙ্গে এর সম্পর্ক-সামঞ্জস্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা যে ভাবে তাঁর হেকমত আর কৌশল দ্বারা সূর্যের তাপ, চন্দ্রের কিরণ, দিবসের আলো, রজনীর তমসা, আকাশের উচ্চতা, যমীনের নীচতা ইত্যাদি একটা অপরটার বিপরীত সৃষ্টি করেছেন এবং মানব মনে ভালো-মন্দের দুই বিপরীতশক্তি নিহিত রেখেছেন এবং উভয়কে বুঝবার এবং তদনুযায়ী চলার ক্ষমতাও দিয়েছেন, তেমনিভাবে বিপরীতধর্মী আর বিভিন্ন মুখী কর্মের জন্য বিভিন্নমুখী ফল আর পরিণতি নির্ণয় করাও সে মহাজ্ঞানীরই কাজ। বিশ্বে ভালো-মন্দ এবং এ দুয়ের নানামুখী লক্ষণ আর পরিণতি পাওয়া যাওয়াও সৃষ্টি রহস্যের বিবেচনায় তেমনি সমীচীন, যেমনি সমীচীন আর যথার্থ হচ্ছে আলো আর অন্ধকারের অস্তিত্ব।

১০ অর্থাৎ হযরত সালেহ (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছিল। শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আরাফ ইত্যাদিতে এ কাহিনী বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

১১. এ হতভাগা ছিল কামার ইবনে সালেফ।

www.icsbook.info

১২. অর্থাৎ সাবধান, তাকে বধ করবে না এবং তার পানিও বন্ধ করবে না। এখানে পানির উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, বাহ্যত একারণেই সে উষ্ট্রী বধ করতে উদ্যত হয়েছিল। আর আল্লাহর উষ্ট্রী বলা হয়েছে এ বিবেচনায় যে, আল্লাহ্ সে উষ্ট্রীকে করেছিলেন হযরত সালেহ (আঃ)-এর নবুওয়্যাতের অন্যতম নিদর্শন। আর সে উষ্ট্রীর সম্মান করাকে ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করেছিলেন। সূরা আরাফ দ্রষ্টব্য।

১৩. হযরত সালেহ (আঃ) বললেন, সে উষ্ট্রীকে অসদ্ভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় মর্মন্তুদ আযাবে নিপতিত হবে তোমরা। তারা নবীর একথাকে মিথ্যা মনে করলো। পয়গাম্বরকে অবিশ্বাস করলো। উষ্ট্রী বধ করলো। শেষ পর্যন্ত তাই হলো, যা বলেছিলেন হযরত সালেহ (আঃ)। আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে নিশ্চিহ্ন করে শেষ করে দেন।

১৪. যেমন দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বড় ধরনের শাস্তি দেয়ার পর দেশে বিশৃংখলা-গোলযোগের আশংকা করেন বা দেশের আইন-শৃংখলা যেন ভেঙ্গে না পড়ে— এসব আশংকা আল্লাহ্ তায়ালার থাকতে পারে না। এমন কোন্ শক্তি আছে, যে দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আল্লাহর পেছনে পড়তে পারে? নাউযুবিল্লাহ।

www.icsbook.info

সূরা আল লাইল

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৯২, আয়াত সংখ্যাঃ ২১, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾ وَمَا

خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣﴾ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] শপথ করছি রাতের যখন তা আঁধারে ঢেকে যায়।

[২] শপথ করছি দিনের যখন তা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

[৩] শপথ করছি সৃষ্টির এবং নারী পুরুষের বিভক্তির (লীলা খেলার)।

[৪] তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনার পরিণতি অবশ্যই বিভিন্নমুখী [১]।

[৫] (তোমাদের মধ্যে একজন আছে) যে আল্লাহর পথে দান করেছে এবং নিজের জীবনকে (যাবতীয়) খোদাদ্রোহিতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

[৬] সর্বোপরি (মানবীয়) সৎগুনাবলীকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে

[৭] (এবং সে মোতাবেক নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছে)।
অবশ্যই আমি তার চলার পথকে সহজ করে দেবো [২]।

[৮] (আবার তোমাদের মধ্যে) যে ব্যক্তি (আল্লাহর নির্দেশিত পথে নিজের সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে এবং (কখনো আল্লাহর আদেশ মানা কিংবা সে অনুযায়ী প্রতিদান পাওয়ার ব্যাপারে দারুণ অবহেলা ও) বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে,

www.icsbook.info

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ⑨ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ⑩ وَمَا
يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ⑪ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ⑫
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ⑬ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا

[৯] (একইভাবে) মানুষের সৎ বৃত্তিসমূহের সে (কোনো রকম উৎকর্ষই সাধন করেনি বরং তাকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে,

[১০] অবশ্যই আমি তার (দুনিয়া ও আখেরাতের) জীবনকে কঠিন করে দেবো[৩]।

[১১] (এই হতভাগ্য ব্যক্তিটি মালসম্পদ কুক্ষিগত করার সময় একবারও ভেবে দেখেনি যে) সে যদি নিজেই বিলীন হয়ে গেলো তার এই (রাশি রাশি) ধনসম্পদ তার কী কাজে লাগবে[৪]?

[১২] (এই দু' ধরনের দু'টি লোকের অবশ্যই এটা জানা উচিত যে, তাদের উভয়কে) সঠিক পথ প্রদর্শন করা আমার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার।

[১৩] (কারণ) দুনিয়া আখেরাত সবকিছুর একচ্ছত্র মালিকানা (ও) আমার[৫]।

---

১. মানে দুনিয়াতে যে ভাবে দিবস-রজনী এবং নর আর নারী দু' বিপরীতধর্মী এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি তোমাদের চেষ্টাও বিপরীতধর্মী এবং নানামুখী আর সেসব ভিন্নমুখী চেষ্টা-সাধনার ফল আর পরিণতিও যে ভিন্ন হবে, তা তো স্পষ্ট। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেক রাস্তায় অর্থ ব্যয় করে, অন্তরে আল্লাহকে ভয় করে, ইসলামের ভালো কথাগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এই সুসংবাদকে সত্য-সঠিক বলে বিশ্বাস করে, তার জন্য আমার অভ্যাস অনুযায়ী নেকীর পথকে সহজ করে দেবো আর শেষ পরিণতিতে নিতান্ত সুখ-শান্তির স্থানে তাকে পৌঁছিয়ে দেবো, যার নাম হচ্ছে জান্নাত।

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করেনি, তাঁর সন্তুষ্টি আর আখেরাতের সাওয়াবের পরোয়া করেনি, ইসলামের কথা আর আল্লাহর ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করেছে, তার অন্তর দিন দিন সংকীর্ণ আর কঠিন হয়ে চলবে। নেকীর তাওফীক রহিত হয়ে চলবে এবং শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে খোদায়ী আযাবের কঠোরতায় পৌঁছে যাবে। এটাই আল্লাহর স্বভাব যে, ভাগ্যবানরা যখন নেক অবলম্বন করে আর হতভাগারা যখন চলে বদ আমলের দিকে, তখন উভয়ের জন্য সে পথই সহজ করে দেয়া হয়, খোদায়ী তাকদীর অনুযায়ী যা তারা নিজেরাই পছন্দ করে নিয়েছে নিজেদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ে।

'এদেরকে—প্রত্যেককে আমি পৌঁছিয়ে দেই আপনার পালনকর্তার দান। আর আপনার পালনকর্তার দান নিষিদ্ধ নয় (সূরা বনী ইসরাঈল, রুকূ' ৩)।

৪. অর্থাৎ যে ধন-দওলতের জন্য ঔদ্ধত্য করে সে আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, আল্লাহর আযাব থেকে তা একটুও রক্ষা করতে পারবে না।

www.icsbook.info

تَلَظّٰى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِىْ كَذَّبَ

وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ

يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿١٩﴾

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

[১৪] (তাই তোমরা কে আমার কথা কতোটুকু শুনলে তা নিয়ে আমি চিন্তা করি না।) আমি তো তাদের এটুকুই সাবধান করে দিয়েছি যে, (অনর্থক পথে চললে) তোমাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হতে হবে [৬]।

[১৫] যারা (এই আযাবের প্রতিশ্রুতিকে) অস্বীকার করে এবং (হেদায়াতের আলো থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এমন (কিছু) শক্ত পাপী ছাড়া সেদিন অন্য কেউই এ আযাবে পুড়ে ছাই (ভস্ম) হবে না [৭]।

[১৬-১৭] এই (প্রজ্জ্বলিত) আগুনের (লেলিহান শিখা) থেকে অবশ্যই তাদের সেদিন (বহু) দূরে রাখা হবে। যে ব্যাক্তি (পদে পদে) আল্লাহকে ভয় করে নিজেকে পাপ পংকীলতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে [৮] এবং আত্মশুদ্ধির জন্যে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করেছে [৯]

[১৮-১৯] অথচ (তার প্রতি কারোরই কোনো অনুগ্রহ কিংবা প্রতিদান পাওনা ছিলো না) প্রতিদান পাওয়ার জন্যে সে এসব করেনি।

[২০] সে তো করেছে শুধু তার মালিকের মহান সন্তুষ্টিটুকুর জন্যেই।

[২১] সেদিন খুব বেশী দূরে নয় (যখন) সে তার (এসব নিষ্ঠাপূর্ণ কার্যকলাপের জন্যে) মালিকের সন্তুষ্টি লাভ করবে [১০]।

---

৫. অর্থাৎ কোন মানুষকে জোরপূর্বক নেক বা বদ হতে বাধ্য করবো—এটা আমার হেকমত দাবী করে না। অবশ্য সকলকে নেকী-বদীর পথ বুঝিয়ে দেবে—এটা আমি নিজের যিম্মায় গ্রহণ করেছি। নিতান্তই ভালো-মন্দকে স্পষ্ট করে দেবো-এটাও আমার যিম্মায়। অতপর যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করবে, দুনিয়া এবং আখেরাতে তদনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ করবো।

৬. সম্ভবত দাউ দাউ করা আগুন দ্বারা জাহান্নামের সে স্তর বুঝানো হয়েছে, যা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে ভীষণ পাপী-অপরাধীদের জন্য।

৭. মানে চির তরের জন্য সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, অতপর আর কখনো বের হওয়া ভাগ্যে জুটবে না। স্পষ্ট বিবরণ থেকে এটা প্রমাণিত।

www.icsbook.info

৮. অর্থাৎ লোকদের গায়ে তার বাতাস পর্যন্ত লাগবেনা, তাদেরকে নির্মলভাবে রক্ষা করা হবে।

৯. অর্থাৎ কার্পণ্য আর লোভ-লালসা ইত্যাদির পংকিলতা থেকে নাফসকে পাক করাই উদ্দেশ্য কোন রকম রিয়া-লোক দেখানো আর প্রদর্শনী এবং পার্থিব কোন স্বার্থ লক্ষ্য নয়।

১০. মানে ব্যয় করা দ্বারা কোন মানুষের দানের প্রতিদান দেয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র খালেস সন্তুষ্টি অন্বেষণ আর আল্লাহর দীদার কামনায় বাড়ী-ঘর সবই লুটিয়ে দিচ্ছে। এমন লোককে নিশ্চিত আর নিশ্চিন্ত থাকতে হবে যে, তাকে অবশ্যই তুষ্ট করা হবে এবং তার এ কামনা-আকাংখা অবশ্যই পূর্ণ হবে-

'নিসন্দেহে আল্লাহ মুহসিনদের প্রতিদান পন্ড করেন না।'

আয়াতের বিষয়বস্তু ব্যাপক হলেও অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শেষের দিকের আয়াতগুলো হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর শানে নাযিল হয়েছে এবং এটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ। সৌভাগ্য সে বান্দাহ্‌র, যাঁর আত্‌কা তথা সবচেয়ে বড় মুত্তাকী-খোদাভীরু হওয়ার সত্যায়ন-প্রত্যয়ন হয় আসমান থেকে—তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মানাই, আল্লাহর নিকট যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। আর স্বয়ং আল্লাহর দরবার থেকে তাঁকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে অবিলম্বে আল্লাহ তুষ্ট হবেন তার প্রতি। বস্তুত হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে সুসংবাদ সে মহা সুসংবাদেরই প্রতিফলন, পরে যা উল্লেখ করা হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে—অবিলম্বে তোমার পালনকর্তা তোমাকে এমন দান করবেন, যাতে তুমি তুষ্ট হবে।

www.icsbook.info

সূরা আদ দুহা

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৯৩, আয়াত সংখ্যাঃ ১১, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۝ وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ

وَمَا قَلٰى ۝ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (আমি) শপথ (করছি) আলোকোজ্জ্বল দিনের (বেলার),

[২] (আমি শপথ (করছি) রাতের (অন্ধকারের) যখন তা নিঝুম (ও নিস্তব্ধ) হয়ে যায়।

[৩] (ওহী নাযিলের এই ক্ষণিকের বিরতি দেখে তুমি মনোক্ষুন্ন হয়ো না)। তোমার মালিক (হক ও বাতিলের এই সংগ্রামে একা রেখে) তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাননি। এবং (কোনো কারণে) তিনি তোমার ওপর অসন্তুষ্টও নন [১]।

[৪] (তুমি জেনে রাখো) তোমার সামনে যেদিন আসছে তা আগের চেয়ে (অনেক) বেশী মূল্যবান [২]।

---

১. বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বেশ কিছু দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আগমন করেননি (মানে ওহীর আগমন বন্ধ থাকে)। এতে মোশরেকেরা বলাবলি শুরু করে (শুনতে পেয়েছ) মোহাম্মদের (সঃ) রব তাকে বিদায় দিয়েছে। এর জবাবে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। আমার ধারণা (আল্লাহই ভালো জানেন) এ সময়টা ছিল ওহী বিরতির সময়। যখন সূরা 'ইকরার' প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘ সময় ওহী আগমন বন্ধ থাকে। আর নবী নিজেও এ সময় ভীষণ বিচলিত আর বিষণ্ন থাকতেন। অবশেষে ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা বহন করে আনলেন,

'হে বস্ত্রাবৃত!' খুব সম্ভব তখন বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে নানা কথা উঠছিল। ইবনে কাছীর (রঃ) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখের যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এ সম্ভাবনারই সমর্থন পাওয়া যায়। সম্ভবত সে সময়ই একটা ঘটনা ঘটে থাকবে, যা সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। ঘটনাটা এরকম—অসুস্থতার কারণে নবী দু'তিন রাত উঠতে পারেননি। তখন এক (খাবীস) নারী বলতে শুরু করে—মোহাম্মদ! মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। মোট কথা, এসব অলীক-অশ্লীল কথার জবাব দেয়া হয়েছে বর্তমান সূরায়।

www.icsbook.info

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥ أَلَمْ يَجِدْكَ

يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧

[৫] অল্পদিনের মধ্যেই তোমার মালিক তোমাকে (দুনিয়া ও আখিরাতের) এতো সমৃদ্ধি (বিজয় ও পুরস্কার) দেবেন যে, তোমার মন এতে খুশীতে ভরে উঠবে [৩]

[৬] (তুমি তোমার জীবন দিয়েই ভেবে দেখো না, আল্লাহ তোমার উপর কি পরিমাণ অনুগ্রহ করে এসেছেন)। তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম ও অনাথ অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে তিনি আশ্রয় দেননি [৪]? (এবং তোমাকে বড় করে তোলেন নি?)

[৭] তিনি কি তোমাকে এমন অবস্থায় পাননি যে, তুমি সঠিক পথের সন্ধান করছিলে আর তিনি তোমাকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন [৫]।

প্রথমে শপথ করা হয়েছে আলোকদীপ্ত দিবসের আর অন্ধকার রজনীর। এরপর বলা হয় (দুশমনদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কথা-ই ভুল) তোমার পালনকর্তা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও নন, আর তোমাকে পরিত্যাগও করেননি, বরং প্রকাশ্যে যেভাবে তিনি তাঁর কুদরত আর হেকমতের নানা নিদর্শন প্রকাশ করেন, দিবসের পেছনে রজনী আর রজনীর পেছনে দিবসের আগমন ঘটান, ঠিক তেমনি অবস্থা মনে করবে বাতেনী বিষয়েরও। সূর্যালোকের পর রজনীর তমসা-অমানিশার আগমন যদি আল্লাহর ক্রোধ আর অসন্তুষ্টির প্রমাণ না হয়ে থাকে, একথারও প্রমাণ যদি না হয়ে থাকে যে, অতপর আর কখনো দিবসের আলো উদ্ভাসিত হবে না, তাহলে কয়েকটা দিন ওহীর আলো রুদ্ধ থাকায় এটা কেমন করে বুঝা যাবে যে, অধুনা আল্লাহ তাঁর বাছাই করা পয়গাম্বরের প্রতি রুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং ওহীর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন চির দিনের জন্য? এমন কথা বলা তো আল্লাহর সর্বাত্মক জ্ঞান আর চূড়ান্ত প্রজ্ঞার বিরুদ্ধেই আপত্তি করা। যেন তিনি জানতেন না যে, আমি যাকে নবী করছি, ভবিষ্যতে সে এর যোগ্য প্রমাণিত হবে না!

২. অর্থাৎ আপনার বর্তমান অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা অনেক উজ্জ্বল, অনেক উন্নত। কয়েক দিন ওহী বন্ধ থাকা আপনার পতন আর অবনতির কারণ নয়, বরং তা হচ্ছে আরো অধিক উন্নতি-অগ্রগতির উপায়। আর যদি পেছনের চেয়েও পেছনের অবস্থার কথা কল্পনা করা যায়, অর্থাৎ আখেরাতের শান-শওকত, যখন আদম এবং সমস্ত আদম সন্তান সমবেত হবে আপনার পতাকাতলে, তবে সেখানকার সম্মান আর মর্যাদা হবে এখানকার চেয়ে অনেক গুণ বেশী।

৩. অর্থাৎ অসন্তুষ্ট হয়ে পরিত্যাগ করা তো দূরের কথা, এখন তো তোমার পালনকর্তা তোমাকে (দুনিয়া আর আখেরাতে) এতসব দওলত আর নেয়ামত দান করবেন যা দর্শন করে তুমি পরিপূর্ণ রূপে তুষ্ট আর তৃপ্ত হবে। হাদীস শরীফে নবী বলেছেন, যতক্ষণ উম্মতের একজন লোকও জাহান্নামে থাকবে, মোহাম্মদ ততক্ষণ সন্তুষ্ট হবে না।

৪. নবীর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন, ছয় বছর বয়সে মাতাও বিদায় নেন। অতপর আট বছর বয়স পর্যন্ত দাদা (আবদুল মুত্তালেব)-এর দায়িত্বে প্রতিপালিত হন। অতপর এ দুর্লভ মুক্তা আর যুগের বিস্ময়ের বাহ্যিক প্রতিপালনের সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁর প্রিয় চাচা আবু তালিব। তিনি সারা জীবন নবীর সাহায্য-সহায়তা আর সম্মান-মর্যাদায় বিন্দুমাত্রও ত্রুটি

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

[৮] (অতীতের অর্থনৈতিক কষ্টের কথাও স্মরণ করো)। তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থায় পাননি এবং পরে তিনি তোমাকে ধনসম্পদে সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন [৬]।

[৯] (একদিকে তোমার ওপর আল্লাহর এই অনুগ্রহ অপরদিকে দুনিয়ার অসহায় দরিদ্র, নিঃস্ব ও পথহারা লোকদের কথা মনে রেখে) তুমিও ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হয়ো না [৭]।

[১০] যে ব্যক্তি কিছু চাইতে আসে তাকে ধমক (দিয়ে তাড়িয়ে) দেবে না [৮]

[১১] (বরং সারা জনম ধরে) তোমার মালিক তোমার ওপর যেসব অনুগ্রহ করে এসেছেন তা বর্ণনা (করে মালিকের কৃতজ্ঞতা আদায়) করো [৯]।

করেননি। হিজরতের কিছু দিন পূর্বে তিনিও চলে যান দুনিয়া থেকে। কিছু দিন পরে আল্লাহর এ আমানত আল্লাহরই নির্দেশে মদীনার আনসারদের গৃহে পৌছে—'আওস' আর 'খাযরাজদের' ভাগ্য নক্ষত্র চমকে উঠে। তারা এমনভাবে এ আমানতের হেফাযত করেছেন, গগন-নয়ন যা কখনো দর্শন করেনি। ইবনে কাছীরের মতে এসবই হয়েছে গায়েবী ইঙ্গিতে।

৫. মহানবী (সঃ) যৌবনে পদার্পণ করে জাতির শেরেকী কর্মকান্ড আর অর্থহীন রসম-রেওয়াজ দর্শনে মনে ভীষণ ব্যথা পান এবং তাঁর অন্তরে এক আল্লাহর এবাদাতের উদ্দীপনা তীব্রভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। বক্ষ মোবারকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আল্লাহপ্রেমের আগুন। আল্লাহর সঙ্গে মিলন আর সৃষ্টিকুলের হেদায়াতের সে পূর্ণতর যোগ্যতার উৎস, যা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল পবিত্র আত্মায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশী মাত্রায়, যা ভেতরে ভেতরে জোশ মেরে উঠছিল, কিন্তু বাহ্যত কোন উন্মুক্ত পথ, কোন বিস্তৃত সড়ক এবং কোন বিস্তারিত কর্মসূচী পরিদর্শিত হচ্ছিল না, যাতে পরিতৃপ্ত আর পরিতুষ্ট হতে পারে আরশ আর কুরসীর চেয়েও বিশাল সে প্রাণ। অন্বেষার এহেন জোশ আর ভালোবাসার এহেন আবেগে আপ্লুত হয়ে নবী ছুটাছুটি করেন এবং পর্বতে আর গুহায় গিয়ে মালিককে স্মরণ করতেন আর সত্যিকার প্রেমাস্পদকে ডাকতেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা 'হেরা গুহায়' ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন ওহী নিয়ে। আল্লাহর সঙ্গে মিলন আর সৃষ্টিকুলের সংশোধনের বিস্তারিত পথ উন্মুক্ত করে তুলে ধরেন তাঁর সম্মুখে। অর্থাৎ সত্য দ্বীন নাযিল করেন,

'তুমি জানতে না কেতাব কী, আর জানতে না কী ঈমান, কিন্তু আমি তাকে করেছি একটা নূর, আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে সে নূর দ্বারা হেদায়াত করি' (সূরা শূরা, রুকু ৫)।

এখানে 'দাল্লান' শব্দের ব্যাখ্যাকালে সূরা ইউসুফের ...এ আয়াত সম্মুখে রাখা বাঞ্ছনীয়।

৬. এভাবে যে, হযরত খাদীজার 'তেজারতে মুদারাবা' ব্যবসার ভিত্তিতে তিনি অংশীদার হলেন এবং তাতে মুনাফা পেলেন। অতপর হযরত খাদীজা তাঁকে বিবাহ করে নেন। সমস্ত সম্পদ নবীর খেদমতে হাজির করলেন। এটা ছিল বাহ্যিক ঐশ্বর্য। অবশ্য তাঁর বাতিনী এবং আত্মিক ঐশ্বর্যতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন। কোন মানুষ তা ধারণা-কল্পনাও করতে

www.icsbook.info

পারে না। মোট কথা, শুরু থেকেই আপনার ওপর নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। যে পালনকর্তা এমন ভাবে আপনার প্রতিপালন করেছেন, তিনি কি ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে মাঝপথে ত্যাগ করবেন?

৭. বরং তার খোঁজ-খবর নিন এবং মনস্তুষ্টি করুন। আল্লাহ্ তায়ালা যেমন এতীম অবস্থায় আপনাকে ঠিকানা দিয়েছেন, তেমনি আপনিও অন্য এতীমদেরকে ঠিকানা দিন। এভাবে উন্নত চরিত্র অবলম্বন দ্বারা বান্দাহ্ আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত হতে পারে,

—আল্লাহর রং (ধারণ কর), আর রঙ্গের বিচারে আল্লাহর চেয়ে সুন্দর আর কে হতে পারে? হাদীস শরীফে আছে, নবী বলেন,

—আমি এবং এতীমের তত্ত্বাবধানকারী এ দু' (আঙ্গুল)-এর মতো—একথা বলে নবী মধ্যমা এবং তর্জনী অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করেন।

৮. অর্থাৎ তুমি ছিলে নিঃস্ব, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে ঐশ্বর্য দান করেছেন। এখন কৃতজ্ঞ-শোকরগুযার বান্দাহর উদ্যম-উদ্যোগ এমন হওয়া উচিত—প্রার্থীদের দেখে বিষণ্ন-মনক্ষুণ্ন হবে না এবং অভাবীদের সওয়ালে বিচলিত হয়ে শাসানো আর ধমকানোর নীতি অবলম্বন করবে না, বরং প্রশস্তচিত্ততা আর সুন্দর চরিত্র নিয়ে এগিয়ে আসবে। হাদীস শরীফে সায়েল-ভিক্ষুকদের বিপরীতে নবীর চরিত্রের প্রশস্ততার যেসব কাহিনী বর্ণিত রয়েছে, তা নবীর সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধবাদীকেও তাঁর ভক্তে পরিণত করে।

তাফসীরে রুহুল মাআনী গ্রন্থের রচয়িতা ভিক্ষুককে শাসানো নিষেধ বলেছেন সে ক্ষেত্রে, যখন নরমভাবে বললে সে মেনে নেয়। যদি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোন ভাবেই না মানে, তখন তাকে শাসানো, চোখ রাঙ্গানো জায়েয আছে।

৯. শোকরগুযারী তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ (অহংকার আর আত্মগর্বের নিয়তে নয়) উপকারীর উপকারের কথা বলা, উপকারের চর্চা করা শরীয়তে প্রশংসনীয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেসব নেয়ামত দান করেছেন, আপনি তা বিবৃত করুন। বিশেষ করে হেদায়াতের সে নেয়ামত, যার উল্লেখ করা হয়েছে ......এ আয়াতে। মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করা এবং খুলে খুলে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা তো পদ-মর্যাদা অনুযায়ী আপনার কর্তব্য। নবীর বাণী, বক্তব্য ইত্যাদিকে যে হাদীস বলা হয়, সম্ভবত তা 'ফাহাদ্দিস' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

সূরা ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৯৪, আয়াত সংখ্যাঃ ৮, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (হে নবী, আমি তোমার ওপর আরো যেসব অনুগ্রহ করেছি তা স্মরণ করো)। আমি কি (যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও এর তত্ত্বকথা অনুধাবনের জন্যে) তোমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেইনি [১]

[২] এবং (মানুষদের হেদায়াতের) যে দুশ্চিন্তা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিলো সেই বোঝা আমি কি তোমার ওপর থেকে নামিয়ে দেইনি [২]।

[৩-৪] (এবং মানুষদের কাছে কি আমি কি তোমার কথা পৌছে দেইনি এবং এক সময়) আমি কি তোমার নাম যশ খ্যাতির কথা সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিনি [৩]?

---

১. তাকে পরিণত করেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্রে আর নবুওয়্যাত-রিসালাতের দায়িত্ব বরদাশ্ত করার জন্য তাতে নিহিত রেখেছেন বিরাট সাহস আর চিত্তের প্রশস্ততা, যাতে অসংখ্য দুশমনের দুশমনী আর বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র বিরোধিতায়ও তা ভড়কে যায় না।

হাদীস আর সীরাত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাহ্যিকভাবেও ফেরেশতারা কয়েক বার নবীর বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। কিন্তু বাহ্যত আয়াতের এ অর্থ মনে হয় না। আল্লাহই ভালো জানেন।

২. শুরুতে ওহীর অবতরণ ছিল বেশ কঠিন। পরে তা সহজ হয়ে যায়। অথবা নবুওয়্যাতের পদ-মর্যাদার দায়িত্ব অনুভব করে নবীর অন্তর মোবারকে তা কঠিন ঠেকে। পরে তাও দূর করা হয়েছে। অথবা 'বোঝা' অর্থ মোবাহ কাজ, যা নবী কখনো কখনো নিতান্ত যথার্থ জ্ঞানে পালন করতেন। তা যে হেকমত আর উত্তমের বিপরীত, পরে তা প্রকাশ পায়। উচ্চ মর্যাদা আর চরম

www.icsbook.info

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

[৫] (বর্তমান সংকট মুসীবত দেখে তুমি মনোক্ষুণ্ন হবে না, এটাই আমার নিয়ম)। অবশ্যই কষ্টের সাথে শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

[৬] নিশ্চয়ই সংকীর্ণতা ও দুঃসহ কষ্টের সাথে প্রশস্ততা ও প্রসন্নতার ব্যবস্থা রয়েছে [৪]।

[৭] কাজেই (প্রসন্নতা ও সংকীর্ণতার মাঝে এবং দ্বীনের প্রধানতম দায়িত্ব পালন করার পর) যে কতোটুকু অবকাশই তুমি পাবে (তাকে কাজে লাগানোর জন্যে) ইবাদাতের পরিশ্রমে লেগে পড়ো

[৮] এবং (ব্যক্তি জীবনের পরিশুদ্ধির জন্যে) নিজের দিকে মনোযোগ দাও এবং সম্পূর্ণ খোদামুখী হও [৫]।

নৈকট্যের কারণে তাতেও নবী কিছুটা বিষণ্ন বোধ করতেন, যেমন কেউ বিষণ্ন বোধ করে পাপকর্ম করে। এ আয়াতে সে জন্য নবীকে জিজ্ঞাসাবাদ না করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কোন কোন অতীত মনীষী থেকে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেন, 'তাঁর উঁচু সাহস আর জন্মগত যোগ্যতা যেসব পূর্ণতা ও মর্যাদায় পৌঁছার দাবী করছিল, দৈহিক বিন্যাস আর মানসিক চিন্তাক্লিষ্টতার কারণে সেসব স্থানে উন্নীত হওয়া তার পবিত্র আত্মার নিকট কঠিন বোধ হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ যখন বক্ষ উন্মুক্ত করেছেন এবং সাহস বৃদ্ধি করেন, তখন সেসব কঠোরতা দূর হয়ে যায় এবং সব বোঝা হালকা হয়ে দাঁড়ায়।

৩. অর্থাৎ নবী-রসূল আর ফেরেশতাদের মধ্যে আপনার নাম সকলের শীর্ষে। দুনিয়ার সব বুদ্ধিমান মানুষ অতীব সম্মান আর মর্যাদার সঙ্গে আপনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। আযান, একামত, খোতবা, কালেমায়ে তাইয়্যিবা, আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদিতে আল্লাহর নামের পর আপনার নাম উচ্চারিত হয়। আর আল্লাহ যেখানে বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর আনুগত্য করার, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে আপনার অনুসরণ করারও তাকীদ দেয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে আপনি যেসব কষ্ট-ক্লেশ বরদাশ্‌ত করেছেন, যেসব দুঃখ-যাতনা ভোগ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে প্রতিটি কষ্ট-ক্লেশের সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি করে সহজলভ্যতা—যেমন সাহস প্রসারিত করে দেয়া, যাতে সেসব কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। স্মরণ বুলন্দ করা, যার কল্পনাই বড় বড় বিপদ সহ্য করাকে সহজ করে তোলে। অথবা এ অর্থ যে, আমি যখন আপনাকে রূহানী শান্তি দিয়েছি এবং রূহানী কষ্ট দূর করে দিয়েছি, যেমন একথা থেকেই জানা যায়, তবে এতে পার্থিব শান্তি আর কষ্টেও আমাদের দয়া-অনুগ্রহের আশায় থাকা উচিত। আমরা ওয়াদা দিচ্ছি যে, বর্তমান মুশকিলের পর নিসন্দেহে সহজ সময় আসবে এবং আরো তাকীদের জন্য আবারো বলছি যে, বর্তমান কঠোরতার পর ভালো সময় আসবেই। তাই হাদীস আর সীরাত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সেসব কষ্ট, এক এক করে দূর করে দেয়া হয়েছিল। এবং প্রতিটি কষ্টের সঙ্গে ছিল কয়েকটি করে স্বস্তি, আল্লাহর নিয়ম এখনো এটাই

www.icsbook.info

রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কষ্টে সবর করবে এবং সত্য মনে আল্লাহর ওপর আস্থা স্থাপন করবে এবং সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং তাঁরই রহমত আর অনুগ্রহপ্রার্থী হবে, সময় দীর্ঘ হওয়ায় বিচলিত হয়ে আশা হারিয়ে বসবে না, তবে আল্লাহ অবশ্যই তার পক্ষে সহজ করে দেবেন, এক ধরনের নয়, কয়েক ধনের। হাদীস শরীফে আছে,

—একটা কষ্ট দু'টা স্বস্তির ওপর বিজয়ী হতে পারে না কখনো, একটা কষ্ট পারে না দু'টা স্বস্তকে পরাভূত করতে। হাদীস শরীফে আরো আছে,

'যদি এমন কষ্ট আসে, যার ফলে গর্তে আশ্রয় নিতে হয়, তবে অবশ্যই স্বস্তি আসবে এবং স্বস্তি গর্তে প্রবেশ করে হলেও তাকে সেখান থেকে বের করে আনবে।'

৫. অর্থাৎ সৃষ্টিকুলকে বুঝাবার পর যদি অবসর হয়, তবে একান্তে-নির্জনতায় বসে মেহনত করবে, সাধনা করবে, যাতে অতিরিক্ত স্বস্তির কারণ হতে পারে এবং তা আপন পালনকর্তার প্রতি মনোবিবেশকর হতে পারে।

সৃষ্টিকুলকে বুঝানো এবং উপদেশ দেয়া ছিল তাঁর সর্বোচ্চ এবাদাত। কিন্তু তাতেও কার্যত মাখ্লূকের মধ্যস্থতা ছিল। কাম্য তো এটাই যে, এদিক থেকে দাঁড়িয়ে কোন মাধ্যম ছাড়া তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এর ব্যাখ্যা আরো কয়েকভাবে করা হয়েছে, কিন্তু এটাই সবচেয়ে নিকটতর বলে প্রতীয়মান হয়।

www.icsbook.info

সূরা আত্ তীন

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরাঃ নম্বর ৯৫, আয়াত সংখ্যাঃ ৮, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا
الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ
تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا
يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] আমি শপথ করছি ডুমুর ও জলপাই ফলের [১]।

[২] (এই ফল দুটির উৎপাদন স্থান- অগণিত নবী রাসূলের সংগ্রাম মুখর ও স্মৃতি বিজড়িত ভূখন্ডের) আমি শপথ করছি (মূসা নবীর হেদায়াতের পুণ্যভূমি) সিনাই উপত্যকা ও পর্বতের।

[৩] (আমি শপথ করছি নবী ইব্রাহীম ও তোমার শহর) এই নিরাপদ নগরী মক্কার [২]।

[৪] অবশ্যই আমি মানব জাতিকে পয়দা করেছি (এর সর্বোৎকৃষ্ট ও) সুন্দরতম অবয়বে [৩]।

[৫] তারপর (যখন সে আমার এ উৎকৃষ্ট কাজের কৃতজ্ঞতা আদায় করলো না তখন) আমি তাকে (সর্বোচ্চ আসন থেকে সর্বনিকৃষ্ট ও) নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছি [৪]।

www.icsbook.info

[৬] (তবে হ্যাঁ এই) মানুষদের ভেতর যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের দাবী মোতাবেক) ভালো কাজ করেছে (তাদের কথা আলাদা।) তাদের আসন সে উঁচু পর্যায়েই থেকে যাবে। (সর্বোপরি) এ ধরনের লোকদের জন্যেই নির্ধারিত হয়ে আছে এমন সব পুরস্কার যা কোনদিনই শেষ হবে না [৫]।

[৭] (আমার পক্ষ থেকে এই সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও বলতে পারো, হে মানুষ) কোন জিনিসটি তোমাকে শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করাচ্ছে [৬]?

[৮] (এই মহা সত্য তোমার সামনে পরিষ্কার করে দেয়ার পর তোমার কি মনে হয়?) আল্লাহ তায়ালা কি সব বিচারকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিচারক নন [৭]?

---

১. আনজীর আর যয়তুন—এ দু'টিবস্তু অতীব ফলপ্রদ এবং ব্যাপক কল্যাণবাহী বিধায় এ সঙ্গে মানুষের সামগ্রিক সত্তার সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য রয়েছে। একারণে এ বস্তুদ্বয়ের কসমের মাধ্যমে সূরা শুরু করা হয়েছে-

'আর কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তিরা বলেন, এখানে 'তীন' আর 'যয়তুন' বলে দু'টি পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে পর্বতদ্বয়ের নিকট বায়তুল মাকদেস অবস্থিত। যেন এ বৃক্ষদ্বয়ের কসম উদ্দেশ্য নয়, বরং কসম করা হয়েছে সে পবিত্র স্থানের, যেখানে এ বৃক্ষ বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়। আর তাই ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম আর প্রেরিত হওয়ার স্থান।

২. 'তূরে সীনীন' বা 'তূরে সাইনা' সে পর্বত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-কে কথা বলার সৌভাগ্যে ধন্য করেছিলেন আর নিরাপদ শহর হচ্ছে মক্কা মুয়াযযামা, যেখানে সারা বিশ্বের নেতা প্রেরিত হয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় এবং সর্বশেষ আমানত সর্বপ্রথম এ শহরেই নাযিল হয়। তাওরাতের শেষের দিকে আছে—আল্লাহ তূরে সায়না থেকে আগমন করেন, সাঈর থেকে চমকান (যা বায়তুল মাকদেসের একটা পর্বত) এবং 'ফারান' থেকে ঊর্ধে উঠে বিস্তৃত হন (ফারান মক্কার একটা পর্বত)।

৩. অর্থাৎ এসব পবিত্র স্থান, যেখান থেকে এমন সব মহান পয়গাম্বর উত্থান হয়েছে, সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমি মানুষকে কতো উত্তম ছাচে ঢেলে সাজিয়েছি এবং কতো সব শক্তি আর যাহিরী-বাতেনী সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটিয়েছি তার অস্তিত্বে। এরা সুস্থ প্রকৃতির ওপর তরক্কী করলে ফেরেশতাদেরকেও এক সময় ছাড়িয়ে যেতে পারে, এমনকি ফেরেশতাদের সেজদা পাওয়ার যোগ্যও হতে পারে।

৪. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ তাদের আমি ফেরেশতাদের মর্যাদার উপযুক্ত করেছি এবং তারা অবিশ্বাস করলে পশুর চেয়ে অধম হয়।'

৫. মানে যা কখনো হ্রাস পাবে না বা শেষ হবে না।

৬. অর্থাৎ হে মানুষ! এসব দলীল-প্রমাণের পর কী কারণ থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে প্রতিদান আর শাস্তির ধারাকে অস্বীকার করা যেতে পারে? অথবা এখানে নবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন স্পষ্ট বর্ণনার পরও কোন্ জিনিসটা অবিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে তোমাকে অবিশ্বাস আর অস্বীকার করার জন্য? অনুধাবন কর, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বোত্তম আকার-আকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এমনভাবে তাকে গঠন করা হয়েছে যে, ইচ্ছা

www.icsbook.info

করলে নেকী আর কল্যাণে উন্নতি করে ফেরেশতাদের চেয়েও অগ্রসর হতে পারে, কোন সৃষ্টিই তার সমকক্ষ হতে পারে না। দুনিয়া মানুষের পূর্ণাঙ্গ নমুনা দেখতে পেয়েছে শাম তথা বায়তুল মাকদেসে, কোহে তূর এবং মক্কা মুয়ায্যামায় স্ব স্ব কালে। মানুষ এদের পদাংক অনুসরণ করে চললে মানবীয় পরিপূর্ণতা এবং উভয় জগতের সাফল্যের শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে নিজের মন্দ স্বভাব আর মন্দ কর্মের ফলে যিল্লতী-লাঞ্ছনা আর ধ্বংসের গর্তে নিপতিত হয়। সে নিজের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বকে হাতছাড়া করে। কোন ঈমানদার নেককার মানুষকে আল্লাহ তায়ালা শুধু শুধু নীচে নিক্ষেপ করেন না। বরং আল্লাহ তো মানুষের সামান্য কর্মেরও অপরিসীম বিনিময় দান করেন। এসব কথা শোনার পরও স্বভাব ধর্মের মূল নীতি এবং শাস্তি আর প্রতিদানের এমন যুক্তিসঙ্গত রীতি-নীতি অস্বীকার করবে সে কোন্ মুখে? অবশ্য এ অবিশ্বাস আর অস্বীকারের একটা মাত্র উপায় হতে পারে-দুনিয়াকে সে মনে করবে একটা পরিচালকবিহীন কারখানা, যে কারখানার ওপর কারো কোন কর্তৃত্ব নেই, নেই সেখানে কোন আইন-বিধান কার্যকর। ভালো-মন্দের জন্য বলবারও কেউ নেই। পরে এর জবাবও দেয়া হয়েছে,

'আল্লাহ কি সব হাকিমের বড় হাকিম, সব বিচারকের বড় বিচারক নন?'

৭. মানে তাঁর কর্তৃত্বের সম্মুখে দুনিয়ার সমস্ত কর্তৃত্ব তুচ্ছ। দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-সরকার যখন বাধ্য-অনুগতদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করে আর অবাধ্য-অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়, তখন সে আহকামুল হাকেমীন-এর পক্ষ থেকে করা যাবে না এমন আশা?

www.icsbook.info

সূরা আল আলাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা

নম্বরঃ ৯৬, আয়াত সংখ্যাঃ ১৯, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (হে নবী), তুমি পড়ো, পড়ো তোমার মালিকের নামে। (এমন মালিকের নামে) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন [২]।

[২] (তিনি) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা একদলা রক্ত থেকে [৩]।

[৩] তুমি পড়ো, তোমার প্রতিপালক (তোমার উপর বড়ই মেহেরবান [৪]।

[৪] তিনি শুধু তোমাকে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি), তিনি (তোমাকে একটি) কলমের সাহায্যে (যাবতীয়) জ্ঞান বিজ্ঞান (ও তত্ত্বকথাও) শিখিয়েছেন [৫]।

---

১. সূরা 'আলাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত কোরআন মজীদের সমস্ত আয়াত আর সূরাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নাযিল হয়। নবী 'হেরা গুহায়' এক আল্লাহর এবাদাতে নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে আগমন করে নবীকে বললেন—'আপনি পাঠ করুন।' নবী বললেন, আমি পড়তে জানি না। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীকে সজোরে আঙ্গিন করলেন কয়েকবার এবং একই কথা উচ্চারণ করলেন আর নবী সেই একই জবাব দেন—'আমি পড়তে জানি না।' হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তৃতীয় বার বললেন—'তোমার পালনকর্তার নামে পাঠ কর, পাঠ কর তোমার পালনকর্তার নামের বরকতে এবং সাহায্যে।' অর্থাৎ যে পালনকর্তা জন্ম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এক বিস্ময়কর উপায়ে এক বিরল তাৎপযে তোমাকে প্রতিপালন করেছেন, তাতেই বুঝা যায় যে, আপনার দ্বারা কোন কর্ম সাধন করা হবে। তিনি কি আপনাকে অন্ধকারে ছেড়ে দেবেন? না, তা কিছুতেই হতে পারে না। তাঁর নামেই হবে আপনার শিক্ষা, যাঁর মেহেরবানীতে আপনার তরবিয়ত-প্রতিপালন হয়েছে।

২. মানে যিনি সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তোমার মধ্যে পড়ার গুণ সৃষ্টি করতে পারেন না?

www.icsbook.info

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝٦

أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝٨ أَرَأَيْتَ

[৫] (এই মেহেরবান স্রষ্টা) তাকে এমন সব কিছুর জ্ঞান শিখিয়েছেন যা (তিনি না শেখালে) সে মানুষটি তার কিছুই জানতে পারতো না।

[৬] (আর এই হতভাগ্য মানুষের অবস্থা হচ্ছে সে নিজের সৃষ্টি রহস্য ও জ্ঞানের এ দৈন্যদশা সত্ত্বেও) আপন মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মেতে উঠে।

[৭] (মুহূর্তের জন্যও সে ভাবে না, সে আল্লাহর কাছে কতো মুখাপেক্ষী। উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির মতো এক সময়) সে (নিজেকে) দেখতে পায় তার কোনো অভাব নেই ৬।

[৮] অথচ (এ নির্বোধ মানুষটি একবারও ভেবে দেখে না যে) তাকে একদিন তার মালিকের দুয়ারে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে ৭।

---

৩. জমাটবদ্ধ রক্তের মধ্যে চেতনা-অনুভূতি কিছুই নেই। তা শোধ-বোধহীন নিছক জড় পদার্থ। তাহলে যে আল্লাহ নিছক জড় পদার্থ দ্বারা বোধ আর চেতনাসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি কি একজন বুদ্ধিমান মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করতে পারেন না? তিনি কি পারেন না একজন উম্মীকে পাঠক এবং জ্ঞানীতে পরিণত করতে? এ পর্যন্ত পাঠ করার শক্তি-সম্ভাবনা প্রমাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ উম্মী-নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে পাঠকে পরিণত করা আল্লাহ তায়ালার জন্য মোটেই কঠিন কাজ নয়। একাজের বাস্তবতা সম্পর্কে পরে সতর্ক করা হচ্ছে।

৪. মানে যে শানে আর যে ভাবে আপনার লালন-পালন করা হয়েছে তাতে আপনার যোগ্যতা-প্রতিভার পূর্ণ পরিস্ফুটন ঘটে। পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও পাওয়া যায়। আপনার দিক থেকে যখন যোগ্যতায় কোন ত্রুটি নেই আর ওদিক থেকেও অনুগ্রহের উৎসেও নেই কোন কার্পণ্য; বরং তিনি সব দয়ালু-দাতার চেয়েও বড় দাতা, তাহলে অনুগ্রহ লাভে বাধ সাধবে কিসে? কোন্ বস্তুটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে এ পথে? অবশ্যই তা লাভ হবে।

৫. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'নবী কখনো পড়া-লেখা শিখেননি। তাই আল্লাহ বললেন, লিখনীর মাধ্যমে জ্ঞান তিনিই দান করেন, আর লিখনীর সাহায্য ছাড়াও তিনিই দেবেন।'এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, অনুগ্রহদাতা আর অনুগ্রহ গ্রহীতার মধ্যে যেমন মাধ্যম হয় লিখনী, আর আল্লাহ এবং মোহাম্মদের (সঃ) মধ্যেও হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) নিছক মাধ্যম, এবং যেভাবে কলমের মধ্যস্থতার জন্য এটা জরুরী নয় যে, তাকে দান গ্রহীতার চেয়ে উত্তম হতে হবে, তেমনি এখানে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর হাকীকত তথা মূল্য-মর্যাদা মোহাম্মদ (সঃ)-এর চেয়ে বেশী হওয়াও অবধারিত নয়।

৬. অর্থাৎ মানব শিশু যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কিছুই জানে না। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাকে কে শিক্ষা দেয়? সুতরাং যে মহান সর্বশক্তিমান পালনকর্তা মানুষকে জাহেল থেকে আলেমে, অজ্ঞ থেকে অভিজ্ঞ জ্ঞানীতে পরিণত করেন, তিনি আপন এক উম্মীকে এক নিরক্ষরকে পরিপূর্ণ জ্ঞানী এমন কি সকল জ্ঞানীদের নেতায় পরিণত করতে পারবেন না?

—৫২

www.icsbook.info

الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ⑨ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ؕ⑩ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ

عَلَى الْهُدٰۤى ۙ⑪ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ⑫ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ

وَتَوَلّٰى ؕ⑬ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ⑭ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ۬

[৯] তুমি কি সেই (দাম্ভিক) ব্যক্তিটির কার্যকলাপ দেখেছো, যখন আল্লাহর এক (অনুগত) বান্দাহ (আল্লাহর স্মরণে) নামায পড়ে তখন সে তাকে বাঁধা দেয় [৮]।

[১০-১১] তুমি কি তাকে দেখেছো যে, সে বান্দাহটি সঠিক পথে কায়েম থাকে।

[১২] (শুধু তাই নয়) অন্যদেরও সে আল্লাহভীতির আদেশ দেয়?

[১৩] (অপরদিকে) সে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় যে, আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে এবং (তা থেকে) প্রকাশ্যত মুখ ফিরিয়ে নেয় [৯]।

[১৪] এই (নির্বাধ) লোকটি কি জানে না যে, (যিনি তাকে এক ফোটা রক্তবিন্দু থেকে পয়দা করেছেন) তিনি তার সব ধরনের কার্যকলাপও পর্যবেক্ষণ করতে পারেন [১০]।

[১৫] (কোনোক্রমেই সে নরাধম যেন বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে একথা ভাবতে শুরু না করে যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে সে বেঁচে যাবে)। যদি সে বিদ্রোহের আচরণ থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তাকে আমি সম্মুখভাগের চুলের গোছা ধরে হেঁচড়াবোই [১১]।

---

৭. অর্থাৎ মানুষের মূল উৎস তো কেবল এতটুকুই যে, সে ছিল একেবারেই জাহেল-অজ্ঞ, জমাটবদ্ধ রক্ত থেকেই তার উৎপত্তি। আল্লাহ তাকে জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু মানুষ তার আসল হাকীকত তথা মূল উৎস একটুও স্মরণ করে না। দুনিয়ার ধন-দওলতে বিভোর হয়ে সে ঔদ্ধত্য-অবাধ্যতা অবলম্বন করে, বিদ্রোহ করে। সে মনে করে—আমি কারো পরোওয়া করি না, করি না কারোই তোয়াক্কা!

৮. অর্থাৎ প্রথমে সৃষ্টি তিনিই করেছেন আর শেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন এ অহংকার আর আত্মবিস্মৃতির তত্ত্ব অবগত হতে পারবে।

৯. মানে তার ঔদ্ধত্য-অবাধ্যতার প্রতি লক্ষ্য কর, পালনকর্তার সম্মুখে অবনত হওয়ার তাওফীকতো নিজের হয় না, বরং আল্লাহর কোন বান্দা যদি আল্লাহর সম্মুখে সেজদায় অবনত হয়, তখন তাকেও বরদাশ্ত করতে পারে না। এ আয়াতগুলোতে অভিশপ্ত আবু জহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে নবীকে নামায পড়তে দেখে চটাতো এবং হুমকি দিতো। নানা ভাবে ত্যক্ত-বিরক্ত করার চেষ্টা চালাতো।

১০. মানে ভালো পথে চললে এবং ভালো কাজ করলে কতো ভালো মানুষ হতে পারতো। এখন সে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতে আমার কী ক্ষতি হয়েছে? (মূযেহুল কোরআন)। এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরকাররা আরো অনেক উক্তি করেছেন। সেসব জানতে চাইলে তাফসীরে রুহুল মায়ানী অধ্যয়ন করতে হবে।

لَنَسۡفَعًۢا بِالنَّاصِیَۃِ ﴿۱۵﴾ نَاصِیَۃٍ کَاذِبَۃٍ خَاطِئَۃٍ ﴿۱۶﴾ فَلۡیَدۡعُ نَادِیَہٗ ﴿۱۷﴾

سَنَدۡعُ الزَّبَانِیَۃَ ﴿۱۸﴾ کَلَّا ؕ لَا تُطِعۡہُ وَ اسۡجُدۡ وَ اقۡتَرِبۡ ﴿٪۱۹﴾ السجدة

[১৬] (তুমি কি জানো কোন্ ব্যক্তির কেশগুচ্ছ ধরে আমি এভাবে টানতে থাকবো?) সে হচ্ছে (আমার হেদায়াতকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এক (কঠোর) অপরাধী [১২]।

[১৭] (সেদিন আমার এই কঠোর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্যে যতো পারুক) সে তার সঙ্গী সাথীদের ডেকে আনুক।

[১৮] (দেখি, কেউ তাকে সেদিন বাঁচাতে পারে কি না। কারণ) অচিরেই আমি তার জন্যে আযাবের ফেরেশতাদের ডেকে আনবো [১৩]।

[১৯] (এমন সব বিদ্রোহী ও মহাপাপীদের কথায় তুমি কর্ণপাত করবেন না। তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে থাকুন) তোমার মালিকের সামনে সিজদাবনত হোন এবং (এই পরম আনুগত্যের মাধ্যমে) তাঁর নৈকট্য লাভ করো [১৪]।

---

১১. অর্থাৎ সে অভিশপ্ত ব্যক্তির পাপ ও-নষ্টামি আর সে নেক বান্দার বিনয় আর দীনতা— সবই আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন।

১২. মানে বাদ দাও তাকে। সে বুঝে সবই; কিন্তু অন্যায় ছাড়তে পারে না, নিবৃত্ত হয় না অপকর্ম থেকে। আচ্ছা, সে এখন কর্ণ উন্মুক্ত করে শুনে রাখুক, সে পাপ ও অন্যায়-নষ্টামি থেকে নিবৃত্ত না হলে আমি তাকে টানা-হেঁচড়া করে নিয়ে যাবো পশুর মতো, অপদস্থ কয়েদীর মতো।

১৩. মানে মস্তকে এ টিকি, সে মিথ্যা আর পাপে ভরা। যেন তার মিথ্যা আর পাপ লোমে লোমে সংক্রমিত হয়ে রয়েছে।

১৪. আবু জাহল একদা নবীকে নামায থেকে নিবৃত্ত করতে চায়। নবী কঠোরভাবে তাকে জবাব দেন। সে বলে উঠে—এ কি জানেনা যে, মক্কায় সবচেয়ে বড় আসর আমার! এর জবাবে বলা হচ্ছে—এখন সে তার মজলিসের সাঙ্গো-পাঙ্গদেরকে ডেকে নিক, তার কান মলার জন্য আমি আমার সৈন্য তলব করছি। কে বিজয়ী হয়, দেখতে পাবে সে। কিছু দিন পর 'বদর প্রান্তরে' দেখতে পেয়েছে, মুসলিম সেপাইরা কিভাবে তাকে টানা-হেঁচড়া করে বদরের কূপে নিক্ষেপ করেছে। অবশ্য টানা-হেঁচড়া করে নিক্ষেপ করার আসল সময় তো হচ্ছে আখেরাত, যখন জাহান্নামের ফেরেশতারা নিতান্ত যিল্লতীর সঙ্গে টানা-হেঁচড়া করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা আবু জাহল নবীকে নামাযরত দেখে বেয়াদবী করার মানসে চিৎকার জুড়ে দেয়। কিন্তু নবীর কাছে যাওয়ার পূর্বেই ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটে আসে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে বলে, আমার এবং মোহাম্মদের (সঃ) মধ্যখানে একটা আগুনের খন্দক দেখতে পাই। তাতে ছিল পাখাযুক্ত কিছু মাখলূক, আমি বিচলিত হয়ে ফিরে আসি। নবী বললেন, সে (অভিশপ্ত) একটু অগ্রসর হলে ফেরেশতারা তার হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিতো। যেন আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাকে একটা ক্ষুদ্র নমুনা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকাররা 'যাবানিয়া' শব্দের অর্থ করেছেন জাহান্নামের ফেরেশতা।

www.icsbook.info

সূরা আল ক্বাদর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৯৭, আয়াত সংখ্যাঃ ৫, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ

الْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ

مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] আমি (এই মহাগ্রন্থ) আল কোরআন নাযিল করেছি (সম্মান ও) মর্যাদাপূর্ণ এই রাতে [১]।

[২] তুমি কি এই (মর্যাদাপূর্ণ) রাতটির গুরুত্ব (ও মাহাত্ম্য) সম্পর্কে জানতে?

[৩] এই রাতটি (স্বাভাবিক) হাজার মাসের চেয়ে উত্তম [২]।

[৪] (কারণ) এই রাতে রূহ (ফেরেশতাকূলের নেতা জিব্রাইল) তার ফেরেশতাদের (দলবল) সহ আল্লাহ তায়ালার হুকুম [৩] (ও বাণী) নিয়ে জমিনে অবতরণ করেন [৪]।

[৫] (তাঁদের আগমন ও আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে যে অনাবিল শান্তি ও) নিরাপত্তা [৫] এখানে (নেমে আসে তা) পরবর্তী দিনের সুবহে সাদিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে [৬]।

www.icsbook.info

১. অর্থাৎ কোরআন মজীদ 'লওহে মাহফুয' থেকে দুনিয়ার আসমানে নাযিল হয়েছে 'শবে কদর'-এ এবং সম্ভবত সে রজনীতেই দুনিয়ার আসমান থেকে নবীর ওপর নাযিল শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা 'দুখান'-এ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

২. মানে সে রজনীতে নেকী করা, ভালো কাজ করা, যেন হাজার রজনী নেকী করা বরং তার চেয়েও বেশী।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে 'রূহুল কুদ্স' (হযরত জিব্রাঈল) অসংখ্য ফেরেশতার ভিড়ের মধ্যে নীচে অবতরণ করেন মহান কল্যাণ আর বরকতে জগদ্বাসীকে ধন্য করার জন্য। রূহ-এর অর্থ ফেরেশতা ছাড়া অন্য কোন মাখ্লূকও হতে পারে। মোট কথা, সে মোবারক রজনীতে বাতেনী জীবন আর রূহানী কল্যাণ ও বরকতের বিশেষ অবতরণ হয়।

৪. মানে বিশ্বের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যেসব কর্ম এ বৎসরের সঙ্গে জড়িত, তার বাস্তবায়ন নির্ণয় করার জন্য ফেরেশতারা নীচে নেমে আসেন। সূরা 'দুখান'-এ এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। অথবা এর অর্থ কল্যাণকর কাজ। মানে সব রকম কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আসমান থেকে অবতরণ করেন।

৫. অর্থাৎ সে রজনী শান্তি-স্বস্তি আর চিত্তের একাগ্রতার রজনী। সে রজনীতে আল্লাহ তায়ালার নেক লোকেরা তাঁদের এবাদাতে এক বিশেষ ধরনের স্বাদ উপভোগ করেন। আর এটা হচ্ছে রহমত-বরকত নাযিল হওয়ার ক্রিয়া, যা প্রকাশ পায় ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, সে রজনীতে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এবং অন্যান্য ফেরেশতারা এবাদাতকারী আর যিকিরকারীদের প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন অর্থাৎ তাদের পক্ষে রহমত আর শান্তির জন্য দোয়া করেন।

৬. মানে রজনীর সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। কোরআন মজীদ থেকে জানা যায় যে, সে রজনী রয়েছে রমযান শরীফে। আর বিশুদ্ধ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রমযানের শেষ দশকে, বিশেষ করে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে সে রজনীর সন্ধান করতে হবে। আর বেজোড় রাতগুলোর মধ্যেও সাতাশ তারিখের রাত সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশী ধারণা। আল্লাহই ভালো জানেন। অনেক আলেম স্পষ্ট করে বলেন যে, শবে কদর সব সময়ের জন্য, বৎসরের সব রাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে, কোন রাতের মধ্যে নির্দিষ্ট নেই। এক বৎসরের রমযানে এক রাত হতে পারে, অন্য বৎসরে ভিন্ন রাত।

www.icsbook.info

সূরা আল বাইয়্যিনাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৯৮, আয়াত সংখ্যাঃ ৮, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ② فِيْهَا كُتُبٌ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (যাদের ওপর আগে আমি কিতাব নাযিল করেছি) সেসব আহলি কিতাব, (যারা কোনো কিতাবের উৎস- তাওহীদকে মানে না) সেসব মুশরিক [১] (আবার যারা কিতাবের উৎস তথা তাওহীদ, রেসালাত সম্পর্কে জেনে বুঝেও তা অস্বীকার করে) সেসব কাফেরদের অবস্থা ছিলো এই যে, এদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে কারো না আসা পর্যন্ত তারা (তাদের এ বিদ্রোহমূলক আচরণ থেকে) কখনো ফিরে আসতে চাইতো না।

[২] (আর সে প্রমাণটি হচ্ছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল (আসবে) যে (এই বিভ্রান্ত মানুষদের) আল্লাহর কিতাব পড়ে শোনাবে [২]।

---

১. আহলে কেতাব হচ্ছে ইহুদী-নাসারা, আর মোশরেক হচ্ছে যারা মূর্তি-পূজা, অগ্নি-পূজা ইত্যাদিতে লিপ্ত, যাদের কাছে কোন আসমানী কেতাব নেই।

২. নবীর আবির্ভাবের পূর্বে সকল ধর্মের বিকৃতি ঘটেছিল এবং বিকৃতি আর ভুলের জন্য সকলেই গর্বিত ছিল। কোন জ্ঞানী, কোন ওলী বা কোন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের বুঝানোর ফলে তাদের সঠিক পথে আসা উচিত ছিল কিন্তু তা-ও সম্ভব হয়নি। একজন মহান রসূলের আগমন

www.icsbook.info

قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۙ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ

[৩] এসব কিতাবপত্রে রয়েছে উন্নত মূল্যবোধ ও সঠিক বিষয়বস্তু [৩] (সম্পর্কিত আলোচনা)।

[৪] অথচ আগের কিতাবধারী লোকেরা তো তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সত্য কথা এসে যাওয়ার পরই বিভেদ ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলো [৪]।

[৫] এসব লোকদের (সে সত্য আহ্বানের মাধ্যমে) এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে [৫] আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও ইবাদাতকে মুখ্য করে নেবে এবং (এই ইবাদতের প্রমাণ হিসেবে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে। (আর সত্যিকার অর্থে) এই হচ্ছে যথার্থ ও সঠিক জীবন বিধান [৬]।

ছাড়া তাদেরকে সৎ পথে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। সে রাসূলের সঙ্গে থাকবে আল্লাহর পাক কেতাব, থাকবে আল্লাহর সাহায্য। যিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে এক একটা দেশকে ঈমানের আলোয় ভরে তুলবেন। নিজের মহান শিক্ষা আর সাহস ও দৃঢ়তার বলে দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দেবেন। আল্লাহর কেতাব নিয়ে সে রসূল আগমন করেছে। যা পবিত্র পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৩. অর্থাৎ কোরআনের প্রতিটি সূরা যেন একটা সতন্ত্র গ্রন্থ। অথবা এ অর্থ হতে পারে, যেসব উত্তম গ্রন্থ ইতিপূর্বে এসেছে, সেসব গ্রন্থের প্রয়োজনীয় সারনির্যাস এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অথবা অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান আর নানা বিধ বিষয়। মানে কোরআনের জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য এবং যথার্থ এবং তার বিষয় বস্তু নিতান্ত ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুন্দর।

৪. অর্থাৎ এ রসূল আর এ কেতাবের আগমনের পেছনে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। এরপরও আহলে কেতাবরা হঠকারিতা করে বিরুদ্ধাচরণ করছে। তাদের এ বিরোধিতা সন্দেহের কারণে নয়, হঠকারিতার কারণে। এজন্য তাদের মধ্যে দু'টি দল হয়েছে। একটা দল হঠকারিতা করে বিরুদ্ধাচরণ করে, আর একটা দল ইনসাফ করে এবং ঈমান আনয়ন করে। তাদের তো উচিত যে শেষ নবীর প্রতীক্ষায় তারা ছিল, তাঁর আগমনে সমস্ত মতভেদ ভুলে গিয়ে সকলে একই পথ অবলম্বন করা; কিন্তু তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য আর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ঐক্য আর সংহতিকে বিরুদ্ধাচরণ আর বিদ্বেষের মাধ্যমে পরিণত করে নিয়েছে। আহলে কেতাবদেরই যখন এ অবস্থা, তখন জাহেল মোশরেকদের কথা তো আর জিজ্ঞাসা না করাই ভালো।

www.icsbook.info

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ
نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ ⑥
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ ⑦ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ⑧

[৬] এই আহলি কিতাব ও মুশরিক যারা (দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট প্রমাণ আসা সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে) অস্বীকার করেছে, তারা সুনিশ্চিতভাবে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হবে। ওটাই হবে ওদের স্থায়ী নিবাস [৭]। আর এ লোকগুলোই হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিকূলের নিকৃষ্টতম মানুষ [৮]।

[৭] (আবার এই মানুষ জাতির মধ্যেই) যারা ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) ভালো কাজকর্ম করেছে তারা হচ্ছে গোটা মানবকুলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট [৯] (মর্যাদার অধিকারী)।

[৮] তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের পুরস্কার (হিসেবে এমন এক চিরন্তন) জান্নাত রয়েছে যার তলদেশব্যাপী প্রবাহিত থাকবে রাশি রাশি ঝরণাধারা। (এই মহা আনন্দে) এরা অবস্থান করবে অনন্ত অনাদিকাল ধরে।

(এর কারণ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা তার এসব অনুগত বান্দাহদের কাজকর্মে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন (স্বাভাবিকভাবে পুরস্কার ও শান্তির এ বিশাল আয়োজন দেখে) এরাও তখন আল্লাহর ওপর ভারি সন্তুষ্ট হবে [১০], আর এর কিছুই হচ্ছে জীবনভর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলার পুরস্কার [১১]।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) এখানে অর্থ করেছেন হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম। অর্থাৎ হযরত মাসীহ (আঃ) স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করলে ইহুদীরা দুশমন হয়ে যায়, আর নাসারারাও পার্থিব লোভ-লালসায় জড়িয়ে নিজেদের পৃথক পৃথক দল গড়ে তুলেছিল। সার কথা

www.icsbook.info

এই যে, মহান আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পয়গম্বরের আগমন আর কেতাব নাযিলই যথেষ্ট নয়। হেদায়াতের যতো উপকরণেরই সমাবেশ ঘটুক না কেন, যাদের তাওফীক হয় না, তারা তেমনিভাবে ক্ষতির মধ্যেই পড়ে থাকে।

৫. মানে সব ধরনের বাতিল আর মিথ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খালেসভাবে এক আল্লাহর এবাদাত করবে এবং হানীফ তথা একমুখী ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতো সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এক আল্লাহর গোলাম হয়ে থাকবে। প্রাকৃতিক আর সাংবিধানিক কোন বিভাগেই অন্য কাউকে ক্ষমতার অধিকারী মনে করবে না।

৬. মানে এসব বিষয় ছিল সকল ধর্মেই পছন্দনীয়। এ নবী তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তারপরও এমন পবিত্র বস্তুকে কেন যে, ভয় পায়, তা কেবল আল্লাহই জানেন।

৭. মানে জ্ঞানের দাবীদার আহলে কেতাবরা হোক, বা মোশরেকরা, সত্যের বিরোধিতাকারী সকলেরই পরিণতি এক হবে। সে জাহান্নাম, যেখান থেকে মুক্তি পাবে না কখনো।

৮. মানে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও তুচ্ছ এবং নিকৃষ্ট। আল্লাহ তায়ালা সূরা 'ফোরকান'-এ বলেন,

'তারা তো কেবল জন্তুর মতো, বরং পথের ক্ষেত্রে তারা জন্তুর চেয়েও বেশী ভ্রষ্ট-বিভ্রান্ত।

৯. মানে যারা সমস্ত রসূল আর সমস্ত কেতাবের ওপর ঈমান এনেছে। এবং যারা নিয়োজিত রয়েছে ভালো কাজে, তারাই হচ্ছে সৃষ্টির সেরা। এমন কি তাদের মধ্যে কারো মর্যাদা কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও বেশী।

১০. মানে জান্নাতের বাগ-বাগিচা আর নহরধারার চেয়েও বড় হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির সম্পদ। বরং জান্নাতের সমস্ত নেয়ামতের আসল প্রাণসত্তাই হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর দীদার

১১. অর্থাৎ এ মহান মর্যাদা সকলে পায় না। এটা কেবল সেসব বান্দার অংশ, যারা পালনকর্তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করে। তাঁর নাফরমানী-অবাধ্যতার নিকটেও যারা ঘেঁষে না।

www.icsbook.info

সূরা আয্ যিলযাল

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ৯৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৮, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ
النَّاسُ أَشْتَاتًا ۥ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] যখন এই পৃথিবীকে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিয়ে চূড়ান্ত ভূকম্পনে কম্পিত করা হবে [১]

[২] (তখন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে) এবং পৃথিবীর ভূখন্ড (তার ভেতরে লুকিয়ে রাখা তার অধিবাসীদের যাবতীয় ক্রিয়াকান্ডের রেকর্ডপত্র) তার সবকিছু (গচ্ছিত সম্পদ) বাইরে বের করে দেবে [২]।

[৩] তখন (নতুন জীবন পেয়ে) মানুষ (হতভম্ব হয়ে) বলতে থাকবে পৃথিবীর হয়েছেটা কি [৩]? (তার অভ্যন্তরের সবকিছু বের হয়ে আসছে কেন?)

[৪] সেদিন (আজকের এ নিস্প্রাণ) জমিন (আদালতের কাঠগড়ায় প্রতিটি মানুষের নিজস্ব কার্যাবলীর ফেলে যাওয়া) সব রেকর্ড বলে দেবে।

[৫] (মূলতঃ) এই ভূখন্ডকে তার সৃষ্টিকর্তাই তার (সাক্ষ্য পেশ করার) আদেশ দেবেন [৪]।

[৬] সেদিন সমগ্র মানব সন্তানকে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ করে (একে একে সামনে) পেশ করা হবে [৫] যাতে তাদের জীবনের নথিপত্র তাদের (ভাগে ভাগে) দেখানো যায় [৬]।

[৭] (সেই নিখুঁত ইনসাফের দিন) মানুষ অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা সে নথিতে দেখে নেবে,

[৮] (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি এক সামান্য অণু পরমাণু পরিমাণ খারাপ কাজও করে থাকে তাও সে তার চোখের সামনে দেখতে পাবে [৭]। (আল্লাহ তায়ালা তার কোনো রেকর্ডই বিনষ্ট করবেন না, তা ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক)।

---

১. মানে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র ভূ-খন্ডকে এক প্রচন্ড ভূমিকম্পে প্রকম্পিত করে তুলবেন। এর আঘাতে কোন প্রাসাদ, কোন পর্বত আর কোন বৃক্ষই মাটির ওপর স্থির থাকতে পারবে না। উঁচু-নীচু সব এক সমান করে দেয়া হবে। যাতে হাশর ময়দান হতে পারে সমতল ভূমি, একেবারেই সমান। এ ঘটনা ঘটবে কেয়ামতের দিন দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সময়।

২. অর্থাৎ তখন মাটির তলদেশে যা কিছু রয়েছে—যেমন মৃত ব্যক্তি, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি সবই উদগীরণ করে দেবে মাটি। কিন্তু তখন সম্পদ নেয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন সকলেই দেখতে পাবে, যে বস্তুর জন্য এক সময় সকলেই লড়াই করে আসছিল, তা কতই তুচ্ছ, কতই বেকার!

৩. মানে মানুষ জীবিত হয়ে বা এ ভূমিকম্পের লক্ষণ দেখে বা ঠিক ভূমিকম্পের সময় তাদের রূহ অবাক হয়ে বলবে—কী হয়েছে পৃথিবীর! এত সজোরে কম্পন করছে কেন? কেন তার অভ্যন্তরের সম্বদয় বের করে ফেলছে?

৪. অর্থাৎ আদম সন্তান মাটির ওপরে ভালো-মন্দ যেসব কর্ম করেছিল, তা সবই সে প্রকাশ করে দেবে, যেমন বলবে, অমুক ব্যক্তি আমার ওপরে নামায পড়েছিল, অমুক আমার ওপর চুরি করেছিল, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে অন্যায় হত্যা করেছিল ইত্যাদি। আধুনিক ভাষায় বুঝে নিতে হবে, মাটির ওপরে যতো কাজ করা হয়েছে, মাটির নীচে সেসব কাজের রেকর্ড রয়েছে। কেয়ামতের দিন পরওয়ারদেগারের নির্দেশে সে রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হবে।

৫. অর্থাৎ সেদিন মানুষ কবর থেকে নানা দলে বিভক্ত হয়ে হাশর ময়দানে সমবেত হবে। একটা দল হবে দুষ্ট লোকদের, একটা দল হবে ব্যভিচারীদের, একটা দল হবে চোরদের, একটা দল হবে যালিমদের—অনুরূপ নানা দল হবে। অথবা এ অর্থ হতে পারে, হিসাব-কিতাব শেষে মানুষ যখন ফিরে আসবে, তখন কিছু দল হবে জান্নাতীদের আর কিছু দল হবে জাহান্নামীদের। সকলে দলে দলে জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে চলে যাবে।

৬. মানে হাশর ময়দানে তাদের আমল দেখানো হবে, যাতে বদকাররা লজ্জা পায় আর নেককাররা লাভ করে আনন্দ। অথবা আমল দেখানোর অর্থ আমলের ফলাফল দেখানো।

৭. অর্থাৎ প্রত্যেকের অণু পরিমাণ ভালো বা খারাপ আমল তার সামনে আনা হবে আর প্রত্যেক আমলের ব্যাপারে আল্লাহ যে ব্যবস্থা নেবেন, তা-ও অবলোকন করতে পারবে স্বচক্ষে।

www.icsbook.info

সূরা আল আ'দিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০০, আয়াত সংখ্যাঃ ১১, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا (১) فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا (২) فَالْمُغِيْرٰتِ
صُبْحًا (৩) فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا (৪) فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا (৫) اِنَّ الْاِنْسَانَ
لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ (৬) وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ (৭) وَاِنَّهٗ لِحُبِّ
الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ (৮) اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ (৯)
وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ (১০) اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ (১১)

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (আমি) শপথ (করছি) সেই দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর যারা (স্বীয় বক্ষদেশ থেকে) শব্দ বের করতে করতে (উর্ধশ্বাসে) দৌড়ায়।

[২] শপথ (করছি) এমন (সাহসী) ঘোড়ার যাদের ক্ষুরের (আঘাতে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয় [১]।

[৩] শপথ (করছি) এমন সব ঘোড়ার যারা (শত্রু শিবিরে) প্রত্যুষে আক্রমণ চালায় [২]।

[৪] (এবং এ আক্রমণের ফলে) যারা (আকাশে বাতাসে বিপুল পরিমাণ ধুলা উড়ায় [৩]।

[৫] (সর্বোপরি ভয়াবহ আক্রমণের মাধ্যমে) শত্রু শিবিরের মাঝামাঝি পৌঁছে যারা গোটা শিবিরকেই ছিন্নভিন্ন করে দেয় [৪]।

[৬] (প্রভুভক্ত ঘোড়াগুলোর আনুগত্যকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি, এই লুটতরাজ ও হানাহানিতে লিপ্ত) মানুষরা সত্যিই তার মালিকের সৃষ্টি ও অনুগ্রহের ব্যাপারে বড়োই অকৃতজ্ঞ [৫]।

[৭] (সম্পদের লোভ ও তার জন্যে হানাহানি ও রক্তারক্তি করে) মানুষ কেবল এই অকৃতজ্ঞতারই সাক্ষ্য বহন করে [৬]।

[৮] (অবশ্য এ ধরণের মানুষরা (হামেশাই) ধন দৌলতের মোহে বেশী পরিমাণে মত্ত ছিলো [৭]।

www.icsbook.info

[৯] (এই ধন সম্পদের লোভী) মানুষগুলো কি একথা জানে না যে, এই কবরের (মাঝে যাদের আজ দাফন করে রাখা হয়েছে একদিন তাদের) সবাইকে বের করে পুনরায় জীবিত করে তোলা হবে?

[১০] (শুধু তাদের নিজেদের দেহকেই বের করে আনা হবে না, প্রতিটি) মানুষের অন্তরে যতো কথা লুকিয়ে ছিলো তাকেও জনসমক্ষে বের করে আনা হবে [৮]।

[১১] তার যাচাই বাছাইও করা হবে, অতঃপর এদের কার কি হবে (কে কোথায় যাবে) তা সেদিন তাদের মালিকই সবচেয়ে বেশী জানবেন [৯]।

---

১. অর্থাৎ যে অশ্ব প্রস্তর বা প্রস্তরময় ভূমিতে খুরের আঘাতে আগুন ঝরায়।

২. আরবে ডাকাতদের ভোর রাত্রে অতর্কিতে লুটতরাজ আর হামলা চালানোর অভ্যাস ছিল। কারণ, এসময় প্রতিপক্ষ থাকে অসতর্ক, অপ্রস্তুত। কাজেই তারা বাধা দিতে পারে না, পারে না কোন রকম মোকাবেলা করতে। আর একেবারে গভীর রাত্রে হামলা চালানোকে তারা মনে করতো বীরত্ববিরোধী।

৩. অর্থাৎ এত দ্রুতগামী যে, ভোর রাত্রে যখন ঠান্ডা আর কুয়াশার কারণে পথঘাটে সাধারণত ধূলাবালি কম থাকে, তখনো তার খুরের আঘাতে ধূলা উড়ে।

৪. মানে তখন নির্ভয়ে-নির্দ্বিধায় শত্রু সৈন্য দলে প্রবেশ করে। এখানে অশ্বের শপথ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে যা প্রকাশ্যেই প্রতীয়মান হয়। আবার মোজাহিদ বাহিনীর শপথও উদ্দেশ্য হতে পারে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'এখানে মোজাহিদ ঘোড়সওয়ারদের কসম করা হয়েছে। আল্লাহর কাজে নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত এর চেয়ে বড় আর কি আমল হতে পারে?'

৫. অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় মোজাহিদ দলের সওয়ারদের বীরত্ব ও জানবাজী বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহর অনুগত আর কৃতজ্ঞ শোকরগুযার বান্দারা এরকমই হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া শক্তি-সামর্থকে তাঁর পথে ব্যয় করে না, সে নিম্নস্তরের নাশোকর এবং না-লায়েক—অকৃতজ্ঞ ও অযোগ্য। বরং চিন্তা করে দেখ যে, অবস্থার ভাষায় অশ্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যারা সত্যিকার মালিকের দেয়া জীবিকা আহার করে এবং দিবারাত্রি তাঁর অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর ফরমাবরদারী-আনুগত্য করে না, তারা পশুর চেয়েও অধম, তুচ্ছ এবং নিকৃষ্ট। একটা অশ্বকে মালিক কয়েকগাছি ঘাস আর দানা-পানি খাওয়ায়, এটুকু লালন-পালনের জন্য সে মালিকের আনুগত্যে জীবন বাজী রেখে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সওয়ার যেদিকে ইঙ্গিত করে, সেদিকে ছুটে চলে, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে যায় আর খুরের আঘাতে ধূলোবালি উড়াতে উড়াতে তুমুল-তীব্র বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে বীর-বিক্রমে বিনা দ্বিধায়। গোলা-বারুদের বৃষ্টি আর তীর-তরবারি-সঙ্গীনের মুখে বুকটান দিয়ে পিছু হটে না। বরং কোন কোন অনুগত অশ্ব সওয়ারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবনকেও বিপন্ন করে তোলে। এসব অশ্বের নিকট থেকে মানুষ কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করে? মানুষ কি চিন্তা করে যে, তারও তো পালনকর্তা মালিক আছে, যার আনুগত্যে জান-মাল ব্যয় করার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে? সন্দেহ নেই যে, মানুষ নিতান্তই না-শোকর, না-লায়েক—চরম অকৃতজ্ঞ, অযোগ্য। একটা অশ্ব, বরং একটা কুকুরের সমান আনুগত্যওদেখায় না সে।

www.icsbook.info

৬. মানে জানবাজ মোজাহিদ আর তাদের অশ্ববাজির শোকরগুযারী-কৃতজ্ঞতা তার চোখের সম্মুখেই রয়েছে। এর পরও তার কোন চেতনা হয় না, জাগে না তার কোন অনুভূতি। হযরত মওলানা মাহমূদুল হাসান (রঃ)-এর তরজমা অনুযায়ী আমরা এ ব্যাখ্যা করলাম। অন্যথায় অধিকাংশ তাফসীরকার এ বাক্যের অর্থ করেন, মানুষ নিজেই তার না-শোকরীর ওপর অবস্থার ভাষায় সাক্ষী। একটু নিজের বিবেকের আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করলে সে শুনতে পাবে যে, ভেতর থেকে তার অন্তর বলছে—তুই নিতান্তই অকৃতজ্ঞ, বড় না-শোকর। আবার কোন কোন অতীত মনীষী 'ইন্নাহু' যমীর বা সর্বনাম দ্বারা বুঝেছেন আল্লাহ, অর্থাৎ তার পালনকর্তা দেখতে পাচ্ছেন তার না-শোকরী এবং নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

৭. অর্থাৎ লোভ-লালসা, কৃপণতা আর ব্যয় না করা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। দুনিয়ার স্বর্ণরৌপ্য আর বিত্ত-বৈভবের ভালোবাসায় সে এমনই অন্ধ হয়েছে, এমনই নিমজ্জিত হয়েছে যে, আসল নেয়ামতদাতাকেও ভুলে বসেছে। সামনে গিয়ে পরিণতি কি দাঁড়াবে তা সে বুঝে না।

৮. অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে, যখন মৃতদেহ জীবিত করে কবর থেকে উত্তোলন করা হবে আর অন্তরে যা কিছু গোপন রয়েছে, সবই প্রকাশ করা হবে, তখন দেখতে পাবে, কী কাজে আসে এসব বিত্ত-বৈভব আর নালায়েক, না-শোকর লোকেরা কোথায় গিয়ে পালাবে? এ বেহায়া-বেশরম যদি এটুকু কথাও অনুধাবন করতে পারতো, তাহলে কখনো বিত্ত-বৈভবের ভালোবাসায় ডুবে গিয়ে এসব কান্ড করতো না।

৯. অর্থাৎ যদিও আল্লাহর জ্ঞান সর্বদা বান্দার যাহের-বাতেনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, কিন্তু সেদিন তাঁর জ্ঞান সকলের ওপর প্রকাশ পাবে। তখন অস্বীকার করার অবকাশ থাকবে না কারো।

www.icsbook.info

সূরা আল্ ক্বারিয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০১, আয়াত সংখ্যাঃ ১১, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ

رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَأُمُّهٗ

هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] এক মহা বিপদ! [২] (এক মহা বিপর্যয়!) কি সে বিপদ?

[৩] (কি সে বিপর্যয়?) তুমি সেই মহা বিপদের (ব্যাপারে) কিছু জানো কি [১]?

[৪] (তবে শোন, সে হচ্ছে এমন এক বিপদ ও দুর্ঘটনার দিন যখন গোটা সৃষ্টি জগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং) মানুষগুলো (সব আতংকগ্রস্ত হয়ে আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পতঙ্গের মতো (এদিক সেদিক ইতস্ততঃ) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে [২]।

[৫] পাহাড়গুলো (মহা ধ্বংসে পড়ে) রঙবেরঙের ধুনা পশমের মতো (চারদিক) উড়তে থাকবে[৩]।

[৬] (এরপর শুরু হবে হিসাব কিতাবের পালা। হিসাব দিতে গিয়ে) যাদের ভালো (নেকী ও ন্যায়ের) পাল্লার ওজন বেশী হবে তারা (অনন্তকাল ধরে) সুখের জীবন লাভ করবে [৪]।

[৭-৮] আর যার পাল্লা (ভালোর চেয়ে মন্দের, ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়ের পরিমাণ বেশী হবে) তার স্থান হবে (সেই ভয়াবহ আযাবের স্থল) হাবিয়ায়।

www.icsbook.info

[৯-১০] তুমি কি সেই (ভয়াল আযাবের) গর্তটির পরিচয় জানো না?

[১১] মূলতঃ তা হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত আগুনের এক বিশাল কুন্ডলি [৫]। (যা এই হতভাগ্য মানুষদের জন্যে রেখে দেয়া হয়েছে)।

---

১. কারিয়াহ অর্থ কেয়ামত। চরম ভয়-ভীতি আর ত্রাস সেদিন অন্তরকে আর বিকট-বজ্র নিনাদ সেদিন কর্ণকে আঘাত করবে মানে কেয়ামতের ঘটনার সে ভয়ংকর দৃশ্য কি বর্ণনা করা যায়! এখানে শুধু তার কয়েকটা লক্ষণের কথা বলে দেয়া হচ্ছে। এসব লক্ষণ থেকে তার তীব্রতা-কঠোরতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যাবে।

২. মানে এক একজন বেদিশা হয়ে এক এক দিকে ছুটে যাবে। এখানে পতঙ্গের সঙ্গে উপমা দেয়া হয়েছে দুর্বলতা, সংখ্যাধিক্য এবং বেদিশা হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করায়।

৩. অর্থাৎ ধুনকার যেমন তুলা-রুই ধুনাই করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করে উড়ায়ে দেয়, তেমনি টুকরো-টুকরো হয়ে পর্বত উড়ে যাবে। আর রঙ্গীন তুলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, রঙ্গীন তুলা বেশ দুর্বল এবং হাল্কা হয়। ওপরন্তু কোরআন মজীদে অন্যত্র পর্বতের রংও কয়েক ধরনের বলে উল্লেখ করা হয়েছে,

-পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে নানা রঙ্গের নানা বর্ণের সাদা, লাল ও নিকষ কালো (সূরা ফাতির, রুকূ ৪)।

৪. অর্থাৎ যাদের আমল ওজনী হবে, সেদিন তারা থাকবে মন মতো আরাম-আয়েশে। আর আমলের ওজন হবে এখলাস তথা নিষ্ঠা-আন্তরিকতা এবং ঈমানের বিবেচনায়। দেখতে যত বড় আমলই হোক না কেন, তাতে যদি এখলাস-নিষ্ঠার প্রাণসত্তা না থাকে, তবে আল্লাহর দরবারে তার কোন ওজনই থাকবে না, কেয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য দাঁড় করাবো না কোন ওজন (সূরা কাহফ, রুকূ ১২)

৫. মানে জাহান্নামের সে স্তরে যে আযাব রয়েছে, তা কারো বোধগম্য হতেই পারে না। তবে কেবল এটুকু বুঝে নাও যে, নিতান্ত গরম দাউ দাউ করা আগুন, তার তুলনায় অন্য আগুনকে গরম বলাই ঠিক নয়।

আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া-অনুগ্রহে আমাদেরকে তা থেকে এবং সব ধরনের আযাব থেকে নাজাত দিন।

www.icsbook.info

সূরা আত্ তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০২, আয়াত সংখ্যাঃ ৮, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا
لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ
لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] সম্পদের প্রাচুর্য ও (বৈষয়িক) স্বার্থের প্রতিযোগিতা তোমাদের (জীবনের আসল লক্ষ্য থেকে) গাফেল করে রেখেছে।

[২] (আর এ অহংকার ও উদাসীনতা শেষ হবার আগেই) একদিন তোমাদের সামনে তোমাদের মৃত্যুর ক্ষণটিও এসে হাজির হবে [১]।

[৩] (আসলে) এমনটি (হওয়া কখনো উচিত) নয়, অচিরেই তোমরা (তোমাদের এই উদাসীনতা ও গাফলতির পরিণাম) জানতে পারবে।

[৪] (আমি) আবার বলছি, (এমনি গাফলতিতে তোমাদের নিমজ্জিত থাকা কখনো উচিত নয়), তোমরা অতি সত্ত্বর জানতে পারবে [২]

[৫] (তোমরা কি ভুল করছো। আমি তোমাদের অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে,) তোমরা যদি সত্যিই কোনো সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে একথাটা জানতে পারতে [৩] (যে, এ জঘন্য কাজের পরিণাম কি, তাহলে কখনো প্রাচুর্যের মোহে এই বৈষয়িক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে জীবনের আসল মাকসুদকে তোমরা ভুলে যেতে না)।

[৬] (হিসাব কিতাবের মুহূর্ত এসে গেলে) তোমরা অবশ্যই (এই কাজের পরিণাম ফল) জাহান্নাম দেখতে পাবে।

[৭] (এটা নিশ্চিত জেনে রেখো) এমনি এক জাহান্নাম তোমরা তোমাদের নিজ চোখেই দেখতে পাবে [৪]।

www.icsbook.info

[৮] (আর এও জেনে রেখো যে) সেদিন আল্লাহ্ তায়ালা (এ দুনিয়ায় যতো রকম) সম্পদ ও নেয়ামত (দান করেছেন তার প্রতিটি জিনিসের প্রয়োগ ও ব্যবহার) সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন ৫ ।

---

১. অর্থাৎ সম্পদ আর সন্তানের প্রাচুর্য এবং দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামের মোহ মানুষকে গাফলাতে ডুবিয়ে রাখে। মালিকের ধ্যান মনে জাগতে দেয় না, জাগতে দেয় না আখেরাতের চিন্তা। দিবা-রাত্রি কেবল একটা ধান্দা-ই লেগে থাকে—ধন-দওলতের প্রাচুর্য চাই, আমার দল আর সাঙ্গো পাঙ্গ হবে সবার ওপরে বিজীয়। মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত গাফলাতের এ পর্দা অপসারিত হয় না। মৃত্যু আসার পর কবরে গিয়ে বোঝা যাবে, উপলব্ধি জাগবে যে, ভীষণ গাফলাত আর ভুলের মধ্যে নিপতিত ছিলাম। কেবল কয়েক দিনের কোলাহল। মৃত্যুর পর সেসব উপকরণ হবে তুচ্ছ, বরং গলার ফাঁস।

(কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে তো কতদূর বিশুদ্ধ আল্লাহই ভালো জানেন) যে, একদা দু'টি গোত্র নিজ নিজ দলবলের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অহংকার করছিল। মুখোমুখি হলে দেখা গেল, এক দলের লোকবল অপর গোত্রের চেয়ে কম। তখন সে বললো, আমাদের এত লোক যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। বিশ্বাস না হলে কবরস্থানে গিয়ে গোর শুমার করে দেখতে পার। সেখানে টের পাবে, আমাদের দলবল তোমাদের চেয়ে কতো বেশী। আমাদের মধ্যে কতো নাম-করা লোক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ কথা বলে সে কবরগুলো শুমার করা শুরু করে। এহেন গাফলাত আর জাহালাত সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য সূরাটি নাযিল হয়। তরজমায় উভয় অর্থের অবকাশ রয়েছে।

২. অর্থাৎ দেখ, বারবার তাকীদ আর গুরুত্ব দিয়ে বলা হচ্ছে যে, ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যই কাজে আসার জিনিস-তোমাদের একথা ঠিক নয়। অবিলম্বেই তোমরা জানতে পারবে যে, এসব তুচ্ছ আর নশ্বর জিনিস কখনো গর্ব-অহংকারের বস্তু হতে পারে না। আরো অনুধাবন কর যে, আখেরাত এমন বিষয় নয়, যা অস্বীকার করা যায়, নয় তা গাফলাতে পড়ে থাকার মতো কোন বিষয়। সামনে অগ্রসর হয়ে অতি শীঘ্রই তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আসল জীবন আরাম-আয়েশ হচ্ছে আখেরাতের আর আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য স্বপ্নের চেয়ে বেশী নয়। দুনিয়াতেও কোন কোন মানুষের নিকট এ তত্ত্ব অল্প-বিস্তর উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু কবরে পৌঁছার পর এবং অতপর হাশর ময়দানে সকলের নিকট এতত্ত্ব ভালোভাবে প্রকাশ পাবে।

৩. মানে তোমাদের ধারণা কিছুতেই ঠিক নয়। তোমরা যদি সঠিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জানতে পারতে যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত উপকরণ একেবারেই তুচ্ছ-নগণ্য, তাহলে কিছুতেই তোমরা এমন গাফলতে পড়ে থাকতে না।

৪. অর্থাৎ এ অবহেলা আর অস্বীকৃতির পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। তোমাদেরকে তা দেখতেই হবে। প্রথমে তার কিছু নিদর্শন দেখতে পাবে আলমে বরযখে। অতপর আখেরাতে ভালোভাবে দেখে 'আইনুল ইয়াকীন' তথা দিব্য প্রত্যয় হাসিল হবে।

৫. অর্থাৎ তখন বলবো—বল দেখি, দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মূল্য কী ছিল? অথবা তখন জিজ্ঞাসা করা হবে যে, দুনিয়াতে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছিল (যাহেরী, বাতেনী, প্রাকৃতিক-অতিপ্রাকৃতিক, দৈহিক এবং আত্মিক) তোমরা সেসব নেয়ামতের কী হক আদায় করেছিলে! সত্যিকার নেয়ামতদাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছিলে?

www.icsbook.info

সূরা আল আসর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০৩, আয়াত সংখ্যাঃ ৩, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (মানব জাতির গোটা) ইতিহাসের কসম করে বলছি [১],

[২] অবশ্যই এই মানুষরা (সব সময়ই ছিলো) ক্ষতিগ্রস্ত [২]।

[৩] এই ক্ষতি থেকে শুধু তারাই অব্যাহতি পেয়েছে, যারা (এই বিশ্ব প্রতিপালকের ওপর) ঈমান এনেছে। (শুধু ঈমানের মৌখিক দাবী করেই এরা বসে থাকেনি, ঈমানের নির্দেশ মোতাবেক সদা) নেক কাজ করেছে, (ব্যক্তি জীবনের এ নেকীর পাশাপাশি এরা দুনিয়ায়ও) পরস্পর পরস্পরকে সেই মহাসত্য (ও তার অনুসৃত জীবন পদ্ধতির) অনুসরণের কথা বলেছে, (সর্বশেষে এই সত্যের পথে চলতে গেলে যেসব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তাতে) এরা একে অপরকে ধৈর্য ধরারও উপদেশ দিয়েছে [৩]।

---

১. আস্‌র বলা হয় যমানা বা কাল-কে। মানে কালের শপথ, মানুষের বয়স-আয়ুও যার অন্তর্ভুক্ত, পরিপূর্ণতা আর সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এ কালকে এক মহামূল্যবান সম্পদ বিবেচনা করা উচিত। অথবা শপথ আসর নামাযের সময়ের, কাজ-কারবারের দুনিয়ায় যে সময়টা খুবই ব্যস্ততার, আর শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও সে সময়টা বেশ ফযীলতের। নবী ইরশাদ করেছেন—যার আসর নামায বাদ পড়েছে, তার যেন বাড়ী-ঘর সবই লুণ্ঠিত হয়েছে। অথবা শপথ আমাদের নবীর মোবারক কালের, যাতে মহান রেসালত ও খেলাফতের আলো বিকশিত হয়েছিল পরিপূর্ণ জাঁকজমকের সঙ্গে।

www.icsbook.info

২. এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে যে, বরফ বিক্রেতার মতো তার ব্যবসার মূল পুঁজি—যাকে বলা হয় প্রিয় জীবন—প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে চলেছে। এ সময়ের মধ্যে যদি এমন কিছু কাজ না করা হয়, যাতে ক্ষয়িত-ব্যয়িত সময়টুকু কাজে লাগতে পারে (বরং এক অবিনশ্বর ও চিরন্তন সম্পদ হয়ে চিরকালের জন্য কল্যাণপ্রদ হতে পারে) তাহলে ক্ষয়-ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। যুগের ইতিহাস পাঠ করলে এবং স্বয়ং নিজের জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, এ বিষয়ে সামান্যতম চিন্তাভাবনা করলেও প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করে যারা কাজ করেছে, ভবিষ্যত সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে নিছক সুখ-সম্ভোগেই যারা সময় অতিবাহিত করেছে, শেষ পর্যন্ত তারা কেমন ব্যর্থ-বিফল, বরং বিনাশ হয়ে গেছে। মানুষের উচিত সময়ের মূল্য অনুধাবন করা এবং প্রিয় জীবনের মুহূর্তগুলোকে নিছক অবহেলা-অনাচার বা খেলাধূলায় নিঃশেষ না করা। নাম-মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্ব-কর্তৃত্ব অর্জনের যে সময়, বিশেষ করে এক এক মহামূল্যবান সময়, যখন রেসালাতের সূর্য প্রচন্ড আলোর দ্বারা সারা দুনিয়াতে আলোকিত করে তুলছে, সে সময়টা যদি অবহেলা আর বিস্মৃতিতে অতিবাহিত করা হয়, তবে মনে করবে যে, মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না। সৌভাগ্যবান তারা, যারা নশ্বর আয়ুকে অবিনশ্বর আর অকর্ম জীবনকে সকর্ম করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে। যারা শ্রেষ্ঠ সময় আর উত্তম সুযোগকে গনীমত জ্ঞান করে সৌভাগ্য ও কামালিয়াত অর্জনের চেষ্টায় তৎপর থাকে, এরা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের সম্পর্কে পরে বলা হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের চারটি জিনিস প্রয়োজন। এক, আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁদের হেদায়াত আর ওয়াদার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা—তা দুনিয়া সম্পর্কিত হোক, কিংবা আখেরাত সম্পর্কিত। দুই, সে ঈমান আর একীনের প্রভাব কেবল মন-মানস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা, বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা প্রকাশ করা এবং তার বাস্তব জীবনে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানো। তিন, কেবল নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার আর কল্যাণ নিয়েই তুষ্ট না থাকা, বরং দেশ ও জাতির সামষ্টিক স্বার্থকেও সম্মুখে রাখা। দু'জন মুসলমান একত্র হলে নিজের কথা এবং কাজের দ্বারা একে অপরকে সত্য দ্বীন মেনে চলার এবং প্রতিটি কাজে সত্য আর সততা অবলম্বনের তাকীদ করা। চার, প্রত্যেকে একে অপরকে এ নসীহত আর ওসীয়ত করা যে, সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে যত বাধা-বিপত্তি আর যত অসুবিধা, বিপদাপদ দেখা দেবে, বা যদি মন-মানসের বিরোধী কাজও বরদাশ্‌ত করতে হয়, তাহলেও ধৈর্যও সবরের সঙ্গে তা বরদাশ্‌ত করতে হবে। পুণ্য আর কল্যাণের পথ থেকে পা যেন কখনো স্খলিত হয়ে না পড়ে—এ ওসীয়ত করা। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে এ চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে এবং যিনি নিজে পূর্ণাঙ্গ হয়ে অন্যদেরকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য চেষ্টা চালাবেন, যুগের পাতায়, কালের পৃষ্ঠায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আর এমন ব্যক্তি যেসব চিহ্ন-নিদর্শন রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন, তা 'বাকিয়াতে সালেহাত' তথা অবশিষ্ট নেক কাজ হিসাবে সর্বদা তার নেকীতে সংযোজন ঘটাবে। বস্তুত এক্ষুদ্র সূরা সমস্ত দ্বীন ও হেকমতের সার-সংক্ষেপ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) যথার্থ বলেছেন যে, কোরআন শরীফের মধ্য থেকে যদি কেবল এ সূরাটাই নাযিল করা হতো, তাহলেও বুদ্ধিমান বান্দাদের হেদায়াতের জন্য তা যথেষ্ট হতো। অতীত মনীষীদের মধ্যে দু'জন একত্র হলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে একে অপরকে সূরাটা পাঠ করে শুনাতেন।

www.icsbook.info

সূরা আল হুমাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০৪, আয়াত সংখ্যাঃ ৯, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّدَهُ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝٣ كَلَّا
لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧
إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (এক মর্মান্তিক) দুর্ভোগ রয়েছে এমন ব্যক্তির জন্যে, যে (মানুষদের সম্পদের আধিক্য ও ক্ষমতার দম্ভের কারণে) মুখোমুখি অপমান করে, (লাঞ্ছনা করে) পেছনে পেছনে তাদের বদনাম (ও নিন্দা) করে বেড়ায় [১]।

[২] (সম্পদের লোভে অন্ধ হয়ে) যে (কাড়ি কাড়ি) অর্থ জমা করে এবং (বিনষ্ট হওয়ার আশংকায়) তা গুণেগুণে রাখে [২]।

[৩] সে (নরাধম) মনে করে (তার গুণে রাখা) অর্থ বুঝি তাকে এ দুনিয়ায় অমর (চিরঞ্জীব) করে রাখতে পারবে [৩]।

[৪] (কোনো অবস্থায় সে যেন এ ধরণের ভ্রান্ত ধারনায় নিমজ্জিত না হয়। (তার) অর্থ সম্পদ কোনেদিনই তার কোনো কাজে আসবে না।বরং নির্ঘাত (তার জমানো অর্থ সম্পদ) অল্পদিনের মধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণকারী এক গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে [৪]।

[৫] তুমি কি জানো, এ বিচূর্ণকারী গর্তটি কেমন?

[৬] (এ হচ্ছে সম্পদ-লোভী পাপীষ্টদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব প্রজ্জ্বলিত এক আগুন!

[৭] (এ আগুনের দহন এতো মারাত্মক যে,) তা মানুষের হৃদয় মনকেও জ্বালিয়ে ছাই ভস্ম করে দেবে [৫]।

www.icsbook.info

[৮] (এই কঠোর অগ্নি কুন্ডলীতে তাদের বন্ধ করে) তার ওপর ঢাকনা চাপা দিয়ে রাখা হবে[৬]।

[৯] (যেন পাপীদের আযাব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সব কয়টি দরজার ঢাকনা বন্ধ করে তা যেন খুলে না যায় সে জন্যে) উঁচু উঁচু থাম দিয়ে তাকে শক্ত করে গেড়ে রাখা হবে [৭]।

---

১. মানে নিজের খবর নেই, অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বিদ্রূপ করে এবং মানুষের বাস্তব-অবাস্তব দোষ খুঁজে বেড়ায়।

২. অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আর দোষ খুঁজে বেড়াবার উৎস হচ্ছে অহংকার আর অহংকারের উৎস হচ্ছে অর্থ-সম্পদ। লোভের বশবর্তী হয়ে চারিদিক থেকে অর্থ সঞ্চয় করে আর কার্পণ্যের বশবর্তী হয়ে গুণে গুণে রাখে, যাতে ব্যয় হয়ে না যায়, হাত-ছাড়া হয়ে না যায়। অধিকাংশ কৃপণ ধনীদেরকে দেখে থাকবে, তারা বারবার টাকা গণনা করে, হিসাব করে। এতেই তারা মজা পায়।

৩. মানে তার আচরণ থেকে বুঝা যায়, এ অর্থ যেন কখনো তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। বরং আসমানী-যমীনী আপদ থেকে সদা তাকে রক্ষা করবে।

৪. অর্থাৎ এ ধারণা নিতান্তই ভুল। সম্পদ তো কবর পর্যন্তও সঙ্গে যাবে না। তারপর আর কি কাজে আসবে? সব সম্পদ এমনিতেই পড়ে থাকবে। আর সে হতভাগাকে তুলে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৫. অর্থাৎ মনে রাখতে হবে যে, বান্দাদের নয়, বরং আল্লাহর জ্বালানো এ আগুন। সে আগুনের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না, বড়ই সতর্ক সে আগুন। উঁকি মেরে অন্তরের পর্যন্ত খবর নেয়। যে অন্তরে ঈমান আছে, তাকে জ্বালায় না। যে অন্তরে কুফরী আছে, তাকেই জ্বালায়। তার জ্বালা দেহকে স্পর্শ করা মাত্র অন্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। বরং এক রকম অন্তর থেকে শুরু করে দেহে বিস্তার লাভ করে। রূহ থেকে দেহ পর্যন্ত জ্বলবে, কিন্তু তারপরও এ পাপী-অপরাধী মরবে না। মরতে পারবে না। জাহান্নামীরা কামনা করবে হায়! মৃত্যু এসে যদি জীবনের অবসান ঘটাতো। যদি অবসান ঘটাতো আযাবের। কিন্তু এ কামনা পূর্ণ হবে না।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে এবং সব ধরনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

৬. মানে কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। বের হওয়ার পথ থাকবে না। সেখানে পড়ে থেকে সদা জ্বলবে।

৭. অর্থাৎ আগুনের লুয়া হবে দীর্ঘ স্তম্ভের মতো উঁচু। অথবা এ অর্থ যে, জাহান্নামীদেরকে বড় বড় স্তম্ভের সঙ্গে কষে বাঁধা হবে, যাতে জ্বলার সময় একটুও নড়াচড়া করতে না পারে। কারণ, এ দিক-সেদিক নড়া করলেও নামমাত্র হলেও আযাব কিছুটা হাল্কা বোধ হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের মুখে লম্বা লম্বা স্তম্ভ নিক্ষেপ করে ওপর থেকে প্রশস্ততা দেয়া হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

www.icsbook.info

সূরা আল ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০৫, আয়াত সংখ্যাঃ ৫, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ١
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ٢ وَأَرْسَلَ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ
مِّن سِجِّيلٍ ٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍۭ ٥

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] তুমি কি (নিকট ইতিহাস থেকে) দেখো নি (যে, কাবা ধ্বংস করার জন্যে যারা দম্ভ ভরে এগিয়ে এসেছিলো) তোমার মালিক সেই হাতিওয়ালাদের সাথে কি ধরণের ব্যবহার করেছেন [১]?

[২] আল্লাহ্ তায়ালা কি এ (জালেম)দের যাবতীয় কুটিল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন নি[২]?

[৩] এবং তিনি কি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী তাদের (শাস্তি দেয়ার জন্যে) পাঠাননি?

[৪] (এবং আল্লাহর আদেশে) এ পাখীগুলো কি (হাতি সজ্জিত) বাহিনীর ওপর কালো কালো পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করে নি [৩]?

[৫] (অতঃপর গোটা বাহিনীই হয়ে পড়লো) জন্তু জানোয়ারের খেয়ে যাওয়া কিছু লতাপাতার মতো [৪]।

---

১. অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, তা অবশ্যই তোমার জানা আছে। কারণ, ঘটনাটি ঘটেছিল নবীর জন্মের মাত্র কয়েকদিন আগে। ঘটনাটা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, এটা ছিল সকলেরই মুখে মুখে। নিকটতর কালের ঘটনা বিধায় এবং একাদিক্রমে ঘটনাটি বর্ণিত বলে তার জ্ঞানকে দেখা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

www.icsbook.info

২. অর্থাৎ তারা চেয়েছিল আল্লাহর কাবা উজাড় করে নিজেদের কৃত্রিম কাবা আবাদ করতে। আল্লাহ্ তাদের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করেছেন এবং সমস্ত ব্যবস্থা অকার্যকর করেন। কা'বা ধ্বংস করার চিন্তায় তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে ।

৩. 'আস্হাবে ফীল' তথা 'হস্তী বাহিনীর' কাহিনী সংক্ষেপে এরকম, হাবশা বা আবিসিনিয়ার বাদশাহের পক্ষ থেকে ইয়ামানে 'আবরাহা' নামে একজন শাসনকর্তা ছিল। সে দেখলো, গোটা আরবের লোকেরা কা'বা শরীফে হজ্জ করতে যায়। তার ইচ্ছা হলো, হজ্জ করার জন্য সকলে আমাদের দেশে আসুক। সে জন্য একটা ব্যবস্থাও চিন্তা করলো, খৃষ্ট ধর্মের নামে একটা প্রকান্ড গীর্জা নির্মাণ করতে হবে। এতে থাকবে সব রকম জাঁকজমক, বিনোদন আর চিত্তাকর্ষণের সব রকম উপায়-উপকরণ। এভাবে লোকেরা আসল কা'বা বাদ দিয়ে নকল কাবায় ছুটে আসবে। মক্কায় হজ্জ করা বাদ যাবে। সান্‌আয় (ইয়ামানের এক বিরাট শহর) সে কৃত্রিম কা'বার ভিত্তি স্থাপন করলো। এখানে সে প্রাণ খুলে টাকা-পয়সা ব্যয় করলো। কিন্তু এত কিছুর পরও মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হলো না। আরবরা, বিশেষ করে কুরাইশরা এ সম্পর্কে জানতে পেরে বেশ ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ হলো। কেউ ঘৃণা ভরে সেখানে গিয়ে মলত্যাগ করে এলো। কেউ কেউ বলেন, কোন আরব আগুন জ্বালায়, বাতাস আগুন উড়িয়ে নিয়ে যায় সে ইমারতে। আব্‌রাহা ক্রুদ্ধ হয়ে কা'বা শরীফের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করে। হস্তী সম্বলিত বিপুল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বহির্গত হয় কা'বা শরীফ ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে। পথে আরবের যেসব কবীলা প্রতিরোধ করে, তাকে মেরে ঠান্ডা করে দেয়। নবীর দাদা আবদুল মোত্তালেব ছিলেন তখন কুরাইশের নেতা এবং কা'বার বড় মোতাওয়াল্লী। তিনি জানতে পেরে বললেন—লোক সকল! তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর। কা'বা যাঁর গৃহ, সে-ই তা রক্ষা করবে। আব্‌রাহা পথ পরিষ্কার দেখে নিশ্চিত বিশ্বাস করলো, এখন কা'বার ধ্বংস সাধন করা খুব কঠিন কাজ নয়। কারণ, সেদিক থেকে মোকাবেলা করার কেউই নেই। সে যখন ওয়াদিয়ে মাহ্শার (মক্কার নিকটবর্তী একটা স্থান) এসে উপস্থিত হয়, তখন সমুদ্রের দিক থেকে হলুদ আর সবুজ রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীর ঝাঁক চোখে পড়ে। প্রতিটি পাখীর ঠোঁটে আর পাঞ্জায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কংকর। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী সৈন্যদের ওপর কংকর বর্ষণ করে। আল্লাহর কুদরতে কংকরগুলো বন্দুকের গুলীর চেয়েও বেশী কাজ করে। যারই গায়ে লাগতো, একদিক থেকে প্রবেশ করে অন্যদিক থেকে বেরিয়ে যেতো। রেখে যেতো এক বিষাক্ত উপাদান। অনেক সৈন্য ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। যারা পলায়ন করে, তারাও অনেক বড় কষ্ট ভোগ করে মারা যায়। নবীর জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে এ ঘটনা ঘটে। কারো কারো মতে ঠিক সেদিনই নবীর জন্ম হয় আর এ ঘটনা ছিল তাঁর একটা 'কারামত'। যেন এটা ছিল তারই আগমনের একটা আসমানী নিদর্শন। এ ছিল এক গায়েবী ইঙ্গিত, আল্লাহ্ যেমন স্বভাব বিরুদ্ধ উপায়ে অলৌকিক ভাবে নিজ গৃহের হেফাযত করেছেন, সে গৃহের সবচেয়ে পবিত্র মুতাওয়াল্লী এবং সবচেয়ে বড় পয়গাম্বরের হেফাযতও তিনি ঠিক সে ভাবেই করবেন এবং কা'বা আর কাবার সত্য খাদেমের মূলোৎপাটনের মওকা দেবেন না তিনি খৃষ্ট ধর্ম বা অন্য কোন ধর্মকে।

৪. ষাড়-গাভী ইত্যাদি ভক্ষণ করে অবশেষে যা পরিত্যাগ করে। মানে এমনই বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, কদাকার, অকেজো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ।

www.icsbook.info

সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০৬, আয়াত সংখ্যাঃ ৪, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ① اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ

وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ③

الَّذِیْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ④

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (কাবার পাহারাদার) কোরাইশ বংশের নিরাপত্তার জন্যে,

[২] তাদের শীত ও গরমকালের (বাণিজ্যিক) সফরের নিরাপত্তার জন্যে,

[৩] (আমি হাতি সজ্জিত সেনাবাহিনীকে বিধ্বংস করে তাদের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছি। আমার এ বিশাল অনুগ্রহের জন্যে এই ঘরে দেবদেবী না বসিয়ে) এই ঘরের মূল মালিকের ইবাদাত করা উচিত।

[৪] (এই ঘরকে হজ্বের কেন্দ্রবিন্দু করার মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তাদের দুর্দিনে খাবার সরবরাহ করেছেন। এবং (এই ঘরকে নিরাপদ ভূমি করার মধ্য দিয়ে) কোরাইশদের (জীবনকেও) তিনি যাবতীয় ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন [১]।

১. মক্কায় খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। একারণে কোরাইশের অভ্যাস ছিল সারা বৎসরে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দু'টা সফর করতো। শীতকালে ইয়ামনের দিকে, কারণ, ইয়ামন ছিল গরম দেশ এবং গরম কালে সিরিয়ায়, কারণ, সিরিয়া ছিল ঠান্ডা এবং সবুজ-শ্যামল। হেরেমের অধিবাসী আর বায়তুল্লাহর খাদেম মনে করে লোকেরা তাদেরকে বেশ সম্মানের চোখে দেখতো। তাদের খেদমত করতো এবং তাদের জান-মালে কোন রকম বাধ সাধতো না, হতো না কোন রকম অন্তরায়। ফলে তারা কাংখিত মুনাফা অর্জন করতো। এরপর সুখে-শান্তিতে গৃহে অবস্থান করে খেতো আর খাওয়াতো। হেরেম শরীফের চারিদিকে লুটতরাজ চলতো, কিন্তু কা'বা শরীফের আদব আর সম্মানের কারণে কোন চোর-ডাকাত কোরাইশের ওপর হাত বাড়াতো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ গৃহের বদৌলতে

www.icsbook.info

তোমাদেরকে জীবিকা দান করেছি, দিয়েছি শান্তি-স্বস্তি আর নিরাপত্তা। 'আস্‌হাবে ফীল' -এর আঘাত থেকে হেফাযত করেছি, তার পরও সে গৃহের মালিকের বন্দেগী কেন কর না? কেন উত্ত্যক্ত কর তাঁর রসূলকে? এটা চরম না-শোকরী আর অকৃতজ্ঞতা নয়? অন্য কথা না হয় না-ইবা বুঝলে, এমন স্পষ্ট বাস্তব বুঝা কি কোন কঠিন কাজ?

সূরা আল মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০৭, আয়াত সংখ্যাঃ ৭, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝١ فَذَٰلِكَ الَّذِي
يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝٣
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] তুমি কি সে ব্যক্তির কথা (কখনো) ভেবে দেখেছো, যে শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করে [১]।

[২] এ তো হচ্ছে সে ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় [২]। (তার সাথে কঠোর ব্যবহার করে)।

[৩] গরীব মিসকীনদের খাবার দিতে অন্যদের উৎসাহ দেয় না [৩]।

[৪] (মর্মান্তিক) দুর্ভোগ রয়েছে সেসব (মুনাফিক) নামাযীদের জন্যে,

[৫] যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে [৪]।

[৬] (এসব মুনাফিকদের আরেকটি চরিত্র হচ্ছে নামাযসহ অন্যান্য) কাজকর্ম এরা অন্যকে দেখানোর জন্যে করে [৫]

[৭] এবং (দৈনন্দিন জীবনের) ছোটখাটো জিনিস পর্যন্ত (এরা গরীব মিসকিনদের) দিতে চায় না [৬]।

www.icsbook.info

১. অর্থাৎ সে মনে করে যে, ইনসাফ হবে না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো-মন্দের বিনিময় দেয়া হবে না কখনো। কেউ কেউ দ্বীন অর্থ করেছেন মিল্লাত। অর্থাৎ ইসলামী মিল্লাত আর সত্য ধর্মকে অবিশ্বাস করে, যেন মযহাব্-মিল্লাত তার নিকট কোন কিছুই নয়।

২. অর্থাৎ এতীমের প্রতি সমব্যথা আর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করা তো দূরের কথা, বরং তার সঙ্গে পাষাণহৃদয়তা আর অসচ্চরিত্রতার আচরণই করা হয়।

৩. অর্থাৎ নিজেও গরীব-অভাবীদের খবর নেয় না, অন্যদেরকেও এজন্য উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করে না। এটা স্পষ্ট যে, এতীম-অভাবীদের খরচ নেয়া আর তাদের অবস্থায় দয়াপরবশ হওয়া দুনিয়ার সকল ধর্ম ও মিল্লাতের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এটা সেসব উন্নত চরিত্রের অন্তর্গত, যার সৌন্দর্য সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞানীরা একমত। অতপর যে ব্যক্তি এসব প্রাথমিক-মৌলিক চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকেও মুক্ত, বুঝতে হবে যে, সে মানুষ নয়, পশু। দ্বীনের সঙ্গে এমন লোকের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আল্লাহর সঙ্গেই বা তার কী সম্পর্ক হতে পারে?

৪. অর্থাৎ সে জানে না যে, নামায কার সঙ্গে মোনাজাত, কার প্রতি আকুল আকুতি, কী এর উদ্দেশ্য আর কতটা যত্ন আর গুরুত্বের উপযুক্ত। কখনো পড়লো, কখনো পড়লো না—এটা কেমন নামায হলো? সময়ে-অসময়ে দাঁড়িয়ে গেল, কথায় কথায় আর দুনিয়ার ধান্দায় জেনেশুনে সময় সংকীর্ণ করে তুললো, এরপর পড়লেও চার ঠোকর মেরে এলো; কোন খবরই নেই যে, কার সম্মুখে দাঁড়াচ্ছে আর 'আহকামুল হাকেমীন'-এর দরবারে কোন্ শানে, কোন্ অবস্থায় হাজিরা দিচ্ছে! আল্লাহ কি কেবল আমাদের উঠা-বসা-সেজদাগত হওয়া আর সোজা হওয়াকেই দেখেন? তিনি কি আমাদের অন্তরকে দেখেন না? তিনি কি দেখেন না যে, তাতে এখলাস-নিষ্ঠা আর বিনয়ের রং কতটুকু বর্তমান রয়েছে। মনে রাখবে, স্তরে স্তরে এসব ধরন নামায সম্বন্ধে উদাসীন থাকায়ই পর্যায়ভুক্ত। অতীত মনীষীরা স্পষ্ট করে একথা বলেছেন।

৫. মানে কেবল নামাযই নয়, তাদের সমস্ত আমল, সমস্ত কর্মকান্ডই লোক-দেখানো ও প্রদর্শনীমুক্ত নয়। যেন স্রষ্টা থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে সৃষ্টিকে তুষ্ট করাই কেবল তাদের উদ্দেশ্য।

৬. অর্থাৎ যাকাত, সদকা ইত্যাদি আদায় করা তো দূরের কথা, মামুলী চাওয়ার-দেওয়ার জিনিসও (যেমন বালতি, রশি, হাঁড়িপাতিল, কুঠার, সুঁই-সুতা ইত্যাদি) কেউ চাইলে দেয় না। অথচ এসব দেয়ার রেওয়াজ সারা দুনিয়ায় ব্যাপক। কার্পণ্য আর পাপাচারের যখন এ অবস্থা, তখন রিয়াকারী আর লোক-দেখানোর নামাযেই আর কি লাভ হবে, কোন্ কল্যাণ সাধিত হবে? কেউ যদি নিজেকে মুসলমান বলে এবং বলায় কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে এখলাস-নিষ্ঠা-আন্তরিকতা আর মাখ্লুকের সঙ্গে হামদর্দী-সমবেদনা বজায় রাখে না, এমন লোকের ইসলাম একটা অর্থহীন শব্দ। আর তার নামায হাকীকত-বাস্তবতা থেকে দূরে বহু দূরে। এ রিয়াকারী আর বদ-আখলাকী তো সেসব হতভাগার রীতি হওয়া উচিত, আল্লাহর দ্বীন আর প্রতিফল দিবসের প্রতি যাদের কোন আস্থাই নেই।

www.icsbook.info

সূরা আল কাউসার

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০৮, আয়াত সংখ্যাঃ ৩, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَٱنْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۝٣

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (হে নবী) আমি তোমাকে বিপুল পরিমাণ নেয়ামতসহ কাউসার দান করেছি [১]।

[২] (এ অগুণতি অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তুমি (আমার স্মরণের জন্যে) নামায কায়েম করো এবং (আমারই উদ্দেশ্যে) কোরবানী করো [২]।

[৩] (দুশমনের হীন কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় তুমি মনোক্ষুন্ন হয়ো না। শেষ পর্যন্ত এটাই দেখা যাবে যে,) তোমার নিন্দুকরা হবে সবাই সমাজ গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন, (ঠিক যেমন) শিকড় কাটা [৩] (এক অসহায় বৃক্ষ)।

---

১. কাওছার মানে 'খায়রে কাছীর'—প্রভূত কল্যাণ, খুব বেশী মঙ্গল আর কল্যাণ। এখানে এর কি অর্থ? 'বাহ্রুল মুহীত' (মহা সাগর) তাফসীর গ্রন্থে ইবনে হাইয়ান এ সম্পর্কে ২৬টি উক্তি **উদ্ধৃত করে সব শেষে এটাকেই অগ্রা**ধিকার দিয়েছেন যে, দ্বীন-দুনিয়ার সব রকম দওলত আর অনুভূত সব রকম নেয়ামত এ শব্দটির অনুর্ভুক্ত রয়েছে। নবী বা তাঁর বদৌলতে উম্মতে মুসলিমার যেসব দওলত আর নেয়ামত লভ্য ছিল। এসব নেয়ামতের মধ্যে একটা বড় নেয়ামত হচ্ছে 'হাউযে কাওছার' যা এনামেই মুসলমানদের মধ্যে খ্যাত। হাশর ময়দানে নবী হাউযে কাওছারের পানি দ্বারা তাঁর উম্মতকে পরিতৃপ্ত করবেন(ওহে আরহামুর রাহেমীন! তুমি এ পাপী-তাপী অপরাধীকেও তা দ্বারা সয়রাব করো)!

কোন কোন মোহাদ্দিসের মতে 'হউযে কাওছার'-এর প্রমাণ 'তাওয়াতুর' তথা অব্যাহত-অবিরাম বর্ণনাধারার সীমা পর্যন্ত উপনীত হয়েছে। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। হাদীস শরীফে এর বিস্ময়কর সৌন্দর্য আর গুণের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় হাশর ময়দানে, আবার কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জান্নাতে হাউযে কাওছার হবে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ আলেম এসব বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এ ভাবে যে, আসল নহর থাকবে জান্নাতে আর সে নহরের পানি হাশর ময়দানে এনে কোন হাউযে জমা করা হবে। উভয়কেই কাওছার বলা হবে। সঠিক তথ্য আল্লাহরই ভালো জানা।

www.icsbook.info

২. অর্থাৎ এত বড় দান-এহসানের শোকরও হওয়া উচিত অনেক বড়। এখন আপনার উচিত হচ্ছে রূহ-বদন আর মাল দ্বারা সর্বদা আপন পালনকর্তার এবাদাতে রত থাকা। দৈহিক আর আত্মিক এবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে নামায। আর আর্থিক এবাদাতসমূহের মধ্যে কোরবানী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ, কোরবানীর মূল তত্ত্ব হচ্ছে জান কোরবান করা। বিশেষ হেকমাত আর উপযোগিতার কারণে পশু কোরবানীকে তারই স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম আর হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কাহিনী থেকেই এটা প্রকাশ পায়। একারণে কোরআন মজীদে অন্যত্রও নামায আর কোরবানীর পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে,

'বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য (নিবেদিত), যাঁর কোন শরীক নেই, একজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমিই হচ্ছি প্রথম মুসলিম—সর্বপ্রথম আনুগত্যের মাথা অবনতকারী (সূরা আনআম, রুকূ' ২০)।

কোন কোন বর্ণনায় 'ওয়ান্‌হার' শব্দের অর্থ করা হয়েছে বক্ষের ওপর হস্ত স্থাপন করা। কিন্তু ইবনে কাছীর (রঃ) সেসব বর্ণনা নিয়ে কথা তুলেছেন। তিনি সবশেষে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন যে, অর্থ হচ্ছে কোরবানী করা। যেন এতে মোশরেকদের ওপর টিপ্পনী কাটা হয়েছে। কারণ, তারা কোরবানী করতো আর নামায পড়তো মূর্তির জন্য, মুসলমানদেরকে একাজ করতে হবে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর জন্য।

৩. কোন কোন কাফের নবীর শানে বলতো, লোকটার কোন পুত্র সন্তান নেই, যত দিন বেঁচে আছে, ততদিনই তার নাম আছে। মরে গেলে পর কে তার নাম নেবে! তাদের পরিভাষায় এমন লোককে বলা হতে 'আবৃতার'। এর মূল অর্থ হচ্ছে লেঁজ কাটা পশু। যার পেছনে নাম নেয়ার কেউই থাকে না। যেন তার লেজ কাটা হয়ে গেছে। কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ যাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন, অনন্তকালের জন্য আল্লাহ যাঁর নামকে রওশন, আলোকধন্য করেছেন, তাঁকে 'আব্‌তার' বলা সর্ব নিম্নস্তরের আহাম্মকী বৈ কিছুই নয়। মূলত 'আব্‌তার' হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে এমন পবিত্র আর সর্বগ্রাহ্য সত্তার সঙ্গে ঘৃণা-বিদ্বেষ আর শত্রুতা পোষণ করে এবং পেছনে কোন ভালো আলোচনা আর 'নেক চিহ্ন' রেখে যায় না। আজ চৌদ্দশত বৎসর পরেও নবীর রূহানী সন্তানে দুনিয়া ভরে আছে আর দৈহিক কন্যাজাত সন্তানও ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের দেশে দেশে। নবীর দ্বীন আর তাঁর শুভ চিহ্ন সারা বিশ্বে দেদীপ্যমান। নেকনামী আর ভক্তি-ভালোবাসার সঙ্গে নবীর স্মরণ কোটি কোটি মানুষের অন্তরকে উদ্দীপ্ত করছে। দোস্ত-দুশমন সকলেই সরল মনে স্বীকার করছে নবীর সংস্কারমূলক কীর্তিমালার কথা। অতপর দুনিয়ার জীবন শেষে আখেরাতে যে 'মাকামে মাহমূদ' তথা প্রশংসনীয় স্থানে তিনি দাঁড়াবেন প্রকাশ্য জন-সমক্ষে যে বিপুল সর্বজনগ্রাহ্যতা তিনি লাভ করবেন, যত বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেবে, এমন চিরন্তন বরকতময় সত্তাকে কি 'আব্‌তার' বলা চলে? এর বিপরীতে সে গোস্তাখ বেয়াদবের কথা চিন্তা কর, যে মুখ থেকে উচ্চারণ করেছিল একথাগুলো, আজ তার নাম-নিশানা কোথাও অবশিষ্ট নেই। তাকে ভালোভাবে স্মরণ করারও আজ কেউ নেই। এ অবস্থা হয়েছে সেসব গুস্তাখদের, যারা এক সময় তাঁর বিদ্বেষ আর শত্রুতায় কোমর বেঁধে নেমেছিল, আর নবীর মোবারক শানে গুস্তাখী-বেয়াদবী করেছিল। ভবিষ্যতে তাদের এমন অবস্থাই অব্যাহত থাকবে।

www.icsbook.info

সূরা আল কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১০৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৬, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢
وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا
عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ
مَاۤ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

রহমান রাহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (হে নবী) তুমি বলে দাও, হে কাফেররা [১]

[২] আমি তাদের ইবাদাত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা করো।

[৩] না তোমরা তার ইবাদাত করো– যার ইবাদাত আমি করি [২]।

[৪] (তোমরা শুনে রাখো) আমি কখনো তাদের ইবাদাত করবো না যাদের তোমরা ইবাদাত করো।

[৫] না তোমরা কখনো তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি [৩]।

[৬] (এ ব্যাপারে আমাদের উভয়ের মাঝে কোনো আপোস যেহেতু হতেই পারেনা, তাই) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে আর আমার কর্ম ও কর্মফল (একান্তভাবে) আমার জন্যে [৪]।

---

১. কয়েকজন কোরাইশ নেতা নবীকে বলে মোহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসো, আমরা-তোমরা আপোস করে নেই। এক বৎসর তোমরা আমাদের মা'বূদের পূজা করবে, পরবর্তী বৎসর আমরা তোমাদের মা'বূদের পূজা করবো। এভাবে উভয় পক্ষ প্রত্যেকের দ্বীন থেকে কিছু না কিছু অংশ পেয়ে যাবে। নবী বললেন—আল্লাহর সঙ্গে (ক্ষণেকের তরেও) অন্য কাউকে শরীক করবো? আল্লাহর পানাহ। তারা বললো, তাহলে তুমি আমাদের কিছু কিছু মা'বূদকে মেনে নাও (তাদের নিন্দা করবে না), আমরাও তোমাদেরকে সত্য বলে মেনে নেবো এবং তোমাদের মা'বূদের পূজা করবো। এ প্রসঙ্গে সূরাটি নাযিল হয়। নবী তাদের সমাবেশে সূরাটি পাঠ করে শুনান। সূরাটির সারকথা হচ্ছে মোশরেকদের রীতি-নীতি সম্পর্কে পুরোপুরি

www.icsbook.info

অসন্তোষ প্রকাশ এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা। যে নবীদের প্রথম কাজ হচ্ছে শের্কের শিকড় কর্তন করা, তাঁরা কেমন করে এহেন নাপাক আর পংকিল আপোসে রাজী হতে পারেন? বস্তুত আল্লাহই যে মা'বূদ, একমাত্র তিনিই যে এবাদাত পাওয়ার যোগ্য, এব্যাপারে কোন ধর্মের লোকেরই দ্বিমত নেই। স্বয়ং মোশরেকরাও এটা স্বীকার করতো এবং বলতো যে, আমরা মূর্তির পূজা এজন্য করি যে, এরা আমাদেকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।

দ্বিমত যা কিছু রয়েছে, সবই হচ্ছে গায়রুল্লাহ্ তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সত্তার পূজার ক্ষেত্রে। সুতরাং কোরাইশরা যে আপোস প্রস্তাব করেছে, তার অর্থ দাঁড়ায়—তারা নিয়মিত নিজেদের রীতির ওপর অবিচল থাকবে, অর্থাৎ আল্লাহ্ আর গায়রুল্লাহ্—উভয়েরই পূজা করবে, কিন্তু নবী তাঁর তাওহীদের রীতি থেকে হস্ত গুটিয়ে নেবেন। এ আপোস-আলোচনার অবসান ঘটানোর জন্যই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

২. মানে আল্লাহ্ ব্যতীত যেসব মা'বূদ তোমরা গড়ে নিয়েছ, আমি এখন তাদের পূজা করছি না, আর কাউকে শরীক না করে যে এক বেনিয়া-অমুখাপেক্ষী আল্লাহর এবাদাত আমি করছি, তাঁর পূজা তোমরা করছ না।

৩. মানে ভবিষ্যতেও আমি তোমাদের মা'বূদদের পূজা করবো না, আর তোমরাও পূজা করবে না আমার একক মা'বূদের, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করে। অর্থ আর তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, আমি তাওহীদবাদী হয়ে শের্ক করতে পারি না। বর্তমানেও নয়, ভবিষ্যতেও নয়। আর তোমরা মোশরেক থেকে তাওহীদবাদী সাব্যস্ত হতে পার না। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াগুলোতে কোন দ্বিরুক্তি থাকেনা।

কোন কোন আলেম একানে দ্বিরুক্তির অর্থ গ্রহণ করেছেন তাকীদ তথা গুরুত্বদান করা। আবার কেউ কেউ প্রথম দু'বাক্যে বর্তমান এবং ভবিষ্যত, আর শেষ দু'বাক্যে অতীতে না করার অর্থ গ্রহণ করেছেন। আল্লামা যামাখশারী 'তাফসীরে কাশশাফ'-এ বিষয়টা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রথম বাক্যদ্বয়ে বর্তমান কাল আর শেষের বাক্যদ্বয়ে ভবিষ্যত কালের অর্থ গ্রহণ করেছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (রঃ)-এর তরজমা থেকে এটাই প্রকাশ পায়। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞ আলেম প্রথম দু'টি বাক্যে ব্যাখ্যা করেছেন তোমাদের এবং আমার মধ্যে মা'বূদের ব্যাপারে কোন অংশীদারিত্ব নেই, অংশীদারিত্ব নেই এবাদাতের রীতি-নীতি আর পথ ও পন্থার ক্ষেত্রেও। তোমরা মূর্তির পূজা কর, যা আমার মা'বূদ নয়; আর আমি সে আল্লাহর এবাদাত করি, যাঁর শান আর সেফাতে কোন শরীক নেই। হতেও পারে না। এমন আল্লাহ্ তোমাদের মা'বূদ নন। অনুরূপভাবে তোমরা যে ধরনের পূজা কর, যেমন উলঙ্গ হয়ে কা'বার চতুর্দিকে নর্তন করা বা আল্লাহর যিকরের পরিবর্তে শীষ দেয়া, তালী বাজানো, সে ধরনের এবাদাত করার লোক আমি নই। আর আমি যে শানে আল্লাহর এবাদাত পালন করি, তার তাওফীক হবে না তোমাদের। সুতরাং তোমাদের আর আমার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর এ অধমের মনে হয়, প্রথম বাক্যদ্বয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যত কালে না করার অর্থে গ্রহণ করা হোক, অর্থাৎ আমি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে তোমাদের মা'বূদদের পূজা করতে পারি না, যেমনটা তোমরা আমার নিকট দাবী করছো, (হাফেয ইবনে তাইমিয়ার উক্তি অনুযায়ী) .....এর এ অর্থ গ্রহণ করা হোক-(যেহেতু আমি আল্লাহর রসূল) সুতরাং এটা আমার শান নয়, আর আমার দ্বারা কখনো এটা সম্ভবও নয় (শরীয়ত সম্মত সম্ভাব্যতা) যে, আমি শের্ক অবলম্বন করবো। এমন কি অতীত কালে, ওহী নাযিলের পূর্ব যুগেও তোমরা সকলে যখন প্রস্তর আর বৃক্ষের পূজা করতে, তখনো আমি কোন গায়রুল্লাহর পূজা করিনি, আর এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর নূর আর হেদায়াত ও স্পষ্ট

www.icsbook.info

নিদর্শনরাজি ইত্যাদি আসার পর এটা কেমন করে সম্ভব যে, শের্কী কর্মকান্ডে আমি তোমাদের সহ্যাত্রী হয়ে যাবো? সম্ভবত এ কারণেই এখানে অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য কাফেরদের অবস্থা দু'বারই একই শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে....

অর্থাৎ নিজেদের অপযোগ্যতা আর চরম হতভাগ্যতার কারণে তোমরা তো এর যোগ্য নও যে, কোন সময় আর কোন অবস্থায়ই কাউকে শরীক না করে এক আল্লাহর পূজারী হবে। এমন কি আপোস আলোচনাকালেও শের্কের উপকরণ তোমরা সঙ্গে রাখছ। আর এক স্থানে ভবিষ্যত-জ্ঞাপক শব্দ এবং অন্য স্থানে অতীত-জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওদের মা'বূদের পরিবর্তন ঘটে দিন দিন। যা কিছু বিস্ময়কর মনে হলো, বা কোন সুদর্শন পাথর নযরে পড়লো অমনি তা তুলে এনে মা'বূদ বানিয়ে নিলো। আগের মা'বূদ বিসর্জন দিলো। এছাড়াও প্রতিটি মওসুম আর প্রতিটি কর্মের জন্যও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মা'বূদ—একটা সফরকালের জন্য, একটা বাসা-বাড়ীতে অবস্থানকালের জন্য, কোনটা অন্নদাতা আর কোনটা সন্তানদাতা ইত্যাদি। হাফেয শামসুদ্দীন ইবনে কাইয়্যিম (রঃ) বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে সূরাটির তত্ত্ব-রহস্য আর ফযীলত-মাহাত্ম্য বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। কোরআনী তত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকের জন্য গ্রন্থটি পাঠ করা অপরিহার্য।

৪. হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেন 'অর্থাৎ তোমরা যে জিদ ধরে বসেছ, তাতে বুঝালেও আর কি লাভ হবে, যতক্ষণ আল্লাহ্ ফায়সালা না করেন।' এখন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ রুষ্ট হয়ে সে ফয়সালার প্রতীক্ষায় রইলাম, আর আল্লাহ্ আমাদেরকে যে সুষ্ঠু দ্বীন দান করেছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। নিজেদের হতভাগ্যতার কারণে তোমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছো, তা তোমাদের জন্য মোবারক হোক। সকল পক্ষ স্ব-স্ব মত ও পথের ফল অবশ্যই লাভ করবে।

www.icsbook.info

সূরা আন্ নাসর

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১১০, আয়াত সংখ্যাঃ ৩, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ

يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ

بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] যখন (তুমি দেখবে) আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় এসেছে [১]

[২] এবং যখন (তুমি দেখবে দুনিয়ার) মানুষরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে

[৩] (তখন কৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে) তুমি তোমার প্রতিপালকের হামদ আদায় করো [২], (এবং তার পবিত্র নামের) তাসবীহ পাঠ করো।

১. অর্থাৎ সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তকর বিষয় ছিল মক্কা মোয়ায্যামা বিজয় হওয়া (যা ছিল দুনিয়ায় আল্লাহর রাজধানী তুল্য)। এদিকেই নিবদ্ধ ছিল অধিকাংশ আরব কাবীলার দৃষ্টি। ইতিপূর্বে দু'একজন করে ইসলামে প্রবেশ করছিল; কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। এমনকি গোটা জা'যিরাতুল আরব' ইসলামের কালেমা পাঠ করতে শুরু করে এবং নবীকে প্রেরণ করার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ হয়।

২. অর্থাৎ বুঝে নিন যে, প্রেরণ করা এবং দুনিয়াতে থাকার উদ্দেশ্য (যা ছিল দ্বীনের পরিপূর্ণতা আর মহান খেলাফাতের ভূমিকা) পূর্ণ হয়েছে। এখন আখেরাতের সফর নিকটবর্তী। সুতরাং এদিক থেকে অবসর হয়ে সর্বান্তকরণে ওদিকেই মনোনিবেশ করুন এবং পূর্বের চেয়েও বেশী বেশী আল্লাহর তা্বীফ আর হাম্দ্ করুন এবং সেসব বিজয় আর সাফল্যের জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন।

৩. অর্থাৎ নিজের জন্য এবং উম্মতের জন্য এস্তেগফার তথা ক্ষমা ভিক্ষা করুন। নবীর নিজের জন্য এস্তেগফার সম্পর্কে ইতিপূর্বেও কয়েক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। সেসব স্থানে দেখে নেয়া যেতে পারে। হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'অর্থাৎ কোরআন মজীদের সর্বত্র ফয়সালার ওয়াদা রয়েছে আর কাফেররা তাড়াহুড়া করছিল। হযরতের শেষ বয়সে মক্কা বিজয় হয়। আরবের কবীলারা দলে দলে মুসলমান হতে শুরু করে। ওয়াদা সত্য হয়েছে, এখন উম্মতের গুনাহ মাফ করাও, যাতে শাফায়াত-সুফারিশের দরজাও পাওয়া যায়। সূরাটি নাযিল হয় রসূলের শেষ বয়সে। হযরত জানতে পারলেন যে, দুনিয়ায় আমার যে কাজ ছিল, তা শেষ করেছি, এখন আখেরাতের সফর শুরু।

www.icsbook.info

সূরা আল লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১১১, আয়াত সংখ্যাঃ ৫, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ

وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (প্রচন্ড ইসলাম বিরোধিতার কারণে) আবু লাহাবের হাত দুটো ধ্বংস হয়ে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও [১]।

[২] (শেষ বিচারের দিন) তার ধন সম্পদ তার কোনোই কাজে আসবে না, কাজে আসবে না তার অন্যসব আয় উপার্জনও [২]।

[৩] বরং (তার উপার্জিত ধন সম্পদ অতি সত্বর নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে)। সে নিজেও সেই আগুনের লেলিহান শিখায় নিমজ্জিত হবে [৩]।

[৪] (সে শুধু একাই নিমজ্জিত হবে না, তার সাথে থাকবে বেশুমার গুনাহ ও পাপের বোঝা) বহনকারী তার স্ত্রীও [৪]।

[৫] (তার অবস্থা দেখে মনে হবে তার গলায় বুঝি জড়িয়ে আছে খেজুর পাতার পাকানো শক্ত রশি [৫]।

---

১. আবু লাহাব (যার আসল নাম আবদুল ওয্‌যা ইবনে আবদুল মোত্তালেব) ছিল নবীর আপন চাচা। কিন্তু তার নিজের কুফরী আর বদ্‌বখতীর কারণে সে ছিল নবীর কঠোর দুশমন। নবী কোন মজলিসে সত্যের পয়গাম শোনালে এ হতভাগা প্রস্তর নিক্ষেপ করতো। এমনকি নবীর পা মোবারক রক্তাক্ত হয়ে যেতো। সে হতভাগা মুখে বলতো—লোক সকল! এর কথা শুনবে না। লোকটা মিথ্যা-বে-দ্বীন (নাউযুবিল্লাহ)। কখনো বলতো—মোহাম্মদ (সঃ) আমাদেরকে এমন সব জিনিসের ওয়াদা দিচ্ছে, যা পাওয়া যাবে মৃত্যুর পর। সেসব যে ঘটবে, তাতো আমাদের মনে হয় না, তার কোন আলামত তো দেখছি না। সে আপন হস্তদ্বয়কে সম্বোধনপূর্বক বলতো—

www.icsbook.info

'হস্তদ্বয়! তোমাদের সর্বনাশ হোক, মোহাম্মদ (সঃ) যেসব কথা বলছে, তার কিছুই তো আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের মধ্যে। একদা নবী সাফা পর্বতে আরোহণ করে সকলকে উদ্দেশ করে ডাকলেন। নবীর ডাকে অনেক লোকই ছুটে এলো। নবী নিতান্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে আবেদনময় ভঙ্গিতে ইসলামের দাওয়াত দেন। সমাবেশে আবু লাহাবও উপস্থিত ছিল (কোন কোন বর্ণনা মতে সে হাত ঝাড়া দিয়ে) বললো,

'তোমার বিনাশ হোক, এজন্যই তুমি কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? 'আর তাফসীরে' রুহুল মাআনী' গ্রন্থে অন্যের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, নবীর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য সে হস্তে প্রস্তর তুলেও নিয়েছিল। মোটকথা, তার দুর্ভাগ্য আর সত্যের প্রতি শত্রুতা সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখানো হলে বলতো—সত্যি সত্যিই যদি এসব ঘটে, তবে আমার কাছে বিপুল সম্পদ আর সন্তান রয়েছে, সেসব ফিদিয়া দিয়ে আযাব থেকে ছাড়া পেয়ে যাবো। তার স্ত্রী উম্মে জামীলেরও বেশ জিদ ছিল নবীর প্রতি। শত্রুতার যে আগুন আবু লাহাব প্রজ্বলিত করতো, এ রমণী তাতে ইন্ধন যোগাতো, আগুনকে করে তুলতো আরো তীব্র। বর্তমান সূরায় উভয়ের পরিণতি উল্লেখপূর্বক সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নর হোক, কি নারী, আপন হোক, কি পর, বড় হোক, কি ছোট—সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণে যে কেউ কোমর বেঁধে নামবে, শেষ পর্যন্ত সে হবে লাঞ্ছিত। তার বিনাশ হবে অবধারিত। পয়গাম্বরের নিকটাত্মীয়তাও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। এ আবু লাহাব কি হাত নেড়ে কথা বলছে! নিজের বাহু বলে অভিমান করে আল্লাহর প্রিয়তম-পবিত্রতম এবং মাসূম-নিষ্পাপ রসূলের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে। মনে করবে, এখন তার হাত ভেঙ্গে গেছে। সত্যকে দমন করার তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তার নেতৃত্ব চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। তার সমস্ত কর্ম পন্ড হয়েছে। চূর্ণ হয়েছে তার সকল দর্প, আর সে নিজেই পতিত হয়েছে ধ্বংসের গর্তে।

বর্তমান সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কথিত আছে যে, বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার দেহে এক বিষাক্ত ফোঁড়া দেখা দেয়। অন্যদের দেহেও এ ব্যাধি-বিষ সংক্রমিত হতে পারে এ আশংকায় পরিবারের লোকেরা তাকে এক নির্জন স্থানে ফেলে আসে। সেখানেই নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এবং তিন দিন লাশ পড়ে থাকে। কেউ তার লাশ তুলেও নেয়নি। অবশেষে লাশে পঁচন ধরলে এক হাবশী মজদুর ডেকে আনা হয়। তারা একটা গর্ত খনন করে লাঠি দিয়ে ঠেলে গর্তে ফেলে দেয় এবং উপরে পাথর চাপা দেয়। এতো হচ্ছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর ধ্বংসর অবস্থা।

'আর আখেরাতের আযাব তো আরো বড়, হায় যদি তারা জানতো!'

২. অর্থাৎ সম্পদ-সন্তান, মর্যাদা আর প্রতিপত্তি, কিছুই তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভীষণ দাউ দাউ করা আগুনে পৌছবে। খুব সম্ভব একারণেই কোরআন তার ডাকনাম দিয়েছে আবু লাহাব—অগ্নি শিখার বাপ। দুনিয়া তো তাকে 'আবু লাহাব' বলতো এজন্য যে, তার চেহারা আগুনের মতো চকচক করতো। কিন্তু কোরআন বলে দিয়েছে যে, শেষ পরিণতির বিবেচনায়ও তাকে আবু লাহাব বলা যথার্থ হয়েছে।

৪. আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল মালদার হওয়া সত্ত্বেও ভীষণ কৃপণ ছিল। সে এতই নীচ ছিল যে, নিজেই জঙ্গল থেকে কাষ্ঠ আহরণ করতো আর নবীর পথে কাঁটা বিছাতো, যাতে নবী এবং তাঁর নিকট গমনাগমনকারীদের কষ্ট হয়। কোরআন বলছে, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ আর নবীকে কষ্টদানে দুনিয়াতে সে যেমন স্বামীর সহায়ক, ঠিক তেমনিভাবেই জাহান্নামেও সে স্বামীর সঙ্গিনী হবে। হয়তো জাহান্নামেও সে যাক্কুম আর দারী' (জাহান্নামের তিক্ত আর কন্টকময়

www.icsbook.info

বৃক্ষ)-এর ইন্ধন আহরণ করে বেড়াবে। ইবনে আসীর-এর উক্তি অনুযায়ী এসব দ্বারা সেখানেও আল্লাহর আযাবকে আরো তীব্রতর করে তুলবে।

কেউ কেউ 'হাম্মালাতাল হাতাব' অর্থ করেছেন চোগলখোর। আরবদের বাকধারার এ অর্থে শব্দটা ব্যবহার হয়। ফার্সী ভাষায়ও একই অর্থে 'হায়যমকাশ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

৫. অর্থাৎ বেশ মযবুত করে পাকানো রশি। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এর অর্থ জাহান্নামের জিঞ্জীর। হাম্মালাতাব হাতাব-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যের কারণে এ উপমা দেয়া হয়েছে। কারণ, কাষ্ঠের বোঝা বাঁধতে হলে রশির দরকার হয়। তাফসীরকাররা লিখেন যে, মহিলার গলায় ছিল অতি মূল্যবান একটা হার। সে বলতো, লাত-ওযযার শপথ, মোহাম্মদের (সঃ) দুশমনীর কাজে হারটা ব্যয় করবো। আর জাহান্নামেও তার গলায় অনুরূপ হার থাকা দরকার। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, হতভাগা মহিলার মৃত্যুও হয়েছে সেভাবেই। কাষ্ঠের আঁটির রশি গলায় জড়িয়েই তার মৃত্যু হয়।

সূরা আল ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১১২, আয়াত সংখ্যাঃ ৪, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ۬ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] তুমি বলো (হে মুহাম্মদ), তিনি আল্লাহ। তিনি একক ও অদ্বিতীয় [১]।

[২] (এই কয়েনাত পরিচালনার ব্যাপারে) তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন [২],

[৩] কারো ওপর তিনি নির্ভরশীলও নন। তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নি [৩]।

[৪] (আর সত্যিকার কথা হচ্ছে) তাঁর সমতুল্যও দ্বিতীয় কেউ নেই [৪]।

www.icsbook.info

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তিনি কেমন? তাদের বলে দিন যে, তিনি এক, তাঁর সত্তায় দ্বিত্ব-ত্রিত্ব আর আধিক্যের কোন রকম অবকাশ নেই। তাঁর কোন প্রতিপক্ষ নেই, কেউ নেই তাঁর অনুরূপ। এতে অগ্নিপূজকদের বিশ্বাসরদ করা হয়েছে। যারা বলে, স্রষ্টা দু'জন—ভালোর স্রষ্টা ইয়াযদাঁ আর খারাবের স্রষ্টা আহরমান। হিন্দুদের বিশ্বাসেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা ৩৩ কোটি দেবতাকে খোদায়ীতে অংশীদার বলে বিশ্বাস করে।

২. 'সামাদ' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে কয়েক ভাবে। সেসব ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে তাবারানী (তাবারানী নয়, আসলে ইবনে কাছীর হবে। তাবারানী তাফসীর গ্রন্থ নয়, হাদীস গ্রন্থের নাম, কাতিবের লেখায় ভুল হতে পারে—অনুবাদক) বলেন,

'এসব অর্থই বিশুদ্ধ ও যথার্থ আর এসবই হচ্ছে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলী। তিনি হচ্ছেন সে সত্তা, সকল প্রয়োজনে, সকল অভাবে যাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় অর্থাৎ সকলেই তাঁর মোহতাজ-মুখাপেক্ষী, তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন। আর তিনিই হচ্ছেন সে সত্তা, সমস্ত পূর্ণতা আর সমস্ত গুণপনায় যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব চরমে উপনীত হয়েছে, যিনি পানাহারের চাহিদামুক্ত। আর তিনিই হচ্ছেন সে সত্তা, যিনি গোটা বিশ্বলোকের বিনাশের পরও থাকবেন অবিনশ্বর।' যেসব জাহেল কোন গায়রুল্লাহকে কোন না কোন পর্যায়ে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে, আল্লাহ্ তায়ালার এ গুণ দ্বারা সে সব জাহেলী ধ্যান-ধারণারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। ওপরন্তু এতে আমাদের রূহ আর বস্তু সম্পর্কিত বিশ্বাসেরও খন্ডন হয়েছে। কারণ, তাদের বিশ্বাস মতে বিশ্ব সৃষ্টিতে আল্লাহ এসব উপাদানের মুখাপেক্ষী। কিন্তু এ বস্তুদ্বয় স্ব-স্ব অস্তিত্বে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয় (নাউযুবিল্লাহ)।

৩. অর্থাৎ তিনি কারো সন্তান নন, অন্য কেউও তাঁর সন্তান নয়। যারা হযরত মাসীহ বা হযরত ওযাইরকে আল্লাহর পুত্র এবং ফেরেশতাকে আল্লাহর কন্যা বলে, এতে তাদেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। ওপরন্তু যারা হযরত মাসীহ্ বা অন্য কোন মানুষকে আল্লাহ্ বলে বিশ্বাস করে, তাদেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর শান এমন যে, কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। এটা স্পষ্ট যে, একজন সতী নারীর গর্ভে হযরত মাসীহ্-এর জন্ম হয়েছে। তাহলে তিনি আল্লাহ্ হবেন কি করে?

৪. তাঁর যখন কোন জোড়া-ই নেই, তাহলে তাঁর সন্তান হবে কোত্থেকে? এ বাক্যে সে সমস্ত লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র কোন সেফাত-গুণে কোন মাখ্লূককে আল্লাহ্র সমকক্ষ বলে মনে করে। এমনকি কোন কোন ধৃষ্টতো এর চেয়ে বড় কোন সেফাতও অন্যদের মধ্যে প্রমাণ করে। ইহুদীদের গ্রন্থ হাতে নিয়ে দেখুন, এক মরুপ্রান্তে আল্লাহ কুস্তী লড়ছেন ইয়া'কূবের সঙ্গে আর ইয়া'কূব ধরাশায়ী করছেন আল্লাহকে (নাউযুবিল্লাহ)।

'তাদের মুখ থেকে যেসব কথা নির্গত হয়, তা বড় জঘন্য। তারা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই বলে না।

'হে আল্লাহ! তুমি এক, একক, তুমি বেনেয়ায, তুমি কাউকে জন্ম দাওনি আর তোমাকেও জন্ম দেয়নি কেউ। আর কেউ তোমার সমকক্ষও নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তুমি আমার গুনাহ মাফ কর। নিসন্দেহে তুমি বড় ক্ষমাশীল, মহা দয়ালু।

www.icsbook.info

সূরা আল ফালাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১১৩, আয়াত সংখ্যাঃ ৫, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ

فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (হে নবী) তুমি বলো, যিনি রাতের আঁধার চিরে উজ্জ্বল প্রভাত আনেন সেই মালিকের কাছে আমি আশ্রয় চাই [১]।

[২] আমি আশ্রয় চাই আমার প্রতিপালকের সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে[২],

[৩] আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে অনুষ্ঠিতব্য যাবতীয়) অনিষ্ট থেকে, যখন (দিনের শেষে) রাত তার অন্ধকার (চারদিকে) বিছিয়ে দেয় [৩]।

[৪] আমি আশ্রয় চাই গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারী প্রতিটি পুরুষ কিংবা নারীর অনিষ্ট থেকে [৪]।

[৫] (সবশেষে) হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরণের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। (বিশেষ করে পরের সুখ দেখতে পারে না যে) হিংসুক ব্যক্তি, যখন তার হিংসার আগুন জ্বলে উঠে [৫], (তখনকার পরিস্থিতি থেকেও আমি আপনার কাছে পানাহ চাই)।

---

১. অর্থাৎ যিনি রজনীর তমসা বিদীর্ণ করে ভোরের আলোর উদ্ভাসন ঘটান।

২. অর্থাৎ এমন যে কোন মাখ্লূক, যার মধ্যে কোন রকম অনিষ্ট আছে, তার অনিষ্ট থেকে আমি পানাহ চাই। স্থানের প্রাসঙ্গিকতার কারণে পরে কতিপয় বিশেষ বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ রজনীর অন্ধকার। কারণ, অধিকাংশ অনিষ্ট, বিশেষ করে জাদু ইত্যাদি রাত্রেই করা হয়। কিংবা চন্দ্র গ্রহণ অথবা সূর্যাস্ত বুঝানো হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'সব রকম অন্ধকার এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-যাহেরের, বাতেনের, অভাব-অনটনের, পেরেশানী-অস্থিরতার এবং গোমরাহীর।'

www.icsbook.info

৪. এ দ্বারা সেসব নারী বা সেসব দল বা সেসব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা জাদুকর্ম করার সময় কিছু পড়ে, সুতা, রশি বা চুলে ফুঁৎকার দিয়ে তাতে গিরা দেয়। লবীদ ইবনে আ'ছাম নবীর ওপর যে জাদু করেছিল, তাফসীরকারকরা লিখেন যে, তাতে কয়েকটি বালিকাও জড়িত ছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

৫. হযরত শাহ সাহেব (রঃ) লিখেন, 'তখন তার টোকা লাগে। টোকা বা নযরলাগা নিসন্দেহে একটা বাস্তব বিষয়।' কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে-এর অর্থ হচ্ছে হিংসুক যখন তার মনের অবস্থাকে সংযত করতে না পারে এবং কার্যত হিংসা প্রকাশ করে, তখন তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইতে হবে। কোন মানুষের মনে যদি অনিচ্ছাকৃত হিংসা জাগে এবং সে নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে যাকে হিংসা করছে, তার সঙ্গে সে রকম কোন আচরণ না করে, তবে তা এর অন্তর্গত নয়। ওপরন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, হিংসার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ কাউকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তার বিনাশ কামনা করা। অবশ্য এমন কামনা করা যে, আমাকেও অনুরূপ বা তার চেয়ে বেশী নেয়ামত দেয়া হোক, এটা 'হাসাদ তথা হিংসার অন্তর্ভুক্ত নয়, এটাকে বলা হয় ঈর্ষা। বুখারী শরীফের হাদীস। দুটি জিনিস ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে হিংসা করা বৈধ নয়, হিংসা করার অনুমতি নেই। এখানে হিংসার অর্থ ঈর্ষা।

সূরা আন্ নাস

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা নম্বরঃ ১১৪, আয়াত সংখ্যাঃ ৬, রুকু সংখ্যাঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلٰهِ النَّاسِ ③

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ

فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

www.icsbook.info

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি

রুকুঃ ১

[১] (হে নবী) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই (পানাহ চাই) মানুষের প্রতিপালকের কাছে।

[২] আমি আশ্রয় চাই মানুষের (বাদশাহ) রাজাধিরাজ শাহানশাহর কাছে। আমি আশ্রয় চাই মানুষের মাবুদের কাছে [১]।

[৩-৪] আমি আশ্রয় চাই প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যারা মানুষের কাছে বারবার (একই উদ্দেশ্যে) ফিরে আসে [২]।

[৫-৬] জ্বিনদের মধ্য থেকে হোক কিংবা মানুষদের মধ্য থেকে হোক যারাই মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা যোগায় তাদের (সব ধরনের) অনিষ্টের হাত থেকে আমি আমার মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই [৩]।

---

১. যদিও আল্লাহ তায়ালার রবুবিয়্যাত-বাদশাহী ইত্যাদির শান গোটা মাখলূক তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ব্যাপৃত হয়ে আছে; কিন্তু মানুষের মধ্যে এসব গুণের যেরূপ পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে, অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে সেরূপ প্রকাশ ঘটেনি। একারণে 'রব', 'মালিক' ইত্যাদিকে এযাফত করা হয়েছে মানুষের দিকে অর্থাৎ এ সব গুণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হয়েছে। ওপরন্তু ভ্রান্তি-বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া অন্য কিছুর শানও নয়।

২. শয়তান দৃষ্টির অন্তরালে থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ফুসলায়। মানুষ যতক্ষণ গাফলতে থাকে, ততক্ষণ শয়তানের কর্তৃত্ব-আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন সচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, শয়তান তৎক্ষণাৎ পিছু হটে যায়।

৩. শয়তান জিনের মধ্যেও আছে, মানুষের মধ্যেও,

'আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য নিযুক্ত করে দিয়েছি মানব শয়তান এবং জিন শয়তান। তারা একে অপরকে ধোকা দেয়ার জন্য কারুকার্যমন্ডিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়' (সূরা আনআম, রুকূ ১৮)। আল্লাহ তায়ালা উভয় থেকেই আমাদেরকে হেফাযতে রাখুন।

www.icsbook.info

পরিসমাপ্তি

সূরাদ্বয়ের তাফসীরে পন্ডিত-মনীষীরা অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। হাফেয ইবনে কাইয়েম, ইমাম রাযী, ইবনে সীনা, হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) প্রমুখ মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করার অবকাশ এখানে নেই। আমরা এখানে একজন সেরা আলেম হযরত কাসেম নানুতুবী (রঃ)-এর বক্তব্যের সার নির্যাস উপস্থাপন করছি, যাতে কোরআনী কল্যাণ ধারার সমাপ্তি পর্যায় শুভ সূচিত হতে পারে।

বাগানে যখন কোন নতুন চারা মাটি ভেদ করে বীজ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন মালী চারাটিকে সংরক্ষণ করার জন্য সমস্ত চেষ্টা-সাধনা আর শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত করে- এটা মালীর জন্যে একটা স্বভাবজাত এবং সাধারণ নিয়ম। চারাটি যতক্ষণ আসমান-যমীনের সমস্ত আপদ থেকে মুক্ত হয়ে চূড়ান্ত সীমায় উপনীত না হয়, ততক্ষণ অনেক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তাকে কাটাতে হয়, হতে হয় তাকে ঘর্মাক্ত। এখন ভেবে দেখতে হবে যে, চারার জীবনবিনাশী বা তার ফল ভোগ করা থেকে মালীকে বঞ্চিত করতে পারে, এমন কোন্ সব আপদ রয়েছে, যেসব আপদের ক্ষতি আর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের চেষ্টাকে সফল করতে মালীকে সদা তৎপর থাকতে হয়? সামান্য চিন্তা করলেই জানা যাবে যে, অধিকন্তু এসব আপদ দেখা দিতে পারে চার রকমে। সেগুলোর মূলোৎপাটনের জন্য মালীর চারটি বিষয়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, সবচেয়ে তীব্র। এক, সব্জী বা ঘাস খাওয়া যেসব জন্তু-জানোয়ারের স্বভাব-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, সেসব জন্তু-জানোয়ারের দাঁত আর মুখকে বাধা দিতে হবে, সে চারাগুলো পর্যন্ত যাতে না পৌঁছতে পারে। দুই, কূপ, নহর বা বৃষ্টির পানি এবং বায়ু আর সূর্যের তাপ (মোট কথা, জীবন ধারণ আর বিকাশ সাধনের সমস্ত উপায়উপকরণ) পৌঁছার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। তিন, ওপর থেকে বরফ, শিখা ইত্যাদি যেন তার ওপর পড়তে না পারে, যা তার স্বাভাবিক তাপ রুদ্ধ করার কারণ হতে পারে। কারণ, এটা তার বিকাশ আর প্রবৃদ্ধি রোধ করে। চার, বাগানের মালিকের কোন দুশমন বা কোন হিংসুক যাতে চারার পাতা বা ডাল-পালা ইত্যাদি কাটতে না পারে, বা চারাটিকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে দিতে না পারে।

বাগানের মালিক যদি এ চারটি বিষয়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, তা হলে আল্লাহর নিকট আশা রাখতে পারে যে, এখন চারাটা বড় হবে, ফলে-ফুলে ভরে উঠবে এবং তার ফলে ভরা শাখা দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। ঠিক তেমনিভাবে আসমান-যমীনের স্রষ্টার নিকট (যিনি প্রভাতের পালনকর্তা এবং বীজ ও শস্যের উদগাতা এবং বিশ্ব-বাগানের সত্যিকার মালিক ও প্রতিপালক) আমাদের অস্তিত্বের চারা আর ঈমানের চারা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত চার ধরনের আপদ থেকে পানাহ চাইতে হবে। সুতরাং জানতে হবে যে, যেভাবে প্রথম প্রকারে ঘাস আর সব্জী খাওয়া জন্তুর ক্ষতি সাধন কেবল তাদের স্বভাবের চাহিদারই অন্তর্গত ছিল, তেমনিভাবে এর সঙ্গে অনিষ্টকে যুক্ত করাও এদিকে ইঙ্গিত করে যে, সে মানুষের মধ্যে এ অনিষ্ট সে মাখলুক বিধায় প্রমাণিত; সেসব প্রকাশ পাওয়ায় সেসবের স্বভাব-প্রকৃতি এবং জন্মগত কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণের কোন ভূমিকাই নেই, যেমনটি প্রত্যক্ষ করা যায় সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ক্ষেত্রে—

www.icsbook.info

—বিচ্ছুর দংশন নয় কোন কারণ, নিছক তার স্বভাবই এমন।

অতপর দ্বিতীয় স্তরে.... থেকে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাফসীরকারদের নিকট এর অর্থ হয়তো বা রজনী, যখন তার অন্ধকার ভালোভাবে বিস্তার লাভ করে, অথবা তাঁদের মতে এর অর্থ সূর্য, যখন তা অস্তমিত হয়, অথবা এর অর্থ চন্দ্র, যখন তাতে গ্রহণ লাগে। এর যে কোন অর্থই গ্রহণ কর না কেন, এতটুকু বিষয় নিশ্চিত যে, 'গাসিক' থেকে কোন অনিষ্টের সৃষ্টি হওয়া কেবল তার 'উকুব' (কোন বস্তুর নীচে লুপ্ত হওয়া)-এর ওপরই নির্ভর করে। আর এটা স্পষ্ট যে, উকুব বা বিলুপ্ত হওয়ায় এ ছাড়া আর কিছুই নেই যে, আমাদের সঙ্গে একটা বস্তুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তা প্রকাশ পাওয়ার সময় আমাদের যে উপকার হতো, এখন আর তা হয় না। কারণ যখন এটাই, তখন এ কারণ এবং কারণের স্রষ্টার এ দৃষ্টান্ত অন্য কোন ক্ষেত্রে খাটে না, এর চেয়ে বেশী খাপ খায় না। কেননা, কারণ আর এর স্রষ্টার অস্তিত্ব কারণের ওপর নির্ভর করে। আর যতক্ষণ কারণের স্রষ্টার সঙ্গে কারণের সম্পর্ক স্থাপিত না হবে, ততক্ষণ কোন কারণের স্রষ্টাই তার কারণে সফল হতে পারে না। আর এ কথাটাই দ্বিতীয় প্রকারে আমরা বিবৃত করেছি এভাবে যে, বায়ু-পানি আর সূর্যের তাপ (মোট কথা, জীবন ধারণ আর বিকাশ লাভের সমুদয় উপায়-উপকরণ)-এর যদি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে গোটা চারাটাই ফ্যাকাশে হয়ে শুকিয়ে যাবে। এখন এরপর.....এ তৃতীয় পানাহের কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি বলেছি যে, এর অর্থ হচ্ছে জাদুসুলভ কর্মকান্ড। যারা জাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তারা একথাও স্বীকার করেন যে, জাদুর ফলে জাদুকৃত ব্যক্তির ওপর এমন সব বিষয় চেপে বসে, যাতে স্বভাব-প্রকৃতির মূল চিহ্ন পরাভূত হয়ে চাপা পড়ে যায়। তাহলে জাদুর এ আপদ সে আপদের সঙ্গে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে আপদ সৃষ্টি হয় চারার উপরে বরফ ইত্যাদি পতিত হওয়া এবং স্বাভাবিক তাপ রুদ্ধ হওয়ার কারণে। আর এভাবে স্বাভাবিক তাপ রুদ্ধ হওয়ার ফলে চারার লালন-প্রবৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায়। লবীদ ইবনে আ'ছাম-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে,

এ থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, কোন বস্তু আরোপিত হয়ে নবীর স্বভাব-প্রকৃতির দাবীকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল, যা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর 'তাআউউয্' তথা পানাহ চাওয়া দ্বারা আল্লাহর হুকুমে দূর হয়ে গেছে। যেসব আপদ থেকে দূরে থাকা জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে, এখন সে সবের মধ্যে কেবল একটা সর্বশেষ স্তর অবশিষ্ট রয়েছে, অর্থাৎ বাগানের মালিকের কোন দুশমন শত্রুতা বা হিংসার বশবর্তী হয়ে চারাকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেললো, বা চারার ডাল-পালা এবং পাতা কেটে ফেললো, ...অনিষ্টের এ স্তরকে ভালোভাবে স্পষ্ট করে তোলে।

উপরের এ ব্যাখ্যায় কোন ত্রুটি-অপূর্ণতা থেকে থাকলে তা কেবল এতটুকু যে, কোন কোন সময় বীজকে এ চারটি আপদের মধ্যে কোনটির মুখোমুখি না হয়েও বিনাশ হতে হয়। যেমন চারা উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেই কোন পিপীলিকা বীজের অভ্যন্তর থেকে সে বিশেষ মূল্যবান পদার্থ বা উপাদানটা চুষে নিলো, যার ফলে বীজ থেকে চারা উৎপন্ন হতো, আমরা যাকে বীজের প্রাণ সত্তা বলতে পারি; অথবা দানা-বীজের ভেতর থেকে ঘুণে ধরে তাকে ফাঁকা-অন্তসারশূন্য করে তুললো, ফলে আর চারা উদগতই হতে পারলো না, তখন তা আর লালনযোগ্যই থাকলো না। খুব সম্ভব এ ভাসাভাসা কমতি পূরণ করার জন্যই অন্য সূরায় এ থেকে পানাহ চাওয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কারণ, ...হচ্ছে সেসব বিপর্যয়কর শংকার নাম, যা প্রকাশ পেয়ে নয়, বরং ভেতর থেকেই ঈমানের শক্তিতে ফাটল ধরায়, যার চিকিৎসা 'সমস্ত গুপ্ত আর লুপ্ত'-এর জ্ঞাতা ছাড়া অন্য কারো অধিকারে নেই। কিন্তু যখন প্ররোচনার মোকাবেলা ঈমানের দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে, তখন প্ররোচনা নস্যাতের নিমিত্তে সেসব গুণ দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেসব

গুণকে ঈমানের উৎসমূল বলে গণ্য করা হয় এবং যেসব দ্বারা ঈমানের সাহায্য-সহায়তা হয়।

এখন অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ তরবিয়ত আর অসীম দান দেখেই ঈমান (বশ্যতা ও স্বীকৃতি) হাসিল হয়। অতপর আমরা যখন আল্লাহ্ তায়ালার বিশাল রবুবিয়্যাত-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের দৃষ্টি এদিকে প্রসারিত হয় যে, তিনি রব্বুল ইয্যত, মালিকুল মুল্ক্ এবং সকলের সেরা রাজাধিরাজও। কারণ, সর্বাত্মক তরবিয়ত-প্রতিপালনের অর্থ হচ্ছে দৈহিক-আত্মিক সব রকমের প্রয়োজন পূরণ করা। আর এ কাজ সকল মঙ্গল-কল্যাণ আর সকল পূর্ণতার উৎস সে মহান সত্তা ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা সাধিত হতেই পারে না, যিনি সব রকম প্রয়োজনের মালিক এবং দুনিয়ার কোন একটা বস্তুও যার কুদরতের কব্জার বাইরে থাকতে পারে না। এমন সত্তাকেই আমরা বলতে পারি মা-লিকুল মুল্ক্—সর্বোচ্চ রাজাধিরাজ বা শাহানশাহ। আর নিসন্দেহে তাঁর এ শানই হওয়া উচিত আজকের দিনে রাজত্ব-কর্তৃত্ব কার? এক আল্লাহ্র, যিনি দোর্দন্ড প্রতাপশালী। যেন রাজত্ব-কর্তৃত্ব এমন একটা শক্তির নাম, যার ক্রিয়া রবুবিয়্যাত নামে অভিহিত। কারণ, কামেল রবুবিয়্যাত তথা পরিপূর্ণ প্রতিপালন হলো কল্যাণ সাধন আর অকল্যাণ প্রতিরোধের সারকথা। আর এ দুটো কার্য সাধন করাই হচ্ছে সর্বাধিরাজের কাজ। অতপর আরো একটু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমরা সন্ধান লাভ করি যে, সর্বাধিরাজ বলেই তিনি এবাদাত পাওয়ার যোগ্য, তিনি মা'বূদ এবং ইলাহ্। কারণ, মা'বূদ তাঁকেই বলা হয়, যার নির্দেশের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা হয় এবং যার হুকুমের মোকাবেলায় অন্য কারো হুকুমের আদৌ পরোয়াই করা হয় না। তাহলে দেখার আছে আর তাহলে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এবশ্যতা আর বন্দেগী পরিরপূর্ণ ভালোবাসা আর চূড়ান্ত ক্ষমতা ছাড়া কারো জন্য শোভন আর সমীচীন নয়। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কেউ এ দুটি কাজের যোগ্য এবং উপযুক্ত বিবেচিত হতেই পারে না। একারণে মা'বূদ হওয়া আর ইলাহ হওয়ার গুণও কেবল সে একক সত্তার জন্য প্রমাণিত-প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, যিনি একক ও অদ্বিতীয়। লা-শরীক-যাঁর কোন শরীক—সমকক্ষ-প্রতিপক্ষ নেই। পাঠ কর,

'তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর এবাদাত-দাসত্ব-আনুগত্য কর, যে তোমাদের কোন ক্ষতিরও মালিক নয়, মালিক নয় কোন লাভেরও?'

মোট কথা, ঈমানের সর্বপ্রথম যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে রবুবিয়্যাত। এরপর মুলকিয়্যাতের স্থান এবং সবশেষে উলুহিয়্যাতের। সুতরাং শয়তানী প্ররোচনার ক্ষয়-ক্ষতি থেকে নিজের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তার জন্য সে ভাবেই নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে যাওয়াই সমীচীন হবে, যেভাবে সূরা নাস-এ একের পর এক ক্রমিক ধারায় আল্লাহ তায়ালা নিজের সিফাত বর্ণনা করেছেন—রাব্বিন্নাস, মালিকিন্নাস, ইলাহিন্নাস। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যেভাবে (যার নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়)—এর ক্ষেত্রে একের পর এক করে তিনটি সিফাত বা গুণ বর্ণনা করা হয়েছে কোন সংযোগ অব্যয় ব্যতীতই, তেমনিভাবে যেসব বস্তুর ক্ষেত্রে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে তার এর দিক থেকেও তিনটি সিফাত দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোও বর্ণনা করা হয়েছে এক একটি সিফাত করে। বিষয়টা এভাবে বুঝে নেয়া যায় যে, ওয়াস ওয়াসা শব্দটিকে উলুহিয়্যাত সিফাতের বিপরীতে স্থাপন করবে। কারণ যেভাবে সত্যিকার অর্থে যার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, তিনি হচ্ছেন ইলাহন্নাস; আর 'মালিক' এবং 'রব'-কে করা হয়েছে সে পর্যন্ত পৌছার শিরোনাম, তেমনি 'ওয়াসওয়াসাই হচ্ছে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তার এর আসল কথা। পরে যার সিফাত বা পরিচয় বলা হয়েছে 'খান্নাস।' খান্নাস-এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষের গাফলত তথা অবহেলা-

www.icsbook.info

অমনোযোগিতার সময় সে মানব-মনে প্ররোচনা সৃষ্টি করে, আর কেউ জাগ্রত হলে অমনি চোরের মতো পেছনের দিকে সরে পড়ে। এমন চোর-বদমাশদের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বাড়াবাড়ির হস্ত থেকে দুনিয়াকে নিরাপদ হেফাযতে রাখা সমকালীন রাজা-বাদশাহ শাসকদের বিশেষ কর্তব্য। এ কারণে এ সিফাত-এর বিপরীতে 'মালিকিন্নাস'-কে রাখাই হবে সমীচীন। আর যা খান্নাস-এর কর্মকাণ্ডেরই স্তর, যাকে আমরা চোরের ওৎ পেতে থাকার সঙ্গে তুলনা করতে পারি, এটাকে রাখতে হবে 'রাব্বুন্নাস'-এর বিপরীতে (আগের আলোচনা অনুযায়ী যা হচ্ছে 'মালিকিন্নাস'-এর কার্যক্রমেরই স্তর) শুমার করতে হবে। অতপর লক্ষ্য করতে হবে-এর মধ্যে কতটা সম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ তুলনা প্রকাশ পায়। (আল্লাহ তায়ালাই তাঁর কালামের রহস্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন।)

কয়েকজন সাহাবী (যেমন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা, হযরত ইবনে আব্বাস এবং যায়েদ ইবনে আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন কোন ইহুদী নবীকে জাদু করেছিল, যার ক্রিয়ায় বহন মোবারককে এক ধরনের ব্যাধি দেখা দেয়। এ সময় কখনো এমনও হয়েছে যে, নবী কোন একটা পার্থিব কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর মনে হতো যে, কাজটা বোধ হয় করা হয়নি; অথবা কোন একটা কাজ করেননি, কিন্তু তাঁর ধারণা হতো, কাজটা বোধ হয় তিনি করেছেন। তাঁর এ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আল্লাহ তায়ালা এদু'টি সূরা নাযিল করেন এবং সূরাদ্বয়ের তাছীরে আল্লাহর হুকুমে নবীর সে ব্যাধি দূর হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, বুখারী এবং মুসলিম শরীফে এঘটনার উল্লেখ রয়েছে এবং অদ্যাবধি কোন মোহাদ্দিস এ সম্পর্কে কোন রকম মন্তব্য করেননি। আর এ ধরনের অবস্থা রেসালাতের পদ-মর্যাদার আদৌ পরিপন্থী নয়। যেমন কোন কোন সময় নবী অসুস্থ হয়েছেন, কখনো সম্বিতহারা হয়েছেন এবং কয়েক বার নামাযে ভুলও হয়েছে এবং তিনি বলেছেন,

'আমি একজন মানুষ বৈকিছুই নই, তোমাদের যেমন ভুল হয়, তেমনি ভুল হয় আমারও। আমার ভুল হয়ে গেলে তোমরা স্মরণ করিয়ে দেবে।' সম্বিতহারা হওয়া এবং ভুল হওয়ার এসব কথা পাঠ করে কেউ বলতে পারে—তাহলে ওহী এবং তাঁর অন্যান্য কথায় আমরা বিশ্বাস করবো কেমনে? সে সবেও তো কোন ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে? সেখানে ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণ হওয়ায় এটা অপরিহার্য হয় না যে, খোদায়ী ওহী আর প্রচার-প্রসারের কর্তব্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে শুরু করবে। কোন কোন সময় তিনি কোন কাজ করেছেন কিন্তু তাঁর কাছে মনে হয়, কাজটা বুঝি করা হয়নি কেবল এতটুকু কর্ম দ্বারা তাঁর সমস্ত শিক্ষা এবং তাঁকে প্রেরণ করার মূল দায়িত্বের ওপর থেকে আস্থা উঠে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া কেমন করে অপরিহার্য হতে পারে? স্মরণ রাখতে হবে যে, ভুল-ভ্রান্তি, রোগ-ব্যাধি আর সম্বিতহারা হওয়া—এসব দৈব ঘটনা আর বিপত্তি হচ্ছে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। নবীরা যদি মানুষ হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা তাঁদের মর্যাদাকে খাট করে না। অবশ্য এটা জরুরী যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি অকাট্য যুক্তি আর সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি নিশ্চিত এবং সন্দেহাতীতভাবেই আল্লাহর রসূল, তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আল্লাহ নিজেই তাঁর ইসমাত তথা পাপ কাজ থেকে হেফাযতে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁকে নিজের ওহী স্মরণ করিয়ে দেয়া বুঝিয়ে দেয়া, এবং পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালনে কোন শক্তি ব্যাঘাত ঘটাবে—এটা আদৌ সম্ভব নয়, বরং একেবারেই অসম্ভব। নাফ্‌স্ হোক, কি শয়তান, ব্যাধি হোক, কি জাদু, কোন কিছুই নবীর দায়িত্ব পালনে ফাটল ধরাতে পারে না। পারে না তাঁর আগমনের লক্ষ্য-অভীষ্টে ব্যত্যয়-ব্যাঘাত সৃষ্টি

www.icsbook.info

করতে। কাফেররা যে নবীদেরকে জাদুগ্রস্ত বলতো, যেহেতু তাদের মতলব ছিল নবুয়্যাত অস্বীকার করা এবং একথা প্রকাশ করা যে, জাদুর ক্রিয়ায় তাঁর মাথা ঠিক নেই, যেন তারা এর অর্থ গ্রহণ করেছিল মাজনুন মানে পাগল এবং খোদায়ী ওহীকে তারা অভিহিত করছিল পাগলামির জোশ বলে (আল্লাহর পানাহ)। একারণে কোরআন মজীদে তাদের প্রতিবাদ করা এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ছিল অপরিহার্য। আম্বিয়ায়ে কেরাম মানবিক উপাদানের ব্যতিক্রম এমন দাবী কোথাও করা হয়নি। কখনো ক্ষণেকের তরেও জাদু নবীদের ওপর এমন সামান্য ক্রিয়াও করতে পারে না, যা নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্যের পথে অন্তরায় হতে পারে, ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

সূরা ফালাক আর সূরা নাস যে কোরআন মজীদেরই অংশ, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সকলেই একমত। তাঁদের যুগ থেকে এযাবত অব্যাহত ধারা চলে আসছে। কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর মাসহাফে সূরাদ্বয়কে লিখতেন না। প্রকাশ থাকে যে, এ সূরাদয়ও যে কালামুল্লাহ, সে ব্যাপারে তাঁরও কোন সংশয় ছিল না। তিনিও স্বীকার করতেন যে, এটা আল্লাহর কালাম এবং নিসন্দেহে আসমান থেকে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতে সূরাদ্বয় নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-তুমার এবং চিকিৎসা। তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছিল কি-না, তা তাঁর জানা ছিল না। এ কারণে তা মাস্হাফে অন্তর্ভূক্ত করা এবং সে কোরআনে শামিল করা, যা নামায ইত্যাদিতে তেলাওয়াত করা হয়- এটাকে তিনি সতর্কতার পরিপন্থী মনে করতেন। তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে,

'তিনি সূরা ফালাক আর নাসকে কোরআনের মধ্যে শুমার করতেন না এবং তাঁর মাসহাফে এ দু'টি সূরা লিখতেন না। তিনি বলতেন, সূরাদ্বয় আসমান থেকে নাযিল হয়েছে এবং তা রাব্বুল আলামীনের কালাম, কিন্তু নবী (সঃ) তা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং পানাহ চাইতেন। তাই তাঁর সন্দেহ হয় যে, তা কোরআন কিনা। এ কারণে তিনি তাঁর সামহাফে সূরাদ্বয় লিখেননি।' (পৃঃ ৪২৩) কাযা আবু বকর বাকিল্লানী লিখেন,

সূরাদ্বয় যে কোরআন মজীদের অংশ, ইবনে মাস্উদ তা অস্বীকার করতেন না। তিনি কেবল অস্বীকার করেছেন মাসহাফে তা লেখতে। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, মাস্হাফে কেবল তাই লেখতে হবে, যা লিখার অনুমতি দিয়েছেন রসূলুল্লাহ (সঃ)। আর রসূল যে এ সূরাদ্বয় মাসহাফে লিখার অনুমতি দিয়েছেন, তা তাঁর কাছে পৌছেনি (ফতহুল বারী ৮ম খন্ড, ৫৭১ পৃঃ)।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী অন্য একজন আলেমের উক্তি উদ্ধৃত করেন,

'সূরাদ্বয় যে কোরআনই, এ ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে ইবনে মাসউদের কোন দ্বিমত ছিল না, দ্বিমত ছিল কেবল সূরা-দ্বয়ের কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে' (ফতহুল বারী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭১)।

যাই হোক, তাঁর এমত ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, সম্পূর্ণ তাঁর নিজের। বায্যার স্পষ্ট করে বলেন যে, একজন সাহাবীও এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। খুব সম্ভব নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এটাও পঠিত কোরআন বলে প্রমাণিত হলে তিনি পূর্ব মতে স্থির নাও থাকতে পারেন। আর তাঁর এ ব্যক্তিগত মত সম্পর্কেও জানা যায় কেবল 'খবরে ওয়াহেদ' তথা একক বর্ণনা দ্বারা, যা কোরআন মজীদের অব্যাহত বর্ণনার বিপরীতে কখনো গ্রাহ্য-শ্রবণযোগ্য হতে পারে না। 'শরহে মাওয়াকেফ' বলা হয়েছে,

'কোন কোন সূরার ক্ষেত্রে সাহাবীদের দ্বিমত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেসব বর্ণনা হচ্ছে একক

www.icsbook.info

ধারায় (যাকে পরিভাষায় বলা হয় খবরে ওযাহেদ) যা হচ্ছে ধারণা-অনুমানের সহায়ক। আর গোটা কোরআন মজীদ বর্ণিত হয়েছে অব্যাহত ধারায় (তাওয়াতুর এর মাধ্যমে) যাতে একীন তথা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। একীন তথা দৃঢ় প্রত্যয়-এর মোকাবেলায় ধারণা টিকতে পারে না। সুতরাং সেসব একক বর্ণনা এমন নয়, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। মানে প্রণিধানযোগ্য নয়। এরপরও আমরা যদি উল্লিখিত ক্ষেত্রে তাদের মতদ্বৈধতা স্বীকার করেও নেই, তবু আমরা বলবো যে, নবী করীম (সঃ)-এর ওপর তা নাযিল হওয়া এবং বালাগাত ক্ষেত্রে তা অক্ষম করে দেয়ার মতো চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধতা-ই ছিল না। তা যে কোরআনই ছিল, সে সম্পর্কেও তাদের ছিল না কোন দ্বিমত। সুতরাং আমরা যে সম্পর্কে আলোচনা করছি, সে ব্যাপারে তা ক্ষতিকর নয়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

'কয়েকভাবে এর জবাব দেয়া হয়েছে। তার একটা হচ্ছে এই যে, হযরত ইবনে মাসউদের সময়েও তা মুতাওয়াতির তথা ক্রমাগত ধারায় বর্ণিত ছিল; কিন্তু ইবনে মাসউদের নিকট সে বর্ণনা পৌঁছেনি।' আল্লাহর মেহেরবানীতে এভাবে জটিলতার নিরসন হয়।

আর তাফসীরে রূহুল মাআনী প্রণেতা আল্লামা আলূসী বলেন,

'খুব সম্ভব ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ মত থেকে ফিরে এসেছেন।'

www.icsbook.info

গ্রন্থকারের শেষ নিবেদন

সে পরম দাতা-দয়ালু পালনকর্তার শোকর কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবো, যাঁর খালেস তাওফীকে এ মহান কাজ আজ সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে? এলাহী! আজ আরাফাতের দিন। আরাফাত ময়দানে অবস্থানের সময় তোমার কালামে পাকের অতি সামান্য খেদমত সম্পন্ন হয়েছে কেবল তোমারই দয়া-অনুগ্রহের বদৌলতে। শত বিনয় আর মিনতি সহকারে এটা তোমারই পাক-দরবারে পেশ করছি। তুমি নিজ দয়াগুণে তা কবুল করে নাও এবং তাকে মাকবুল বানাও। এলাহী। আমি স্বীকার করছি যে, এ খেদমত আঞ্জাম দিতে গিয়ে আমার দ্বারা এখলাস-নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার হক আদায় হয়নি। কিন্তু তোমার রহমত-অনুগ্রহ যখন সাইয়্যেয়াতকে হাসানাতে পরিণত করতে পারে, তখন বাহ্যিক কল্যাণকে প্রকৃত কল্যাণে পরিণত করা এমন কী আর বড় কাজ! তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, তুমি আপন অনুগ্রহে এ তুচ্ছ কর্মকে চির অম্লান করে রাখবে আর এর নেক ফল দ্বারা উভয় জগতে আমাকে ধন্য আর পুলকিত করবে। হে আল্লাহ! তুমি তোমার কোরআন মজীদের বরকতে আমার, আমার মাতা-পিতার, আমার উস্তাদের, আমার আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের এবং সেসব ব্যক্তির, যাঁরা ছিলেন এ নেক কাজের আহ্বায়ক-উদ্বোধক এবং যাঁরা এ মহান কাজে সাহর্য আর সহায়তা দিয়েছেন—তুমি তাঁদের সকলকে ক্ষমা দান কর এবং দুনিয়া আর আখেরাতের বিপদ থেকে তাদেরকে নিরাপদ হেফাযতে রাখ। এবং অনুবাদক-এর সঙ্গে জন্নাতুল ফিরদাউসে মিলন ঘটাও,

'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের পক্ষ থেকে একে কবুল কর। নিসন্দেহে তুমি বড় শ্রোতা, বড় জ্ঞাতা। হে আল্লাহ! কবরের নিঃসঙ্গতায় তুমি আমার সঙ্গী হও। হে আল্লাহ! মহান কোরআন দ্বারা আমার প্রতি রহম কর এবং তাকে আমার জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত আর রহমতে পরিণত কর। হে আল্লাহ! কোরআনের যা আমি ভুলে গেছি, তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও, আর যা জানি না, তা জানিয়ে দাও এবং দিবস-রজনী আর ভাগ্যে কোরআন জুটিয়ে দাও। হে রব্বুল আলামীন। কোরআনকে আমার জন্য প্রমাণে পরিণত কর। আমীন।

কবি কি চমৎকার বলেছেন,

'কোরআনের শুরু 'বা' দিয়ে আর শেষ হচ্ছে সীন, অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের জন্য কোরআনই বস্ ও যথেষ্ট।'

আল ফাকীর ফযলুল্লাহ ওরফে শাব্বীর আহমদ ইবনে ফযলুর রহমান ওসমানী

www.icsbook.info

www.icsbook.info